ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ! ইহা কি আমারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় নহে, যে আমরা এই ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাবে জীবনের পরম শত্রু পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইতেছি, কুসংস্কারকে পরাভব করিয়াছি এবং স্বভাব ও আত্মাকে পবিত্র করিয়া মনুষ্যোচিত যথার্থ রীতি নীতি শিক্ষা করিয়া জীবনের সার্থকতা সাধন করিতেছি। আমরা কি হিংসা, দ্বেষ, কলহ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, সুরাপান, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি সমুদায়কে অন্তঃকরণ হইতে দুরীভুত করিয়া দয়া, প্রেম, সারল্য অভ্যাস করি নাই? স্বার্থপরতাকে কি বিসর্জন করি নাই। দেখ, আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব—বন্ধু ভাব কেমন বর্দ্ধিত হইতেছে! দেশীয় লোকের উন্নতি, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি, জ্ঞানের প্রচার, ধর্ম্মের প্রচার করিয়া লোকের জ্ঞান চক্ষুরুন্মীলন করিতে পারিলেই আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করি। কিসে ব্রাহ্মধর্ম্মের ‘একমেবাদ্বিতীয়ং’ জয় পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হইবে, লোকে বিষয়াসক্তি, স্বার্থপরতা পরিহার করিবে, কিসে সকলে ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইবে, ইহাই আমাদিগের আন্তরিক ভাবনার বিষয়। ঈশ্বরই আমাদিগের এক মাত্র লক্ষ্য, ধর্ম্মানুষ্ঠানই আমাদিগের মুখ্য কর্ম্ম। এই সকল শিক্ষা—এই সকল সত্য অনুষ্ঠান আমরা এই সমাজের প্রসাদেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি, অতএব যাহাতে এই সমাজের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তজ্জনিত এই দেশের উন্নতি হয়, তাহার চেষ্টা করা আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বর আমাদিগের সহায়, অতএব লোকনিন্দা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি অলীক বিভীষিকা অন্তঃকরণে [illegible] স্থান দেওয়া আমাদিগের উচিত নহে।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগের একমাত্র ভরসার স্থল, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি এবং চিরস্থায়িত্ব প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

মেহেরপুর গ্রামে ১৭৮৩ শকে ১৭ ভাদ্র রবিবাসরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজে প্রায় দুই শত ভদ্র লোকের সমাগম হইলে উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র মহাশয় এই আভাসে বক্তৃতা করিলেন, যথা।

অদ্য আমাদের কি শুভ দিন! কি সুপ্রভাত! অদ্য আমরা কোন সাংসারিক ব্যাপার জন্য এখানে একত্র সমবেত হই নাই, আমরা কোন ইন্দ্রিয় জনিত সুখাস্বাদন, কি পার্থিব আমোদ প্রমোদ লালসায় এই স্থানে সমাগত হই নাই, অদ্য আমরা বিশ্বকর্ত্তা সকল কারণের কারণ, পরাৎপর পরমেশ্বর, যিনি আমাদের এক কালীন স্রষ্টা, পাতা, ও সংহর্ত্তা; যিনি আমাদের জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, ও মনের মন; যিনি আমাদের সকল মঙ্গলের আকর ও সর্ব্ব সুখ দাতা; ও মুক্তিদাতা; এবং যিনি আমারদিগকে সকল বিঘ্ন ও বিপদ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন; তাঁহারই উপাসনার নিমিত্তে এখানে সকলে একত্রিত হইয়াছি, ইহা অপেক্ষা আমাদের শুভদিন আর কি আছে?

অনেকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বৈরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াথাকেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ভারত বর্ষের সনাতন ধর্ম্ম। আমাদের বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও পুরাণ [illegible] সকলই [illegible]

ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে যে সকল মহাত্মারা এই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তাঁহারাই মুনি ঋষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন। পরে এই ভারতবর্ষে কিয়ৎকাল যবনাধিকার হওয়ায় তদ্ধর্ম্মের অনেক প্রকার বিঘ্ন হয়; বিশেষ এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞাপক বেদ, উপনিষদাদি কিছুমাত্র প্রচলিত ছিল না, এমন কি ইতিবৃত্তে প্রকটিত আছে যে, বঙ্গদেশে পণ্ডিতের এক কালে অভাব হওয়ায় আদিসুর রাজা যজ্ঞ করিবার নিমিত্তে কাণ্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই প্রকার ক্রমে এদেশে ব্রহ্মজ্ঞান এক কালীন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। পরে মহাত্মা রামমোহন রায় বহু আয়াসে কাশী প্রভৃতি হইতে বেদ,উপনিষদাদি শাস্ত্র সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্ঞান এদেশে প্রচার করায় আমরা সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এক্ষণে অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি.ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান উপদেশএই যে"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা হইয়াছে। এই উপদেশের প্রতি কোন ধর্ম্মাবলম্বীরই আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। যদিও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ঈশ্বরোপাসনার নানা প্রকার প্রণালী এ জগতে প্রচলিত আছে বটে কিন্তু সকলেই এক ঈশ্বরকে প্রকরণ ভেদে উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহার সন্দেহ নাই। যথা, "উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা" ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ সকল প্রকার উপাসকেরই হিতকারী।

এক্ষণে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ হওয়ায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অনেক সদুপায় হইয়াছে, এবং দেশের অনেক মঙ্গল ও উন্নতির সম্ভাবনা হইতেছে। তদনুযায়ী এখানে অদ্য এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান লাভের ও ধর্ম্মোন্নতির সম্ভাবনা হইল। এক্ষণে জগদীশ্বর প্রসাদে আপনারা যত্নবান হইলেই এই সমাজ চিরস্থায়ী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

আমরা সর্ব্বদাই বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত এবং অর্থ আমাদের পরমার্থ বোধে আমরা তদর্জ্জনেই সমস্ত সময় ও সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করি, কিন্তু যাঁহার প্রসাদে আমরা ঐ অর্থ প্রাপ্ত হইতেছি ও যাঁহার প্রসাদে সমস্ত সুখ ভোগ করিতেছি ও যিনি আমাদের প্রতিক্ষণে,প্রতি নিমেষে কৃপাও স্নেহ দৃষ্টিতে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে এক দিবসের ষষ্টি দণ্ড কালের মধ্যে এক দণ্ড কালও স্থিরচিত্তে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভাবে স্মরণ করি না, এক দিবস কি এক সপ্তাহের এক দিবসের মধ্যে দুই দণ্ডকালও ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি না, ইহা অপেক্ষা আমাদের অকৃতজ্ঞতা ও মূঢ়তা আর কি আছে! জগৎ সংসারে যত জীব সৃষ্ট হইয়াছে,তন্মধ্যে মনুষ্যই প্রধান, এবং মনুষ্য মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানি প্রধান যথা;

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠানরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥ ব্রাহ্মণেষুচ বিদ্বাংসোবিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ॥

আরও লিখিয়াছেন যথা,

"সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্লভং। যস্তারয়তি নাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্র কঃ॥" "প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং। নবেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ॥"

অতএব এমন উত্তম মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া যদি আমরা আমাদের স্রষ্টা ও মুক্তি দাতাকে ভক্তি ভাবে স্মরণ না করিলাম, তবে আমাদের বৃথা জন্ম।

পশু অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ হইতে পারি ? । পশুর সহিত আমরা আর আর সকল বিষয়েই তুল্য,কেবল আমাদের ঈশ্বরোপাসনা করিবার শক্তি থাকাতেই আমরা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছি। ঈশ্বরোপাসনার শক্তিই আমাদের মহদধিকার, এমত মহৎ অধিকার আমাদের কি অবহেলা ও তাচ্ছিল্য করা উচিত।

সাংসারিক বিষয়ের উন্নতির নিমিত্তে আমরা সর্ব্বদাই নানা প্রকার চেষ্টা, আয়োজন ও যুক্তি করিয়া থাকি,কিন্তু সকলেই আপন আপন অন্তরে ভাবিয়া দেখুন যে, আমরা কি ঈশ্বর লাভের নিমিত্তে উপযুক্ত চেষ্টা বা আয়াস করিয়া থাকি ? যে চর্চ্চা যে আলোচনা ও যে অনুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রীতির ভাব উদ্দীপন হয়, সেই প্রকৃত উপাসনা ও তাহাই তাঁহার গ্রাহ্য, এই নিমিত্তে সাকার মতেও অগ্রে মানস পূজার বিধান হইয়াছে। ইহাতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজে যে চর্চ্চা ও অনুষ্ঠান হয় তদ্দ্বারা যেমন ভক্তি ও প্রীতির উদ্দীপন হয় তেমন আর কিছুতেই হয় না। এবং সময়ে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করাতে আমারদের কি ভক্তি ভাবের উদ্দীপন হইতেছে না ? বোধ করি অবশ্যই হইতেছে, তবে এই প্রকার সমাজ হওয়া কি পর্য্যন্ত উচিত ও হিতকর, তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আমরা বিষয়াসক্ত হইয়া এরূপ ভ্রমান্ধ হই যে আমাদের মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইতে হইবেক এবং মৃত্যু হইলে সাংসারিক সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে হইবেক, ইহা আমরা ক্ষণ কালের নিমিত্তেও স্মরণ করি না, মৃত্যু আমাদের প্রতিক্ষণেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, কোন্ সময়ে আমরা [illegible] হইব তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এমত গতিকে যে বস্তু মৃত্যু হইলেও আমাদের সঙ্গী হয়, তাহাই সঞ্চয় করা আমাদের কর্ত্তব্য। মৃত্যুর পর সাংসারিক কোন বস্তুই আমাদের অনুগামী হয় না, কেবল ধর্ম্মই আমাদের সঙ্গে যায়, যথা, "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মোনিধনেপ্যনুযাতিযঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি।" পরন্তু মৃত্যু হইতে পরিত্রাণের নিমিত্তে ঈশ্বর লাভ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। যথা, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতিনান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়ঃ।" অতএব যাহাতে আমরা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি, তাহাতেই আমাদের যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই সময় তাঁহার গুণ ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে যদি আমার মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে আমি আপনাকে ভাগ্যবান ও ধন্য মনে করি, কেন না মৃত্যু নিশ্চয়ই ঘটিবেক ইহাতে বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মৃত্যু হওয়াই সৌভাগ্যের বিষয়। এই নিমিত্তে তাঁহার স্মরণ মনন করা আমাদের সর্ব্বদা উচিত।

এই সময়ে আমি যে তাঁহার আলোচনা ও গুণ কীর্ত্তন করিতেছি ও তাঁহার আবির্ভাব এই পবিত্র সমাজে দর্শন করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিতেছিনা, বাক্যে কি কহিব? "এক্ষণে তুচ্ছং ব্রহ্মপদং" বোধ হইতেছে।

তমাত্মস্থং যেনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং।।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তদনন্তর শ্রদ্ধাবান ও ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত উমাচরণ হালদার ও শ্রীযুক্ত বেণী মাধব চট্টোপাধ্যায় অধ্যায়ক মহাশয়েরা যথা নিয়মে ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা

পাঠ করিলেন এবং ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সভার কার্য্য সমাপ্ত হইল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

দশম অধ্যায়।

৯০

যিনি ওঙ্কারের প্রতিপদ্য তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইহাঁর পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদায় দেবতারা নিরত উপাসনা করিতেছেন।

জগতের এই অদ্বিতীয় কর্ত্তা যেমন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমাত্মা পরব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, সেই রূপ ওঁ শব্দেরো বাচ্য। যিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য মহান্ পুরুষ। পৃথিবী অপেক্ষা অন্য অন্য উৎকৃষ্টতর লোক নিবাসী দেবতারা পবিত্র ও প্রফুল্লচিত্তে নিয়ত তাঁহার আরাধনা করিতেছেন। আমরাও যদি মহৎ ও শ্রেষ্ঠ হইতে বাসনা করি, তবে আমারদেরো কর্ত্তব্য যে দেবতাদের ন্যায় সেই বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপের নিতান্ত অধীন ও অনুগত থাকিয়া এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি-বৃত্তি উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার উপাসনাতে রত থাকি।

৯১

ওঙ্কার প্রতিপদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও। জ্ঞানী ব্যক্তি ওঙ্কার সাধনা দ্বারা সেই শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

যেমন বাহ্য বিষয় সকল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা জ্ঞান-চক্ষুর্গোচর হয়েন। অতএব বিশুদ্ধ উজ্জ্বল জ্ঞান দ্বারা সেই ওঙ্কার প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর, সকল বিষয় হইতে এবং বিষয় কামনা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার অর্থী হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহাকে ধ্যান করিতে অভ্যাস কর; ক্রমে তাঁহার উজ্জ্বল মঙ্গল-রূপ আপনার আত্মাতে তুমি উপলব্ধি করিতে থাকিবে। যখন সেই জ্ঞানসূর্য্য পরমাত্মা তোমার অন্তরে উদয় হইবেন; তখন তুমি সংসারের অজ্ঞান তিমির হইতে উত্তীর্ণ হইবে এবং শান্ত, অজর, অমর, অভয়, নিরতিশয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে।

৯২

সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন।

যিনি এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন, যিনি পিতামাতার ন্যায় বিশ্ব পালন করিতেছেন, তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও আশ্চর্য্য শক্তি পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলেই ক্রমে তিনি আমারদিগের বুদ্ধিতে জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ পাইবেন। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি বিশ্ব-নিবাসী অসংখ্য জীবের কল্যাণ সাধনার্থেই তৎপর রহিয়াছে। তিনি আমারদিগের ধর্ম্ম-পথে সহায়ার্থে বুদ্ধি বৃত্তি সকল পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করিতেছেন।

৯৩

ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। তিনি আমা কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

করুণাময় বিশ্বপিতা কোন বিষয়ে আমারদিগকে বিস্মৃত হন নাই। আমরা প্রত্যেক নিমেষেই তাঁহার কৃপাবারি প্রাপ্ত হইতেছি এবং প্রত্যেক বারের নিঃশ্বাস-ক্রিয়াতেই তাঁহার কারুণ্য-সমীরণ সেবন করিতেছি। তিনি আমারদিগকে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হন নাই এবং কোন কালে কোন বিষয়ে বিস্মৃত হইবেনও না; তিনি আমারদিগকে নিয়ত প্রীতি-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। অতএব আমরা যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই, যেন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিয়ত তাঁহার প্রীতি পীযূষ পান করি ও তাঁহার করুণাদত্ত অনুজ্ঞা-সকল পরম পরিতুষ্ট চিত্তে পালন করিতে প্রবৃত্ত থাকি।

৯৪

তোমারদের মৃত্যু পীড়া না হউক, এপ্রযুক্ত সেই বেদ্য পুরুষকে জান।

সেই অমৃত পুরুষকে জান এবং তাঁহাকে সকল হইতে, আপনাহইতেও অধিক প্রীতি কর, তবে তোমার মৃত্যু-পীড়ার অবসান হইবে। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মের সহিত যাঁহার নিত্য সহবাস হইয়াছে, তিনি এখানে থাকিয়াই সংসারকে অতিক্রম করেন এবং শোক দুঃখ মৃত্যু-পাশ হইতে পরিত্রাণ পান; তাঁহার নিকটে শূন্য পূর্ণ হয়, বিপদ মঙ্গলের আধার হয় এবং মৃত্যু অমৃতের সোপান হয়।

৯৫

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্ব সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাকে নিয়মে রাখিতেছেন, ও অসীম সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে বিরাজ করিতেছেন; যাঁহার করুণা নিদাঘ কালের তৃপ্তিকর বারি-ধারাতে ও প্রাণদ ওষধি বনস্পতিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; যিনি ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, সকল স্থানেই স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ইতি প্রথমখণ্ডে দশম অধ্যায়।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২০ ফাল্গুন ১৭৮৩ শক।

ব্রাহ্মগণ। এই রমণীয় সময়ে মনোদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, সেই হৃদয়-নাথকে হৃদয় সিংহাসনে সমাসীন কর, যাঁহা হইতে দেহ মন সুখ ঐশ্বর্য্য সকলই লাভ করিয়াছ, সেই অখিল বিধাতার পবিত্র চরণে প্রীতি কুসুম প্রদান কর।

সপ্তাহ কাল তো আমরা বিষয়েরই পূজা করিয়াছি—বিষয় চিন্তাতেই কাল যাপন করিয়াছি—বিষয় অর্জ্জনেই তো পরমায়ু ক্ষেপণ করিয়াছি, আইস এখন সেই বিষয়ের অতীত পুরুষের পূজা করিয়া জীবনকে সার্থক করি; এমন অবসর আর পাইব না, এমন সুসময় শীঘ্র সমাগত হইবে না। এখন এই পবিত্র দেব মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ

চেতনাচেতন সকল পদার্থই তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিতেছে।

এই সম্মুখস্থ আম্রতরুগণের নব প্রস্ফুটিত মুকুল রাজি সুমন্দ সমীরণে আন্দোলিত হইয়া যেন তাঁহাকে প্রণিপাত করিতে ইঙ্গিত করিতেছে—বৃক্ষস্থিত সুস্বর বিহঙ্গমগণ মধুর তানে যেন তাঁহারি মঙ্গল গীত গান করিতে বলিতেছে।

এমন পাষাণ হৃদয় এমন নীরস চিত্ত কার আছে, যে এই বসন্তের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া উল্লসিত না হয়—এমন অনুপম সুখ উপভোগ করিয়া কৃতজ্ঞতা রসে পূর্ণ না হয়।

এই রমণীয় প্রদোষ কালে তাঁহাকে যত্ন করিয়া স্মরণ করিতে হইতেছে না, এখন তো বিষয় চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত কোন আয়াস আবশ্যক নাই, তিনি স্বয়ংই এখন আমাদিগের হৃদয় মন অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র বিশ্ব, তাঁহার সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ, আপনা হইতেই আমাদিগের নয়ন মনের একমাত্র তৃপ্তির স্থল হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরে বাহিরে তিনি এখন দেদীপ্যমান থাকিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন।

যখন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বসন্ত ঋতুর সমাগমে পত্র শূন্য নীরস তরু সরস হইয়া শাখা পল্লবে সুশোভিত হইতেছে—যখন দেখিতেছি মধুর বসন্ত সমীরণে কুসুম কলিকা সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে,—যখন পরীক্ষায় জানিতেছি বসন্ত বায়ুর প্রত্যেক মধুময় হিল্লোলে শরীর অপূর্ব্ব প্রফুল্লতা অনুভব করিতেছে, তখন কি আমারদিগের নীরস মন সরস হইবে না, নিরুদ্যম চিত্ত উদ্যম ও উৎসাহে পূর্ণ হইবে না। এমন সুরম্য কালে সুরম্য সময়ে তাঁহার প্রসন্নতা রূপ বসন্ত সমীরণে আমারদিগের প্রীতিকলিকা বিকশিত হইয়া কি তাঁহাকে গন্ধ দান করিবেক না। আমরা কি জড় বৃক্ষ তৃণ হইতেও লঘু হইয়া থাকিব?। যখন বসন্তের সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিয়া অজ্ঞান বিহঙ্গ গণ পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে জগদীশ্বরের যশঃ প্রচার করিতেছে, আমরা মনুষ্য হইয়া তাহাদিগের অপেক্ষাও হীন ভাব ধারণ করিব, তাঁহার মহিমা প্রচারে কি আমারদিগের রসনা একবারও প্রবৃত্ত হইবে না।

এখন হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, ব্রাহ্মগণ! হৃদয় নাথকে হৃদয় সিংহাসনে সমাসীন কর, এমন দুর্লভ সময় বৃথা ক্ষেপণ করিও না, এমন সুন্দর অবসরকে উপেক্ষা করিও না।

যাবজ্জীবন যে সুখ না পাইয়াছ, আজন্ম কাল মধ্যে যে আশা পূর্ণ না হইয়াছে এখনি একবার তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে—তাঁহার পবিত্র স্বরূপ একবার সন্দর্শন করিলে সেই সম্পদ লাভ হইবে সেই সকল আশা পূর্ণ হইবে।

হে অনাথ সর্ব্বস্ব! তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব, তুমি কৃপা করিয়া আমারদিগের আশার অতীত সুখ বিধান করিতেছ—এখনি আপনাকে দান করিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ করিতেছ।

তোমার প্রসন্নতার এমনি অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে যখন তোমাকে জ্ঞান নয়নে দেখিতে পাই তখন নীরস বস্তুও সরস রূপে প্রতীয়মান হয়, তখন গরল রাশিও অমৃত ভাব ধারণ করে। নাথ! কত দিনে আমার জ্ঞান নেত্র নিমেষ শূন্য হইয়া অবাধে তোমাকে সন্দর্শন করিবে—কত দিনে আমার আত্মা সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তোমার সহবাস

জনিত উচ্চতর মহত্তর পবিত্রতর আনন্দ উপভোগ করিবে—কত দিনে আমি তোমার প্রসন্নতা রূপ চির বসন্ত সম্ভোগে সমর্থ হইব, এই আশায় আমার হৃদয় মন অস্থির হইতেছে। তুমি আমার মানস নেত্রের সম্মুখে দিন যামিনী বিরাজমান থাকিয়া এককালে আমার সকল কামনা পূর্ণ কর, আমি তোমার নিকটে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২২৪ সংখ্যক পত্রিকার ২০৯ পৃষ্ঠার পর

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে আরণ্যক নামে একটি স্বতন্ত্র খণ্ড দৃষ্ট হয়। এই খণ্ড ব্রাহ্মণের সারাংশ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই তত্ত্ব জ্ঞান বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গেই পরিপূর্ণ, এই হেতু বানপ্রস্থাশ্রম ও সংন্যাসাশ্রম বাসী ব্যক্তিদিগেরই অধ্যয়নের নিমিত্ত ইহা বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণাতে চিত্ত নিবেসিত করিতেন, তাঁহাদের মন্ত্র পাঠ অথবা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিবার কোন বিধি ছিল না কিন্তু বেদের আরণ্যক খণ্ড পাঠ করা তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং অরণ্যে অধীত হইত এই হেতু বেদের এই অংশের নামও আরণ্যক হইয়াছে(১)। বেদের প্রায় সমুদায় উপনিষদই ভিন্ন ভিন্ন আরণ্যকের অন্তর্গত। যেমন ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে আরণ্যক অতিশয় প্রামাণ্য ও আদরণীয়, সেই রূপ উপনিষদও আরণ্যকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার ভাগ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক চিন্তা ও আলোচনা কত দূর উন্নত হইয়াছিল, তাহা উপনিষদেই সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে। বৈদিক সংহিতাতে কেবল যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানেরই কথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সকল অনুষ্ঠানের অশেষ ফল বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যখন উপনিষদের রচনা হয়, তখন এই সকল অনুষ্ঠানের প্রতি লোকের ততোধিক আস্থা ছিল না। উপনিষদের অনেক স্থলে বৈদিক কর্ম্ম কাণ্ডের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং জ্ঞানেরই মাহাত্ম্য বিশেষ রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। বাস্তবিক জন সমাজের প্রথমাবস্থা চিন্তা ও জ্ঞানের আলোচনার পক্ষে প্রশস্ত ও অনুকূল সময় নহে। তখন কেবল বিবিধ নূতন উন্নত ভাবেরই স্রোত নিয়ত উত্থিত হইয়া মনোমধ্যে বহমান থাকে এবং আত্মাকে আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিয়া রাখে। কিন্তু ক্রমে সেই সকল ভাব পুরাতন হইলে তদ্বিষয়ের আলোচনা আসিয়া উদয় হয়। মন তখন স্বকীয় স্বাভাবিক ভাব সকলের প্রকৃতার্থ অনুসন্ধান করে, আপনার বিশ্বাসের ভূমি নিরূপণ করে এবং এই প্রকারে জ্ঞানের উপার্জ্জন হইতে থাকে। এই রূপ ধর্ম্মজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার আরম্ভ ব্রাহ্মণ খণ্ডেই প্রথমে দৃষ্ট হয় এবং সেই আলোচনা সহকারে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ ধর্ম্ম বিষয়ক সত্য কত দূর লাভ করিয়াছিলেন, তাহা উপনিষদেই স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই হেতু প্রাচীন হিন্দুদিগের তত্ত্ব জ্ঞানের উন্নতির পরিচয় উপনিষদ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদের অপরাপর ভাগ এক্ষণে প্রায়

---

(১) অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে। অরণ্যে অধীয়ীতেত্যেবং বাক্যং প্রচক্ষ্যতে। ইতি সায়নঃ

অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। অত্যল্প লোকেই তাহা অধ্যয়ন অথবা তদ্বিষয়ক অনুসন্ধান করিয়া থাকে। কিন্তু বৈদিক উপনিষদ প্রায় সর্ব্বত্রই অতিশয় বিস্তীর্ণ রূপে প্রচলিত আছে, উপনিষদের প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় বলিয়া অদ্যাপি গৃহীত হয়। প্রাচীন বৈদিক উপনিষদের সংখ্যা অধিক নহে। বৃহদারণ্যক ঐতরেয় তৈত্তিরীয় ঈশ কেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য এবং ছান্দোগ্য এই দশ খানিই প্রকৃত বৈদিক উপনিষদ। কিন্তু কাল ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ আপনাদের মত প্রচলিত করিবার নিমিত্ত নূতন নূতন উপনিষদ সকল রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই হেতু উপনিষদের সংখ্যা এক্ষণে প্রায় শতাধিক হইয়াছে। অপর কোন কোন উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় স্বতন্ত্র উপনিষদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যে যে অধ্যায়ে মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্যের পরস্পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার কথা উল্লেখ আছে। তাহা মৈত্রেয়ী উপনিষদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের কিয়দংশ শাণ্ডিল্য উপনিষদ নামে প্রচলিত আছে। (২)

ব্রহ্ম বিদ্যা ও তত্ত্ব জ্ঞানই সমুদায় উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ও সার মর্ম্ম। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র আদিকারণ ব্রহ্মের স্বরূপ কি, জগতের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ, মনুষ্য কি রূপে তাঁহার জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সেই জ্ঞান লাভেরই বা কি ফল, এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনা ও উপদেশ বিশেষ রূপে সকল উপনিষদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও এই সকল গ্রন্থে অনেক স্থলে নানা প্রকার কাল্পনিক মত প্রকটিত হইয়াছে, তথাপি ইহাদের অন্তর্গত ঈশ্বর বিষয়ক পবিত্র উন্নত ভাব সকল অনুধাবন করিলে অবশ্যই বোধ হইবেক যে প্রাচীন ঋষিগণ তত্ত্ব জ্ঞান উপার্জ্জনে বিশেষ আগ্রহান্বিত ও যত্নশীল ছিলেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহারা প্রকৃত সত্যের আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রাগুক্ত প্রাচীন উপনিষদ সমূহের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এস্থলে প্রকটন করা যাইতেছে। পরে বিশেষ রূপে তাহাদের মত বিবরণ লিখিত হইবেক। সমুদায় উপনিষদই প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ, তন্মধ্যে বৃহদারণ্যকই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। এই ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্য কৃত এবং বৃহদারণ্যকের অধিকাংশও যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক রাজার পরস্পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ও বিচার বিষয়ক প্রস্তাবেই পরিপূর্ণ। এই উপনিষদ ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এক এক অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণে পুনর্ব্বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রথমাধ্যায়েই জ্ঞানের মাহাত্ম্য ও যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কাণ্ডের সহিত তাহার তুল্য ফল প্রদর্শিত হইয়াছে এবং জ্ঞানই এক মাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত জনক রাজার যে ব্রহ্ম বিষয়ক কথোপকথন ও বিচার সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তৎকালে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কেবল ঋষিদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল এমত নহে, কিন্তু তদ্বিষয়ে নৃপতিগণেরও বিশেষ যত্ন ও উৎসাহ ছিল।

অপর এই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী সুশীলা মৈত্রেয়ীর তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল আলোচনা ও উৎকৃষ্ট গভীর

---

(২) দিল্লীশ্বর সাহজিহানের পুত্র দারোষকোহ্ সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনায় অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সাহায্যে পঞ্চাশৎ খানি উপনিষদ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ভাব পূর্ণ বাক্য প্রকটিত আছে, তাহা পাঠ করিবা মাত্র আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইতে হয়। হিন্দু জাতির মধ্যে পূর্ব্বকালে নারীগণ যে জ্ঞান ধর্ম্মে শিক্ষিত ও উপদিষ্ট হইতেন, এবং তাঁহারা যে যত্ন ও আগ্রহের সহিত ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা উপনিষদুক্ত মৈত্রেয়ী ও গার্গী এই দুই গুণবতী নারীর বৃত্তান্ত হইতেই সপ্রমাণ হইবেক। বৃহদারণ্যক অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ গ্রন্থ বটে কিন্তু ইহার অধিকাংশই নানা প্রকার কাল্পনিক কথাতেই পরিপূর্ণ এবং ইহার ষষ্ঠ অধ্যায়ের এক স্থলে এপ্রকার অশ্লীল ও নিতান্ত অপবিত্র ভাব বিশিষ্ট কথা দৃষ্ট হয় যে তাহা ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকে কি রূপে সংনিবেশিত হইল, তাহা মনে করিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

তৈত্তিরীয় উপনিষদ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকেরই এক অংশ। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা শিক্ষা বল্লী এবং ব্রহ্মানন্দ বল্লী। শিক্ষা বল্লীতে বেদাধ্যয়ন, প্রণব উচ্চারণ এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি আছে। এই সকল কার্য্য চিত্ত শুদ্ধি ও জ্ঞান লাভের উপায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপনিষদে আমরা বেদান্ত দর্শনের মতের অঙ্কুর দেখিতে পাই। বেদান্ত শাস্ত্রে যে প্রকার সৃষ্টি প্রকরণ আছে, তাহা এই উপনিষদেও উল্লিখিত হইয়াছে এবং সৃষ্টি ও স্রষ্টার নির্ব্বিশেষ ভাবও ইহাতে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ইহার মত অপরাপর উপনিষদ হইতে নিতান্ত বিরুদ্ধ নহে। ঐতরেয় উপনিষদ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় আরণ্যকের অন্তর্গত। ইহা তিন অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে; ইহাতে ঈশ্বর জগতের একমাত্র স্রষ্টা এবং দেবতাগণ তাঁহার অংশ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অপর পরমাত্মা একমাত্র সৎস্বরূপ, আর সমুদায় পদার্থই অসৎ কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভেদ এই হেতু তাহা মরণ ধর্ম্ম বর্জ্জিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্যের তিন প্রকার জন্ম উক্ত হইয়াছে। প্রথম জন্ম গর্ভাধান কালে, দ্বিতীয় ভূমিষ্ঠ হইবার সময়, তৃতীয় মৃত্যুর পর পুনরায় নূতন দেহ পরিগ্রহ কালে। এই অধ্যায়েই প্রকৃত জ্ঞান লাভই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা ইহকালে আত্মার প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারে, তাহারাই অমর হয় কিন্তু যাহারা অজ্ঞানান্ধ, তাহারাই পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে এবং সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগেই লিপ্ত থাকে। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে প্রকৃত জ্ঞান কাহাকে বলে এবং আত্মার স্বরূপ কি, তাহা সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। আত্মা ইন্দ্রিয় নহে, মনও নহে কিন্তু ইহা জ্ঞান স্বরূপ এই হেতু তাঁহাকে জ্ঞানের দ্বারাই কেবল গ্রহণ করা যায়; যাহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে, তাহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় ইহারা উভয়েই অনেকাংশে পরস্পর সদৃশ। উভয়েতেই বেদান্ত মতের অনেক আভাস দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ যে বেদান্ত দর্শনের সৃষ্টি হইবার অনেক অগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহার সংশয় নাই।

কিন্তু শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বিষয়ে এপ্রকার বলা যায় না। এই গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং ইহা বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন প্রচলিত হইলে পর রচিত হইয়াছিল। আমরা ইহার স্থানে স্থানে বেদান্ত, যোগ শাস্ত্র ও সাংখ্যকর্ত্তা কপিল মুনির উল্লেখ প্রাপ্ত হই।

তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।

অপর ইহাতে শৈব মতেরও আভাস পাওয়া যায়। ভব গিরিশ শম্ভু রুদ্র ভুবনেশ ইত্যাদি অনেক গুলি শিবের নাম গ্রন্থের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়, এবং রুদ্রই একমাত্র সৃষ্টি কর্ত্তা ও সকলের পালন কর্ত্তা এবং ব্রহ্মের তুল্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অনেক গুলি শ্লোক বেদ ও অপরাপর উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং ভগবদ্গীতার সহিতও ইহার অনেক শ্লোকের মিল আছে। এই সমস্ত প্রমাণ ও লক্ষণ দ্বারা অপরাপর উপনিষদপেক্ষা ইহার আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বোধ হইবেক যে বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের পরস্পর সামঞ্জস্য করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বেদান্তে যদিও কোন কোন বিষয়ে বেদের সহিত অনৈক্য আছে, তথাপি ইহা বেদের মতানুযায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু সাংখ্য দর্শনের মত অনেকাংশে বেদের বিপরীতার্থক এবং তাহার কোন কোন স্থলে বেদ একেবারে অপ্রমাণ ও অগ্রাহ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্য শাস্ত্র বেদের বিরোধী হইয়া অতি সত্বর প্রচার হইয়াছিল এবং অনেক বহুদর্শী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেও তাহার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় যাহাতে সাংখ্য ও বেদান্তের মতানুযায়ীদিগের বিরোধ ভঞ্জন হয় এই নিমিত্তেই দুয়ের মত সংমিলিত করিয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ প্রচারিত হইয়াছিল।

বেদান্তে ব্রহ্মই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা বঅসৎ ছিল, তাঁহারই ইচ্ছা মাত্র উৎপন্ন হইল, কিন্তু সাংখ্যের মতে ঈশ্বর একাকী কদাপি জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, প্রকৃতির সহযোগেই সমস্ত সৃজন হইয়াছে। পুরুষ (অর্থাৎ ঈশ্বর) এবং প্রকৃতি উভয়কেই সমান রূপে সৃষ্টির মূল কারণ বলা কর্ত্তব্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দুই মতই সংমিলিত হইয়াছে। ইহার মতে ব্রহ্মই এক মাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা কিন্তু মায়া প্রকৃতি রূপে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াতেই সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। অপর সৃষ্টির সমস্ত প্রকরণই সাংখ্য মতানুসারে লিখিত হইয়াছে। সাংখ্যের ন্যায় এখানেও প্রকৃতি, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিন কারণ হইতে পঞ্চভূতের উৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিজ্ঞান

ভূতত্ত্ববিদ্যা।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা সহকারে জ্ঞানের সীমা ক্রমশই বিস্তার হইতেছে। স্বভাবের আশ্চর্য্য নিগূঢ় তত্ত্ব সকল নিয়তই আবিষ্কৃত হইতেছে, জগতের সুচারু শৃঙ্খলা ও মনোহর নিয়মাবলী অবধারিত হইতেছে। এই বিস্তীর্ণ শাস্ত্রের উন্নতি যে জনসমাজের সুখ সৌভাগ্য সভ্যতার একটি প্রধান সোপান স্বরূপ, তাহা এক্ষণকার সুসভ্য জনপদ সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতিপন্ন হইবেক। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যত্ন, অধ্যবসায় ও একান্ত পরিশ্রম সহকারে যে সকল নূতন নূতন বিদ্যার প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন ও তদ্দ্বারা যে সকল চিরসঞ্চিত অজ্ঞান ও কুসংস্কার রাশি দূরীভূত করিয়াছেন, তাহা এক বার অনুধাবন করিলে বিস্ময়চিত্ত হইতে হয়। ভূতত্ত্ব বিদ্যাই এই বিষয়ের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। অল্পকাল হইল ভূতত্ত্ব বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান কিছুমাত্রও পরিজ্ঞাত ছিলনা, পৃথিবীর সৃষ্টি

প্রকার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক মতকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে ভূতত্ত্ববিদ্যার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে সকল প্রকৃত সত্য উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা সেই সমস্ত কল্পনাতে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়াদিয়াছে। বাস্তবিক এই বিদ্যার প্রকৃত অনুশীলন যেমন জনসমাজের অশেষ হিত সাধনের উপায় হইয়াছে, সেই রূপ তদ্দ্বারা যে অনেক অসত্য দূরীভূত হইবেক, অনেক অলীক মতের সংশোধন হইবেক, তাহার সংশয় নাই।

পৃথিবীর কি প্রকার গঠন ও তাহার অভ্যন্তর কি প্রকার বিবিধ পদার্থে সংরচিত হইয়াছে, সৃষ্টি কালাবধি ধরাতলে ক্রমশঃ কি প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, কি রূপে তাহা কালক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, মানব জাতির সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বেই বা তাহা কি প্রকার জীবগণের আরাম ভূমি ছিল এবং বর্ত্তমান কালে ভূতল কি প্রকার নৈসর্গিক কার্য্য কারণ সংযোগে নিয়তঃ পরিবর্ত্তনশীল রহিয়াছে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধান ভূতত্ত্ববিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য। জ্যোতির্ব্বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর আকার পরিমাণ ও গতি অবধারিত হইতেছে এবং আকাশমণ্ডলস্থ অপরাপর গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপিত হইতেছে। সামান্য ও প্রাকৃতিক ভূগোল বিদ্যা দ্বারা আমরা বর্ত্তমান কালে ধরাতলস্থ বিবিধ দেশ নগর সমুদ্র নদী পর্ব্বতাদির পরিচয় এবং নানা জাতীয় মনুষ্যদিগের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হইতেছি কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্যা আমারদিগকে পৃথিবীর পূর্ব্বতন ইতিহাস প্রদান করিতেছে মানব জাতির সৃষ্টির সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী কি প্রকার অবস্থায় ছিল, তাহা অভ্রান্ত রূপে প্রকাশ করিতেছে। আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবীর প্রাচীনতর অবস্থা বিবরণ অবগত হইতে সহজে সকলেরই কৌতূহল উদয় হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই এবং তৎসম্বন্ধীয় বিস্ময়কর ব্যাপার সমূহ জ্ঞাত হইলে সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র মহীয়সী শক্তি ও অনন্ত কৌশলের অশেষ

এক্ষণে আমরা ধরাতলকে যে রূপ জল ও স্থলে বিভক্ত ও মহোচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, নদ নদী এবং নানা প্রকার জীব প্রবাহে পরিব্যাপ্ত ও পরিশোভিত দেখিতেছি, প্রথমে তাহা এ প্রকার কিছুই ছিলনা, পৃথিবী সৃষ্টি কালে একেবারে এক্ষণকার ন্যায় সংরচিত হয় নাই, ক্রমোন্নতির সুন্দর নিয়ম, যাহা আমরা জগতের সকল বস্তুতেই দেখিতে পাই, পৃথিবীর রচনা বিষয়েও তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছে। ভূমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্রই ভূমি খনন দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে পৃথিবীর উপরিভাগ কতিপয় উপর্য্যুপরিস্থিত স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সকল স্তর এক একটি করিয়া পরে পরে বিন্যস্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্তর্গত যে ভূমি ভাগ আমরা এক্ষণে অনেক দূর খনন করিয়া প্রাপ্ত হই, তাহা এককালে উপরিস্থ ধরাতল ছিল এবং তাহা এক্ষণকার ন্যায় নানাবিধ জীবের আরাম ছিল কিন্তু কালক্রমে তদুপরি ভিন্ন ভিন্ন স্তর সকল সংস্থাপিত হইয়াছে এবং তাহা তদুপরিস্থ জীব প্রবাহের সহিত এক্ষণে ভূমি মধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। এই রূপ ধরাতলের ক্রমশই পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। সমুদ্র হইতে স্থলের ও পর্ব্বতাদির উৎপত্তি হইয়াছে, পরে নানা প্রকার জীব ও উদ্ভিদের সৃষ্টি হইয়াছে। সময়ে সময়ে এক এক মহা উপপ্লব উপস্থিত হইয়া সমুদায় জীব নষ্ট ও ভূতল জল প্লাবিত হইয়াছে। পরে আবার নূতন স্তর সকল উৎপন্ন হইয়াছে ও তদুপরি নূতন জীব শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই রূপে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও স্তরে স্তরে বিনির্ম্মিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর জীব সকলের উৎপত্তি হইয়া অবশেষে মানব জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল বিচিত্র ও আপাততঃ বিস্ময়কর ব্যাপার ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন দ্বারা এক্ষণে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে। কোন দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত ইতিহাস পুস্তকাভাবে যেমন খোদিত প্রস্তর ফলক ও পুরাতন মুদ্রা সকল পরীক্ষা দ্বারা সংকলন করা যায়, তদ্রূপ ধরাতল-

[illegible]

শিষ্টাংশ ও বৃক্ষাদির স্কন্ধ পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর পূর্ব্বতন বৃত্তান্ত অভ্রান্ত রূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। মানব জাতির সৃষ্টির সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধরাতলের কি প্রকার অবস্থা ছিল, তাহা নিরূপিত হইতেছে। বাস্তবিক ভূতত্ত্ববেত্ত্বাদিগের আবিষ্কার দ্বারা আমরা অতীত কালকে বর্ত্তমানের ন্যায় দেখিতেছি, ধরাতলস্থ অতিশয় পূর্ব্বতন ঘটনা সকল আমরা মনশ্চক্ষুর্গোচর করিতে সমর্থ হইয়াছি, মনুষ্যের আগমনের অগ্রে যে সকল প্রাণী জীবিত ছিল, তাহাদের কঙ্কাল অস্থি সকল উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি অবধারিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্যার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সাধন বিশেষ রূপে বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগেরই প্রযত্নে হইয়াছে। তাঁহাদেরই পরিশ্রমে ইহা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া এক্ষণে পরিগণিত হইয়াছে। অতএব অপরাপর বিদ্যার সহিত তুলনা করিলে ভূতত্ত্বকে অবশ্যই অপেক্ষাকৃত অধুনাতন বিদ্যা বলিতে হইবেক। এই বিদ্যার অনুশীলন প্রকৃত প্রস্তাবে জর্ম্মেণি দেশে প্রথমে আরম্ভ হয়, তথায় প্রায় ৫০ বৎসর হইল ওয়ারণর নামক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ধাতুর আকর সকল পরীক্ষা দ্বারা ধরাভ্যন্তরস্থ স্তর সকলের অস্তিত্ব ও তাহাদের সন্নিবেশের নিয়ম এবং অপরাপর তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তদবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে বিশেষ রূপে যত্নশীল হইলেন। তদবধি পৃথিবীর নানা স্থানে ভূস্তর সকলের পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

কিন্তু যদিও এই বিদ্যা বর্ত্তমান কালেই সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে, তথাপি পৃথিবীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ও তাহার ভয়ানক উপপ্লবের প্রতি পূর্ব্বকালীন পণ্ডিতদিগেরও দৃষ্টি বিশেষ রূপে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই। সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এক বা ততোধিক মহা জলপ্লাবন রূপ প্রলয় ও তজ্জন্য সৃষ্টি নাশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও গ্রীকদিগের শাস্ত্রে ইহা স্পষ্ট লিখিত আছে যে এক স্থিত হইবেক এবং সমুদায় সংসার ও জীবগণ একেবারে ধ্বংস হইবেক, পরে আবার নূতন সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবেক। এই প্রকার মত যদিও অনেকাংশে ভ্রমসংকুল ও কাল্পনিক, তথাপি তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। পৃথিবীর পরিবর্ত্তন ও তৎসম্বন্ধীয় নানা প্রকার উপপ্লব দর্শনেই আমাদের পুরাণ কর্ত্তারা উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। অপর কোন কোন প্রাচীন পণ্ডিত পৃথিবীর পরিবর্ত্তন বিষয়ের প্রকৃত কারণ অনেকাংশে নিরূপণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো নামক গ্রীক দেশীয় ইতিহাস লেখক ইহা কহিয়াছেন যে ভূমি কম্পন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং জলপ্লাবন এই সকল হইতেই ধরাতলে মহা উপপ্লব সকল ঘটিয়া থাকে, তদ্দ্বারা কোথাও সমভূমি সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করিতেছে, সমুদ্র তলও স্থলেতে পরিণত হইতেছে।

পূর্ব্বকালে পৃথিবী যে ভয়ানক উপপ্লব ও পরিবর্ত্তনের অধীন ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ চিহ্ন সর্ব্বত্রই রহিয়াছে—কিন্তু যত দিন ভূতত্ত্ব বিদ্যার সৃষ্টি না হইয়াছিল, তত দিন সে সকল চিহ্নের প্রকৃত অর্থ কেহই নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে এই বিদ্যার প্রভাবে অতি ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড পরীক্ষা দ্বারা একটি বিস্তীর্ণ দেশের ভূমির প্রকৃতি ও তদন্তর্গত স্তরাবলীর পরিচয় অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক ভূতত্ত্ববিদ্যা এক্ষণে জন সমাজের অতি বিস্তীর্ণ রূপে কার্য্যোপযোগী হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা রত্নগর্ভা মেদিনীর অজস্র রত্ন ভাণ্ডার মধ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছি, অতি দূরনিহিত আকর সকলের অনুসন্ধান অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেছি। কোন্ প্রদেশ খনন করিলে কি প্রকার ধাতুর খনি প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, ভূমির কত নিম্নে কোন্ কোন্ প্রকার শিলা কোন্ কোন্ প্রকার স্তর বিদ্যমান আছে, এই সকল বিষয় ভূতত্ত্ব বেত্তারা অনায়াসে নির্দ্ধারণ করিতেছেন, অতএব এই বিদ্যার অনুশীলন আমাদের পক্ষে যে কত দূর শ্রেয়স্কর তাহা বোধ হয় সকলেরই বোধগম্য হইবেক।

বিজ্ঞাপন

গত ২৭ চৈত্র সাধারণ সভাতে ব্রাহ্মেরা নিম্ন লিখিত মহাশয়দিগের প্রতি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বৈষয়িক কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছেন।

ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন
শ্রীযুক্ত ঠাকুদাস সেন

পত্রিকাধ্যক্ষ ও পুস্তকাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—পাথুরে ঘাটা
শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত

যন্ত্রাধ্যক্ষ ও কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

নিম্ন লিখিত পুস্তক গুলিন কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

সত্তীবারহার	১
Modern Atheism.	১
Phases of Atheism.	১
নরদেহ নির্ণয়	১
তত্ত্ববোধিনী সংগ্রহ	২
ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী	১
জাতিভেদ বিবেক সার	১

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম	॥০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
ঐ ভাল বাঁধান	।৶০
হিন্দি ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৶০
তুর্ণক—রাজা রামমোহন রায় কৃত..	।৶০
ঐ ২য় ভাগ	৶০
ঐ ৩য় ভাগ	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ঐ ভাল বাঁধান	১
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	১
সঙ্গীত পুস্তক—নূতন মুদ্রিত	।০
প্রাত্যহিক উপাসনা	৶০
প্রার্থনা পুস্তক	৴০
[illegible]	৴১০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৩ শকের ফাল্গুন মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যোড়াসাঁক	১০০
" শিবচন্দ্র দেব	১২
" শম্ভুনাথ রায়	৫
" গদাধর খাঁ	৫
" কালীকৃষ্ণ শীল	৩
" নবগোপাল মিত্র	২
" গিরিশচন্দ্র দেব .. .., ..	২
" গোপালচন্দ্র মিত্র	২
" দিননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	২
" গোপালচন্দ্র পাল	২
" যাদবচন্দ্র দত্ত	২
" চন্দ্রকুমার দত্ত	১
" কার্ত্তিকেয় চরণ সেন	১
" প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	১
" নবীনচন্দ্র বড়াল	১
" হরিমোহন রায়	১
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	১
" শ্যামসুন্দর সেট	১
" অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ..	১
" বেণীমাধব সরকার	১
" পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত	১
" ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র	।০
	১৪৭॥০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—যোড়াসাঁক	২৬
" গোপীমোহন ঘোষ	২০
" জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৮
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
" অভয়াচরণ গুহ	৬
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
" নীলকমল মিত্র	২
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	২
	৭৩

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার	১

এককালীন দান

শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার পাণি ..	২০০
শ্রীমতী বদনমণী দাসী	১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পার-ত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মস্তোত্র।

হে বিশ্বপালক পরমেশ! তুমি এই অসীম বিশ্ব-রাজ্যের একাধিপতি হইয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছ। তুমি যে কি অচিন্তনীয় উপায়ে কি দুরবগাহ্য কৌশলে কি অপার প্রেম-ভাবে তোমার প্রজা সকলকে পালন করিতেছ,তাহা আমরা কিছুই বলিতে পারি না। জগতের যে কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টি পাত করি, যে কোন ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করি, তাহাতেই তোমার সুন্দর মঙ্গল ভাবের পরিচয় প্রাপ্ত হই। সংসারের সকল বস্তুই তোমার নিয়মাধীন হইয়া তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। সকলে মিলিত হইয়া তোমার মঙ্গল গীত গান করিতেছে; সকলেই যেন তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। কিন্তু হায়! আমরা বিষয়ের আকর্ষণে মুহ্যমান রহিয়া সে আহ্বান ধ্বনি শুনিতে পাই না। দিন যামিনী স্বার্থ সাধনেই আমরা ব্যস্ত রহিয়াছি। তোমার পবিত্র নাম যে এক-বার স্মরণ করি এমত অবকাশ কাল পাই না। হায়! আমরা কি অকৃতজ্ঞ, যিনি আমারদের পরম পিতা, পরম বন্ধু; যিনি প্রতিনিয়ত আমারদের অসংখ্য বিপদ হ-ইতে উদ্ধার করিতেছেন, তাঁহাকে কি আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিব না? মনের সহিত একান্ত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিব না? হা! আমরা কেমন দুর্ব্বল,কেমন ক্ষীণ বুদ্ধি; সাংসারিক বিষয় ভোগেই প্রমত্ত রহিয়াছি কিন্তু যাঁহার করুণা বলে আমরা সেই সকল সুখসেব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহার হস্তকে এক বারও স্মরণ করি না। হে করুণাময়! তোমার যে আমারদের প্রতি কি অজস্র দান, কি অনন্ত প্রেম, তাহা আমরা মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু আমরা তোমার করুণার উপ-যুক্ত নহি। তুমি যে আমারদের উন্নত অধিকার দিয়াছ, আমরা তাহার প্রতি এক বারও লক্ষ্য করি না। কোথায় আমরা তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অনুগামী হইয়া তদনুষ্ঠানে আপনাদের জীবনকে সমর্পণ করিব, না কোথায় স্বার্থপরতা দ্বেষ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার সুন্দর মঙ্গল রাজ্যে অমঙ্গল বিস্তার করিতেছি। কোথায় হৃদ-

য়কে নিয়ত উন্নত ভাবে বর্দ্ধিত করিব ও সত্যের পবিত্র জ্যোতিতে আলোকিত করিব, না কোথায় তাহা রিপুদিগের ভয়ানক সংগ্রাম ক্ষেত্র স্বরূপ হইয়াছে। হা! আমরা প্রতিপদেই আমাদের দুর্ব্বলতা হীনতার চিহ্ন দেখিতেছি! আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক চিন্তাতে আমরা এই পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি যে তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কিছুতেই সুখ নাই—কিছুতেই মঙ্গল নাই। তুমি আমাদের একমাত্র সহায়, তুমিই আমাদের বুদ্ধিবল, জ্ঞানধর্ম্ম, সকলেরই আধার।

হে বিশ্বাধিপতি! আমরা যেন চিরকাল তোমার শরণাপন্ন হইয়া থাকি, যেন তোমার পদছায়া লাভ করিয়া অকুতোভয় চিত্তে তোমার প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে পদার্পণ করিতে পারি। হে নাথ! তুমি হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর, পবিত্র ভাব সকল অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত কর এবং তোমাকে একান্ত ভক্তি প্রীতি করিতে শিক্ষা দেও। এই সংসারে তুমি যে সকল গুরুতর ভার অর্পণ করিয়াছ, তাহা যেন তোমার প্রসাদে যত্নের সহিত সম্পন্ন করিতে ত্রুটি না করি।

হে হৃদয়েশ্বর! তোমার নামের কি মহিমা, তোমার অমৃতময় নাম উচ্চারণ করিবামাত্র হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়—পাপ তাপ অন্তরিত হয়। হা! আমরা যেন তোমার সেই অমৃতময় নাম স্মরণ করিয়া সংসারের মোহ তরঙ্গকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই এবং দিন দিন যেন তোমার নিকট অগ্রসর হইতে পারি। যেন আমাদের আত্মা দিন দিন বলীয়ান হইয়া তোমার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে যত্নশীল হয়। সংসারে যে অবস্থায় থাকি যে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, সর্ব্বদাই যেন আমাদের এই স্থির বিশ্বাস থাকে যে আমরা তোমারই সন্তান—তোমারই ভৃত্য। তোমারই আদেশ পালনার্থ এখানে তুমি আমাদের প্রেরণ করিয়াছ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বৎসরের শেষ দিনের ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা।

৩১ চৈত্র ১৭৮৩ শক।

অদ্য একবৎসর চলিয়া গেল; বিগত বর্ষে যে সকল সুখ সম্পত্তি লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। সেই প্রাণ স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর আমারদিগকে বিগত বৎসরে মাতা হইতেও অধিক যত্নে লালন পালন করিয়াছেন, কত প্রকার বিপদ রাশি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। প্রতিজন আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ যখন কেহই সহায় ছিল না, সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখন ঈশ্বর আমারদিগের আশ্রয় ছিলেন, সেই জগতের অধিপতি রাজাধিরাজ আমারদের জন্য নিয়তই করুণা বারি বর্ষণ করিতেছেন, তিনি কত সময়ে আমারদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া মুক্তির সোপান প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি সকলে মিলিত হইয়া এক রাত্রি সমস্বরে তাঁহার করুণা গান করি, যদি এখানে একত্র হইয়া সমস্ত রাত্রি তাঁহার ধন্যবাদ দিই, তথাপি তাঁহার করুণা ব্যক্ত করা যায় না, তাঁহার ধন্যবাদের শেষ হয় না, তাঁহার যে কত করুণা হৃদয়ই তাহার সাক্ষী, বাক্য তাহা বলিয়া শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। অন্তরে দর্শন কর, তাঁর হস্ত দেখিতে পাইবে। যখন নিরাশ হ্রদে পতিত হইয়া আর উদ্ধারের আশা ছিল না, তখন কোথা

হইতে আশাতরী আসিয়া আমারদিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করিল, যখন পাপে তাপিত হইয়া অনুতাপ করিতেছিলাম, তখন কে অনুতাপিত চিত্তে আত্মপ্রসাদ বর্ষণ করিয়া আমারদিগকে শীতল করিলেন। আমারদের করুণাময় মাতা আমারদিগকে সম্বৎসর কাল তাঁহার ক্রোড়ে রক্ষা করিয়াছেন, এখানে থাকিয়া এখনি আমারদিগকে প্রীতি দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছেন। সম্বৎসর কাল যে সকল ভোগ উপভোগ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিতেছি অদ্য রাত্রিতে একত্র হইয়া যে ভাবে আগমন করিয়াছি, ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন, আমরা যাহা কিছু কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে উপহার দিতেছি, তিনি তাহা গ্রহণ করিতেছেন। সম্বৎসর কালের জন্য কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে আসিয়াছি এখানে কেহ বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইও না, তাঁকে স্মরণ করিতে এসময়ে অবহেলা করিও না, কৃতজ্ঞতাকে উচ্ছ্বসিত করিয়া—প্রীতিকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার পদতলে অর্পণ কর, তিনি পরম পিতা পরম বন্ধু। আইস আমরা অকৃত্রিম প্রেম পূর্ণ হৃদয়ে একস্বরে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। হে নাথ! তুমি জীবন দাতা মুক্তি দাতা, তোমার ইচ্ছাতে ব্রাহ্ম সমাজ উৎপন্ন হইল, তোমারই ইচ্ছাতে ইহা রক্ষিত হইতেছে এবং দিন দিন উন্নত হইবে। এই সমাজে আসিয়া তোমাকে দেখিতে শিক্ষা করিয়াছি, সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে তোমাকে ভক্তি প্রীতি উপহার দিয়াছি। তুমি এখন এই সমাজকে চিরস্থায়ী কর, দিন দিন ইহাকে উন্নত কর, এই আমারদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বীরভূমের শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সিংহ মহোদয়ের বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা।

১৮ চৈত্র ১৭৮৩ শক।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদীতে আসীন হইয়া আদেশ করিলেন যে,

আমরা পুনর্ব্বার এখানে উপাসনার নিমিত্তে সকলে একত্র সম্মিলিত হইয়াছি। কেমন তাঁর করুণা, আমরা এক মাস পূর্ব্বে এখানে সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার চরণে পুজোপহার প্রদান করিয়াছি; আবার অদ্য সেই স্নেহময় পিতার নাম এখানে প্রতিধ্বনিত হইবে। আমরা এখনো জানি না যে তাঁর কত করুণা-বারি আসিয়া অদ্য আমারদিগকে সিক্ত করিবে। যেমন বর্ষা কালে তাঁহার করুণা-বারি একবার বর্ষিত হইয়াই ক্ষান্ত হয় না, তদ্রূপ তাঁর কৃপা আসিয়া যে গৃহে পতিত হয়, তাহা এক বার পড়িয়াই নিরস্ত হয় না; কিন্তু বার বার সেই গৃহকে অমৃত সলিলে সিক্ত করে। অদ্য তাঁর করুণা পুনর্ব্বার আমারদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে; আমরা সকলে ভ্রাতৃ-ভাবে মিলিত হইয়াছি; আমারদিগের মনের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিধ্বনিই উপাসনা-রূপে ঈশ্বরের চরণে সমুত্থিত হইতেছে। অদ্যকার এই রজনীর সমাগমে তাঁরই জ্যোতি—তাঁরই আলোক প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু আমারদের চর্ম্ম-চক্ষুতে তাহা প্রকাশ পায় না। এ চর্ম্ম-চক্ষুর এমন কি মহত্ত্ব, কি মর্য্যাদা যে সেই জ্ঞান-জ্যোতিকে দর্শন করে; এ চক্ষুর এমন কি ক্ষমতা যে সেই চক্ষুর চক্ষুকে গ্রহণ করে। তবে কে গ্রহণ করিতে পারে? না আমারদের এই জ্ঞান-চক্ষু; ইহার দ্বারা আমরা তাঁহাকে সর্ব্বত্রই দর্শন করি—অদ্যই আমারদের

হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছে, আমরা এখনি তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য ধন্য হইতেছি। তোমরা সকলেই মনকে সমাহিত করিয়া তাঁহার করুণা অনুভব কর, দেখিবে যে জ্ঞান-চক্ষুতে সেই জ্ঞান-স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হৃদয়ে তাঁর মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ কর, তাঁর ইচ্ছার সহিত ইচ্ছাকে সম্মিলিত কর; যাহা বুঝিতে পার নাই, তাহা বুঝিতে পারিবে, হৃদয় প্রশস্ত হইবে দ্বেষ কলহ বিদূরিত হইবে, সৌভাগ্য-সমীরণ বহমান হইবে। তাঁহার এই প্রকার করুণা আমার নিকটে উপলব্ধ হইতেছে। হে সাধু সজ্জন-সকল! তোমরা হৃদয়াধারের প্রতি হৃদয়কে সমুন্নত কর; তোমারদের মন, তোমারদের চক্ষু, তোমারদের হস্ত তাঁহার প্রতি উত্তোলন কর; সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা কর—ত্রিভুবন-নাথের গান কর!

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

হে! ত্রিভুবন-নাথ! স্মরণে হয় আনন্দ। ভবসেতুধর; পরম কারণ।

জগন্নাথ, জগদীশ, জগদ্গুরু, জগ জন-হিত-কারণ, হে পাবন, ভক্তবৎসল ভবতারণ।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, পতি, সুরপতি, অতি জ্যোতির্ম্ময় আনন্দরূপ; তব প্রতাপ কোথায় না তব স্মরণ সর্ব্বলোক-প্রতিপালন।

তৎ পরে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল এবং তাহার শেষে প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্যাখ্যান করিলেন যে,

"তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ"।

সংসার মৃত্যুরই প্রতিকৃতি। সংসারে যারি জন্ম, তারি মৃত্যু; যারি বৃদ্ধি, তারি ক্ষয়; সংসার কেবল পরিবর্ত্তনের আলয়। এ পৃথিবীতে এক সময়ে যে সকল অভ্রভেদি অট্টালিকা স্বর্ণসোপান-রূপে আকাশ-পথে সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহারাও অধুনা-মূলে [illegible] হইয়া অস্থির দশা ব্যক্ত করিতেছে; কোন স্থানে আবার বালুকা-রাশির মধ্য হইতেও উচ্চতম প্রাসাদ-সকল সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ মরু-ভূমির প্রতি ছায়া বিস্তার করিতেছে; যেখানে এক সময়ে ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস-স্থল ছিল, সেখানে হয় তো ব্রহ্মানন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে; যেখানে এক সময় জঙ্গলে পূর্ণ ছিল, তাহাই হয় তো বাণিজ্যের প্রধান ভূমি হইয়াছে; যাহা এক সময় অতুল-কীর্ত্তি-সম্পন্ন রাজ-নগর ছিল, সে নগর ব্যাঘ্র ভল্লূক কর্ত্তৃক এখন আবাস্য হইয়াছে; যেখানে স্রোতস্বতী নদী পৃথিবীকে উর্ব্বরা করিত, সে স্থান বালুকা-রাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, নদী সে স্থান হইতে অন্য স্থানে আবার প্রবাহিত হইয়াছে। পৃথিবীতে কিছুই স্থির নাই, সকলই পরিবর্ত্তন। যে সময় যৌবনের স্ফূর্ত্তিতে শরীর দীপ্তি পায়, সেই সময়েই হয় তো মৃত্যু আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে; এখনি যখন আমি এমন আনন্দে ঈশ্বরের গুণ-কীর্ত্তন করিতেছি; এখনি হয় তো মঙ্গল নিধান মৃত্যু আসিয়া আমাকে এ লোক হইতে দেব-লোকে লইয়া যাইতে পারে; যে রসনা এক্ষণে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করিতেছে, সে রসনা হয় তো জড়বৎ হইবে; যে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইতেছে, তাহা অবসন্ন হইবে; যে হস্ত মুহুর্মুহু উত্তোলিত হইতেছে, তাহা হয়ত স্পন্দবিহীন অসাড় হইয়া পড়িবে; যে নেত্র হইতে উৎসাহ-জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, সে চক্ষু এখনি জ্যোতিঃ শূন্য হইবে; যে হৃদয়-শোণিত ঈশ্বর-প্রেমে উচ্ছ্বলিত হইয়া এমন দ্রুতগতি গমন করিতেছে, তাহা নিস্পন্দ

হইয়া যাইবে। এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারের মধ্যে ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় কে? পৃথিবী যদি গলিত হইয়া যায়, পর্ব্বত-সকল যদি চূর্ণ হইয়া যায়, সমুদ্র যদি শুষ্ক হইয়া যায়; তথাপি তাঁহার কখন ভাবান্তর নাই—তিনি সর্ব্বদাই অপরিবর্ত্ত-স্বভাবই থাকিবেন। আমরা যেন সেই স্রোতস্বতী প্রীতিতেই হৃদয়কে অবগাহিত করি—সেই অপরিবর্ত্তনীয়তেই দেহ মন অর্পণ করি। যদি শরীর যায় তাহাতে কি? আমার তো বিনাশ নাই—আত্মার তো বিনাশ নাই। দেহ ভঙ্গ হইলে আত্মা ঈশ্বরের আশ্রয়ে সমুন্নত হইবে। এই আশাতে ভয় ভয়-শূন্য হইতেছে, মৃত্যু আনন্দ-সোপান রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। দেখ, এমন যে মৃত্যু-ভয় সেও আমারদিগকে ভয় দিতে পারে না। সেই অপরিবর্ত্তনীয়ের সহিত যোগ হইলে অপরিবর্ত্তনীয় আনন্দ লাভ হয়। যদি স্বীয় আত্মাকে সেই পরমাত্মার সহিত মিলিত করি, সে যোগের আর অন্ত হয় না—সে আনন্দের আর ক্ষয় হয় না; নতুবা যত ধন সঞ্চয় করিবে, ততই মৃত্যুকে ভয় করিতে হইবে। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।" বিষয়-লালসা পাপ-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে, কাহারো ধনে লোভ করিবে না। সংসারাসক্ত ব্যক্তি মৃত্যু-সময়ে ধনমোহেতে বিপদ-সাগরে পতিত হয়; কিন্তু পৃথিবীর ধনে মানে যাঁর আসক্তি নাই, ঈশ্বরকে লাভ করিলেই যাঁর সর্ব্বপ্রাপ্তি হয়; তাঁহার যখন মৃত্যু-সময় উপস্থিত হয়, তিনি বিদেশ হইতে স্বদেশ-গমনের আনন্দ লাভ করেন। তখন আর তাঁহার শরীরকে কেহ আঘাত দিতে পারে না, কঠোর মনুষ্য তখন আর তাঁহাকে স্বেচ্ছাক্রমে নির্য্যাতন করিতে পারে না। তাঁহার পরাধীনতা চলিয়া গেল; ঈশ্বরেতে প্রাণ অর্পিত হইল। তিনি এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে অপরিবর্ত্তন-স্বরূপে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন, তিনি জানিতেছেন মৃত্যু হইলেই বা কি। তিনি পরলোকে দেবতাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের স্তুতিগান সহস্র স্বরে ধ্বনিত করিবেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আপন ইচ্ছাকে মিলিত করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন। ইহ জীবন-নিশার প্রভাত সময়ে যখন প্রথম প্রাতঃকালে সেই পরমাত্মা-সূর্য্যের উষার ভাব প্রত্যক্ষ হইবে, তখন আমারদের আত্মা আনন্দে কেমন উচ্ছ্বসিত হইবে! কেমন আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হইবে! সেই ভাব অনুধাবন করিবার জন্য আমরা পৃথিবীতে মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, ইহারই জন্য ঈশ্বরে সাধু প্রীতি অর্পণ করিতেছি, তাঁহাকে লাভ করিবার জনাই তাঁহার উপাসনা করিতেছি। যাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি সমর্পণ করিতে পারি, এই জন্যই তিনি আমারদের শুভ বুদ্ধিতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" 'আমি সমুদয় জগতের পিতা মাতা ধাতা ও পিতামহ'। যখনি পিতা মাতা ধাতা বলিয়া সাক্ষাৎ তাঁহাকে প্রতীতি হয়, প্রকৃত উপাসনা তখনি তাঁহার প্রতি উত্থিত হয়। আমরা তাঁরই উপাসনার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া কেবল কি পশুবৎ আহার নিদ্রাতেই সময় ক্ষেপণ করিব? কেবল কি বৃক্ষের ন্যায় উৎপন্ন হইব আর শস্যের ন্যায় বিনাশ পাইব? কখনই না। আমরা পরলোকে সেই দেবতাদের সঙ্গে একাসীন হইয়া, সেই সকলের সম্ভজনীয় পরম পিতার চরণে প্রীতি-অঞ্জলি প্রদান করিব—সেই উপা-

সক দেব-মণ্ডলীর মধ্যে, সেই দীপ্তিমান্ ব্রাহ্ম সমাজের এক জন ব্রাহ্ম হইয়া প্রীত মনে সমস্বরে সহস্রস্বরে তাঁহার পবিত্র নাম গান করিব! আমারদের পশু পক্ষির ন্যায় আহার বিহারই সর্ব্বস্ব নহে; আমরা বৃক্ষের ন্যায় উৎপন্ন হইয়া শস্যের ন্যায় ধ্বংস হইব না; কিন্তু উন্নত হইয়া দেবলোকে গমন করিয়া ঈশ্বরের মহিমা গান করিব; তাঁহার আদেশ পালন করত তাঁহারই গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকিব। তাঁহাতে সমর্পণ করিবার জন্য আমরা হৃদয় পাইয়াছি, তাঁহার হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিলে দ্বেষ কলহ দূরীভূত হয়, শত্রুতা বিনাশ পায়, প্রেম ও সদ্ভাব উজ্জ্বল হয়, বন্ধুতা হৃদয়ে বিরাজ করে। যখন তাঁহার উজ্জ্বল সন্নিধানে উপনীত হই,তখন হৃদয়ে আর পুণ্য পাপের উত্তেজনা থাকে না; চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হয়, আমরাও তখন সেই প্রকার মৃত্যুর মুখ হইতে প্রমুক্ত হই। এমন অবস্থাকে অবহেলন করিও না, কিন্তু হিতৈষী ব্যক্তির সাধু উপদেশ অবলম্বন করিয়া তাঁহার পথের পথিক হও। এমন আনন্দ আর কোথাও মিলিবে না। ক্ষুদ্র সুখের জন্য লালায়িত হইয়া কি হইবে? পৃথিবীর রাজা হইয়া কি হইবে? দশ দিনের জন্য রাজা হওয়া নিত্য কালের সহিত গণনাতেই আইসে না। আমরা নিত্য কাল তাঁহার সহচর থাকিব, নিত্যকাল তাঁহার পদবীতে পদ নিক্ষেপ করিব, এ আশা এ অধিকারের নিকট আর কিসের তুলনা হইতে পরে? অতএব তোমরা অকপট-ভাবে সরল হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হও। তাঁহার পূজার জন্য বাহ্যিক আয়োজনের প্রয়োজন নাই; সদ্যঃ প্রস্ফুটিত হৃদয়ের প্রীতি-পুষ্পই তাঁহার অর্চ্চনার পরম সামগ্রী; তাহাই তাঁহার চরণে বিকীর্ণ কর। হৃদয়-থাল ভার ভক্তি-পুষ্পহার তাঁহার পদতলে অর্পণ কর। তাঁহার পূজার জন্য ধন ব্যয়ের আবশ্যক নাই, হৃদয়ই আমাদের পরম ধন। হৃদয় হইতে যে পুষ্প উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করি, তাহাই তিনি প্রীতি পূর্ব্বক গ্রহণ করেন; তাহা ব্যতীত অন্য যাহা কিছু, তাহা তিনি স্পর্শও করেন না। যদি আমরা প্রীতি পূর্ব্বক কিছু দিই, তবে তিনি প্রীতির সহিত কেন না তাহা গ্রহণ করিবেন? লোকের নিকট কপটতা পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে পারি—প্রীতি শূন্য হইয়াও মনুষ্যকে প্রীতি দর্শাইতে পারি—কৃত্রিম ভাবে তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারি; কিন্তু যাঁর নিকটে আমারদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশও সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রকাশ পায়; কপটতা সেই জ্ঞানজ্যোতির নিকট কি করিবে? ঈশ্বরকে আমরা বাহিরের বস্তু দিই, আর নাই দিই; তাহাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। চাই আমরা তাঁহাকে পুষ্প দিয়া অর্চ্চনা করি, চাই তাঁহাকে নূতন ফল ফুল প্রদান করি; ভক্তিপূর্ব্বক দিলেই তিনি তাহা গ্রহণ করেন। শরীর দ্বারা তাঁহার যে পূজা তাহা নিকৃষ্ট পূজা; আধ্যাত্মিক পূজাই তাঁহার যথার্থ পূজা। বাহ্যিক বস্তু লোককেই ভুলাইতে পারে। অতএব আমি বলিতেছি ঈশ্বরের পূজার জন্য পুষ্পের প্রয়োজন নাই। আমরা প্রীতিশূন্য হৃদয়ে যদি তাঁহাকে রাশি রাশি পুষ্প অর্পণ করি, তিনি সেই সহস্র পুষ্পের একটি পত্রও গ্রহণ করেন না; আর যদি কিছুই না দিয়া কেবল হৃদয়-সমীরণই তাঁহার নিকট প্রেরণ করি, তাহা বৃথা যায় না। অতএব অদ্য অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার পূজার সামগ্রী তাঁহার নিকটে বহমান কর,

পূর্ব্বে এক বার আসিয়াছিল, আর এই মাসের পরে এক বার আসিয়াছে; অতএব এখন যখন তাঁহার পূজার জন্য এক বার মিলিত হইয়াছি, এমন দুর্লভ সময় যেন বৃথা চলিয়া না যায়। আমরা এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া আমারদিকে তাঁহার ক্রোড়ে গ্রহণ করেন। এক বিন্দু প্রীতি তাঁহাতে অর্পণ করিলে তিনি প্রেমভরে আমারদিগকে আলিঙ্গন করেন। যদি মাতাকে দেখিয়া শিশু তাঁহার নিকট স্খলিত বেগে দৌড়িয়া আইসে, তবে মাতা যেমন অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে প্রত্যুদ্গমন করিয়া তাহাকে আপন ক্রোড়ে উত্তোলন করেন; সেইরূপ আমরা ঈশ্বরের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেই তিনি আমারদিগকে ক্রোড়ে লইবেন, তিনি বিস্তৃত হস্তে আমারদিগকে গ্রহণ করিবেন, তিনি আমারদিগের ধূলি-ধূসরিত অঙ্গকে বস্ত্রাঞ্চলে পরিমার্জ্জন করিবেন। যখন জরায়ু-শয্যায় নিরাশ্রয়ে শয়ান ছিলে, তখন যিনি সহায় ছিলেন; যিনি অজস্র সুখে পৃথিবীকে পূর্ণ করিলেন; তাঁহাকে দান করিবার জন্য কি এক বিন্দুও কৃতজ্ঞতা নাই? অকৃতজ্ঞ হইয়া কি প্রকারে ভদ্র নামের যোগ্য হইবে? তোমরা কি তাঁহার প্রীতির কিছু মাত্রও প্রতিক্রিয়া করিবে না? তাঁহাকে কি এক বিন্দু কৃতজ্ঞতাও উপহার দিবে না? সকল কর্ম্মেতে সময় হয়, কেবল তাঁহার উপাসনার সময়েই সময় থাকে না। দিবসে ধনার্জ্জন চেষ্টাতে দ্বাদশ ঘণ্টা কাল চলিয়া যায়, রাত্রিতে তাহার উদ্বেগে নিদ্রা হয় না। এক টুকুও সময় পাও না যে সেই পুরাতন পিতাকে একবার প্রীতির সহিত উপাসনা কর। প্রাণ পর্য্যন্ত যাইবার সময় হইয়াছে, এখনো একবার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে না? এমন কঠোর হৃদয় হে পরমেশ্বর কাহারো যেন না হয়। সকলের মন তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। ধনের জন্য ধনীর স্তুতি করিতে হয়, দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতে হয়; তোমার নিকটে যাইতে হইলে ইহার কিছুই আবশ্যক করে না—আমরা এখানে বসিয়াই তোমাকে লাভ করি। তুমি যথার্থ রূপে যথাযুক্ত-রূপে দণ্ড পুরস্কার দিয়া আমারদিগকে নিয়তই তোমার ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছ। তুমি ন্যায়বান্ রাজা, করুণাময় পিতা; তুমি দণ্ডের জন্য দণ্ড দেও না, দণ্ডই তোমার করুণা; তোমার দণ্ডই আমারদের পুরস্কার। তোমার পূজার জন্য আমরা একত্র হইয়াছি। হে পরমাত্মন্! তুমি যে প্রকার করুণা আমারদিগের প্রতি প্রতিনিয়ত বর্ষণ করিতেছ, আমরা কি দিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া করিব! আমারদের কি আছে যে তোমাকে দান করিব! তুমি এখনই আমারদের সকলের মনকে তোমার দিকে লইয়া যাও। এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের নববর্ষের প্রথম দিবসের ব্রহ্মস্তোত্র।

হে পরমাত্মন্! অদ্য আমরা তোমার প্রসাদে নব বর্ষের প্রথম দিবসে পদার্পণ করিলাম। গত বর্ষে তুমি আমারদিগকে কত যত্নে কত স্নেহে লালন পালন করিয়াছ—ইন্দ্রিয় জনিত বিষয় জনিত ধর্ম্ম জনিত কত প্রকার সুখেই সুখী করিয়াছ—প্রতি নিমেষে প্রতি নিঃশ্বাসে কত যত্নের সহিতই আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছ! সম্বৎসরের কথা দূরে থাকুক তোমার এক নিমেষের করুণা স্মরণ হইলে প্রেমাশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে, সম্পদে বি-

পদে সুখ দুঃখে সুস্থাসুস্থ সকল অবস্থা-তেই তুমি আমারদিগের প্রতি অজস্র ক-রুণা বর্ষণ করিয়াছ। শারদীয় রজনীর সুধাময় জ্যোৎস্নায়, বর্ষা ঋতুর প্রত্যেক বারি ধারায়, বসন্ত বায়ুর প্রতি হিল্লোলেই তুমি আমারদিগের প্রতি অকপট স্নেহ প্রকাশ করিয়াছ। দিনমণির প্রতিদিনের উদয়াস্তে, প্রতি পক্ষের গমনাগমনে, প্রতি ঋতুর পরিবর্ত্তনে আমরা তোমার আনন্দ রাজ্যে নূতন নূতন সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া জীবন ও সুখে বর্দ্ধিত হই-য়াছি, আবার অদ্য নমস্কার পূর্ব্বক তোমার নব বর্ষের অভিনব সদাব্রতে আতিথ্য স্বী-কার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তুমিও কৃপা করিয়া আমারদিগের সম্মুখে অশেষ সু-খের উৎস দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছ—তুমি এখনি আমারদিগের জ্ঞান নেত্রের সম্মুখে স্বীয় নিষ্কলঙ্ক মঙ্গল মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া প্রেম অঙ্কুর বর্দ্ধিত করিতেছ।

জগদীশ! কোথা হইতে তোমার ক-রুণা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিব, কো-থায় বা শেষ করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। তোমার সকল কার্য্যই করুণার কার্য্য, সকল ব্যাপারই করুণার ব্যাপার। তোমার করুণা অনন্ত ও অখণ্ড করে [illegible]। গঙ্গা যেমন হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া বহু যোজন যোজন ভূমিকে সিক্ত করিয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছে সেই রূপ তোমার অনন্ত করুণা স্রোত সৃষ্টি কাল হইতে প্রবাহিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে আর্দ্রীভূত করিতেছে; নদীর স্রোত শুষ্ক বা পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু নাথ! তোমার অ-শেষ গম্ভীর সুধা সিন্ধু রূপান্তর বা ভাবা-ন্তর হইবার সম্ভাবনা নাই। এই পৃথিবীর প্রথম দিবসে, যে দিনে নব প্রসূত সূর্য্য চিরান্ধকার ভেদ করিয়া উত্থিত হইল—যে দিনে চন্দ্রমা শত সহস্র সহচর সহ নভো-মণ্ডলে উদিত হইয়া তোমার অনুপম যশ ঘোষণার ভার গ্রহণ করিল, সে দিনে যেমন তুমি প্রীতির সহিত ভূমণ্ডলকে সন্দর্শন করিয়াছিলে এখনও তুমি তেমনি প্রীতির সহিত আমারদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছ। তোমার প্রেম ধারা অনন্তকাল পর্য্যন্ত সম-ভাবেই বর্ষিত হইবে। আমরা মোহে অন্ধ—পাপে মলিন হইলেও তুমি আমার দিগের প্রতি করুণা বিতরণে কখনই ক্ষান্ত হইবে না। তোমার সূর্য্য যেমন শুদ্ধা-শুদ্ধ সকল স্থানেই কিরণ বর্ষণ করে সেই রূপ তুমিও সবল দুর্ব্বল সাধু অসাধু সকল-কেই প্রীতি দান করিতেছ।

এখন দুর্ব্বলতা বশতঃ মনের ভাব তোমার সন্নিধানে ব্যক্ত করিতে সমর্থ না হইলেও তুমি আমারদিগের মনোমন্দিরে বিরাজমান থাকিয়া হৃদয়ের প্রকৃত ভাব অবলোকন করিতেছ। জননী যেমন স্বীয় দুগ্ধ পোষ্য শিশুর প্রতিবারের ক্রন্দন ধ্বনিতেই তাহার মনোগত ইচ্ছা বুঝিতে পারেন সেই রূপ তুমি আমারদিগের প্রতি-বারের অশ্রু ধারা নিপতনেই মনের যথার্থ ভাব স্পষ্ট অবগত হইতেছ।

নাথ! তোমার করুণার এমনি মহীয়সী শক্তি যে পর্ব্বত সমান মোহ রাশিতে তো-মার করুণার এক বিন্দু মাত্র পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভস্মীভূত হইয়া যায়—পাষাণ-হৃদয়ে পতিত হইলে তাহা তখনই বিগলিত হইয়া যায়।

যখন তোমার নিষ্কলঙ্ক কারুণ্য স্বরূপ মানব হৃদয়ে প্রতিভাত হয় তখন সে ব্যক্তি অবাক্ হইলেও বাকশক্তি লাভ করে — অজ্ঞান হইলেও জ্ঞানোপদেশে সমর্থ হয়।

হে পরমাত্মন্! গত বৎসরে যে রূপ তুমি আমারদিগকে বিবিধ বিঘ্ন হইতে উদ্ধার করিয়াছ সেই রূপ এই অভিনব বর্ষে তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর।

তুমি আমারদিগকে পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত কর এবং তোমার পবিত্র চরণের মঙ্গল ছায়া আমারদিগের আত্মার উপরে বিস্তার করিয়া তাহাকে সংসারানলের বিষময় উত্তাপ হইতে নিস্তার কর। তুমি আমারদিগের হৃদয়ে নবানুরাগ ও নব উৎসাহ প্রেরণ কর, আমরা তোমার অনুগত পুত্র হইয়া যেন অকুতোভয়ে তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি—তোমার মহিমাকে মহীয়ান করিতে সমর্থ হই।

হে সুহৃৎ! তুমি আমারদিগের ধর্ম্মব্রত প্রতিপালনে সহায় হও। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে বার বার নমস্কার করিয়া নব বর্ষের অভিনব সুখ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০০০—

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২২৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠার পর।

বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রন্থ, ইহা সর্ব্ব শুদ্ধ ১৮ টি শ্রুতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহা বাজসনেয় সংহিতার পরিশিষ্ট ও সারাংশ স্বরূপ। গুরু স্বীয় শিষ্যকে বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিয়া এই উপনিষদে তাঁহার শেষ উপদেশ কহিয়াছেন। ইহার মতে মনুষ্যের পক্ষে দুইটি পথ প্রস্তুত আছে, প্রথম ব্রহ্ম জ্ঞান, দ্বিতীয় বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান। যাহারা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম, তাহারা সকল বস্তুতে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখিবেক এবং সংসারাসক্তি পরিহার করিবেক। যখন মনুষ্য সেই অমৃত পুরুষকে জানিতে পারেন, তখন তিনি শোক মোহ ত্যাগ করেন। অপর যাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ব্রহ্মকে জানিতে না পারে তাহারা বেদ বিহিত যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিবেক। এই উভয় প্রকার সাধনা দ্বারা মৃত্যুর পরে সুখী হয় এবং ক্রমে উচ্চতর লোকে গমন করে।

তলবকারোপনিষৎ অথর্ব্ব ও সামবেদের অন্তর্গত। ইহাতে সর্ব্ব স্রষ্টা পরব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তির পরিচয় বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। যিনি স্রষ্টা, তিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ হইতে ভিন্ন, যিনি জগৎ কারণ, তিনি জগৎ হইতে পৃথক্, ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" তিনি বিদিত কি অবিদিত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন, তিনি মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য নহেন। যাহারা মনে করে যে ব্রহ্মকে জানিয়াছি তাহারা তাঁহাকে জানে না। এই উপনিষদ কেনোপনিষৎ নামে খ্যাত আছে, কারণ ইহার প্রথম শ্রুতি "কেন" এই শব্দে আরম্ভ হইয়াছে। সমুদায় উপনিষদের মধ্যে কঠোপনিষদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহাতে যে প্রকার উন্নত গম্ভীর ভাব ও উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্য কোন উপনিষদেই প্রায় দৃষ্ট হয় না। এই উপনিষদের প্রারম্ভেই উপন্যাস ছলে নচিকেতা ও যমের পরস্পর আত্মা ও ধর্ম্ম বিষয়ক বিবিধ প্রকার প্রসঙ্গের প্রশ্নোত্তর রচিত হইয়াছে। নচিকেতা নামক কোন ঋষি তনয় স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক যম নিকেতনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি তথায় গমন করিয়া যমের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং

যম তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন।

নচিকেতা জিজ্ঞাসা করিলেন।

যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে। এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষবরস্তৃতীয়ঃ॥

কেহ বলে মনুষ্যের মৃত্যুর পর আত্মা বিদ্যমান থাকে, কেহ বলে যে তাহা ধ্বংস হয়, এই বিষয় আমি তোমার নিকটে জানিতে ইচ্ছা করি। যম এই গুরুতর কঠিন প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এই প্রশ্ন অতিশয় দুরূহ অতএব তুমি আমার নিকট ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কিছু প্রার্থনা কর। তুমি ধন লও, অপরিমিত সুখ সৌভাগ্য প্রার্থনা কর, আমি সে প্রার্থনা পূর্ণ করিব। কিন্তু জ্ঞানামৃত পিপাসু নচিকেতা এই সকল প্রলোভনে বিমোহিত না হইয়া পুনরায় সেই বরই যাচ্ঞা করিলেন, তাহাতে যম তাঁহার একাগ্রতা ও একান্ত জ্ঞান লাভেচ্ছা সন্দর্শন করিয়া আত্মার প্রকৃত লক্ষণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ। অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ম্ পুরাণোন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতং। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে।

জ্ঞানময় আত্মার জন্ম নাই মরণও নাই। ইহা অন্য কোন বস্তু হইতে সৃষ্ট হয় নাই এবং অন্য কোন বস্তুও ছিল না। জন্ম রহিত নিত্য শাশ্বত যে এই পুরুষ তিনি হন্যমান শরীরে থাকিয়াও ধ্বংস হন না।

যদি হন্তা মনে করেন যে তিনি আত্মাকে হনন করিয়াছেন, যদি হত ব্যক্তি মনে করেন যে তাঁহার আত্মা হত হইয়াছে, তবে উভয়েই অনভিজ্ঞ কারণ আত্মা হনন করে না হতও হয় না। এই স্থলে আত্মা জন্ম ও মৃত্যু বর্জ্জিত বলিয়া স্পষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক জীবাত্মা পরমাত্মার অভিন্নতা প্রায় সকল উপনিষদেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কঠোপনিষদ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে তিনটি স্থূল কথা তন্মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ মনুষ্যের প্রধান উদ্দেশ্য কি, ২ জগতের আদিকারণ কে ও তাঁহার স্বরূপ কি, ৩ জগতের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ। এই কয়েক প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে। মনুষ্য যাহাতে এক্ষণকার পরিবর্ত্তনশীল অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া শাশ্বত সুখের অধিকারী হইতে পারে তাহাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই লাভ হইতে পারে।

কিন্তু পরব্রহ্মের প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত দুরূহ বলিয়া পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মা সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম অতএব তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতর্ক্যমনুপ্রমাণাৎ তর্কের দ্বারা তাঁহাকে প্রতিপন্ন করা যায় না। আশ্চর্য্যো বক্তা—ঈশ্বর বিষয়ক বক্তাও দুর্ল্লভ। নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন—আত্মাকে বেদের দ্বারাও জানা যায় না, মেধা দ্বারাও জানা যায় না এবং বহু শ্রুতি দ্বারাও জানা যায় না। অতএব যখন পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন বুদ্ধি ও তর্কেরও বিষয় নহেন গুরূপদেশ অথবা বেদের দ্বারাও জ্ঞাতব্য নহেন, তবে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে মনুষ্য কি প্রকারে তাঁহার জ্ঞান লাভ করে, এই প্রশ্নের উত্তর পশ্চাতের শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং।

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।

সূক্ষ্মদর্শীরা তাঁহাকে সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা

দৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান যে আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ তাহাই এই স্থলে সূচিত হইয়াছে।

প্রশ্নোপনিষদ্ অথর্ব্ব বেদের এক অংশ, ইহা ছয় প্রশ্ন বা অধ্যায়ে বিভক্ত। এক একটি অধ্যায়ে এক একটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্নে সৃষ্টি প্রকরণ বিবৃত হইয়াছে। প্রজাপতি প্রজা কামনা করিলেন এবং অনেক কঠোর ব্রতের পর অন্ন ও প্রাণ এই দুইকে সৃজন করিলেন এবং এই দুই প্রকৃতি হইতে সমুদায় জগৎ সৃষ্টি হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্নে ভার্গব গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভগবন্! মনুষ্য দেহে কত প্রকার ইন্দ্রিয় আছে এবং তন্মধ্যে কোনটি মহৎ? এই প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্রিয় সকলের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণন শক্তির উৎপত্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ প্রশ্নে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ও তন্নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ দুঃখের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পঞ্চমে সত্য কাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যিনি অবিরত ওঙ্কার ধ্যান করিয়া জীবন যাপন করিয়াছেন তিনি কোন্ লোক প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে গুরু উত্তর করিতেছেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই ওঙ্কার প্রতিপাদ্য। ওঙ্কার অ-উ-ম এই তিন অক্ষর বিশিষ্ট। যিনি প্রথমাক্ষর জপ করেন তিনি শীঘ্র পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ক্রমে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু হইয়া শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি অ-উ এই দুই অক্ষর জপ করেন তিনি যজুর্ম্মন্ত্রের বলে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া চন্দ্র লোক প্রাপ্ত হন। যিনি ওঙ্কার উচ্চারণ করেন তিনি ত্বক মুক্ত সর্পের ন্যায় পাপ বিবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্ম লোকে গমন করেন। ষষ্ঠ প্রশ্নে আত্মার ষোড়ষটি অঙ্গের নাম উক্ত হইয়াছে, যথা প্রাণ আকাশ বায়ু জ্যোতি জল পৃথিবী ইন্দ্রিয় মন অন্ন বল দম মন্ত্র কর্ম্ম সংসার এই ষোড়শবিধ বস্তু আত্মার কার্য্য সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

মুণ্ডকোপনিষদ্ তিনটি মুণ্ডক অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার প্রথম মুণ্ডকে বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে সমুদায় বিদ্যা দুইটি শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে, যথা অপরা বিদ্যা এবং পরা বিদ্যা। বেদ বেদাঙ্গ আদি সমুদাই অপরা বিদ্যা, কেবল ব্রহ্মবিদ্যাই স্বরূপ ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই পরা বিদ্যা ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে অথর্ব্ব নামক ঋষিকে শিক্ষা দেন এবং অথর্ব্ব কর্ত্তৃক তাহা পৃথিবীতে প্রচার হইয়াছে। মুণ্ডকোপনিষদে বেদ বিহিত যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বিধি যদিও দৃষ্ট হয়, তথাপি সেই সকল অনুষ্ঠান জনিত ফল যে নিকৃষ্ট ও অস্থায়ী তাহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি নির্ভর করে তাহাদের কর্ম্মজনিত সুখ স্থায়ী নহে, তাহারা যদিও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয় কিন্তু কর্ম্ম ফল ক্ষয় হইলেই পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তিত হয় এবং নানা প্রকার দুঃখ ক্লেশ ভোগ করে।

অতএব সংসারের অস্থায়ীত্ব দর্শন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিবেক এবং ব্রহ্মপরায়ণ বেদজ্ঞ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিবেক। মুণ্ডকোপনিষদে দ্বিতীয় মুণ্ডকে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় মুণ্ডকে সাধক কি প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেক এবং সেই জ্ঞানের কি বল তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। জগৎ কারণ ব্রহ্ম সমুদায় জগতে প্রকাশিত আছেন তিনি এক মাত্র সকলের আশ্রয়।

অগ্নিমূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্‌বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণোহৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষসর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥

অগ্নি (স্বর্গ) তাঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, দিক্ সকল তাঁহার শ্রোত্র, বেদ সকল তাঁহার বাক্য, বায়ু তাহার প্রাণ, সমস্ত জগৎ তাঁহার অন্তঃকরণ, পৃথিবী তাঁহার চরণ, তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা হয়েন।

তাঁহাকে সাধু ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়ের পরম কোষে বিরাজমান দেখিবেন। অপর ইহা উক্ত হইয়াছে যে সত্য, একাগ্রতা এবং সম্যক জ্ঞান এই তিন উপায় দ্বারা পরমাত্মাকে জানা যায়। ইঁহাকে ক্ষীণপাপ ঋষিগণই দেখিতে পান, যিনি পবিত্র এবং সত্যের পরম নিধান।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষআত্মা সম্যক জ্ঞানেন। যেনাক্রমন্তি ঋষয়োহ্যাপ্তকামাঃ যত্র তৎ সত্যস্য পরমন্নিধানং।

অতএব যিনি ব্রহ্মকে লাভ করিবেন, তিনি সত্যবান্ হইবেন, যত্নশীল হইবেন, জ্ঞানবান্ হইবেন এবং পাপাসক্তি পরিত্যাগ করিবেন। যাঁহারা এই প্রকার ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন।

মুণ্ডকোপনিষদে বেদান্ত ও যোগ শাস্ত্রের উল্লেখ আছে অতএব তাহা বেদান্ত দর্শন প্রচলিত হইলে পর অবশ্য রচিত হইয়াছে।

যাঁহারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, যাঁহারা বিষয় বিরোধী যোগের দ্বারা মোক্ষের নিমিত্ত যত্নশীল হইয়াছেন এবং যাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে সর্ব্ব শুদ্ধ দ্বাদশটি মাত্র শ্লোক আছে এই কয়েকটি শ্লোকে ওঙ্কারের অর্থ এবং আত্মার বিভিন্ন অবস্থার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আত্মার চারিটি অবস্থা উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রথমাবস্থার নাম বৈশ্বানর, এই অবস্থায় আত্মা জাগ্রৎ থাকে এবং বিষয় ভোগে রত থাকে। আত্মার দ্বিতীয় অবস্থার নাম তৈজস, ইহা আত্মার স্বপ্নাবস্থা, আত্মার সুষুপ্তির নাম প্রজ্ঞাবস্থা, এই অবস্থায় আত্মা পরমানন্দ উপভোগ করে। আত্মার চতুর্থ অবস্থা বুদ্ধির অগম্য।

যে কয়েক খানি উপনিষদের বৃত্তান্ত প্রদর্শিত হইল তদ্দ্বারা সামান্যতঃ সমুদায়েরই ভাবার্থ ও মূল তাৎপর্য্য অনায়াসে বোধ হইবেক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কাল ক্রমে উপনিষদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আপনাদের মত প্রচলিত করিবার নিমিত্তে এক এক খানি উপনিষদ রচনা করিয়াছেন, এই হেতু অনেক গুলিন উপনিষদ নিতান্ত আধুনিক। বাস্তবিক তাহাদের ভাবার্থ ও রচনা দ্বারাও তাহাদের আধুনিকত্ব স্পষ্ট সপ্রমাণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত কএক খানি উপনিষদ ব্যতীত যে সকল উপনিষদ অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহাদের নাম এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা ব্রহ্মবিদ্যা, ক্ষৌরিকা, চূলিকা, অথর্ব্বশিরঃ, গর্ব্ভ, মহা, ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, নীলরুদ্র, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, যোগ শিক্ষা, যোগ তত্ত্ব সন্ন্যাস, আরুণীয় বা আরুণি যোগ, কণ্ঠ শ্রুতি পিণ্ড, আত্মা, নৃসিংহ তাপনীয়, নারায়ণ, বৃহন্নারায়ণ, সর্ব্বোপনিষৎসার, হংস, পরম-হংস, আনন্দ বল্লী, ভৃগুবল্লী, গরুড়, কালাগ্নি রুদ্র, রামতাপনীয়, কৈবল্য, জাবাল, আশ্রম।

উপনিষদ বেদের চরম ভাগ। বৈদিক

[illegible] উপনিষদ সর্ব্বশেষে [illegible] ক্রমে বৈদিক হিন্দুদি- [illegible] প্রকারে অল্পে অল্পে জ্ঞানের [illegible] ও ধর্ম্ম বিষয়ক মত পরিবর্ত্তিত হই- [illegible] তাহা বেদের মন্ত্র ভাগ ও উপনিষদ [illegible] ভাগের তুলনা দ্বারাই সপ্রমাণ হইবেক। বেদের অপরাপর ভাগে যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের একমাত্র উপায় বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উপনিষদে যজ্ঞাদির প্রতি তাদৃশ সমাদর কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না, প্রত্যুত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান যে কদাপি প্রকৃত মোক্ষের উপায় ও কারণ হইতে পারে না, তাহা ভূরি ভূরি শ্লোকে প্রতিপন্ন হইয়াছে। উপনিষদে সমুদায় বেদ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, যথা জ্ঞান কাণ্ড এবং কর্ম্ম কাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ডই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কারণ তদ্দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় এবং মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয়। উপনিষদে সর্ব্বত্রই জ্ঞানের মাহাত্ম্য এবং ব্রহ্ম বিদ্যার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গই নিকৃষ্ট বিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষ মিতি।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

অপর যাহারা ব্রহ্মকে না জানিয়া কেবল যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করে তাহাদের সকল প্রযত্ন নিষ্ফল হয়।

যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাঽস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষ সহস্রাণি অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।

যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

শ্বেতাশ্বতর

ঋগ্বেদের পরমাক্ষর স্বরূপ যে পরমাত্মা যিনি আকাশ রূপে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছেন, তাঁহাকে যে না জানে, তাহার পক্ষে ঋগ্বেদ কি ফলদায়ক?

ব্রহ্মজ্ঞানই সকল উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য। জগৎকারণ পরব্রহ্মের স্বরূপ কি, কি প্রকারে তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া যায়, জগতের সহিত তাঁহার কি রূপ সম্বন্ধ, এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান অতি বাহুল্য রূপে সকল উপনিষদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল উন্নত দুরূহ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের আলোচনা ও তর্কের প্রতি যে কি পর্য্যন্ত যত্ন, আস্থা, একাগ্রতা ও আমোদ ছিল, যে তাহা আমরা এক্ষণে হঠাৎ অনুভব করিতে পারি না। কোন জাতির মধ্যে বোধ হয় এত পূর্ব্ব কালে এপ্রকার কঠিন সংসারাতীত বিষয়ের অনুসন্ধানে এতাধিক বলবতী প্রবৃত্তি জন্মে নাই। বাস্তবিক আমাদের হিন্দু সমাজে অতিপ্রাচীন কালাবধি সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রতি একান্ত অনাস্থা জন্মিয়াছিল। জ্ঞানই প্রকৃত মুক্তির কারণ এবং জীবনের উদ্দেশ্য, এই বিশ্বাস অতি পূর্ব্বকালাবধি বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই হেতু ঋষিগণ জ্ঞানালোচনাই জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। যোগী ও সন্ন্যাসী হওয়াই শ্রেয়ঃ কল্প মনে করিতেন, এই জন্যই কার্য্য ও অনুষ্ঠানের প্রতি এতদ্দেশীয় লোকদিগের একটি চিরার্জ্জিত অশ্রদ্ধা ও হতাদর জন্মিয়াছে।

—০—

উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

২৮ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

আমরা বাহিরের বস্তুতে পরমেশ্বরের সুন্দর মঙ্গল রূপ দেদীপ্যমান দেখিতে পাই; অসীম আকাশে তাঁহার মহান্ ভাব প্রচারিত দেখি। নদীর লহরীতে তাঁহার আনন্দ লীলা, সমুদ্র-তরঙ্গে তাঁহারই শক্তি, সূর্য্য-কিরণে তাঁহারই প্রকাশ দেখিতে পাই। আবার যখন আপনার অন্তরে দেখি, তখন আপনার হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব, তাঁহার মঙ্গল লীলা প্রত্যক্ষ দেখি। যখন আমরা হৃদয়েশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি; তখন তাঁহার প্রীতি, তাঁহার পবিত্রতা, তাঁহার মঙ্গল ভাব, কি উজ্জ্বল হইয়া উঠে! তিনি আমার হৃদয়ের ঈশ্বর, হৃদয়ের প্রিয় ধন। আমরা যেন আমারদের হৃদয়কে লৌহ কবাটে বেষ্টিত না করি — হৃদয়ের স্বামীকে হৃদয়-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত না করি। ঈশ্বরের সুরম্য নিকেতনে ঈশ্বরকে আসিতে দেও, হৃদয়-রাজ্যে হৃদয়ের রাজাকে স্থাপন কর। সকল বৃত্তিকে তাঁর অনুচর করিয়া তাঁহার পরিচারণা কর। জগতের মধ্য-স্থানে পরমেশ্বর আছেন আর তাঁহার চতুর্দ্দিকে নক্ষত্র, গ্রহ, তারা, সুশৃঙ্খল সুন্দর নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে; সেই রূপ আমরা যখন হৃদয়েশ্বরকে আমারদের হৃদয়-রাজ্যে স্থান দিই, তখন মনের সমুদয় বৃত্তি সম্মিলিত হইয়া তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। প্রভু যখন তাঁহার গৃহে আইলেন, তখন তাঁহার সেবাতে কেন না আমরা নিযুক্ত হইব? যাঁর ধন আমরা ভোগ করিতেছি, তাঁহাকেই তাহা অর্পণ করিয়া কেননা আমরা নীরশোক হইব? তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে গিয়া কেন তাঁহার আদেশ হেলন করিব! তাঁহার জন্য যে কার্য্য করি, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও মহান্ ও পবিত্র। আমরা যদি তাঁহার কার্য্য মনে করিয়া কোন ক্ষুধিত ব্যক্তিকে এক বেলারও অন্ন দিতে পারি, তথাপি সেই কার্য্য মহান্; আর আপনার যশ ও মান ও স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিবার জন্য যদি সহস্র লোককেও প্রচুর অন্ন বস্ত্র দান করি, তবে তাহা অতি ক্ষুদ্র কর্ম্ম। তাঁহার অধীনে থাকিয়া যে কিছু কার্য্য করি তাহা অক্ষয় কার্য্য, তাহার ফল অনন্ত ফল। বিশুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থাপন কর, প্রাণ-পণে তাঁহার কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হও, তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিতে পাইবে।

আমরা ঈশ্বরের জীব, আমরা স্বাধীন পুরুষ। আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা ঈশ্বরকে প্রদান করি, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন, নতুবা গ্রহণ করেন না। প্রীতি পূর্ব্বক, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক, আন্তরিক ইচ্ছার সহিত যে পূজা তাঁহাকে অর্পণ করি, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। আমরা মনের সহিত আপন ইচ্ছাতে তাঁহার যে মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করি, তাহাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। পরমেশ্বর আমারদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতা আমারদের গুরুতর অধিকার। আর সমুদয় জগৎ যন্ত্র, ঈশ্বর তাহার যন্ত্রী। মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিয়া যেন তাহাকে তিনি আপনা হইতে পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বৃষ্টি শীত, বসন্ত; সকলই তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতেছে, কেহই তাঁহার নিয়ম অতিক্রম করিয়া এক পদ চলিতে পারে না। মনুষ্য অনায়াসে তাঁহার ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া চলিতেছে, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মসেতু ভঙ্গ করিতেছে, আপনার উপরে মলিনতা সঞ্চয় করিতেছে। আমারদের স্বাধীনতার ফল কি এই হইল যে আমরা দুর্গতিই প্রাপ্ত হইব? পরম পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই কাল যাপন করিব? এ কি বিপরীত ভাব! আপাততঃ এ প্রকার মনে হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক ইহার নিগূঢ় অর্থ আছে। ঈশ্বর আমারদিগকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন করিলেন যে আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব। তিনি আমারদের নিজস্ব অধিকার দিলেন যে আমরা আপনারা তাঁহাকে আমারদের সর্ব্বস্ব দান করিয়া তাঁহাকে

লাভ করিব। একবার তাঁহা হইতে দূরে না থাকিলে ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে যাওয়া হয় না। আমার যদি এমন কিছুই না থাকে, যাহাতে আমার স্বত্ব বোধ হয়, যাহাকে আমি আপনার বলিতে পারি, তবে ঈশ্বরকে কি প্রদান করিব? ঈশ্বর আমারদিগকে যাহা কিছু দিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে আপনার অধিকার বোধ হইলে পরে আমরা আপনার ইচ্ছাতেই ঈশ্বরকে বলিতে পারি "তোমা হইতে আমি সকলই পাইয়াছি, তোমাকেই তাহা পুনর্ব্বার প্রদান করিতেছি, তুমি আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর। যেমন জগতের রাজা হইয়া চন্দ্র সূর্য্যকে শাসন করিতেছ, আমার হৃদয়ের অধিপতি হইয়া আমাকে সেই প্রকার অনুগত কর; আমার ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার অধীন করিয়া লও।" ঈশ্বরকে আমরা এই রূপ বলিতে পারি এবং তাঁহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক আমারদের সকল দিতে পারি এই আমারদের স্বাধীনতা। এখন আমারদের জ্ঞান তৃপ্ত হইল: আমরা জানিলাম, স্বাধীনতা আমারদের কি অমূল্য অধিকার! আমরা অন্ধ জড় নহি, অকাট্য ভৌতিক নিয়মেরই অধীন নহি; আমারদের আত্মার নিয়ম জড়ের নিয়ম হইতে অধিক, তাহা ধর্ম্মের নিয়ম। আমরা যাহা সত্য যাহা মঙ্গল, যাহা পবিত্র, তাহা দেখিতে পাই এবং সত্য মঙ্গল পবিত্রতার আয়তন পরমেশ্বরের সহিত আমারদের যে সম্বন্ধ, তাহা কেহই বিনাশ করিতে পারে না। আমারদের আত্মার যে শক্তি, তাহা জগতের সকল শক্তি হইতে বলীয়ান্; সেই শক্তির প্রভাবে আমরা সকল অবস্থা সকল ঘটনার বিপক্ষে ধর্ম্মেতে ঈশ্বরেতে অনুরক্ত থাকিতে পারি, আমরা ঈশ্বরের হস্তে আমারদের হৃদয়, মন আপন ইচ্ছাতে সমর্পণ করিতে পারি। আমরা স্বাধীন হইয়া স্বেচ্ছাচারী হইলে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হই কিন্তু স্বাধীন হইয়া আপন ইচ্ছাতে তাঁহার অধীন ও ধর্ম্মের অধীন হইলে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হই; তাঁহার সহিত তাহাতে আমারদের গাঢ়তর উচ্চতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়। তিনি সমুদয় জড় জগতের যন্ত্রী;—কিন্তু আমারদের পিতা। তিনি জগতের আশ্রয়, তাহা হইতেও অধিক রূপে আমারদের আশ্রয়। আমরা তাঁহার যত নিকটে, এই জড় জগতের কিছুই তাঁহার তত নিকটে থাকিতে পারে না; কিন্তু আমরা তাঁহার এত নিকটে থাকিয়াও অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার আরও নিকটবর্ত্তী হইতেছি এবং তাঁহার আরও অধিকতর আশ্রয় লাভ করিতেছি। তিনি আর সকলকে প্রীতি করিতেছেন, আমারদের নিকট হইতে প্রীতি চাহিতেছেন। সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ কর।

হে পরমাত্মন্! তুমি যখন আমারদিগকে স্বাধীন করিয়াছ, আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না—তোমার উপরেই আমারদের সকল নির্ভর: তুমিই আমারদের সহায় সম্পত্তি; তুমিই আমারদের পিতা, সুহৃৎ: আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি; আমাকে তোমার সুন্দর প্রসন্ন মুখ দেখাও—তোমার প্রীতিতে আমাকে পবিত্র কর— ইচ্ছাকে এই প্রকার বলবর্ত্তী কর, যেন চিরজীবন তোমার মঙ্গল কার্য্য সাধন করিতে থাকি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

বিজ্ঞাপন

গত ২৭ চৈত্র সাধারণ সভাতে ব্রাহ্মেরা নিম্ন লিখিত মহাশয়দিগের প্রতি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্যের ভার প্রদান করিয়াছেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্যের ভার যোড়াসাঁকোস্থিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল। এবং তিনি "ব্রাহ্ম-সমাজ-পতি ও প্রধান আচার্য্য" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

ব্রাহ্ম-সমাজ-পতি ও প্রধান আচার্য্যের কার্য্য চারি ভাগে বিভক্ত হইল—; যথা,

(১) ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রস্তুত করা।

(২) ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী প্রস্তুত করা।

(৩) ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ সকল মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করা।

(৪) বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করা।

ব্রাহ্ম সমাজ-পতি ও প্রধান আচার্য্য এক ব্যবস্থা-

পক সভা সংস্থাপন করিবেন এবং ইহার সভ্যদিগের সাহায্য লইয়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ও উপাসনা প্রণালী প্রস্তুত করিবেন।

এই ব্যবস্থাপক সভার কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়ম সকল প্রস্তুত করিবার ভার সমাজ পতির উপর অর্পিত হইল।

যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অক্ষম তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্ন লিখিত মহাশয়েরা সমাজ-পতিকে সাহায্য করিবেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন
শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইলেন।

উপাচার্য্য ও অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার ভার সমাজপতির উপর অর্পিত হইল।

এই সকল প্রস্তাব ধার্য্য হইলে সভাপতি, প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পত্র পাঠ করিলেন। তাহাতে তিনি শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে আগামী ১লা বৈশাখাবধি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে সাধারণ সভাস্থ ব্রাহ্মদিগের মত অবগত হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে অধিকাংশের মত হইল।

বিজ্ঞাপন

আমারদিগের এই কার্য্যালয়ে যাঁহারা ডাকের টিকিট প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু এক আনা হইতে অধিক মূল্যের টিকিট এখানে বিক্রয় করিতে হইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৩ শকের চৈত্র মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬
" মধুসূদন ঘোষ	৫
" কন্নুলাল বর্ম্মা	৫
" প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৮৶০
" শ্যামলাল পাল	২
" নরেন্দ্রনাথ সেন	২
" মাহাতাপচন্দ্র চন্দ্র	১
" চন্দ্রকুমার গুপ্ত	১
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১
" গোপালচন্দ্র বসু	১
	৩৭৮৶০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ রায়	৬
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
" নীলকমল মিত্র	২
	১২

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	৪
" যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	১
	৫

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুপ্ত	১৵১০
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৷৵০
	৬০৷৵১০

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য।৴০ ছয় আনা মাত্র।

২ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সম্বৎ ১৯১৯ কলিগতাব্দ ৪৯৬৩।

চতুর্থ ভাগ
২২৭ সংখ্যা
আষাঢ় ১৭৮৪ শক

পঞ্চম কল্প

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
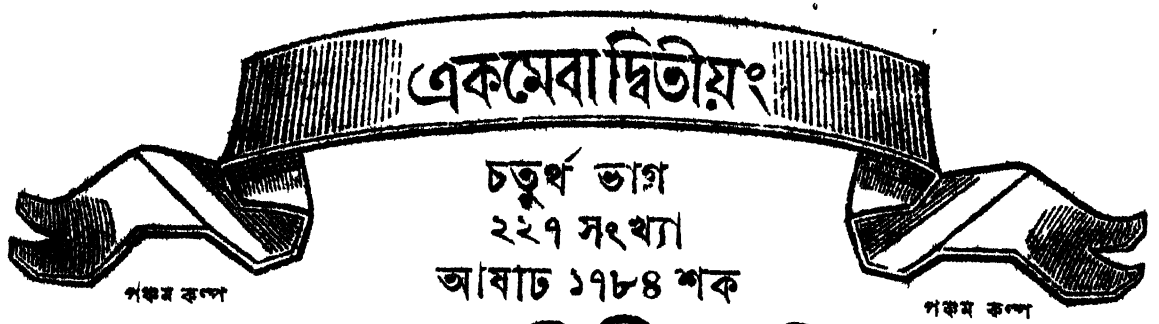
রোগ-শয্যায় সাধুর আন্তরিক ভাব।

হে করুণা-সিন্ধু পরম বন্ধু। তোমার স্নেহ দৃষ্টি সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, সুস্থাসুস্থ, সকল অবস্থাতেই আমার প্রতি সমভাবেই স্থাপিত রহিয়াছে—তোমার কৃপা বারি আমার উপরে প্রতি নিয়তই সমান রূপে বর্ষিত হইতেছে। যখন সম্পদের অনুচরগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রফুল্লতার হিল্লোলে ভাসমান হইতে থাকি, তখনও তুমি যে রূপ প্রেম নয়নে আমাকে সন্দর্শন কর, দুঃখের কঠোর হস্তে নিপতিত হইয়া যখন নিরন্ন ও নিরাশ্রয় হই, তখনো তুমি সেই রূপ প্রীতির সহিত আমাকে নিরীক্ষণ কর। যখন সুস্থ শরীরে প্রফুল্ল হৃদয়ে সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করি, তখন আমি তোমার যেমন স্নেহের ধন; এখন যে রোগে অস্থির ক্ষুধায় কাতর হইয়া ভূমি শয্যায় বিলুণ্ঠিত হইতেছি, এখনো আমি তোমার সেই রূপ কৃপা-পাত্র। তোমার হস্তকে আমার দুঃখ বিমোচনার্থে সকল সময়েই প্রসারিত দেখিতে পাই। যখন জ্ঞাতি, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করে, তখন প্রার্থনার পূর্ব্বেই তুমি তোমার সুশীতল ক্রোড়ে আমাকে স্থান দান করিয়া কৃতার্থ কর। যখন সকলে আমার প্রতি বিমুখ হইয়া চলিয়া যায়, তখন তুমি তোমার প্রসন্ন মুখ প্রদর্শন করত আমার ঘন-বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ে সুখ-রশ্মির সঞ্চার করিতে থাক।

এই পীড়া-শয্যায় শয়ন করিয়া আমি আমার জনক জননীর অকৃত্রিম স্নেহ ভাব—বন্ধুবর্গের নিঃস্বার্থ প্রীতি ভাব—স্নেহাস্পদ পুত্রের নিষ্কলঙ্ক মুখশ্রী স্পষ্ট নিরীক্ষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই আমার দৈহিক যন্ত্রণার উপশম হইতেছে না; তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত জ্ঞান নয়নের সম্মুখে পতিত হওয়াতে আমার সকল ক্লেশের অবসান হইল—সকল দুঃখ দূরীভূত হইয়া গেল।

তোমার ন্যায় সম্পদের সহায়, বিপদের সুহৃৎ, আমার আর দ্বিতীয় নাই। সৌভাগ্য সময়ে যে সমস্ত ব্যক্তিকে অভিন্ন-হৃদয় মিত্র বলিয়া বোধ হয়, বিপদ কালে তাঁহারদের সহিত সাক্ষাৎ করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু নাথ! তোমার সহিত

আমার তো সে রূপ সম্ভব নহে। সম্পদ সময়ে তুমি হৃদয় রাজ্যে বিরাজিত থাকিয়া আমার উপভোগ্য সুখকে যে রূপ দ্বিগুণী-ভূত কর, এখন তুমি সেই রূপ আমার মনোমন্দিরে বিরাজমান থাকিয়া দুঃসহ রোগ-যন্ত্রণার লাঘব করিতেছ। নাথ! তোমার প্রেরিত সকল বিপদই উপদেশ, সকল যন্ত্রণাই ঔষধ। আমি তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এখনই তাহার অব্যর্থ দণ্ড ভোগ করিতেছি—এখনই আমি তজ্জনিত সকরুণ আর্ত্তনাদে বাস গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতেছি; কিন্তু এই যন্ত্রণার অবস্থাতে—এই ব্যাকুলতার সময়েও আমি বুঝিতেছি যে তুমিই এক মাত্র ধৃতব্রত, সত্য কাম, সত্য সঙ্কল্প। তোমার যাহা ইচ্ছা—তোমার যাহা অভিপ্রেত, তাহা সিদ্ধ হইবেই হইবে। তুমি যে আমার হৃদয়ে একটি অমোঘ আশা দিয়াছ, যে আমার তাপিত আত্মাকে তুমি তোমার শীতল ক্রোড়ে নিশ্চয়ই স্থান দান করিবে, এই উপস্থিত রোগ-যন্ত্রণাই আমার সেই আশাকে বলবতী করিতেছে।

তুমি যে পাপের শাস্তা, পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, আমার এই উপস্থিত দুঃখই তাহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিতেছে। তুমি যে আমার পরম ন্যায়বান রাজা, পরম করুণাময় পিতা, আমি আমার এই পীড়িতাবস্থাতেই তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি। তুমি যেরূপ তোমার নিয়ম উল্লঙ্ঘন-জনিত দণ্ড বিধান করিয়া আপনার ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিতেছ, সেই রূপ আবার ঔষধ পথ্য বিধান করিয়া স্বীয় নিষ্কলঙ্ক কারুণ্য স্বরূপের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছ। রোগির যে রূপ দুর্বিষহ রোগ-যন্ত্রণাই পুনর্ব্বার স্বাস্থ্য লাভের এক মাত্র উপায়, পাপির সেই রূপ অন্তর্দাহ অনুতাপই তোমার প্রসন্নতা লাভের একমাত্র সাধন।

তোমার যে সমস্ত নিগূঢ়তম ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞানাপন্ন আচার্য্যের উপদেশেও বুঝিতে পারি নাই, তোমার নির্ম্মলতম সহবাস যাহা কত যত্ন করিয়াও এক সময়ে লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, এখন দুঃখের কশাঘাতে তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইতেছে—রোগের যন্ত্রণায় আমার আত্মা তোমার শীতল ক্রোড়ে আপনা হইতেই ধাবিত হইতেছে। তুমি যে ওষধি বনস্পতিতে প্রাণ রূপে বিরাজ করিতেছ, আমার আত্মা তাহা পরীক্ষায় অবগত হইয়া তোমাকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিতেছে। এমন সময়ে তোমাকে কোন্ রসনা দুঃখ দাবানলের শান্তি সলিল না বলিয়া সুস্থির থাকিতে পারে।

চিকিৎসকের উপদেশে মনে করি এই দুর্ব্বল অবস্থায় তোমার বিষয় আলোচনা করিব না, মনে করি তোমার যশ ঘোষণায় রসনাকে নিয়োগ করিব না, কিন্তু নাথ! আমি যে তোমাকে বিস্মৃত হইতে পারি না। আমি তোমাকে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিলেও তুমি যে আমাকে এক পলকের জন্যও বিস্মৃত হও না। আমি তোমার নিকটে একবিন্দু সুখ প্রার্থনা করিতে না করিতে তুমি যে সুখের সমুদ্র আমার নিকটে আনিয়া দেও। নেত্র নিমীলন করিয়া থাকিলেও যে তোমাকে হৃদয় মন্দিরে জাজ্বল্যমান দেখিয়া আমার আনন্দ-সরোবর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেই নিভৃত স্থানেও তোমার মঙ্গল-জ্যোতি পতিত হইয়া আমার হৃদয়-কমলকে বিকসিত করিয়া ফেলে। এমন সুহৃৎ এমন বন্ধুকে কি কেহ কখন বিস্মৃত থাকিতে পারে? নাথ! আমি সকল আশা সকল ভরসা [illegible] [illegible]-[illegible]তে পারি, কিন্তু তোমার [illegible]

দুর্ব্বিষহ দুঃখ এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করিতে পারি না।

তোমাকে বিস্মৃত হইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। তোমাকে পাইবার জন্য যে দুঃখ, সেই সুখ; তোমাকে পাইবার জন্য যে বিপত্তি, সেই যথার্থ সম্পত্তি। যদি নাথ! যাবজ্জীবন রোগ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয়—আজন্ম কাল যদি এই পীড়া শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিতে হয়, তাহাও মঙ্গল; তথাপি যেন তোমাকে বিস্মৃত হইয়া এক দিনের জন্যও জীবিত না থাকি। যে অবস্থায় তোমাকে দেখিতে পাই—তোমার সহবাস লাভ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা সম্পদের অবস্থা আর কোথায় পাইব?

হে অনাথ-বন্ধু! সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, সুস্থাসুস্থ, সকল অবস্থাতে তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে বিরাজিত থাক, এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

একাদশ অধ্যায়।

৯৬

যাঁহাতে শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই; যাঁহার কোন ক্ষয় নাই; যিনি অনাদি অনন্ত, ও সকল প্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ এবং নিত্য ও নির্ব্বিকার; তাঁহাকে জানিয়া জীব মৃত্যু-মুখ হইতে মুক্ত হয়।

[illegible] অতীত আনন্দ পরমেশ্বর ক-গাদি শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিত্য পদার্থ। তাঁহার আদিও নাই অন্তও নাই, তিনি সর্ব্বপ্রকার মহৎ পদার্থ হইতে মহৎ। তাঁহাকে জানিলে লোক মৃত্যু-মুখ হইতে প্রমুক্ত হইয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-ধামে উন্নত হইতে থাকে।

৯৭

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন, এ প্রযুক্ত তিনি প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা একনিষ্ঠ সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

ইন্দ্রিয়ের অবিষয় সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে শ্রদ্ধাবান্ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা দেখিতে পান।

৯৮

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহুশ্রবণ দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে পায়। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।

যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্তে ইচ্ছা ও যত্ন না থাকে, তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশ বাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমাত্মা আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখন সেই সাধক পরিপূর্ণ

অমৃতময় মহাসাগরে অবগাহন করিয়া পরম পবিত্র ও পরিতৃপ্ত হয়েন।

৯৯

হে জীব সকল। উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও, এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।

হে জীব সকল! উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও; আর কত কাল তাহাতে অভিভূত থাকিবে, আর কত দিন পরম ধনকে ভুলিয়া রহিবে। কাল যাই-তেছে, মৃত্যু সন্নিকট, জড়তা ও দীর্ঘ সূত্রতা পরিত্যাগ কর, উত্তম জ্ঞানবান্ আচার্য্যের নিকট যাইয়া সকল আশার যষ্টি স্বরূপ সেই পরম প্রেমাস্পদকে জান; সহস্র গ্রন্থ-পাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্য্যের বাক্যেতে হইবে। ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত করিতে হয়, ইন্দ্রিয় দিগকে বশীভূত করিতে হয়, তিতিক্ষাকে অভ্যাস করিতে হয়, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলকে উন্নত করিতে হয় এবং ঈশ্বর-প্রীতিতে মনকে মগ্ন করিতে হয়; অতএব এ পথ অতি দুর্গম পথ। ঈশ্বরের প্রসাদে এবং মনের ভক্তি বলে এ দুর্গম পথও সুগম হইয়া উঠে।

১০০

সেই যে এই ব্রহ্ম, ইঁহার পূর্ব্বে আর কেহ নাই, ইনি অমৃত ও অভয়। শান্তচিত্ত হইয়া ইঁহার উপাসনা করিবেক।

যিনি এই বিশ্বের কারণ, তাঁহার আর পূর্ব্ব কারণ নাই; তিনি অনাদি অনন্ত, অমৃত ও পরিপূর্ণ। তাঁহাকে আশ্রয় ক-রিলে আর কোন ভয় থাকেনা, তিনি অভয়। শান্ত হইয়া তাঁহাকে উপাসনা করিবেক। শান্তি ঈশ্বর-প্রীতির নিবাস-ভূমি। যখন মন নির্ম্মল ও স্থির হ্রদের ন্যায় শান্ত হয়, তখন আত্মাতে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রতিভাত হয়, নতুবা প্রবল বিত্তৈষণা ও মানৈষণা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইলে ও ইন্দ্রিয়-লৌল্য জন্য অশুচি হইলে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপ-ভোগে সামর্থ্য থাকে না। অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে একাদশ অধ্যায়।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

১২৬ সংখ্যক পত্রিকার ২৯ পৃষ্ঠার পর।

ব্রহ্মবিদ্যাই সকল উপনিষদের মুখ্য তাৎপর্য্য। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপপ্রতি-পাদক ভূরি ভূরি বচন দৃষ্ট হয় এবং এই সকল বচনের মধ্যে ঈশ্বর বিষয়ক অতিশয় উন্নত গভীর সত্য সকলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানং অনন্তং এই মহা বাক্য প্রায় সকল উপনিষদেই সুস্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক মাত্র জগৎ কারণ ঈশ্বর যে নিরাকার জ্ঞান স্বরূপ অ-নন্ত স্বরূপ তাহা নিঃসংশয়ে প্রদর্শিত হই-য়াছে। সেই অনন্ত জ্ঞানের সহিত আমাদের আত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ এবং এই অসীম জগতের সহিতই বা কি সম্বন্ধ, তাহা জ্ঞাত হওয়াই মনুষ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধান উপ-নিষদ্ লেখকদিগের পক্ষে অনেকাংশে নূতন ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব ছিল, এই হেতু স্থানে

স্থানে তাঁহারা কেবল প্রশ্ন সকল উদ্ভাবিত করিয়াছেন, কিন্তু সে সকল প্রশ্নের সদুত্তর জ্ঞাত ছিলেন না, এই হেতু তাহা প্রদানও করেন নাই। এই প্রকার সংশয় সূচক প্রশ্ন বিশেষতঃ প্রাচীন উপনিষদ সমূহেই দৃষ্ট হয়। এই হেতু এক উপনিষদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরস্পর ভিন্ন ও বিরোধী মত সকলও প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত প্রকার সংশয় সূচক প্রশ্ন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এক স্থানে দৃষ্ট হয়।

ওঁ ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি। কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা জীবাম কেন ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাং। ১।

কালঃ স্বভাবোনিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষইতি চিন্ত্যা। সংযোগএষাং নত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ। ২।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ! ব্রহ্ম কি প্রকার কারণ, কোথা হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি, কাহার দ্বারা আমরা জীবিত আছি এবং কোথায় বা আমরা স্থিতি করি, কাহার নিয়মে আমরা সুখ দুঃখের অধীন হইয়াছি। কাল কি সকলের কারণ, না স্বভাব, না যদৃচ্ছা (অর্থাৎ ঘটনা স্রোত) না পঞ্চভূত, না যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি, না পুরুষ (জীবাত্মা)—ইহাদের সমষ্টি ও কারণ নহে। আত্মা দুর্ব্বল এবং সুখ দুঃখাধীন, সুতরাং আত্মাও কারণ হইতে পারে না।

ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত কঠিন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, অতএব সাধক কি প্রকারে জগৎরূপ কার্য্যের জ্ঞান হইতে ক্রমে ক্রমে জগৎ কারণ ব্রহ্মকে জানিবেক, তাহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

একদা ভৃগু বরুণের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! ব্রহ্মের স্বরূপ কি তাহা আমাকে শিক্ষা দিন। বরুণ তাঁহার নিকট এই কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, অন্ন, প্রাণ, শ্রোত্র, চক্ষু, মন এবং বাক্য। তৎপরে কহিলেন, যাঁহা হইতে সমুদায় ভূত উৎপন্ন হইয়াছে যাঁহা কর্ত্তৃক তাহারা জীবিত আছে এবং যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহাকে তুমি জানিতে ইচ্ছা কর, তিনিই ব্রহ্ম। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভৃগু তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং তপস্যা দ্বারা তিনি জানিলেন।

অন্নং ব্রহ্মেতি। অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরং উপসসার। অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব তপো ব্রহ্মেতি। সতপোহতপ্যত।

অন্নই ব্রহ্ম; অন্ন হইতেই নিশ্চয় সমুদায় ভূত উৎপন্ন হইতেছে, অন্ন দ্বারাই তাহারা জীবিত আছে, অন্নেতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করিতেছে। এই প্রকারে ব্রহ্মকে জানিয়া তিনি পুনরায় বরুণের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিন, বরুণ কহিলেন, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর। ভৃগু পুনরায় তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং তপস্যা দ্বারা প্রাণকেই ব্রহ্ম রূপে জানিলেন, কিন্তু বরুণ পুনরায় তাঁহাকে তপস্যা করিতে কহিলেন, পরে তিনি আলোচনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মকে চক্ষু শ্রোত্র মন ও বাক্য রূপে জানিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হইল না বরুণ, দেব তাঁহাকে পুনরায় তপস্যা করিতে আদেশ করিলেন এবং ভৃগু অবশেষে জানিতে পারিলেন আনন্দো ব্রহ্ম।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ব্রহ্মই আনন্দ স্বরূপ, তিনি অন্ন নহেন, প্রাণও নহেন, মনও নহেন, তিনি অন্ন প্রাণের প্রেরয়িতা।

উপনিষদের স্থানে স্থানে মনুষ্যের বিবিধ শক্তিও ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার উদাহরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে দেখা যাইতেছে। একদা জনক রাজা সিংহাসনোপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে যাজ্ঞবল্ক্য! এস্থলে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন। পশু কামনা করিয়া অথবা সূক্ষ্ম প্রশ্ন উদ্ভাবনার্থ। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, উভয়েরই নিমিত্ত। জনক কহিলেন, অন্যের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাহা আমাদের বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন।

জিত্বা শৈলিনির্বাক্ বৈ ব্রহ্মেতি। যথা মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ ব্রূয়াত্তথা তচ্ছৈলিনো ব্রবীদ্বাগ্বৈ ব্রহ্মেত্যবদতোহি কিং স্যাদিত্যব্রবীত্ত্বু ইতি।

জিত্বা এবং শৈলিনি বাক্যকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। উৎকৃষ্ট মাতা পিতা এবং গুরু বিশিষ্ট শৈলিনি কহিয়াছেন, বাক্যই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মকে বাক্য রূপে চিন্তা করিবেক।

বাগ্বৈ সম্রাড় বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়তঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরসইতিহাসঃ পুরাণবিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমশিতং পায়িতমযঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাড় ব্রহ্ম জ্ঞায়তে বাগ্বৈ সম্রাট্ পরমং ব্রহ্ম।

হে সম্রাট! বাক্য দ্বারা বন্ধুকে জানা যায়, ঋক যজুঃ সাম বেদ, অথর্ব্বাঙ্গিরস এবং ইতিহাস পুরাণ বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান, যজ্ঞ, হোম, হুত, অশিত ও পানীয়, উৎসর্গ, ইহ ও পরলোকে এবং সমুদায় ভূত জানা যায়। বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায়, হে রাজন্! বাক্যই পরব্রহ্ম।'

পরে জনক রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আরও কি শিক্ষা করিয়াছেন তাহা বলুন। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত প্রকারে প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র মন এবং হৃদয়কে ব্রহ্ম রূপে বর্ণনা করিলেন।

ঈশ্বর এক মাত্র সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া সকল উপনিষদেই উক্ত হইয়াছেন। এমত এক সময় ছিল, যখন জগৎ সৃষ্ট হয় নাই, তখনও এক মাত্র জগৎ কারণ ব্রহ্ম ছিলেন।

আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব।

বৃহৎআরণ্যক।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। সঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজত।

ঐতরেয়।

অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততোবৈ সদজায়ত।

তৈত্তিরীয়।

এই জগদুৎপত্তির অগ্রে এক মাত্র আত্মাই ছিলেন। অন্য কিছু জীবিত ছিল না। তিনি সৃষ্টি কামনা করিয়া আলোচনা করিলেন এবং আলোচনা করিয়া সমুদায় লোক সৃজন করিলেন।

জগৎ যে নিত্য নহে তাহা উপনিষদ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু উপনিষদের মতে তাহা সৃষ্টি হইবার অগ্রে তাহা অবশ্যই জগৎ কারণ ব্রহ্মেতে অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান ছিল, সমুদায় সৃষ্টি প্রথমে ঈশ্বরের শক্তি রূপেই প্রচ্ছন্ন ছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এই রূপে আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ কার্য্য

কারণের সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতেন (১)। এই হেতুই তাঁহারা জগৎ সৃষ্টির অগ্রেও ব্রহ্মরূপ কারণে জগৎ রূপ কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

অপর ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে জগৎ কদাপি কারণ ব্যতিরেকে হঠাৎ অসৎ হইতে সদ্ভাব প্রাপ্ত হয় নাই। *

তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাৎ অসতঃ সজ্জায়েত। কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ।

কেহ কেহ কহেন, জগৎ উৎপত্তির অগ্রে এক মাত্র অসৎই ছিল, সেই অসৎ হইতেই সমুদায় উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু হে সৌম্য! ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, অসৎ হইতে কি প্রকারে সদ্ভাব হইতে পারে। অতএব এক মাত্র সৎস্বরূপই এই জগতের পূর্ব্বে ছিলেন। সৃষ্টি প্রকরণ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন মত কল্পিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে সৃষ্টির বিষয় পশ্চাল্লিখিত শ্লোকে প্রকটিত হইয়াছে।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নং অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। সবা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।

সেই এই পরমাত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেত হইতে পুরুষ (জীবাত্মা) উৎপন্ন হইয়াছে, এই পুরুষ অন্ন রসময়।

উপনিষদে যদিও স্পষ্ট রূপে পরব্রহ্ম নিরাকার এবং জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তথাপি স্থানে স্থানে জগতের সহিত তাঁহার অভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে। সমুদায় সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ মাত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই প্রকার অদ্বৈত মত বেদান্ত দর্শনে সম্পূর্ণ রূপে পরিণত হইয়াছিল কিন্তু তাহার আরম্ভ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যাং ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি। তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং। ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেমন ঊর্ণনাভি (স্বীয় অঙ্গ হইতে) তন্তু সৃজন করে এবং পুনরায় তাহা সংযত করে। যেমন পৃথিবীর উপরে ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, যেমন মনুষ্য দেহ হইতে আপনা হইতে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, সেই রূপ সেই অক্ষয় পুরুষ হইতে এই বিশ্ব সংসারের উৎপত্তি হইয়াছে।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব বহিশ্চ। ইতি কঠ।

যেমন একই অগ্নি সমস্ত ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ গ্রহণ করে। সেই রূপ এক মাত্র সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত আছেন, অথচ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন।

যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং। যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যং। যথা সৌ-

(১) এই প্রকার কার্য্য কারণের ভাব নিতান্ত অমূলক বা গর্হিত নহে।

* When God is said to create the universe out of nothing we think this, by supposing that he evolves the universe out of nothing but himself and in like manner we conceive annihilation, only by conceiving the creator to withdraw his creation by withdrawning his creative energy from, actuality into power—Sir. W. Hamilton.

ম্যৈকেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্‌ ব্যাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যং এবং সৌম্য সআদেশোভবতীতি। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

হে সৌম্য! যেমন একটি মৃৎপিণ্ডের দ্বারা মৃণ্ময় বস্তু জানা যায় এবং মৃত্তিকা বিকার বলিয়া সত্য উক্ত হয়। যেমন হে সৌম্য! লৌহ মণি দ্বারা সকল লৌহময় বস্তু জানা যায় এবং লৌহ বিকার বলিয়া সত্যই উক্ত হয়। যেমন একটি নখকৃন্তন দ্বারা (নরুণ দ্বারা) সকল কৃষ্ণায়স (ইস্পাৎ) নির্ম্মিত বস্তু জানা যায় এবং কৃষ্ণায়স নামে সত্যই উক্ত হয়। সেই রূপে হে সৌম্য! এই পরমাত্মা উপদিষ্ট হয়েন।

অপর উপনিষদের মতানুসারে সমুদায় জীব পুনরায় ধ্বংস হইবেক এবং ধ্বংস হইয়া ব্রহ্মেতে সংযুক্ত হইবেক।

সোহকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স-তপোহতপ্যত। সতপস্তপ্ত্বা। ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ যদিদং কিঞ্চ। তৎসত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষশ্লোকোভবতি।

তিনি ইচ্ছা করিলেন আমি বহু রূপে উৎপন্ন হইব। এই হেতু তিনি আলোচনা করিলেন। আলোচনা করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন অপর তিনি সৎ ভাবাপন্ন হইলেন, নিরুক্ত ও অনিরুক্ত হইলেন, আশ্রয় ও নিরাশ্রয় হইলেন, জ্ঞান স্বরূপ ও অজ্ঞান হইলেন, সত্য ও অমৃত হইলেন। এই সমুদায়ই সত্য হইল, কারণ সত্য স্বরূপই তাঁহার প্রকৃতি।

—০—

লৌকিক রক্ষা।

ধর্ম্ম আমাদের আন্তরিক বস্তু। ধর্ম্মের প্রকৃত প্রভাব আমাদের অন্তরেই প্রবল রূপে প্রকাশ পায়, আত্মার বিশ্বাস ভূমিই ধর্ম্মের প্রকৃত স্থান। কিন্তু এই ধর্ম্ম যখন বিকৃত হইয়া যায়, যখন নানা প্রকার কাল্পনিক মত ও অনুষ্ঠান তাহাতে সংমিলিত হয়, যখন তাহার জীবন্ত সত্য সকল লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহা কেবল প্রাণ শূন্য মৃত দেহাবশিষ্ট মাত্র থাকে, যখন বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপই তাহার প্রাণ স্বরূপ হইয়া উঠে, তখন তাহা অতিশয় বিষময় ফল উৎপাদন করে। এপ্রকার হীনাবস্থায় ধর্ম্ম কদাপি আত্মাকে পোষণ করিতে পারে না, প্রত্যুত তাহা ক্রমে ক্রমে আমাদের আত্মাকে দূষিত করিতে থাকে। এপ্রকার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আত্মা কদাপি সায় দিতে পারে না, আমাদের ধর্ম্ম বুদ্ধিতে তাহা স্থান পাইতে পারে না, সুতরাং আত্মার উপর তাহার আর অধিকার থাকে না, এবং তাহার প্রতি বিশ্বাসও শিথিল হইয়া আইসে। এই রূপে কাল্পনিক ধর্ম্ম প্রকৃত রূপে আমাদের অন্তরে স্থান পায় না, তাহা কেবল বাহ্যিক অনুষ্ঠানেতেই পর্য্যবসিত হয়, তাহার প্রভাব কিছু মাত্র আর মনোমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তখন অন্তরের ভাব ও বাহিরের অনুষ্ঠানের বৈষম্য উপস্থিত হয়। তখন সে ধর্ম্ম আর হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে পারে না।

ধর্ম্মের এপ্রকার অবস্থা হইলে জন সমাজের উন্নতির পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। ধর্ম্ম তখন কেবল নিষ্ঠুর বন্ধন মাত্র হইয়া উঠে। সুতরাং ছদ্ম ব্যবহার ও কপটতার জাল ক্রমশই বিস্তার হইতে

থাকে। অন্তরে ধর্ম্ম প্রভাব শূন্য হইলে অধর্ম্ম ও নাস্তিকতা আসিয়া আত্মাকে আচ্ছন্ন করে, এই রূপে দিন দিন কেবল মানসিক দুর্গতি ও হীনতারই বৃদ্ধি হইতে থাকে। আমাদের হিন্দু সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সকল সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক। পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিষময় প্রভাব এ দেশের সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পৌত্তলিক ধর্ম্ম জন সমাজের অজ্ঞানাবস্থা ও হীনাবস্থাতেই উৎপন্ন হয় এবং তাহা সেই হীনাবস্থারই উপযুক্ত। সুতরাং যে স্থানে জ্ঞান বিদ্যা ও সভ্যতার উন্নতি হইয়াছে, সেখানে পৌত্তলিক ধর্ম্মের কুৎসিত ভাব অবশ্যই প্রতীয়মান হইবেক। যে হৃদয়ে অত্যল্পও জ্ঞানের আলোক পতিত হইয়াছে, সে হৃদয়কে পৌত্তলিক ধর্ম্ম কদাপি অধিকার করিতে পারে না। এক্ষণে এতদ্দেশে প্রকৃত জ্ঞান ও সদ্‌বিদ্যার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কাল্পনিক ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়া আসিতেছে। সদ্‌বিদ্যাশালী ও জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রই পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতি কদাপি বিশ্বাস করিতে পারেন না। পৌত্তলিক ধর্ম্ম যে জ্ঞানের বিরুদ্ধ, সামাজিক উন্নতির বিরুদ্ধ, সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য, এপ্রকার বিশ্বাস অনেকেরই হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সেই সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানের সময় অনায়াসে পৌত্তলিক ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহাদের অন্তরে কিছু মাত্র বিশ্বাস নাই কিন্তু কার্য্যের সময় কপট ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই প্রকার ঘৃণিত ব্যবহার এক্ষণে অতি বিস্তীর্ণ রূপে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কারণ শুদ্ধ লোক ভয়। লোক ভয় একটি অতিশয় গুরুতর কথা হইয়া উঠিয়াছে। অতিশয় জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও শিশুর ন্যায় এই অনর্থক ভয়ে ভীত হইয়া অনায়াসে সত্যকে ও সরল ব্যবহারকে একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। লৌকিক রক্ষাই এক্ষণে ধর্ম্ম হইয়াছে। এই প্রকার সামাজিক অবস্থা অতি ভয়ানক অবস্থা। অন্তরে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়াগিয়াছে, অসত্য ও কপট ব্যবস্থা ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হইয়াছে। সত্য ধর্ম্মের যে কি প্রকার মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা তাহা এক্ষণে অনেকে মনেও অনুভব করিতে পারেন না। কোথায় ধর্ম্ম আমাদের উৎকৃষ্ট ভাব সকলকে প্রস্ফুটিত করিবেক, হৃদয়কে পবিত্র করিবেক, পাপের প্রলোভন অতিক্রম করিবার শক্তি প্রদান করিবেক, আত্মাকে উন্নত করিবেক, এবং সদনুষ্ঠানে মনকে যত্নশীল করিবেক, না কোথায় তাহা কেবল বাহ্যিক আচার ব্যবহার ও কাল্পনিক অনুষ্ঠানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সংসারের প্রতি—লোকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া চলাই সার কর্ম্ম হইয়াছে। কয় ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করে। সংসার রক্ষা হইলেই সকল রক্ষা হইবেক, এই প্রকার স্বার্থ ভাবই সকল অনর্থের মূল হইয়াছে।

যেখানে ধর্ম্ম আত্মাতে স্থান পায় না, যেখানে আন্তরিক বিশ্বাস এবং বাহ্যিক অনুষ্ঠান অতিশয় বিপরীত ভাবাপন্ন, সেস্থলে আত্মার দুর্গতির সীমা নাই। আত্মা সেখানে দেশাচারের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অতিশয় হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ক্রমে সত্যের প্রতি আর আস্থা থাকে না, যে প্রকারে হউক নির্ব্বিরোধে লোকের দৃষ্টিতে উত্তম রূপে চলিতে পারিলেই হইল। এই প্রকারে লৌকিক রক্ষার অনুরোধে আপনার অন্তরের প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না, সুতরাং আত্মার প্রকৃত দুরবস্থা দৃষ্টি গোচর হয় না।

যাহারা অহোরাত্র অনবরত বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান রহিয়াছে, সাংসারিক সুখ সৌভাগ্য—সাংসারিক উন্নতি যাহাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে, যাহারা সংসারের অতীত আর কিছুই দেখিতে পায় না, তাহাদেরই এই প্রকার ভাব সহজে উদয় হইতে পারে। কিন্তু যাহাদের সত্যের প্রতি সমাদর জন্মিয়াছে, সত্যের অমৃতময় বিমল জ্যোতি যাহাদের হৃদয়ে একবারও প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারা যে দেশাচারের অনুরোধে সত্যকে পরিত্যাগ করে, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে। যে দেশাচার সত্য ধর্ম্মের বিরোধী, তাহা বহুকাল প্রচলিত আছে বলিয়া কদাপি পূজ্য ও সেবনীয় হইতে পারে না। আমরা লৌকিক আচার ভঙ্গ করা যত অধিক দোষ জ্ঞান করি, সত্যকে বিসর্জন করা আমাদের তত গুরুতর প্রত্যবায় জনক বোধ হয় না। ঈশ্বরের সন্নিধানে অপরাধী হইবার অপেক্ষা মনুষ্যের নিকট নিন্দনীয় হইতে অধিক ভীত হই। কিন্তু লোক ভয় কি? কিসে তাহা এত ভয়ানক হইয়াছে? লোক ভয় কেবল স্বার্থপরতার শব্দান্তর মাত্র। যাহারা লোক ভয়ে সত্য হইতে বিমুখ রহিয়াছেন, তাঁহারা কি ভয় করেন? তাঁহাদের সকলে পরিত্যাগ করিবে, কেহ তাঁহাদের সহিত আহার ব্যবহার করিবেক না, হয় তো তাঁহাদের পরম প্রণয়াস্পদ বন্ধুর সহিত বিচ্ছেদ উপস্থিত হইবেক, সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার ব্যাঘাত হইবেক। এই সকল কারণেই তাঁহারা কাল্পনিক লোকাচার পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, ধর্ম্মের নিমিত্তে ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের পক্ষে সাংসারিক বিষয় ব্যাপারই মনুষ্যের প্রধান কার্য্য, ধর্ম্ম কেবল একটি আনুসঙ্গিক মাত্র। তাঁহাদের মোহ রূপ ঘনাবৃত হৃদয়ে সত্যের বিমল প্রভা প্রকাশ পায় না, ধর্ম্ম যে কি অমূল্য ধন, তাহা তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু যে ভাগ্যবান পুরুষ সত্যের সুন্দর মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, সত্যকে যিনি মনের সহিত প্রীতি করিতে পারিয়াছেন, যিনি সত্য ধর্ম্মের অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট মিথ্যা কদাপি স্থান পায় না, তিনি সত্য নিকেতনের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিয়া নির্ভয় চিত্তে সত্যের পথে সহস্র প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়াও অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি জানেন যে জগতে এমন কোন বস্তু নাই, কোন ধন নাই, কোন সৌভাগ্য নাই, যাহা সত্যের বিনিময়ে ক্রয় করা যাইতে পারে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" তিনিই এই মহা বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই বলিতে পারেন "কি ভয় লোক ভয়ে"!

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষেক।

গত বৈশাখ মাসের ১ম দিবসে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইলেন।

ব্রহ্মোপাসনার পর প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, ঈশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্মসমাজের আয়তন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় কেবল ইহা কলিকাতাতেই বদ্ধ নাই; কিন্তু দেশ বিদেশে, গ্রামে গ্রামে, তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; বঙ্গভূমির সর্ব্বত্রই সেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম কীর্ত্তিত হইতেছে—কেবল বঙ্গদেশে কেন; উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হিন্দুস্থানের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় ব্রাহ্মধর্ম্ম ঘোষণা হইতেছে। ক্রমে আমা-

দের ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে; এখন সমস্ত বঙ্গভূমি যাহাতে পবিত্র ধর্ম্মেতে উন্নত হয়, ভারতবর্ষ যাহাতে উন্নত হয়, তাহার উপায় চেষ্টা করিতে হইবে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি ঐক্য বন্ধন স্থাপিত করিতে হইবে, দূরাদূরের ব্রাহ্মসমাজসকল সুপ্রণালিতে বদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমি কেবল কলিকাতায় বদ্ধ থাকিলে সকল সমাজের সম্যক্-রূপে তত্ত্বাবধারণ হয় না। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে আমার স্বয়ং যাইবার প্রয়োজন। আমি এখন আর কলিকাতায় বদ্ধ থাকিতে পারি না, সুতরাং এখানে একটি আচার্য্যের প্রয়োজন হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি আহ্লাদ পূর্ব্বক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। ঈশ্বর প্রসাদাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মে ইহাঁর যে প্রকার অনুরাগ, যে প্রকার নিষ্ঠা, তাহাতে সমাজের অবশ্যই উন্নতি হইবে। এইক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া ইহাঁর অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করুন।

শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র! তুমি যে এই মহদ্ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, আমি জানিতেছি যে তাহাতে তোমার দ্বারা এ ধর্ম্মের অশেষ উন্নতি হইবে। তুমি এই গুরু ভার অপরাজিত-চিত্ত হইয়া অহোরাত্র বহন করিবে। কিসে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ উন্নত হয়, কিসে ব্রাহ্মদিগের মনের মালিন্য দূর হয়, এপ্রকার যত্ন করিবে। অন্য কোন প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ কি নিন্দাবাদ করিবে না, কিন্তু যাহাতে সকল ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্য বন্ধন হয় এমত উপদেশ দিবে। আপনার আন্তরিক ভাব অকপট হৃদয়ে নির্ভয়ে ব্যক্ত করিবে, সদা নম্র-স্বভাব হইবে। বৃদ্ধদিগকে সমাদর করিবে। যাহার যে প্রকার মর্য্যাদা তাহাকে সেই প্রকার মর্য্যাদা দিবে। তুমি যে কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছ এ অতি দুরূহ কর্ম্ম। কিন্তু অল্প বয়স্ক মনে করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিও না, আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মের জন্য ষোড়শ বৎসরে দেশ-ত্যাগী হইয়াছিলেন, সেই ষোড়শ বৎসরে তিনি যে ভাব দ্বারা নীয়মান হইয়াছিলেন, সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে চিরদিনই ছিল। প্রথম বয়সে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা কদাপি অবসন্ন হন না; তুমি আপন ইচ্ছার সহিত প্রাণ হৃদয় মন সকলি ঈশ্বরেতে অর্পণ কর; না ধনের দ্বারা, না প্রজার দ্বারা, কিন্তু কেবল ত্যাগের দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে ক্ষুব্ধ হইবে না। কলিকাতা ব্রাহ্মদিগের হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ প্রাণ পণে রোপণ করিবে।

এক্ষণে তুমি আপনার আত্মাকে সেই অমৃত-সাগরে নিমগ্ন কর, সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান কর, যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন।

ঈশ্বর তোমাকে এইক্ষণে আপনার অমৃত সলিলে অভিষিক্ত করিতেছেন। তাঁহার আদেশে আমিও তোমাকে এই আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পদ ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিকে শুভ ফল বিস্তার কর।

এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ গ্রহণ কর। যদিও হিমালয় চূর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হয়, তথাপি ইহার একটি মাত্র সত্য বিনষ্ট হইবে না। যদি দক্ষিণ সাগর শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি ইহার একটি সত্যেরও অন্যথা হইবেক না। যে প্রকারে পূর্ব্বে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে রক্ষা করিতেন, তুমি এই-

ব্রাহ্মধর্ম্মকে তদ্রূপ রক্ষা করিবে। হে ব্রাহ্মগণ। তোমরা অদ্যাবধি এই কলিকাতার আচার্য্যের প্রতি অনুকূল হইয়া ইঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে, তাহাতে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অবশ্যই গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় নিম্নোক্ত অধিকার পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অধিকার পত্র।

ওঁ তৎসৎ

"ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দ রস পান"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য
মহাশয়েষু।

তুমি অদ্য ঈশ্বর-প্রসাদে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইলে; তুমি এই ভার কায়মনোবাক্যে বহন করিবে। তোমার উপদেশ ও অনুষ্ঠান যেন ব্রাহ্মদিগের অমৃতের সোপান হয়। যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, মঙ্গল নিধান, পরমেশ্বরের প্রতি ব্রাহ্মদিগের মনে বৃদ্ধি আত্মা উন্নত হয়, ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধু ভাবের সঞ্চার হয়; যাহাতে দ্বেষ, কলহ অন্তরিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি প্রেম বন্ধন স্থাপিত হয়; এপ্রকার সদুপদেশ দিবে এবং সাধুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবে। সম্পত্তি বিপত্তিতে, স্তুতি নিন্দাতে, মান অপমানে অবিচলিত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবে। আপনার মান মর্য্যাদা প্রভুত্ব বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিবে। ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন, তোমার জ্ঞান ধর্ম্ম পোষণ করুন, তোমার শরীর বলিষ্ঠ হউক, মন বীর্য্যবান্ হউক, জ্ঞান উজ্জ্বল হউক, ধর্ম্ম স্বার্থ হীন হউক, হৃদয় প্রশস্ত ও পবিত্র হউক, জিহ্বা মধুমৎ হউক। তোমার চক্ষু ভদ্র রূপ দর্শন করুক, কর্ণ ভদ্র কথা শ্রবণ করুক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১ বৈশাখ ব্রাহ্ম-সমাজ-পতি
১৭৮৪ শক ও প্রধান আচার্য্য।

বিজ্ঞান

ভূতত্ত্ববিদ্যা।

ধরাতল কি প্রকার পদ্ধতি ক্রমে ও কি প্রকার পদার্থ সমূহে সংরচিত হইয়াছে এবং সেই সকল পদার্থ কি প্রকার নিয়মানুসারে সংস্থাপিত আছে, এই বিষয়ের অনুসন্ধান ভূতত্ত্ববিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের উপরিভাগ অত্যুচ্চ পর্ব্বত, গভীর সাগর, অসংখ্য নদ নদী, প্রান্তর, দেশ, প্রদেশে, যে প্রকার বিচিত্র রূপে বিভক্ত রহিয়াছে এবং তাহা নানা বিধ মৃত্তিকা প্রস্তর ধাতু সিকতাদি বিবিধ পদার্থ সমূহে যে রূপ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, তাঁহাতে আপাততঃ ধরাতলের রচনা বিষয়ে কোন নিয়মই দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই প্রকার দৃশ্য বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি সুন্দর নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। ধরাভ্যন্তরের পরীক্ষা দ্বারা ইহা নিরূপিত হইয়াছে, যে ভূতল উপর্য্যুপরি স্থিত ভিন্ন ভিন্ন স্তর বিন্যাসের দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এক একটি স্তর এক এক প্রকার অবস্থাক্রান্ত পদার্থে রচিত, এবং তাহারদের পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক স্তর বিন্যাসে শত শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। অপর স্তর নিহিত মৃত জীব সকলের যে সমস্ত অস্থি ও দেহাবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা অতি পূর্ব্বতন কালের জীবগণেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই রূপে ভূস্তর পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর পূর্ব্বতন অবস্থা ও তাহার ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন এবং সামান্যত ভূতত্ত্ববিদ্যার অতিশয় আশ্চর্য্য নিগূঢ় তত্ত্ব সকল নিরূপিত হইয়াছে।

ধরাতল খনন করিয়া ক্রমে ক্রমে ভূগর্ভে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই পরে পরে এক একটি করিয়া স্তর আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এই রূপে ভূখণ্ডের উপরিভাগ বিবিধ প্রকার স্তর সন্নিপাতে বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

ভূতলের অভ্যন্তর যত দূর পর্য্যন্ত মনুষ্যের গোচর হইয়াছে, তাহাকে ভূত্বক বলা যায়, এই ভূত্বক অধিকাংশই স্তর সংরচিত,এইহেতু পলাণ্ডুর ত্বকের ন্যায় তাহা পৃথিবীর আবরণীয় ত্বক স্বরূপ হইয়াছে। ভূত্বকের একটি প্রতিরূপ ১ অঙ্কিত ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইল। পরীক্ষা ও অনুমান দ্বারা ইহা অবধারিত হইয়াছে যে পৃথিবীর ত্বকের গভীরতা বিংশতি ক্রোশের অধিক নহে। কিন্তু পৃথিবীর ব্যাস ৪০০০ ক্রোশ। অতএব পৃথিবীর প্রকাণ্ডাকারের পক্ষে এই ভূত্বক অতি সূক্ষ্ম ও স্বল্প গভীর বলিতে হইবেক। তবে ভূত্বকের নিম্নে পৃথিবীর গর্ভে কি প্রকার পদার্থ আছে,এই প্রশ্নটি আপনা হইতেই আমাদের মনে উদয় হয়। কিন্তু অদ্যাপি প্রকৃত পরীক্ষা দ্বারা আমরা এই বিষয়ের কোন তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারি নাই। এ বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার মত উদ্ভাবিত করিয়াছেন কিন্তু তৎ সমুদায়ই কেবল কল্পনা ও অনুমান সিদ্ধ। বাস্তবিক অদ্যাপি ভূখণ্ডের অতিদূর অভ্যন্তরস্থ প্রায় কিছুই আমাদের জানিবার উপায় নাই।

কিন্তু পৃথিবীর গুরুত্ব ও তাহার আন্তরিক উত্তাপ, এই দুইটি বিষয়ের প্রকৃত সমালোচনা দ্বারা ধরাভ্যন্তরস্থ পদার্থ সকলের অবস্থা সম্বন্ধীয় অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহা অবশ্য সকলেরই বিদিত আছে, যে ধরাতলের উষ্ণতা সূর্য্য রশ্মি দ্বারাই উৎপন্ন হয়। কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপ ভূমির অভ্যন্তরে অত্যল্প দূরেই প্রবেশ করে। অপর ভূমি খনন দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে যে ভূতলের নিম্নে যতই প্রবেশ করা যায় ততই উষ্ণতার আধিক্য বোধ হয়। এমন কি যে সকল দেশ বৎসরের সকল সময়েই তুষার রাশিতে নিরত আচ্ছাদিত থাকে, তথাকারও ভূমির নিম্নে প্রবেশ করিলে ক্রমশই উষ্ণতার আধিক্য অনুভব হইয়া থাকে। এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভূমির প্রায় ৪০ চল্লিশ কিম্বা ৫০ হাইট হস্ত নিম্নে সকল কালে ও সকল ঋতুতে উষ্ণতার সমভাব দৃষ্ট হয়, এবং তাহার নিম্নে যতই প্রবেশ করা যায় ততই ক্রমশ উত্তাপের বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই উত্তাপ কদাপি সূর্য্যের কিরণ জনিত হইতে পারে না সুতরাং তাহা অবশ্যই ভূ গর্ভস্থ উত্তাপ হইবেক। অপর তাপমান যন্ত্র সহকারে পরীক্ষা দ্বারা ইহা নিরূপিত হইয়াছে যে প্রতি অর্দ্ধ ক্রোশ নিম্নে তাপমানের শতাংশ (১) পরিমিত উষ্ণতা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই নিয়মানুসারে পৃথিবীর বিংশতি ক্রোশ অভ্যন্তরে উষ্ণতার পরিমাণ প্রায় তাপমানের ৪০০০ অংশ হইবেক। এতাধিক উত্তাপে ধরাতলস্থ এমন কোন কঠিন পদার্থ নাই যাহা সম্যক্ রূপে দ্রবীভূত না হয়।

এই হেতু ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে পৃথিবীর অভ্যন্তর যদি ভূতলের ন্যায় পদার্থ বিশিষ্ট হয়, তবে ধরাতলের ২০বিংশতি ক্রোশ নিম্নে সমুদায় পদার্থই অদ্যাপি তরল অবস্থায় আছে; সুতরাং পৃথিবীর উপরিস্থ সংহত ভূভাগের স্থূলতা ২০ বিংশতি ক্রোশের অধিক হইবেক না। এবং এই ত্বক স্বরূপ কঠিন ভূমি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পৃথিবীর মধ্যস্থ সমুদায় পদার্থই অত্যুষ্ণ ও দ্রবীভূত হইয়া রহিয়াছে। যদি আমরা পৃথিবীকে একটি সারসের অণ্ডের ন্যায় মনে করি, তবে পৃথিবীর ভূত্বক সেই অণ্ডের আবরণী ত্বকের ন্যায় প্রতীয়মান হইবেক। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এত দিনে কেবল সেই ভূত্বকেরই প্রকৃতি বিষয়ক কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ভূমণ্ডলের মধ্যস্থ অসীম পদার্থ রাশি অদ্যাপি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাদের নিকটে অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।

অপর পৃথিবীর গুরুত্ব বিবেচনা করিলে ভূত্বক বিষয়ক উক্ত মতেরও পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। গণিত ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের দ্বারা ইহা অবধারিত হইয়াছে যে সমুদায় পৃথিবীর গুরুত্ব জলের অপেক্ষাও পাঁচ গুণ অধিক হইবেক, অর্থাৎ পৃথিবীর তুল্যায়তন একটি জল রাশি অপেক্ষা

১ 100 Degrees Fahrenheit.

পৃথিবী ৫ পাঁচ গুণ ভারি। কিন্তু ধরাতলের উপরিস্থ ভূভাগ ও পর্ব্বতাদির গুরুত্ব পরীক্ষা দ্বারা ইহা অবধারিত হইয়াছে যে উক্ত ভূভাগ জলাপেক্ষা ২॥০ আড়াই গুণ মাত্র ভারি। অতএব ধরাভ্যন্তরস্থ পদার্থ সমূহ জলাপেক্ষা অবশ্যই পঞ্চাধিক গুণ ভারি হইবেক। অর্থাৎ ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে যে সকল পদার্থ পৃথিবীর অধিক নিম্নে আছে তাহারা অধিক গুরু। এবং জলাদি তরল পদার্থ মাত্রেই এই প্রকার স্থিতির নিয়ম দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তরল পদার্থ মধ্যে যে অংশ অধিক নিম্নে থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক ঘনীভূত ও সুতরাং অধিক ভারি হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তর যে উষ্ণ দ্রবীভূত ধাতুময় ইহা এক্ষণে অধিকাংশ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগেরই মত। বাস্তবিক পৃথিবীর অন্তরস্থ পদার্থ বিষয়ক যে সকল মত উদ্ভাবিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই মতটি অনেকাংশে সঙ্গত বোধ হয়।

এই মতানুসারে পৃথিবী এক কালে সম্পূর্ণ রূপে অত্যুষ্ণ দ্রব ধাতু পিণ্ড মাত্র ছিল। এবং এই অবস্থাতেই তাহা স্বীয় অক্ষোপরি ঘূর্ণিত হওয়াতেই তাহার দুই কেন্দ্র কিঞ্চিৎ নিম্ন হইয়া গিয়াছে। কালে ক্রমে ভূমণ্ডলের উপরি ভাগস্থ উষ্ণতা বিকীর্ণ হইয়া গেলে, উত্তাপ বিগম হেতু সেই ভাগটি সংহত ও কঠিন হইয়া পৃথিবীর আবরণী ত্বক স্বরূপ হইয়াছে। ভূতলস্থ জল ও অপরাপর লঘু ও তরল পদার্থ প্রথমে উত্তাপের আধিক্য হেতু বাষ্পাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছিল, পরে ধরাতল শীতল হইলে বাষ্প সমূহ মুষলধার জল ধারায় পতিত হইয়া ধরাকে প্লাবিত ও পরিবেষ্টন করিল। স্থানে স্থানে অন্তরস্থ ধাতু নিচয় উত্থিত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এবং সেই সকল পর্ব্বত দ্বারা ধরাতল উচ্চ নীচ হইয়া জলে ও স্থলে বিভক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে অতি পূর্ব্বতন অবস্থায় পৃথিবীর অধিকাংশই জলে আবৃত ছিল এবং সেই জলের কার্য্য দ্বারাই ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই স্তর সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ ইহা পশ্চাতে দৃষ্ট হইবেক যে ভূস্তর সমুদ্র গর্ভ অথবা বৃহৎ জলাশয়েতে সন্নিপাত হইয়া থাকে।

ধরাতল যে সর্ব্বাগ্রে জলেতেই আচ্ছাদিত ছিল এপ্রকার বিশ্বাস আমাদের প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে দেখা যায়। বাস্তবিক হিন্দু গ্রীক এবং মিশর জাতিদিগের মতে বিধাতা জলকে সর্ব্বাগ্রেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই জল হইতে অপরাপর সৃষ্ট বস্তু ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে।

"সোভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ। মনুঃ।
যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা— অভিজ্ঞানশকুন্তলং।

এই স্থলে ভূস্তর সমূহের একটি কল্পিত প্রতিরূপ ২ ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইল। এই চিত্রে কক অঙ্কিত ভাগটি অন্তরীভূত কঠিন প্রস্তরময়। ইহা সর্ব্বত্রই সমুদায় স্তরের নিম্নদেশেই দৃষ্ট হয়, কেবল স্থানে স্থানে ইহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া উচ্চ পর্ব্বত রূপে উত্থিত হইয়াছে। ভূত্বকের এই অংশটি পরীক্ষা করিলে বোধ হইবেক যে এক কালে ইহা অত্যুষ্ণ দ্রবীভূত ছিল এবং ক্রমে সংহত হইয়া পৃথিবীর একটি কঠিন ত্বক স্বরূপ হইয়াছে। এই ভাগের উপরে স্তর সকল বিন্যস্ত হইয়া একাদিক্রমে উপর্য্যুপরি স্থিত হইয়াছে। স্তর সকল স্বভাবতই সম ধরাতল ভাবে সন্নিপাতিত হইয়া থাকে কেবল পৃথিবীর আন্তরিক বিপ্লব ও ভূকম্পাদি দ্বারা তৎসমুদায় স্থানে স্থানে উৎক্ষিপ্ত বক্রীকৃত বা তির্য্যগ্ভাবে প্রস্থাপিত হইয়া পড়িয়াছে। সময়ে সময়ে প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ বশত ভূত্বক ভয়ানক রূপে আন্দোলিত হওয়াতে উচ্চ পর্ব্বত সকল স্তরাবলি ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভূস্তর সকলও বক্রীকৃত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। অপর যে সকল স্তর ভূমি অতি গভীর ভূগর্ভে নিহিত ছিল তাহা উচ্চ পর্ব্বতের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয় ও অপরাপর উচ্চ শৈল সকলের অতি ঊর্দ্ধভাগে স্তরান্তর্গত সমুদ্রজ জীবদিগের মৃত দেহ ও অস্থি সকল দৃষ্ট হয়। উক্ত অস্থি সকল দর্শন করিয়া অনেকে অনেক প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন কিন্তু ভূতত্ত্ববেত্তারা তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে যে সকল পর্ব্বত শিখর মেঘমালা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে তাহারা এক কালে সাগর গর্ভে

নিহিত ছিল, যেখানে এক্ষণে আমরা ঐই সকল অভ্রভেদী পর্ব্বত শ্রেণী দর্শন করিতেছি সেস্থান পূর্ব্বে গভীর সমুদ্র সলিলে নিমগ্ন ছিল। এই প্রকার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এক্ষণে হঠাৎ আমাদের প্রতীতি জনক বোধ হয় না। কিন্তু যে সকল সভ্রান্ত স্পষ্ট চিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের নিকট অভ্রান্ত রূপে পৃথিবীর পুরাবৃত্তের পরিচয় প্রদান করিতেছে। পর্ব্বত সান্নিধ্য স্তর সকল প্রায় বক্রীভূত থাকে। সেই সকল স্তর যখন সন্নিপাত হয় তখন তাহারা অবশ্যই সমধরাতল রূপেই পাতিত হইয়াছিল কিন্তু পর্ব্বতের উৎপত্তি হেতু তাহারাও উৎক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশে বক্র অথবা লম্ব ভাবে সংলগ্ন হইয়া থাকে। ৪ ও ৫ ক্ষেত্রে এই প্রকার স্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। অপর যে পর্ব্বত যত অধিক স্তর ভেদ করিয়া উঠিয়াছে তাহা তত আধুনিক অর্থাৎ একটি পর্ব্বত যদি ৪ টি স্তর ভেদ করিয়া উত্থিত হয় এবং আর একটি যদি ছয়টি ভেদ করিয়া উঠে তাহা হইলে দ্বিতীয় পর্ব্বত টি অপরাপেক্ষা আধুনিক, কারণ তাহা ৬ টি স্তর উপর্য্যুপরি রচিত হইলে পর উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় টি অবশ্যই প্রথমটির বহু দিন পরে উত্থিত হইয়াছে। ধরাভ্যন্তর হইতে পর্ব্বত উত্থিত হইলে সেই পর্ব্বত সান্নিধ্য স্তর ভূমি সকল কি প্রকারে উৎক্ষিপ্ত ও বক্রীকৃত হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশ লগ্ন হইয়া থাকে তাহা ৪ ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইল। পর্ব্বতের অব্যবহিত পরেই যে স্তরটি রহিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্থ ছিল এবং পার্শ্বে তাহার পরে যে সকল স্তর রহিয়াছে তৎ সমুদায় ক্রমে ক্রমে তদুপরি উৎপন্ন হইয়াছিল।

এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য শুদ্ধ খনন দ্বারা ভূখণ্ডের কেবল দুই সহস্র হস্ত নিম্নে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ভূত্বকের গভীরতার পক্ষে দুই সহস্র হস্ত নিতান্ত অল্প বলিতে হইবেক। অতএব পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর উপর্য্যধোস্থ স্তরাবলি কি রূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর ও পরীক্ষিত হইতে পারে? বাস্তবিক যদি শুদ্ধ খনন করিয়া ভূত্বকের অধোস্থ স্তর সকলের প্রকৃতি ও গঠন নিরূপণ করিতে হইত তাহা হইলে অদ্যাপি অধিকাংশ স্তরই আমাদের সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞাত থাকিত। কিন্তু প্রকৃতি দেবী যেন আপনার সমুদায় কৌশল ও অদ্ভূত কার্য্য দুর্ব্বল মনুষ্যকে দেখাইবার নিমিত্তে ভৌতিক কার্য্য কারণ দ্বারা স্থানে স্থানে সমুদায় স্তরাবলি বিপর্য্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তদ্দ্বারা অতিশয় নিম্নস্থ স্তর সকল প্রায় একেবারে ধরাতলোপরি দেখিতে পাওয়া যায়। এমন বহু সংখ্যক স্তর কোন কোন প্রদেশে লম্বভাবেই সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই প্রকার স্তরের আকৃতি ৫ অঙ্কিত ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইবেক।

কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে স্তর সকল যখন সংরচিত হইয়াছিল তখন তাহারা সমতল ভাবেই পাতিত ছিল। কেবল ভূত্বকের আন্দোলন হেতুই তৎ সমুদায় বক্রীকৃত হইয়া যায়। ভূমিকম্পন দ্বারা স্থানে স্থানে স্তর সকল তরঙ্গিত ভাবে পরিণত হইয়াছে ৬ এবং ৮ ক্ষেত্রে এই রূপ স্তরের প্রতিরূপ দৃষ্ট হইবেক।

যদিস্যাৎ ভূত্বক কোন প্রকারে আন্দোলিত না হইত তাহা হইলে সমুদায় স্তরই একখানি গ্রন্থের পত্র সমূহের ন্যায় উপর্য্যুপরি রূপে থাকিত।

স্তর সকল দেখিলেই প্রতীয়মান হয় যে তাহারা জলের মধ্যে সংরচিত হইয়াছে। এবং এই হেতুই তাহারা উক্ত প্রকার সমভাবেই স্থাপিত হইয়া থাকে। যদি কোন জলাশয়ের তল ভূমি জল সংশ্লিষ্ট মৃত্তিকাদির অধঃ পতন দ্বারা ক্রমে পুরিয়া যায়, এবং যদি সেই জলাশয়টী পরে শুষ্ক হইয়া পড়ে, তবে তাহার তল ভূমির উপর একটি সমতল স্তর দৃষ্ট হইবেক। জলাশয়ের মধ্যে যে প্রকার মৃত্তিকা জমিয়া একটি ক্ষুদ্র স্তর রূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ অতি বিস্তীর্ণ প্রকরণে সমুদ্র গর্ভে পৃথিবীর স্তর সকল উৎপন্ন হইয়াছে। এ প্রকারও দৃষ্ট হয় যে কোন স্থানে নৈসর্গিক উৎপাত হেতু যদি স্তর সকল উৎক্ষিপ্ত ও বক্রীকৃত হইয়া যায় তথাপিও সেই সকল স্তরের উপরে আবার যখন পুনরায় নূতন স্তর সংরচিত হয় তখন ও সে স্তর বক্রীকৃত না হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ক্রমে সমতল রূপেই পাতিত হইয়া থাকে। এই প্রকার স্তরের প্রতিরূপ ৬ ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইবেক।

পৃথিবীর সমুদায় স্তরের সংখ্যা করাই দুঃসাধ্য। কিন্তু ভূতত্ত্ব বিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে কতিপয় প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভূত্বকের গঠনানুসারে প্রথমতঃ তাহাকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা অন্তরীভূত এবং স্তরীভূত। ভূত্বক যদি লম্ব ভাবে ছেদন করা যায় তাহা হইলে সেই ছেদ মুখে উপর্য্যধস্থ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাক্রান্ত ভাগ দৃষ্ট হইবেক। তাহার অধো-ভাগটি অতিশয় কঠিন প্রস্তরময়, এবং সেই ভাগের গঠনের কোন পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না, কেবল বোধ হয় যেন রাশীকৃত প্রস্তর জমাট হইয়া উক্ত রূপে পরিণত হইয়াছে। এই সকল প্রস্তর যে এককালে অত্যুষ্ণ দ্রবীভূত ছিল তাহা পরীক্ষা দ্বারা অনায়াসে বোধ হইবেক। ধরাতল হইতে যে সকল বিস্তীর্ণ অত্যুচ্চ পর্ব্বত উত্থিত হইয়াছে, তাহারাও এই প্রকার প্রস্তরময়, তাহারা উক্ত অন্তরীভূত ভূভাগের অংশ মাত্র। কিন্তু ভূত্বকের অপর ভাগটি অন্তরীভূত ভাগের উপরে ক্রমে ক্রমে এবং স্তবকে স্তবকে সন্নিবেশিত হইয়া ধরাতল পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়াছে। অতএব এই দ্বিতীয় ভাগের নাম স্তরীভূত ভাগ বলা যায়। এই সকল স্তর স্তবক একে বারে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে সাগর মধ্যেতে জলের কার্য্য দ্বারা এক একটি করিয়া সংরচিত হইয়াছে। অপর এই স্তরীভূত ভাগ চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই চারি খণ্ড পরস্পর অনেকাংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। ২ ক্ষেত্রে স্তরীভূত ও অন্তরীভূত অংশের প্রতিরূপ দৃষ্ট হইবেক। অন্তরীভূত ভাগের অব্যবহিত পরেই যে স্তরাবলি দৃষ্ট হয় তাহা যদিও স্তর বিশিষ্ট তথাপি অন্তরী-ভূত অংশের ন্যায় পদার্থ সমূহে সংরচিত এবং অনেক বিষয়ে তাহারই সদৃশ। এই হেতু স্তরী-ভূত ও অন্তরীভূত অংশের মধ্যস্থ ভাগটিকে মাধ্যমিক বা বিকার-ভূত নামে উক্ত হইতে পারে। অন্তরীভূত ও স্তরীভূত এই দুই প্রধান ভাগের আকৃতি ও অবস্থাগত যে প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয় তদ্রূপ তাহাদের মধ্যে আর একটি বিষয়ে বিশেষ বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ করা যায়। স্তরীভূত ভাগের মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রায় নানা প্রকার জীবের শরীরাবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অন্ত-রীভূত খণ্ডে কোন প্রকার জীব বা উদ্ভিদের চিহ্ন মাত্রও দৃষ্ট হয় না, ভূত্বকের অন্তরীভূত ভাগ যে এক কালে অগ্নিময় অত্যুষ্ণ ছিল তাহা এই ল-ক্ষণের দ্বারাও বোধ হইতেছে। বাস্তবিক যে সময়ে পৃথিবীর এই অংশটি ক্রমে উত্তাপ বিগম হেতু ক-ঠিন হইয়াছিল তখনও কোন প্রকার জীবের বা উদ্ভিদের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যেমন স্তর সকল উৎপন্ন হইতে লাগিল তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ জীবেরও উৎপত্তি হইতে লাগিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ভূত্বকের স্তরীভূত অংশ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, সেই চারি ভাগের নাম আদ্য স্তবক দ্বিতীয় স্তবক তৃতীয় স্তবক এবং অ-তিক্রান্তিক বা আধুনিক স্তবক। এই সকলের লক্ষণ ও প্রভেদ এবং ইহাদের অন্তর্গত পদার্থ সকলের বিব-রণ পশ্চাতে উল্লিখিত হইবেক।

উদ্ধৃত।

কলিকাতা-ব্রাহ্ম-সমাজ।

৮ চৈত্র ১৭৮২ শক।

বুধবার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

যদি তোমারদের এই ভয়াবহ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি সংসার-পার সেই অভয় ব্রহ্ম-পদ লাভ করিবার বাসনা থাকে; তবে সেই মহানের প্রতি লক্ষ্য কর। এখন অবধি সেই ভূমা পরমেশ্বরে সম্পূর্ণ-রূপে আপনাকে সমর্পণ কর। জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহার মহান্ সত্য ভাব ধারণ কর; প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া সেই প্রেম-স্বরূপে অর্পণ কর; ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার অধীন কর। সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার শরণাপন্ন হও। আমরা শরীর মন আপনা আপনি পাই নাই।

আমারদের যাহা কিছু স্বত্ব, যাহা কিছু অধিকার, তাহা সেই পরমেশ্বর হইতে পাইয়াছি; স্বাধীনতা যে আমারদের এমন অমূল্য অধিকার, তাহাও তাঁহার দান। আমরা ইহাতে কি করিব? আমরা কি ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া এবং আপনার ক্ষুদ্র ভাবেই নিমগ্ন রহিয়া দিবানিশি শোক করিতে থাকিব? না ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রীতির সহিত ঈশ্বরকে আমারদের সমুদয় সমর্পণ করিয়া অদীন-সত্ত্ব হইব? অল্পেতে আমারদের সুখ নাই; সংসার আমারদের আত্মাকে পূর্ণ করিতে পারে না। আমরা মৃগ-তৃষ্ণিকাবৎ সাংসারিক সুখের পশ্চাৎ ধাবিত হই; এমন এক বিন্দুও জল পাই না, যাহাতে আমারদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়। সংসার হইতে বার বার আঘাত পাইয়া অবশেষে সেই অমৃতের সঙ্গে সম্মিলিত হই, দুঃখেতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া সেই সুখ-সাগরে গমন করি। প্রতি দিনের পরীক্ষাতে আমরা জানিতেছি, অল্প বিষয়ে সুখ নাই। এখানকার সকল সুখ দুঃখ-রূপে পরিণত হইতেছে। যাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যাই, সে শত্রু রূপ ধারণ করে। এই সংসার সুখের স্থান নহে। ঈশ্বর এ সংসারকে সুখের স্থান করিয়া দেন নাই। তিনি আমারদিগকে এখানে রাখিয়া দিয়াছেন যে আমরা এখানে শিক্ষিত হই, তাঁহার সহিত সম্মিলিত হই। এখানে বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রতি পদ অগ্রসর হইতে হইবে; কিন্তু সংগ্রাম করিব কাহার বলে? যখন আপনার প্রতি দৃষ্টি করি, তখন দেখি, আমি অতি দুর্ব্বল। যখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর যায়, তখন সকল বল ও সাহসের আকর স্থানে উপনীত হই। সুখ সম্পদের ন্যায় দুঃখ ক্লেশও ঈশ্বরের দিকে যাইবার জন্য আমারদের সহায় হইতেছে, আমারদের অশ্রুজলেও আত্মা বর্দ্ধিত হইয়া ঈশ্বরের অভিমুখে উন্নত হইতেছে।

ঈশ্বরেতে আপনার সমুদয় সমর্পণ কর, জ্ঞানেতে প্রীতিতে ইচ্ছাতে সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হও। আপন ইচ্ছায় যদি ঈশ্বরকে সমুদয় দান করিতে না পারিলাম, তবে আমারদের স্বাধীনতার প্রয়োজন কি? এক সময়ে আমারদের এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে; এক সময়ে সংসারের নিকটে, সংসারের ধন ঐশ্বর্য্যের নিকটে, বিদায় লইতেই হইবে। এখন জীবিত আছি, যেমন নিশ্চয়; দিন কতক পরে চলিয়া যাইব, তেমনি নিশ্চয়। কতক দিন পরে আমার এই বাক্য নিরোধ হইবে, এই হস্ত অসাড় হইয়া পড়িবে। আমি আপনার ইচ্ছায় ঈশ্বরের জন্য যাহা কিছু ত্যাগ করিতে পারিলাম না, মৃত্যু তাহা আমার নিকট হইতে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইবে। অতএব সতর্ক হও। ঈশ্বর হইতে যে কিছু অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা সকলই তাঁহাকে অর্পণ করিয়া অনন্ত ফল লাভ কর; আপনার অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর বস্তু-সকলের বিনিময়ে অমূল্য ও অক্ষয় ধন লাভ কর। প্রাণ থাকিতে থাকিতে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব আপনা হইতে তাঁহাতে সমর্পণ কর। এই জীবন তাঁহার হস্তে রাখিয়া দিলে ইহা অমূল্য জীবন, অক্ষয় জীবন, হইয়া রহিল। তাঁহাকে পাইবার জন্য কোন ত্যাগকে কি আমাদের ত্যাগ বোধ হইবে? যদি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের আনন্দ লাভ করিতে পারি, ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারি, তবে তাহা করিতে কি আমরা সঙ্কুচিত হইব? আমারদের হৃদিস্থিত কামনা-সকল সংসারের এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ের সহিত এ প্রকার জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে তাহা অনায়াসে ছাড়িতে পারি না; কিন্তু একবার যখন আমারদের নিকটে ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়—একবার যখন তাঁহার মঙ্গল ছায়াতে থাকিতে পাই, এবং হৃদয়-গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া পড়ে; তখন তাঁহার জন্য ত্যাগ করা কেমন সহজ বোধ হয়। তখন মনে হয়, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিবার জন্য সর্ব্বস্ব দেওয়াও কিছুই নহে। তখন সংসারের ক্ষুদ্র ভাব আমারদের নিকটে প্রকাশ পায়; তখন ঈশ্বরকে বলি, তোমাকে কেমন করিয়া চির দিন হৃদয়ে রাখিয়া দিব। তুমি আমার সকলি গ্রহণ কর, আমাকে তোমার নিকটে রাখিয়া দেও কিন্তু আমরা এ প্রকার হীন-স্বভাব যে পর ক্ষণে আবার সংসারের আকর্ষণে মুগ্ধ হই ঈশ্বরের সেই সকল মহান্ ভাব অন্তর হইতে চলিয়া যায়,

আবার তাঁহা হইতে দূরে পড়ি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমরা এই সত্য জানিয়াছি যে আমারদের যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে ঈশ্বর কখনই আমারদের প্রতি বিমুখ হয়েন না। হে সাধু যুবা! তুমি কেন এ প্রকার আক্ষেপ করিতেছ; আপনাকে দুর্ব্বল দেখিয়া কেন এত বিষণ্ণ হইতেছ? কখনই নিরাশ হইও না। যদি যথার্থই তোমার আপনাকে সংশোধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। তোমার যাহা সাধু ইচ্ছা, ঈশ্বরেরও তাহাই ইচ্ছা। তাঁহার এই ইচ্ছা যে তাঁহার প্রতিসন্তান ধর্ম্মেতে পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত হউক। তিনি আপনিই তাঁহার প্রিয় পুত্রদিগের হৃদয়ে জীবন ও পবিত্রতার স্রোত সঞ্চারিত করিতেছেন। আমরা আপনারা যদি আমারদের হৃদয়কে লৌহ কবাটে বেষ্টিত করিয়া তাঁহাকে দূরে না রাখি; তবে নিশ্চয় জান, তিনি কখনই দূরে থাকিবেন না। তাঁহাতে আপনার হৃদয়, মন, সমুদয় সমর্পণ কর—সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাও, অবশ্যই তিনি তোমাকে গ্রহণ করিবেন। পিতা কি পুত্রকে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন? যিনি চান, আমরা সমুদয় হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রীতি করি, তিনি কি সেই হৃদয়ের প্রীতি-অগ্নিকে শীতল বারি দিয়া নির্ব্বাণ করিবেন? আমরা তাঁহার ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ-পণে যত্ন করিলে তিনি কি আমারদিগকে সাহায্য দিবেন না? আমরা পাপ-তাপ হইতে উদ্ধার হইতে চাহিলে তিনি কি আমারদের হস্ত ধারণ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধার করিবেন না? আমরা তাঁহার নিকটে অশ্রু পাত করিলে তিনি কি সান্ত্বনা বাক্যে আমারদের অশ্রু মোচন করিবেন না? আমরা তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলে তিনি কি আপনার মুখ জ্যোতি দেখাইয়া আমারদের ব্যাকুলতা শান্তি করিবেন না? এমন কখনই হইতে পারে না। আমরা যদি তাঁহার নিকটে এক পদ অগ্রসর হই, তিনি সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া আমারদিগকে আলিঙ্গন করেন। আমারদের নিকট হইতে যদি কণামাত্র প্রীতি পান, তিনি আপনার উদার প্রীতি অজস্র-রূপে বিতরণ করেন। আহা! সরল হৃদয়েতে তাঁহার প্রীতি-সুধা তিনি কি প্রচুর-রূপে বর্ষণ করেন। এস, আমরা সকলে সরল হৃদয়ে তাঁহার নিকটে গিয়া উপনীত হই, হীন মলিন ভাব-সকলকে উচ্ছিন্ন দিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। তাঁহাকে বলি, হে জীবনের জীবন! জ্যোতির জ্যোতি! তোমার প্রসন্ন মুখ আমারদিগকে দেখাও। আমারদের হৃদয়কে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর, আর আমরা তোমা হইতে দূরে যাইব না; আর আমরা তোমাকে হৃদয়ের অন্তর করিব না; এখন অবধি আমরা আমারদের হীন মলিন ভাব-সকল পরিত্যাগ করিতেছি—সম্পূর্ণ রূপে তোমার অধীন হইতেছি। তোমার প্রসন্নতা প্রাণ-পণে রক্ষা করিব; তোমার মঙ্গল ভাব হৃদয়ে ধারণ করিব; সংসারের আকর্ষণে আর ভুলিয়া থাকিব না। তোমার প্রতি প্রতি দিন উন্নত হইব; তোমার চক্ষের সমক্ষে জীবন ধারণ করিব; তোমারই হস্তে জীবন সমর্পণ করিব; তুমি আমারদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

আত্ম-নিবেদন।

হে আত্মন্! তুমি আপন গৃহ কখন পরিত্যাগ করিও না। যে গৃহে পরমেশ্বর সর্ব্বদা বিরাজমান, সেই গৃহই তোমার বাস-স্থান, তুমি সেই গৃহেই অবস্থিতি কর। সরল হও, বিনয়ী হও, ঈশ্বরের পদানত ভক্ত হইয়া অবনত হও। আপন গৃহ কদাপি পরিত্যাগ করিওনা, করিলেই চতুর্দ্দিক হইতে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। সেই পিতার সহিত এক গৃহে বাস কর, তাঁহাকে প্রীতি দেও, তিনি তোমাকে প্রীতি করিতেছেন জানিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। সরল ভাব অবলম্বন কর, কপটতা পরিত্যাগ কর, পরম পিতার নিকট অগ্রসর হও। হে আত্মন্! তুমি দিন দিন পিতার সহিত সেই গুরুতর সম্বন্ধ নিবদ্ধ কর, যাহা কখনই বিচ্ছিন্ন হইবেক না। তাঁহাকে দূরে মনে করিও না, তিনি নিকটেই আছেন,

তোমার সহিত এক গৃহেই তিনি বাস করিতেছেন। তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। সম্পদে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, বিপদে তাঁহার কবচে আবৃত হও, সকলে ভ্রাতার ন্যায় প্রীতি-রসে মিলিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করি, তাহা হইলে এই পৃথিবীই স্বর্গ তুল্য হইবে। হে পরমাত্মন্! আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার অরণ্যে বিচরণ না করি। আমরা জানি যে আমাদের কিছু মাত্র বল নাই। এ সংসার যে প্রকার ভয়ানক রিপু-সকল কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অজ্ঞান অন্ধকারে যেরূপ আবৃত রহিয়াছে, তোমার বল তোমার জ্যোতি অন্তরে প্রকাশিত না হইলে কোন প্রকারেই উত্থিত হইতে পারিতাম না। অতএব তোমার শরণাগত হইতেছি। তুমি আমারদের হৃদয় মন সর্ব্বদা অধিকার কর, তুমি এই জীবনকে গ্রহণ করিয়া ইহাকে সার্থক কর।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ।

গত ২২ বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বসুর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ উপলক্ষে বেহালা ব্রাহ্মসমাজগৃহে এক বিশেষ ব্রাহ্মসমাজ আহ্বান হইয়াছিল। যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্রাহ্মগণ সম্মিলিত হইলে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। তদনন্তর তিনি বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং বেদী হইতে নিম্ন লিখিত বাচনিক উপদেশ প্রদত্ত হইল।

উপদেশ।

সারদাপ্রসাদ! তুমি ছয় মাস কাল যে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণার্থ ব্যাকুল অন্তরে অবস্থান করিতেছিলে, অদ্য এই সুরম্য প্রাতঃকালে এই পবিত্র দেব-মন্দিরে ব্রাহ্ম-মণ্ডলী মধ্যে পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া সেই পবিত্র ধর্ম্মেই দীক্ষিত হইলে। সাবধান, তুমি অদ্য যে ধর্ম্ম সোপানে পদার্পণ করিলে, ইহাতে অতি সতর্কতার সহিত পদ প্রক্ষেপ করিবে। ধর্ম্মপথপরিব্রাজক পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরাও এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন। ইহার এক দিকে বিষয় সুখ এক দিকে ব্রহ্মানন্দ, এক দিকে সংসার এক দিকে ঈশ্বর, তোমাকে ইহার মধ্যে দিয়া গমন করিতে হইবে। দেখিও সংসারের কুহকে, স্বার্থপরতার কুমন্ত্রণায় বিমুগ্ধ হইয়া অমূল্য নিধিকে হৃদয়ে পাইয়া যেন জলাঞ্জলি দিওনা, ঈশ্বর হইতে দূরে থাকা, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, যে কি দুঃসহ যাতনা তাহা তো তুমি পরীক্ষাতে বুঝিয়াছ; তেমন যন্ত্রণা যেন আর তোমাকে কখন সম্ভোগ করিতে না হয়।

তুমি যে ধর্ম্ম পথের পথিক হইলে, ইহাতে সংসারের সহিত প্রতি দিনই সংগ্রাম করিতে হইবে, অন্তর বাহির হইতে অনেক প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইবে—অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে—অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, এজন্য তোমাকে পূর্ব্বেই বলিতেছি কিছুতেই ভগ্ন উদ্যম কিছুতেই মৃয়মান হইও না। স্বয়ং ধর্ম্মই যে পথের নেতা, মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরই যে পথের পথিকদিগের এক মাত্র লক্ষ্য; বিপদ কতক্ষণ তাহাকে বাধা দিতে পারে—সংসার কতকাল তাহার প্রতিকূলতাচারণে সমর্থ হয়। অতএব ধর্ম্মের প্রতি একান্ত বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে, আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া এ পথে এক পদও অগ্রসর হইও না। যখন পর্ব্বত সমান প্রতিবন্ধক সন্দর্শন করিবে যখন দুর্জ্জয় রিপুগণকে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখিবে, তখন অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ঈশ্বরের নিকটেই প্রার্থনা করিবে—তাঁহার সন্নিধানেই বল বুদ্ধি সহায়তার যাচ্ঞা করিবে, তিনিই তোমাকে উদ্ধার করিবেন। সেই করুণাপূর্ণ পরমেশ্বরই তোমার পিতা মাতা সুহৃৎ সখা সকলই।

যখন সম্পদ লাভ করিবে তখন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণিপাত করত তাহা সম্ভোগ করিবে, যখন কুপ্রবৃত্তি উদয় হইবে তাঁহার আদেশেই তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে; যখন বিপদ উপস্থিত হইবে তখন তাহা অপরাজিত চিত্তে বহন করিবে। সাংসারিক সম্পদ বিপদে ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইবে না।

এই পৃথিবীতে পর্ণ কুটীরবাসি নির্ধন ব্যক্তি প্রকৃত দরিদ্র নহে, এবং শোভাময় অট্টালিকার অধীশ্বর বিপুল সম্পত্তিশালী ব্যক্তিও যথার্থ ধনি নহে—স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তিও প্রকৃত নির্ব্বাসিত অথবা কৃপাপাত্র নহে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যখন সুচ্ছায় বৃক্ষতলে সামান্য তৃণাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রশান্ত হৃদয়ে আপনার হৃদয় ধনকে লাভ করিয়া অনর্গল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার আনন্দের নিকটে কি বিষয়ীর বিষয় আড়ম্বর শোভা পায়; যে ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সেই যথার্থ অনাথ—সেই ব্যক্তিই যথার্থ নির্ব্বাসিত। অতএব দুঃখ বা বিপদ ভয়ে মান বা যশ

ক্ষয়ের আশঙ্কায় ঈশ্বর হইতে দূরে যাইও না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না।

তুমি অদ্য অভয় দাতার আশ্রয়ে আসিয়া অভয় চিত্তে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করিলে, যে সকল উপদেশ লাভ করিলে, তাহা তোমাকে কার্য্যেতে পরিণত করিতে হইবেই হইবে। তজ্জন্য যদি তোমাকে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে হয়, ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য যদি নির্ব্বাসিত হইতে হয়, তাহাও অম্লান বদনে স্বীকার করিবে, তথাচ ধর্ম্মকে—ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিও না। অদ্য যাঁহার সন্নিধানে মনোদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলে—অদ্য যাঁহাকে হৃদয় সিংহাসন সমর্পণ করিলে, দেখিও প্রাণান্তেও হৃদয়নাথকে সিংহাসন চ্যুত করিও না, তিনিই তোমার জীবন প্রাণ সকই। তুমি পাপ হইতে যত বিরত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে যত অবস্থান করিবে—আত্মাকে যত পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিবে, ততই তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মুখশ্রী স্পষ্ট সন্দর্শন করিতে পারিবে—তোমার মানস-রসনা ব্রহ্মামৃত পান করিতে ততই সমর্থ হইবে।

অদ্য তুমি ভবাব্ধি পোতের শরণাপন্ন হওয়াতে তোমার আশা অনন্ত, লক্ষ্য মহান এবং সম্বন্ধ ও অধিকার প্রশস্ত হইল। নিম্নে এই সসাগরা পৃথিবী, ঊর্দ্ধে অনন্ত লোক সকল, তোমার প্রাণ স্বরূপ পরমেশ্বরেরই রাজ্য, অগণ্য জীব তাঁহারি প্রজা, অসংখ্য মনুষ্য তাঁহারই পুত্র। তুমি সর্ব্বদা প্রিয়তমের প্রিয় জগৎকে প্রীতি নয়নে নিরীক্ষণ করিবে—সকল মনুষ্যকে ভ্রাতৃভাবে প্রীতি করিবে। যাহাতে মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যে মঙ্গলেরই উন্নতি হয় সত্যেরই জয় হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবে। যেমন তুমি স্বীয় বাস-গৃহের উন্নতি সাধন, স্বীয় পরিবারবর্গের উৎকর্ষতা সম্পাদন করিবে, সেই রূপ এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনার্থে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে, সংসারের সকল কার্য্য তাঁহার প্রীতির উদ্দেশেই সম্পন্ন করিবে, প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে সচেষ্ট হইবে।

সেই পূর্ণ মঙ্গল পরমেশ্বর তোমাকে এই পরম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা প্রদান করুণ।

হে পরমাত্মন্! যেমন তুমি তোমার এই দুর্ব্বল সন্তানকে অদ্য শীতল ছায়ায় আনয়ন করিলে, সেই রূপ যত্নের সহিত ইহাঁকে পাপ তাপ হইতে বিমুক্ত রাখিয়া তোমার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার বল বিধান করিও। আমরা ইহাঁকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি তোমার নিরাপদ ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া সম্পদ বিপদে সুখ দুঃখে ইহাঁর সহায় হইও। নাথ! এই ভয়াবহ সংসারে তুমি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিও না। এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

বিজ্ঞাপন

আমারদিগের এই কার্য্যালয়ে যাঁহারা ডাকের টিকিট- প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু এক আনা হইতে অধিক মূল্যের টিকিট এখানে বিক্রয় করিতে হইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের বৈশাখ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু	২৫
" গোবিন্দচাঁদ বসু	৪
" ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী	২
" অমৃতলাল বসু	২
" কালীনাথ দত্ত	২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	২
" শ্রীনাথ ঘোষ	১
" মোহনবিহারী মল্লিক ..	১
" কালীকৃষ্ণ ঘোষ	১
" গিরিশচন্দ্র হালদার	।০
	৪০।০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ...	৬
" নীলকমল বন্দোপাধ্যায় ..	৩
" সাগরলাল দত্ত	৩
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
	১৫

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দে	২
" বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
" রামনারায়ণ বর্দ্ধন	॥০
	৩॥০
	৫৮৸০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।
১ আষাঢ় রবিবার সম্বৎ ১৯১৯ কলিকাতাব্দ ১৭৮৪।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নিশীথের ব্রহ্মস্তোত্র।

হে সর্ব্বশক্তিমৎ পরমাত্মন্! প্রাতঃকালের সুমন্দ সমীরণে, মধ্যাহ্ন সময়ের উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণে তোমার মঙ্গল কিরণ বিকীর্ণ হইয়া যেমন মেদিনীর অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করত তোমার মহিমাকে মহীয়ান করিয়াছে; এই ঘোর নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর রজনীতেও সেই রূপ তোমার যশঃ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক শোভা ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিতেছে। দিবসে যেরূপ ভূমণ্ডলস্থ জ্ঞানধর্ম্ম সমন্বিত কৃতজ্ঞ মানব মণ্ডলী হইতে তোমার স্তুতিধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, সেই রূপ দ্বিপ্রহর রজনীতেও সংসারের চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ হইতে অনাহত গম্ভীর নিনাদে তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। নিশাচর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ এখন কেমন নির্ভয়ে মধুর তানে তোমার মঙ্গল গীত গান করিতেছে, চন্দ্রমা শত সহস্র সহচর সহ উদিত হইয়া কেমন প্রশান্ত ভাবে তাপিত মেদিনীকে সুধাময় কিরণ জালে মণ্ডিত করত তোমারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এখন নিবিড় নির্জ্জন কানন, বিষমতর অন্ধকারাবৃত দুর্গম গিরি গুহা পর্য্যন্ত তোমারই স্তুতিরবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—বিবর অভ্যন্তর হইতে সামান্য ঝিল্লীগণ অবধি তোমার নির্ম্মল যশঃ প্রচার করিতেছে। স্তব্ধীভাবাপন্ন বৃক্ষগণ অবনত পল্লবে যেন তোমারই চরণে প্রণিপাত করিতেছে—যেন তাহারা তোমার অপার গম্ভীর প্রেম অনুভব করত শিশির নিপাতচ্ছলে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। নভোমণ্ডলস্থ সচল গ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতুগণ যেন তোমার বিশ্বের অধিকতর উজ্জ্বলতর শোভা সন্দর্শন মানসে শূন্য পথে দ্রুত বেগে দিগদিগন্তে গমনাগমন করিতেছে; অচল তারকাবলী যেন তোমার বিশ্বের অনুপম কৌশল কলাপ অবলোকন করত বিস্ময় ভরে গতিশূন্য হইয়া একদৃষ্টে সংসারের শোভা ও সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছে।

নাথ! যেখানে যাই, যে সময়ে যাহার প্রতি নেত্রপাত করি, সেই স্থলেই দেখি চেতনাচেতন সকল বস্তুই কেবল তোমারই যশ ঘোষণা করিতেছে—তোমারই মহিমা মহীয়ান্ করিতেছে—তোমারই পূজায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। এই দ্বিপ্রহর রজনীতে পুষ্প

উদ্যানে গুলাব গন্ধরাজ রজনীগন্ধা প্রভৃতি কতশত সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তোমাকেই গন্ধ দান করিতেছে। কতশত কুসুম তরু প্রভাত সময়ে তোমাকে গন্ধদান করিবে বলিয়া নবীন কমল কলিকা সকলকে যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছে। এই বিশাল স্তব্ধ ক্ষেত্র তোমার মহিমার কেমন সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে, উজ্জ্বল হীরক মালা সদৃশ অগণ্য নক্ষত্র মালা অনন্ত আকাশে বিচরণ করত তোমার মহত্ত্বের কেমন আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। ধন্য ধন্য ধন্য জগদীশ! বিচিত্র তোমার শক্তি, অনন্ত তোমার মহিমা! প্রভাত সময়ে যে তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, পূর্ব্বদিকস্থ স্বীয় শোভনতম হিরন্ময় প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া বিশাল কিরণ জাল বিস্তার করত পৃথিবীকে শোভা ও সৌন্দর্য্যে, জীবন ও সুখে পূর্ণ করিতেছিল, তুমি তোমার এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাহাকে কোথায় স্থানান্তরিত করিলে এবং কোথা হইতেই বা নিশানাথ পূর্ণচন্দ্রকে সুধাময় কিরণ রাশি পরিবেশন পূর্ব্বক পরিশ্রান্ত তাপিত মেদিনীকে সিক্ত করিতে প্রেরণ করিলে; কেমন আশ্চর্য্য রূপেই বা দিবসের কর্ণ-বধির-কারি জন কোলাহল, বাণিজ্য কার্য্যের বিষমতর আড়ম্বর এক কালে স্তব্ধ করিয়া এমন অনুপম শান্তি বিস্তার করিলে, জননী যেমন আপনার স্নেহাস্পদ পুত্রের সুনিদ্রার ব্যতিক্রম আশঙ্কায় স্বীয় নিবাস গৃহের যাবতীয় জন কোলাহল নিবারণ করিতে যত্নবতী হন, তুমি সেই রূপ তোমার সংসারের পরিশ্রান্ত ক্লান্ত সন্তানগণকে নিদ্রা দেবীর প্রশস্ত ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগের শ্রান্তি দূর করণার্থে দিবসের যাবতীয় কঠোর কোলাহল দূর করিয়াছ। এখন তোমার সন্তানগণ নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে—এখন সকলে শ্রান্তি দূর করিতেছে, কিন্তু কেবল তুমি একাকীই জাগ্রত থাকিয়া সকলের কাম্য বস্তু বিধান করিতেছ। তোমার সংসারের এমন গম্ভীর ভাব সন্দর্শন করিলে কাহার রসনা না গম্ভীর নিনাদে তোমার স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হয়, কোন্ পাষাণ-হৃদয় সচকিত হইয়া তোমার স্তুতি গান না করে।

এই সমুন্নত বিশ্ব মন্দির দিন যামিনী তোমার প্রীতি ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আমরা কেবল জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন করি না বলিয়াই তোমার দর্শন পাই না, অমা নিনিশার অন্ধতম তিমিরে যেমন তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে; পৌর্ণমাসীর সুধাময় চন্দ্রালোকেও সেই রূপ তোমার প্রেমালোক উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তোমার স্নেহ দৃষ্টি দিনে নিশীথে যে আমার প্রতি সমভাবেই পতিত রহিয়াছে, আমি তাহা পরীক্ষাতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। এই ঘোর নিস্তব্ধ নিশীথে আমি নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, তুমি যে দুঃখ প্রেরণ দ্বারা আমাকে জাগ্রত করিয়া দর্শন দিলে, ইহা অপেক্ষা তোমার অকৃত্রিম স্নেহের স্পষ্ট নিদর্শন আর কোথায় পাইব। তোমার প্রেরিত প্রত্যেক যন্ত্রণাই উপদেশ, প্রত্যেক দুঃখই যে ঔষধ, তাহা কোন্ ব্যক্তি না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে। হে অনাথ বন্ধু! তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব, কেবল সকাতর হৃদয়ে এই মাত্র যাচঞা করি, যেন নাথ! সম্পদ বিপদে, সুখ দুঃখে সকল সময়েই তোমার দর্শন পাই। সংসারের কোন আবরণ যেন আমার জ্ঞান চক্ষুকে আচ্ছাদিত করিয়া না রাখে।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

অন্তঃপুর মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ঈশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃতময় সত্য আমারদের ভ্রমাচ্ছন্ন বঙ্গ ভূমিতে ক্রমশই প্রচার হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ দিন দিন চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া মনুষ্যগণকে চিরায়ত ভ্রম নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতেছে। যে সকল স্থান পূর্ব্বে ভয়ানক ও কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ ছিল, তাহাতে এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। যে সকল পরিবার ঘোর পৌত্তলিক বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহারদের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে। যে হৃদয় স্বার্থপরতা ও দুঃশীলতার প্রভাবে কঠিন হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বলে ভক্তি প্রীতি ও সদ্ভাবের উৎস স্বরূপ হইয়াছে। অপর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব এক্ষণে উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের অন্তঃপুর মধ্যে প্রচার হইতেছে, আমারদের দুর্ভাগা রমণী গণের [illegible] পাইতেছেন। এক্ষ- দেশীয় মহিলাগণ চিরকাল অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া যে কি প্রকার হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। চির জীবন অবরোধে রুদ্ধ থাকিয়া তাহারা সংসারের গতি কিছুই দেখিতে পায় না। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশ কদাপি তাহারদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতে পায় না। তাহারদের সকল আয়াস সকল যত্ন কেবল সামান্য গৃহ কর্ম্মেতেই পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং তাহারদের মন স্ফূর্ত্তি পায় না, সৎ প্রবৃত্তি সকল পরিচালিত হইতে পায় না, আত্মা ও ক্রমে ক্রমে মৃতবৎ হইয়া যায়।

স্ত্রী জাতি যে আমারদের ন্যায় আত্মা বিশিষ্ট আমারদের ন্যায় যে তাহারদেরও জ্ঞান ও ধর্ম্মেতে উন্নত অধিকার আছে তাহা আমরা একবারও মনে চিন্তা করি না। এক্ষণে আমারদের স্ত্রী জাতির যে প্রকার অবস্থা তাহাতে তাহারদের কোন প্রকারেই উন্নতি হইবার উপায় নাই। তাহারদের জীবন একই ভাবে চিরকাল চলিয়া যায়, বরং কোন কোন স্থানে কেবল দুর্গতিরই বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible]

বর্ষীয়া নারী ও অশীতি বর্ষীয়া বৃদ্ধার মানসিক উন্নতি বিষয়ে পরস্পর কিছু মাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উন্নতিই আত্মার প্রাণ-স্বরূপ যেখানে উন্নতি নাই সেখানে আত্মা জীবন শূন্য মৃতবৎ মাত্র। অতএব আমরা চির প্রচলিত দেশাচারের অধীন হইয়া আমারদের নারীগণের যে কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা করিয়াছি, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। আমরা আমারদের বিষম আত্মাপহন্তারক হইয়াছি। দেশাচারের কি ভয়ানক প্রভাব! অনেকেই এতদ্দেশীয় নারীগণের দুরবস্থা দেখিতেছেন কিন্তু তাহা মোচন করিবার নিমিত্ত কয়জন অগ্রসর হইয়াছেন। কত ব্যক্তি এই বিষয়ে কত উপদেশ দিয়াছেন, কত বক্তৃতা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল কার্য্যে কেহই প্রবৃত্ত হন নাই। এপ্রকার সৎপ্রবৃত্তির মূল কেবল ধর্ম্ম। ধর্ম্মের যে উৎসাহ তাহা বাক্যেতে পর্য্যবসিত হইবার নহে, ধর্ম্মের আদেশ নিষ্ফল হইবার নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃতময় উপদেশ যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সনাতন সত্য যাঁহার অন্তঃকরণে স্থান পাইয়াছে, তিনি কদাপি স্ত্রীজাতির প্রতি আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারদের স্বীয় আত্মার উন্নতির প্রতি যত্ন হইয়াছে, তাঁহারা কদাপি আপন পরিবারস্থ অবলাগণের আত্মাকে দুরবস্থায় রাখিতে পারেন না। যাঁহারা মনুষ্যের উন্নত অধিকার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহারা কদাপি স্ত্রী জাতিকে সে অধিকার হইতে পরিচ্যুত করিতে পারেন না। যাঁহারদের হৃদয়ে কর্ত্তব্যের গুরুতর ভার বোধ হইয়াছে, তাঁহারা কদাপি স্ত্রীদিগকে দাসীত্ব কর্ম্মে আর ব্রতী রাখিতে পারেন না। ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে এক্ষণে অনেকেই যত্নের সহিত স্বীয় ভগিনী, ভার্য্যা, দুহিতাগণকে প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। অনেক সহৃদয় ব্রাহ্মগণ এক্ষণে বঙ্গ দুহিতাগণের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে ধর্ম্মের বিমল প্রভা প্রদীপ্ত করিবার নিমিত্ত একান্ত অনুরাগী হইয়াছেন। বাস্তবিক আমারদের স্ত্রীজাতির সুকুমার কোমল হৃদয়ে ধর্ম্মের বিশুদ্ধ আলোক প্রবেশ করিলে যে কি পর্য্যন্ত শোভা হইবেক, কি পর্য্যন্ত সুমঙ্গল হইবেক, তাহা এক্ষণে আমরা সম্পূর্ণ রূপে অনুভব করিতে পারি না। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ স্বভাবতই কোমল, তাহা সরল সাধুভাব এবং প্রীতি ভক্তির উৎস স্বরূপ। তাহারদের বিশ্বাস অকপট ও স্থায়ী। যে সত্য তাহারদের হৃদয়ে একবার বদ্ধমূল হয়, তাহা আর অপনীত হইবার নহে। কিন্তু আমারদের নৃশংস ব্যবহারে তাহারদের উৎকৃষ্ট মনোহর ভাব সকল বিশীর্ণ ও বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। দেশাচারের অনুরোধে আমরা অক্লেশে সহস্র সহস্র আত্মাকে একেবারে ভয়ানক দুর্গতির পথে প্রবর্ত্তিত করিতেছি। এই দুর্গতির স্রোত নিবারণ করিতে হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়া আমারদের দুর্ভাগা ভগিনীগণকে প্রদান করিতে হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্মই এবিষয়ে আমারদিগকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছেন এবং আমারদের হৃদয় হইতেও সেই আহ্বান প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে যত দিন আমরা পরিবারের মধ্যে স্থান না দিব, তত দিন আমারদের প্রকৃত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। যে গৃহ ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে উজ্জ্বল না হইয়াছে, তাহা কদাপি স্থায়ী সুখ শান্তির আস্পদ হইতে পারে না। অদ্যাপি যে সকল দুর্ভাগা নারী ব্রাহ্মধর্ম্মের শীতল ছায়া প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারদের পবিত্র [illegible]

নাই, তিনি অন্নের স্রষ্টা। তাঁহার বল আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ও তাঁহার মহিমা ভূলোক ও দ্যুলোকের প্রত্যেক অংশে দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব তাঁহার নাম মহৎ যশ।

১০৬

তাঁহার স্বরূপ চক্ষুর গোচর নহে, সুতরাং কেহ তাঁহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় না। তিনি মনোগত সংশয় রহিত বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন; যাঁহারা ইঁহাকে এই প্রকারে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।

পরমেশ্বর চক্ষুর গোচর নহেন, তিনি কেবল জ্ঞান-নেত্রের গোচর। যিনি তাঁহার অনুরাগে একাগ্র হইয়া যুক্তি-যোগে স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত ও সংশয় বর্জ্জিত করেন; তিনি সেই সুন্দর মঙ্গল রূপকে প্রত্যক্ষ দেখেন এবং পরম বিমলানন্দে মগ্ন হয়েন। সেই মঙ্গল-মূর্ত্তি যাঁহার জ্ঞান নেত্রকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাঁহার আনন্দের আর শেষ হয় না।

১০৭

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না; তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে, এমত বক্তা অতি দুর্লভ ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। নিপুণ রূপে অনুশিষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞাতাও দুর্লভ।

অনেকে পরমেশ্বরের যথার্থ স্বরূপ ও প্রকৃত অভিপ্রায় বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহার জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয় না। অনেকে তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ও সমুচিত শ্রদ্ধার অভাবে তাঁহাকে জানিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি সুন্দর রূপে মার্জ্জিত না হইলে পরমেশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায় না। এ নিমিত্ত পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতি মধ্যে অতি অল্প। সদ্বুদ্ধিশালী শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যে তাঁহাকে জানিতে পারে না এবং বিশুদ্ধ চিত্ত পরমাত্ম-জ্ঞানী ব্যতিরেকে তাঁহার বিষয় উপদেশ করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহার বক্তাও দুর্লভ, তাঁহার লব্ধাও দুর্লভ, অতএব পরমাত্মজ্ঞান সাতিশয় যত্ন-সাধ্য। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মনোগত স্পৃহা ও একান্ত যত্ন না থাকিলে তাঁহাকে জানা যায় না, এবং তাঁহার সমাধি সাধনেও সমর্থ হওয়া যায় না।

১০৮

অল্প-বুদ্ধি লোক-সকল বহির্ব্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া বিস্তীর্ণ মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হয়, এই হেতু ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

বিস্তীর্ণ মৃত্যুর রূপ এই জগৎ সংসার, কারণ ইহার কোন বস্তুই স্থায়ী নহে, সকলই ক্ষণ-ভঙ্গুর; সকল বস্তুই এক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হই-

তেছে। যে ব্যক্তি এতদ্রূপ পরিবর্ত্তনশীল সংসারের বিষয়-কামনায় মুগ্ধ হইয়া বালকের ন্যায় ব্যবহার করে, সে মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হয়, সে ক্ষণ-ভঙ্গুর সুখ-দুঃখে আবদ্ধ হয় এবং পরম পদ ও চরম গতি হইতে বহু দূরে স্থিতি করে। কিন্তু যে ধীর ব্যক্তি অপরিবর্ত্তনশীল পরব্রহ্মের অমৃত-স্বরূপ জানিয়া ও তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তির নিরুপম সৌন্দর্য্য অনুধাবন করিয়া তাঁহাকেই সম্যক্ রূপে লাভ করিবার নিমিত্তে সতৃষ্ণ থাকেন এবং তাঁহারই অভিপ্রায় অনুযায়ী সংসারের উন্নতি সাধনে কায়মনোবাক্যে আপনাকে নিযুক্ত করেন; তিনিই সাধু, তিনিই ধন্য, তিনিই আপনাকে তাঁহার-সহিত সহবাস জনিত নিত্য সুখের উপযুক্ত করেন। তিনি এই অনিত্য সংসারের মধ্যে কোন বিষয়ের প্রার্থনা করেন না। তিনি স্বার্থানুরোধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই জগৎ-কর্ত্তার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারিলেই সর্ব্বতোভাবে তৃপ্ত হয়েন।

১০৭

যাহার দ্বারা আমি অমর না হই, তাহাতে আমি কি করিব। অসৎ হইতে আমাকে সৎ-স্বরূপে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও এবং মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ। আমার নিকট প্রাকাশিত হও। রুদ্র। তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

যাহার দ্বারা অমৃত পুরুষের সহিত সহবাস না হইয়া অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? বিষয় বিভব, মান যশ, আমোদ প্রমোদ, সমুদায়ই অস্থায়ী, ইহারা স্থায়ী হইলেও ঈশ্বর পদার্থকে না পাইলে এ সকল লইয়া কি করিব? অতএব, হে পরমেশ্বর। যাহাতে তোমাকে পাইতে পারি, আমাকে এমত উপযুক্ত কর। অধর্ম্ম হইতে মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম পথে প্রবৃত্ত কর, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করিয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রদান কর এবং মৃত্যুময় সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া স্বপ্রকাশ অমৃত স্বরূপ যে তুমি তোমাতে লইয়া যাও। হে পরমাত্মন্! আমার নিকট নিত্য প্রকাশিত থাক, যেন বিপথে পড়িয়া তোমার রুদ্র মুখ দেখিতে না হয়; যেহেতু যখন আমি তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে না পাই, তখন চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখি। তুমি আমার অন্ধকারের প্রদীপ, পিপাসার জল এবং আরামের স্থল।

ইতি প্রথম খণ্ডে দ্বাদশ অধ্যায়।

ভবানী পুরের দশম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় ১৭৮৪ শক।

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রথম উপদেশ।

এই আকাশে তিনি ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। অসীম আকাশ তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে, সেই সত্য-স্বরূপ এই আকাশের মধ্যে বিরাজমান। এই অসীম আকাশে তিনি যেমন বর্ত্তমান, সেই প্রকার এই পবিত্র সমাজ মন্দিরেও তিনি বিরাজমান। এই প্রাচীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে আকাশ এখানেও তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে। এই জ্যোতির অভ্যন্তরে সেই জ্ঞান-জ্যোতি বিরাজ করিতেছেন। সেই

পবিত্র-স্বরূপ দ্বারা এই সমাজ-মন্দির পূর্ণ রহিয়াছে। যিনি চক্ষুর চক্ষু, তিনি কি আমারদিগকে দেখিতেছেন না? আমরা যেমন পরস্পরকে দেখি, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আমারদিগকে কি সে রূপও দর্শন করিতেছেন না? যিনি চক্ষুকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার কি দর্শনের শক্তি নাই? যিনি শ্রোত্রের অপূর্ব্ব রূপ গঠন করিয়াছেন, তিনি কি আমারদের উপাসনা বাক্য শ্রবণ করিতে পারেন না? তিনি চক্ষুর চক্ষু, তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র। আমরা যে কয় জন তাঁহার উপাসনার জন্য মিলিত হইয়াছি, প্রতি জনের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত রহিয়াছে; তিনি অন্তরের অন্তর। তিনি প্রত্যেকের মনের ভাব জানিতেছেন, আমরা সম্বৎসরান্তে এখানে কিসের জন্য উপস্থিত হইয়াছি, বাণিজ্য ব্যবসারের জন্য উপস্থিত হই নাই, আমোদ প্রমোদের জন্য উপস্থিত হই নাই; কলহ বিবাদ বিসম্বাদও এখানে কিছুই নাই। সেই পরম পিতার আরাধনার জন্য আমরা সকলে এখানে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়াছি; তাঁহার পূজার নিমিত্তে, সেই প্রিয়তম পুরুষের আলিঙ্গনে হৃদয়কে উন্মুক্ত করিবার জন্য আমরা সকলে সমাগত হইয়াছি। সমুদায় দিবস বিষয় কোলাহলেতেই গত হইয়াছে, এখন সেই শান্তি-নিকেতনের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়াছি; এখানে আসিয়া কেহই যেন নিরাশ না হন। আমরা যত্ন করিলেই ঈশ্বর আমারদের হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আপনাকে দেখা দিবেন। অদ্যকার এই উজ্জ্বল জ্যোতির মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁহার উজ্জ্বল মুখ দর্শন না করিল, সে কি হতভাগ্য। সমুদায় বৎসরান্তে তাঁহার এই উৎসবের দিবসেও কি তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিবে না, যাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রীতি কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে হয়, বৎসরের মধ্যে এক দিনও কি তাঁহাকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিবে না। তাঁহার উপাসনাতে কি আমরা ক্ষণ কালের জন্যও উপযুক্ত নহি? তাঁহার আরাধনার জন্য আসিয়াও কি তাঁহাতে কৃতজ্ঞতা প্রীতি ভক্তি অর্পণ করিতে পারিব না? যিনি আজন্ম আমারদিগকে রক্ষা করিলেন, প্রতিনিমেষে যাঁহার কৃপা-বারি আমারদের উপর বর্ষিত হইল, তাঁহাকে কি আনন্দের সহিত সদ্যঃ প্রস্ফুটিত প্রীতিমালা অদ্য উপহার দিবে না। অদ্য তাঁহার প্রসাদে আমরা সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে তাঁহার উপাসনার নিমিত্ত একত্র হইয়াছি; অতএব হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দেও, হৃদয়-মন্দিরে হৃদয়ের রাজাকে প্রত্যক্ষ কর, তাঁর মহিমা ঘোষণা করিয়া জিহ্বা শ্রোত্র পবিত্র কর, আনন্দ-ধ্বনিতে অদ্য এই পবিত্র গৃহকে পূর্ণ কর। "আজ সবে গাও আনন্দে, তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সফল

স্বাধ্যায়ের পর ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইলে অধ্যেতা শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন।

সাধু ইচ্ছা কখনই অসম্পন্ন থাকে না সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়। আমরা যদি পাপ হইতে বিরত হইয়া আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখিতে ঐকান্তিক যত্ন করি—ঈশ্বরকে অহরহ প্রীতি করিতে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে আমার দিগের সেই সাধু ইচ্ছা অবশ্যই সম্পন্ন হয়, সংসারের কোন বস্তুই তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কেন না সেই সিদ্ধি দাতা পরমেশ্বর স্বয়ংই ইহার সহায়।

আমরা সাধু হই, উন্নত হই, তাঁহার পবিত্র সহবাসের যোগ্য হই, ইহা সেই

পূর্ণ-মঙ্গল অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বরের একমাত্র অভিপ্রেত; আমরা তাঁহার সেই অমোঘ ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যত্নবান্ হইলে কেনই বা কৃতকার্য্য না হইব? আমারদিগের যাহা ইচ্ছা, যখন ঈশ্বরের তাহাই অভিপ্রেত হইল, তখন সেই রাজাধিরাজের মঙ্গল অভিপ্রায় কেন না সুসিদ্ধ হইবে। আমরা তাঁহাকে একাগ্র-চিত্তে প্রীতি করিতে যত্নবান্ হইলে কেনই বা তাঁহাকে প্রীতি করিতে সমর্থ না হইব? তিনি প্রীতির এমনি স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, যে তাহা কোন মতেই অনিত্য সংসার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। অচির বিষয় বিভব, অস্থায়ী স্ত্রী পুত্র পরিবারে প্রীতি করিয়া কোন ক্রমেই প্রীতি-বৃত্তি চরিতার্থ হয় না। প্রীতির চরিতার্থতার স্থল ভূমা ঈশ্বর স্বয়ংই। গঙ্গা যে রূপ বহু যোজন ভূমি অতিক্রম করিয়া তাহার গম্য স্থান মহা সমুদ্রে যাইয়া সম্মিলিত হইতেছে, আমারদিগের প্রীতি নদীও সেই রূপ এই সুবিশাল সংসার ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া প্রীতির অনন্ত সমুদ্র যে ঈশ্বর, তাঁহাতে পতিত হইবার জন্য নিরন্তই প্রবাহিত হইতেছে।

বেগবতী নদীর সমুদ্র সমাগম পথে অভ্রভেদী উন্নত পর্ব্বত সংস্থাপিত হইলে সে যেমন আপনার বলে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া মহাবেগে প্রবাহিত হয়, সেই রূপ আমারদিগের প্রীতি-প্রবাহের সম্মুখে যদি সমুদায় সংসার সংস্থাপিত হয়, তথাচ তাহার গতি রোধ করিতে পারে না। সে আপনার বলে তাহা অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইবেই হইবে।

আমরা কি যথেচ্ছা আপনারদিগের প্রীতিকে নিয়োগ করিতে পারি, না নিয়োগ করিলেই তাহা চরিতার্থ হয়? আমারদিগের প্রীতি-প্রবাহ যে রূপ স্বভাবতই ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইতেছে, সেই রূপ আবার ঈশ্বর স্বয়ংই তাহাকে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। চুম্বকমণি যেমন লৌহকে সর্ব্বদাই আপনার প্রতি আকর্ষণ করে, সেই করুণা-পূর্ণ পরমেশ্বর সেই রূপ অহরহই আমারদিগকে তাঁহার প্রতিই আকর্ষণ করিতেছেন। সেই দুর্জ্জয় আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া কি আমরা একপদ গমন করিতে পারি? তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা অবহেলন করিয়া কি এক পলের জন্য শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হই?

ঈশ্বর প্রীতি দিয়া আমারদিগের প্রীতি আকর্ষণ করেন। অসৎ পুত্র যে রূপ স্নেহময়ী জননীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াও যখন দেখিতে পায়, যে তাঁহার মাতা তাঁহার প্রতি স্নেহ বিতরণে একপলের জন্যও ক্ষান্ত নহেন, সে যখন তাঁহার অসন্তোষ সাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়াও সন্দর্শন করে যে তিনি তাঁহার ইষ্ট সাধনে প্রতিনিয়তই যত্ন করিতেছেন, তখন সেই অবাধ্য পুত্র আর কত কাল সুস্থির থাকিতে পারে? সে যেমন আপনা হইতেই জননীর শরণাপন্ন হয়, সেই রূপ আমরা ধর্ম্ম হইতে—ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াও যখন দেখিতে পাই যে ঈশ্বর আমারদিগকে পরিত্যাগ করেন না, যখন তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও সন্দর্শন করি যে সেই পরম পিতা পরম সুহৃৎ সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন—প্রতি নিমেষে প্রতি নিঃশ্বাসেই আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তখন সেই রূপ আমারদিগের অবাধ্য আত্মা আপনা হইতেই জাগ্রত হইয়া উঠে। যখন রাজীবের পাপাং ...ক নিপতিত হই-

য়াও দেখিতে পাই যে সেই করুণা-পূর্ণ পুরুষ তখনও আমারদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখনও মধুময় বাক্যে আমারদিগকে আপনার প্রতি আহ্বান করিতেছেন—তখনও প্রীতি-পূর্ণ নয়নে আমারদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন; ঈদৃশ অখণ্ড প্রীতি অনন্ত করুণার চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া আমরা আপনা হইতেই অনুতাপিত হৃদয়ে অশ্রু-পূর্ণ নয়নে তাঁহারই নিকটে ক্রন্দন করি, আমারদিগের আত্মা আপনা হইতে তাঁহার পবিত্র চরণে শরণাপন্ন হয়। তখনই সেই পরম পিতা আমারদিগকে প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করত তাপিত হৃদয় শীতল করেন—তখনই তিনি তাঁহার মঙ্গল-কিরণ বিকীর্ণ করিয়া আমারদিগের ঘন-বিষাদ মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া দেন—তখনই তিনি আপনার করুণা-নীরে আমারদিগের পাপমলা প্রক্ষালিত করিয়া আপনার পবিত্র ক্রোড়ে স্থান দান করেন।

আমরা কি আপনার বলে—আপনার জ্ঞান বলে পুণ্য বলে সেই পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হই, না তিনি স্বয়ংই আমারদিগকে আপনার প্রতি লইয়া যান? আমরা তাঁহাকে না চাহিলেও তিনি আমারদিগের হৃদয় মন্দিরের অন্তরতম প্রদেশে আবির্ভূত হইতেছেন। আমরা তাঁহার নিরাপদ ক্রোড়ে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও তিনি প্রতিনিয়ত স্বীয় বাহু যুগল প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমনি বিমূঢ় যে তাঁহার করুণা দেখিয়াও দেখি না। আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধির প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহা হইতে দূরে যাইতেই চেষ্টা করি,—তাঁহার শাসন হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেই যত্নবান হই। একবার মনেও করি না যে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া—সেই প্রাণের প্রাণ হইতে বিচ্যুত হইয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, তাঁহার শাসনভয়েই বা কোথায় পলায়ন করিব?

আমরা তো তাঁহার ত্যজ্য পুত্র নহি। আমরা চির কালই তাঁহার স্নেহের ধন, তাঁহার কৃপার পাত্র। আমরা তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিলেও তিনি তো আমারদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, তিনি আমারদিগকে তাঁহার পবিত্র সিংহাসন সন্নিধানে হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইবেন। কিসে আমারদিগের মানস রসনা তাঁহার প্রেমামৃতের সুমধুর আস্বাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়, কিসে আমারদিগের জ্ঞান-নেত্র তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, এজন্য অহরহই তিনি আমারদিগের উপরে প্রেম-ধারা বর্ষণ করিতেছেন—এ নিমিত্ত তিনি আমারদিগের অন্তরে বাহিরে প্রতি নিয়তই বিরাজ করিতেছেন।

আমরা জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিলে কেন না তাঁহাকে দর্শন পাইব,—তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হইলে কেন না কৃতকার্য্য হইব। স্বীয় স্নেহাস্পদ পুত্র সুন্দর রূপে পদ চালনা শিক্ষা করে, ইহা তো স্নেহময়ী মাতার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু পুত্র যদি পদ চালনায় প্রবৃত্ত হইয়া দুর্ব্বলতা বশতঃ জননীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে—তাঁহার প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া দেয়, তিনি কি তাহা ধারণ করিবেন না? তিনি কি আনন্দের সহিত তাঁহার বাহু-যুগল প্রসারিত করিয়া হৃদয়-ধনকে স্থান দিবেন না? আমরা সাধু হই, উন্নত হই, তাঁহার সহবাসের যোগ্য হই, যখন ইহা ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছা—আমরা তাঁহার পবিত্র চরণাভিমুখে গমন করি, তাঁহার সৃষ্টি কৌশলের এক মাত্র লক্ষ্য; তখন কি তাঁহার

নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া নিরাশ হইব, না তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম্ম-পথে পরিভ্রমণ করিতে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইব? কখনই না। আমরা তাঁহার প্রতি এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি আমারদিগের প্রতি সহস্র পদ অগ্রসর হইবেন, তাঁহার উৎসাহ-জনন প্রসন্ন মুখ মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দর্শন করিবার প্রার্থনা করিলে তিনি চির কালের মত আপনার নিষ্কলঙ্ক মঙ্গল-মূর্ত্তি আমারদিগের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত করিয়াই রাখিবেন। তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি স্বয়ংই আমারদিগের নেতা ও পথ-প্রদর্শক হইবেন।

আমারদিগের সাধু ইচ্ছা সম্পন্ন হয় কি না, অনাই তাহা প্রত্যক্ষ সন্দর্শন কর না, তিনি আমারদিগের প্রার্থনার অতিরিক্ত সুখ বিধান করিতেছেন কি না, এখনই কেন তাহা পরিক্ষাতেই বোঝ না। আমরা অদ্যকার উৎসব ক্ষেত্রে সব সুহৃদে মিলে পরমেশ্বরের পবিত্র চরণে প্রীতি কুসুম বিকীর্ণ করিব, তাঁহাতে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব; সম্বৎসর কাল আমরা যে আশা করিয়াছিলাম, সেই মঙ্গল পূর্ণ আনন্দময় পুরুষ রাশি রাশি বাধা বিঘ্ন বিনষ্ট করিয়া আমাদিগের সেই সাধু ইচ্ছা এখনই পূর্ণ করিলেন। তিনি এখনই অজস্র প্রীতি-ধারা বর্ষণ দ্বারা বালকের কোমল হৃদয়, যুবার সরস চিত্ত, বৃদ্ধের উন্নত মনকে অভিষিক্ত করিতেছেন তিনি এখনি আমারদিগের পূজা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মগণ! কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রীতি পূর্ণ মনে আইস আমরা সকলে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত প্রীতি কুসুমে তাঁহাকে পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি।

ওঁএকমেবাদ্বিতীয়ং

পরে প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বিতীয় বার উপদেশ দিলেন যে,

ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে সকলি উন্নতি, কেবলি উন্নতি। সকল স্থানেতেই কেবল এক উন্নতির ব্যাপার। পৃথিবী দিন দিন উন্নত হইতেছে; দেশ বিদেশ ক্রমে রাজ্য-বিষয়ে, জ্ঞান-বিষয়ে, ধর্ম্ম-বিষয়ে, উন্নতির সোপান প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা বঙ্গ ভূমিতে ধর্ম্মের আবির্ভাবের চিহ্ন এখন কেমন প্রকটিত হইতেছে। সেই ধর্ম্ম—সেই সত্য সনাতন পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বর্গ হইতে এই বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইতেছে! গঙ্গা যেমন হিমালয় হইতে সান্দমান হইয়া সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তকে উর্ব্বরা ও ফলবতী করিতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মও তদ্রূপ ঈশ্বরের ক্রোড় হইতে প্রবাহিত হইয়া এই বঙ্গ ভূমিকে উজ্জ্বল ও পবিত্র ও উন্নত করিতেছে। আমরা যে অবধি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদ অনুভব করিয়াছি, সেই অবধিই আমারদের জীবন পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদ, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতাপ, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে পুণ্য-ভাব; তাহা এ হৃদয়ে ধরে না, তাহা এক জিহ্বায় বলা যায় না। যদি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বঙ্গ ভূমিতে প্রেরিত না হইত, তবে ইহা দুর্গতি হইতে দুর্গতিতে, দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ভয়াবহ ক্লেশে নীয়মান হইত—আমারদের এই শ্যামা বঙ্গ ভূমি উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইত, কিছুতেই আর মনের আশা উৎসাহ থাকিত না। কিন্তু আমারদের আর ভয় নাই, এখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আসিয়া বঙ্গ ভূমিকে আবেষ্টন করিয়াছে—এখন আমারদের অশ্রু-জল পরিমার্জ্জিত হইল, হৃদয় উদ্যমে পূর্ণ হইল, আনন্দের স্রোত-ধারা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই যে বঙ্গ ভূমি—এই যে জ্ঞানহীন বলহীন পরাধীন পাপাক্রান্ত

কি উন্নত পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপযুক্ত ক্ষেত্র? কিন্তু যদি পাষাণেই বীজ অঙ্কুরিত না হইল, তবে তাঁহাকে অকিঞ্চন-গুরু কি রূপে বলিব? এই বঙ্গদেশের দুর্ব্বলতার বল আমারদের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যখন ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ব্যতীত এই বঙ্গ দেশের শ্রীসৌভাগ্য উদয়ের আর উপায় রহিল না, তখন ঈশ্বর এই সুখদ শুভদ সনাতন ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে কৃপা করিয়া আমারদের সহায়ার্থে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। রুগ্ন শিশুর প্রতি মাতার স্নেহ সমধিক—ঈশ্বর তাই আমারদিগের এই বঙ্গ ভূমিকে আপন ক্রোড়ের ছায়ায় বহু যত্নে সংরক্ষিত করিতেছেন। যদি সকলে মিলিয়া তোমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর, তবে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তোমারদিগকে রক্ষা করিবেন। যদি ইহাকে তোমরা পোষণ কর, তোমরা সকলে পুষ্ট হইবে, হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে—তোমারদের জ্ঞান দক্ষিণ সাগর সমান সুগভীর হইবে, হৃদয় প্রশস্ত হইবে, মন বীর্য্যবান্ হইবে, স্বাধীনতা লাভ করিবে—রাজার অত্যাচার বিনাশ পাইবে, প্রজার বিদ্রোহের প্রশমন হইবে, দুর্ব্বলের উপর বলীর আর পীড়ন থাকিবে না—রাজ্যের অশেষ মঙ্গল হইবে, রাজ্যের লোকেরা আয়ুষ্মান্ হইবে, হিতৈষী ও বিনয়ী হইবে, বসুধা ভূরি-বসু হইবে,—এই বঙ্গদেশ বিবাদ কলহের স্থান না হইয়া ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ হইবে, সামাজিক আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ হইবে, পরিবারের মধ্যে শান্তি ব্যাপ্ত হইবে, অন্তঃপুর পর্য্যন্ত শ্রী সৌন্দর্য্য জ্ঞান ধর্ম্মে উজ্জ্বল হইবে। আমরা একমেবাদ্বিতীয়মের শরণাপন্ন হইয়া এক-হৃদয় অভিন্ন-হৃদয় হইব। পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত দেশ জাতি সভ্য পরিগণিত হয় না। যে রাজ্যে সেই পরমা লক্ষ্মী বিরাজ না করেন, সেই দেশই লক্ষ্মীশূন্য শূন্য দেশ। আমরা ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া পুণ্য-বল সাধন করিতে পারি না, পবিত্রতা লাভ করিতে পারি না। পবিত্রতার প্রস্রবণ হইতে বিযুক্ত হইয়া কি প্রকারে পবিত্র থাকিতে পারি? ব্রাহ্ম ধর্ম্মই আমারদিগকে সেই পবিত্রতার প্রস্রবণের সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন। আমরা যদি এই ধর্ম্মকে প্রাণ-পণে পোষণ করি, তবে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইব, পরাধীনতা চলিয়া যাইবে, গৃহ শান্তির নিকেতন হইবে, এবং যাহা ব্যতীত আমারদের আর কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাও আমারদিগের সমক্ষে আনিয়া দিবেন—আমরা আত্মার একমাত্র আরাম-স্থল পরমাত্মাকে লাভ করিয়া বিগত শোক হইব।

শত বৎসর পূর্ব্বে এ পৃথিবীর সঙ্গে আমার কি যোগ ছিল? শত বৎসর পরেও ইহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ থাকিবেক না। কিন্তু আত্মা যখন যেখানে যাইবে, যেখানে থাকিবে; সেখানেই ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে। এ লোকে এখন ঈশ্বরের আশ্রয়েই রহিয়াছি, পরে পরলোকে তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিব। অদ্য রাত্রির অবসানে কল্য হয় তো আর এখানে জাগ্রত হইতে হইবে না। ক্ষণ-ভঙ্গুর নিঃশ্বাসের উপর বিশ্বাস কি? কিন্তু হায়! অনেকে এই নিঃশ্বাসের উপরে যত টুকু বিশ্বাস করেন, এই নিঃশ্বাসের প্রেরয়িতার প্রতি তাঁহারদের তত টুকুও বিশ্বাস নাই। এই দীপের সঙ্গে চক্ষুর কত কালেরি বা যোগ? ক্ষণ কালেরি মধ্যে তাহার ভঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার নিত্য কালের যোগ, সে যোগের ভঙ্গ কখনই হইবে না। ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা নির্ভয় হইয়াছি, আমরা জানিয়াছি যে আত্মা শরীর-পিঞ্জর হইতে উত্থিত হইয়া

ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিশ্রাম করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কেবল রাজ্যের শ্রী সুখ সৌভাগ্য সম্পাদন করেন, এমন নহে; কিন্তু যাহাতে আমরা ঈশ্বরের উদার ক্রোড়ে বিশ্রাম লইতে পারি, যাহাতে উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে উত্থিত হইতে পারি, ব্রাহ্মধর্ম্ম এ প্রকার শিক্ষা দেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সুহৃদ বন্ধু আমারদের আর কে আছে? যখন বান্ধবেরা আমারদিগকে কাষ্ঠ লোষ্টবৎ ভূমিতলে পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের হস্ত ধরিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত করেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে আমরা জ্ঞানহীন বলহীন পরাধীন হইয়াও ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিয়াছি। ইহারই প্রতাপে রাজার অত্যাচারের শান্তি হইবে, প্রজার বিদ্রোহানলের উপশম হইবে—ইহারই প্রসাদে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত মঙ্গল নীরে প্লাবিত হইবে, বঙ্গদেশ গণ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হইবে। সেই সত্য-স্বরূপকে হৃদয়ে রক্ষা করিলে জ্ঞান ও বিশ্বাস পরিশুদ্ধ হইবে, প্রীতি ভক্তি প্রশস্ত হইবে, ধর্ম্ম-বলে ইচ্ছা বলবতী হইবে। তখন সংসারী বিষয়ীদিগের নিকটে আর আমরা অবনত হইব না, ঈশ্বর ভিন্ন কোন কথাই কহিব না, তাঁহার কার্য্য ভিন্ন কোন কার্য্যই করিব না। তাঁর জন্য যদি এ জীবন যায়, তবু সংসারের মোহে তাহাতে ভীত হইব না। তিনি আমারদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। অদ্য আমরা সেই প্রিয়তমকে প্রীতি দিয়া তাঁর প্রীতি লাভ করিবার জন্য এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। যত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় নাই, তত দিন এ প্রকার সমাজ কোথায় ছিল? এইক্ষণে গ্রামে গ্রামে তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। যেমন দিন যাইতেছে, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উন্নত বেশ ধারণ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায়ে অমরা অমৃত-নিকেতনের যাত্রী হইয়াছি। এমন দুর্ল্লভ সময়ে, এমন উন্নতির সময়ে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেহ অবহেলা করিও না, আনন্দ মনে প্রাণ-পণে সকলে মিলিয়া তাহাকে রক্ষা কর। সকলে মিলিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী নির্ম্মল নিরবয়ব একমেবাদ্বিতীয়ং পূর্ণ-মঙ্গল সত্য-পুরুষের আরাধনা কর, স্বীয় স্বীয় হৃদয়কে পবিত্র করিয়া তাহাতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর, এবং প্রীতি-ভাবে ভক্তি-ভরে তাঁহার চরণে অবনত হও—যে কোন কর্ম্ম কর, তাঁহাতে অর্পণ কর। সন্তোষ ও ধৈর্য্যকে অবলম্বন কর, সংযত হও, সম্পত্তি বিপত্তিতে অটল থাক, বিষয়ের লাভালাভে, জয় পরাজয়ে, আশা ভয়ে, ব্যাকুলিত হইও না। "এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রমে অমৃত-নিকেতনের যাত্রী হইয়া প্রসন্ন মনে কল্যাণ-পথে অগ্রসর হও; ঈশ্বর তোমারদিগকে রক্ষা করিবেন।

হে পরমাত্মন্! তুমি তো কাহারো নিকট হইতে দূরে নাই, তবে কেন বলি তুমি দূরে? স্পর্শ দ্বারা যাহা কিছু জানিতেছি, তাহা হইতেও তুমি নিকটে আছ, তুমি আমার অন্তরে রহিয়াছ—তোমাকে আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীতি-কুসুমে পূজা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহা গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর সুস্বরে কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল।

উদ্ধৃত।

কলিকাতা-ব্রাহ্ম-সমাজ।

১৫ চৈত্র ১৭৮২ শক।

বুধবার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান

—০—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথামাগৃধ কস্যস্বিৎ ধনং।

পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আবাস্য হইয়া রহিয়াছে, অল্প কি বৃহৎ যাহা কিছু সকলই তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে; জড়েতে তিনি ওতপ্রোত হইয়া আছেন, আত্মার সঙ্গে তিনি সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার অভাবে জড়ের সমুদয়ই বিলুপ্ত হয়; তাঁহার অভাবে মনের চিন্তা দূর হয়—হৃদয়ের প্রীতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়—আত্মার জীবন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সত্তাতেই আমারদের সকলের সত্তা। তিনি জীবন্ত-রূপে আমারদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর আমরা জীবিত রহিয়াছি। আমারদের ঈশ্বর কি শূন্য ঈশ্বর? যাঁহার অভাবে আমারদের আত্মার জীবন শুষ্ক হইয়া যায়, তাঁহাকে কি আমরা জীবন্ত-রূপে গ্রহণ করিতে পারি না? তিনি কি আমারদের মনের কল্পনা মাত্র? তিনি শূন্য ঈশ্বর নহেন, তিনি আমারদের মনের ভাব নহেন, তিনি গুণ মাত্র নহেন; তিনি কেবল জ্ঞান কি শক্তি নহেন—গুণ কদাপি বস্তু ভিন্ন থাকিতে পারে না। পরমেশ্বর পরম বস্তু; তিনি জ্ঞান শক্তি সমন্বিত, মঙ্গল-ভাব সমন্বিত পুরুষ। তিনি সত্যের আশ্রয়ভূমি, তিনি আত্মার প্রতিষ্ঠা, তিনি আত্মার আশ্রয়। তাঁহা অপেক্ষা আর কাহার সঙ্গে আমার জীবিত সম্বন্ধ? তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত; কিন্তু তাঁহার জন্য হৃদয়ের শত শত জ্ঞান-দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। সেই পরম পিতা—তিনি এখানেই আছেন, তিনি আমারদের অন্তরেই রহিয়াছেন। আকাশ তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ রহিয়াছে। আমারদের শরীরে যেমন আত্মা ওতপ্রোত হইয়া আছে; এই জগৎ সংসারে তিনি সেই প্রকার ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আমারদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন; তিনি স্বয়ং অমারদের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যাঁর জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গল ভাবে সমুদয় জগৎ পরিপূরিত, তিনি আবার আমার অন্তরের অন্তর হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মত নিকটের বস্তু আর আমার কেহই নাই। তাঁহার তুলনায় আর সকলই আমা হইতে দূর। তিনি আমারদের অন্তরে যে প্রকারে প্রবেশ করিতেছেন, আমারদের হৃদয়-বন্ধুও সে প্রকারে পারে না। আর আর সকলে শরীরের বাহিরে থাকিয়া আমারদের সঙ্গে আলাপ করে, তিনি আত্মার অন্তরে রহিয়াছেন। অন্য বস্তুর সঙ্গে আমারদের সঙ্গে আকাশের ব্যবধান রহিয়াছে, ঈশ্বর আত্মাতে পরিব্যাপ্ত ও প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিরাকার হইলেন, তাহাতে কি? আমারদের শূন্য নিরাকার ভাবিতে হইবে না। আমি যখন আপনাকে জানিতেছি, তখন কি আপনাকে শূন্য দেখিতেছি। আমারদের আত্মা নিরাকার বলিয়া কি তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি না? তবে আমারদের সমুদয় জীবনের আশ্রয়-দাতাকে কেন মনে করিতে পারিব না? আমারদের পরিমিত জ্ঞান কি সেই অনন্ত জ্ঞানকে প্রকাশ করিতেছে না? আমাদের প্রীতি ভাব, মঙ্গল ভাব, কি সেই নিষ্কলঙ্ক পবিত্র-স্বরূপ প্রেমময় পুরুষের দিকে আমারদিগকে লইয়া যাইতেছে না? আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে শিক্ষা পাইয়াছি যে আমারদের ঈশ্বর যিনি, তিনি অসীম অনন্ত। যিনি অসীম অনন্ত ও মহান্ হইলেন, তিনি কি আমারদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়কেও পূর্ণ করিতে পারেন না? তাঁহার মঙ্গল ভাব অসীম বলিয়া কি তাহা মঙ্গল ভাব নহে? আমরা কি তাঁহার কিছুই জানিতে পারি না—তাঁহাকে পূজা করিতে পারি না? আমারদের প্রীতি কি আমরা শূন্যে অর্পণ করি? এ প্রকার হইলে ঈশ্বর আমারদের নিকটে থাকা না থাকা সমান হইত; বাস্তবিক তাহা নহে, তাঁহার সঙ্গে আমারদের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। তিনি সমুদয় জগতের ঈশ্বর, কিন্তু

তিনি আমারদের পিতা ; তিনি সমুদয় আকাশের অতীত "পরআকাশাৎ" অথচ আমারদের প্রত্যেকেরই নিকটে আছেন ; তিনি আমারদের নিত্য সঙ্গী ; যখনি আপনাকে দেখি, তখনি তাঁহাকে আপনার আশ্রয়-রূপে দেখিতে পাই। সূর্য্য হইতে দুরস্থ সূর্য্যে, নক্ষত্র হইতে দুরস্থ নক্ষত্রে, তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত নহে ; তাঁহার সুরম্য নিকেতন আমাদের হৃদয়ে। তিনি আমাদের জ্ঞানের পরম অন্ন। তিনি আমারদের চিরন্তন সত্য-ভাব-সকলের আশ্রয়ভূমি। তিনি আমাদের অবিনশ্বর ধর্ম্ম-নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা।

পরমেশ্বর আমারদের হৃদয়ের ধন—তবে তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন ? তাঁহার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে ব্যবধান কি ? আমরা আপনারাই ব্যবধান। আমাদের বিষয়-কামনা, বিষয়-লালসাই, ব্যবধান। আকাশের সঙ্গে যোগ হইলে যেমন দূর হয়, ঈশ্বর হইতে আমরা সে প্রকার দূর নহি ; আমাদের স্বার্থপরতা, কুটিল-ভাব-সকলই, তাঁহা হইতে আমারদিগকে দূরে প্রক্ষেপ করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই, পাপ-কলঙ্ক ও বিষয়-লালসা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। আমরা আপনারা যদি অপবিত্র থাকি, তবে সেই পবিত্র পুরুষের নিকটে যাইবার স্পৃহা হইবে কেন ? তাঁহাকে পাইবার জন্য সে ব্যাকুলতা আসিবে কেন ? আমরা পাপদোষে জঘন্য, অতি দীন হইয়া মনে করি; ঈশ্বর বুঝি আমারদিগকে দেখিতেছেন না, হৃদয়ের অধীশ্বরকে হৃদয়ে দেখিতে পাই না। ঈশ্বর প্রতি হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য যে যত্ন করিতেছেন, তাহা তখন বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতে চাও, তবে হৃদয়কে পবিত্র কর—অন্তরে যদি কোন গূঢ় পাপ পোষণ করিয়া থাক, তাহা দূর করিয়া দেও ; এখনি তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর আমাদের কাহাকেও দূরে রাখিতে চাহেন না—তিনি নিয়তই অবসর দেখিতেছেন, কখন আমারদিগকে গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রসাদ তো আপনা আপনি আসিবে, কেবল আমারদের যত্নের ত্রুটি হয়? তিনি আমারদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার জন্য কতই যত্ন করিতেছেন, আমরা কেন তাঁহাকে হৃদয়-দ্বার খুলিয়া না দিই ? আমরা তাঁহার প্রসাদ-বারির জন্য কেন প্রতীক্ষা করিয়া না থাকি? ব্যাকুল অন্তরে কেন না তাঁহাকে অন্বেষণ করি ?

হা ! আমরা সকল সময়ে মনে করি না, সেই পরম পিতা আমারদের জন্য কতই করিতেছেন। তাহা মনে করিলে কখনই তাঁহাকে এ প্রকার ভুলিয়া থাকিতাম না। দেখ, কোথায় তিনি সকল জগতের রাজা, অচিন্ত্য অসীম পুরুষ, আর আমরা এখানকার এই হীন মলিন জীব ; আমারদিগকেও তিনি বিস্মৃত নহেন। আমরা তাঁহার করুণার কোন রূপেই যোগ্য নহি। তিনি আমারদের জন্য এত করিতেছেন, আমরা তাঁহার জন্য কি করিতে পারিতেছি ? তিনি আমারদের নিকট আর কিছু চান না, কেবল আমাদের প্রীতি চান। এস আমরা বিনীত ভাবে তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে বলি: তোমাকে আমরা হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সমর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ কর।

হে পরমাত্মন্ ! তুমি আমারদের এত নিকটে রহিয়াছ ; তবে আমরা কেন বলি, তুমি দূরে। আমরা যত্ন করি না, তাই তোমাকে দেখিতে পাই না। আপনার দোষ মনে না করিয়া মনে করি, তুমি আমারদিগকে দেখিতেছ না। তোমার জন্য ব্যাকুল হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ দেখা দেও, তথাপি আমরা তোমাকে ভুলিয়া থাকি। হে পরমাত্মন্ ! তোমার অন্বেষণে যেন আমাদের সমুদয় হৃদয়, সমুদয় বল বীর্য্য, অর্পণ করি। তোমাকে যেন আমারদের সকল প্রীতি প্রদান করি। তোমার কার্য্যের জন্য যেন সমুদয় জীবন সমর্পণ করিতে পারি, তুমি এই প্রকার অনুগ্রহ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

প্রেরিত।

দুঃখ আমাদের মহৌষধ।

জন্ম গ্রহণ করিলে সকলেরই দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বিপুল ধনবান, বা অসাধারণ ক্ষমতাবান কেহ, ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ইহার পরাক্রমের [illegible]

বস্থা অতি প্রবল প্রতাপ নরপতিকেও দেখিয়া শঙ্কিত হয় না এবং কুটীর বাসী দরিদ্রকে দেখিয়াও ঘৃণা করে না। সুচিকিৎসকেরা, যেরূপ কোন পীড়া যাতনা শান্তি নিতান্ত অসম্ভব হইলে নানা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পীড়িত অঙ্গের অনুভব শক্তি রহিত করিয়া দেয়, তদ্রূপ বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই দুর্নিবার দুঃখ রূপ বিকারের উপযুক্ত প্রতীকার স্থির করিতে না পারিয়া তজ্জনিত যন্ত্রণা যাহাতে অক্লেশে সহ্য করিতে পরা যায় তদুপযুক্ত নানা সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। দুঃখের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা যে রূপ ভীত হইয়া থাকি, স্থির চিত্তে অনুধ্যান করিয়া দেখিলে ইহা তত শঙ্কার বিষয় বলিয়া কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। ঋতু পরিবর্ত্তনের ন্যায় আমাদের অবস্থা নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু যে রূপ ঋতু পরিবর্ত্তন না হইলে মনুষ্যের স্বচ্ছন্দ লাভ হওয়া সুকঠিন, সেই রূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন না হইলে প্রকৃত সুখ লাভ হয় না, আত্মার উন্নতি হয় না, যদি সুমন্দ মলয়ানিল অবিশ্রান্ত বহিতে থাকিত তাহা হইলে কি আর বসন্ত কালের মনোহর শোভা অনুভূত হইত, যদি নিদাঘের সায়ংকাল চিরস্থায়ী হয় তাহা হইলে কখনই তাহা আর সুখ প্রদ হয় না। সেই প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য না করিলে কখনই সুখ স্বচ্ছন্দের আস্বাদ গ্রহণ হয় না। দুঃখের অবস্থা জ্ঞান শিক্ষার অতিশয় প্রশস্ত কাল, ঐ সময়েই আমরা মনুষ্যের মনের গতি ও চরিত্রের সুচারু রূপে পরীক্ষা করিতে সমর্থ হই। নিরন্তর সৌভাগ্যের কোমল অঙ্কে পরিবর্দ্ধিত হইলে সংসারের ভার অল্পই জানা যায়। সুতরাং অপর ব্যক্তির মানসিক অভিপ্রায় সকল আমাদের সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় না, কারণ মনুষ্যের প্রকৃতি এক প্রকার, কেবল অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভাব ধারণ করে, সুতরাং এক বার বিপদে পড়িলে বিপদগ্রস্ত লোকের মনোভাব সুন্দর রূপে বোধ হইতে পারে, একবার পীড়িত হইলে পীড়িত ব্যক্তিদিগের আন্তরিক অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়, তদনুরূপ এক বার দুঃখের অবস্থায় পতিত হইলে দীন দরিদ্র অনাথদিগের মনোগত ভাব এককালে প্রতিপন্ন হইতে থাকে এবং তাহাদিগের অভাব জানিয়া সহজেই তাহার প্রতীকারের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারা যায়। ফলতঃ যাহারা কখন দুঃখের অবস্থায় পতিত হয় নাই তাহারা প্রায় পৃথিবীর কোন প্রকৃত উপকার করিতে সমর্থ হয় না, উপযুক্ত পাত্রে দান বা দুঃসময়ে উপকার প্রায় তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং যাহারা দুরবস্থার মুখ কখনই দর্শন করে নাই তাহারা মানব প্রকৃতির কেবল অর্দ্ধাংশ দর্শন করিয়াছে, অতএব দুরবস্থায় পতিত না হইলে আমাদিগের এক প্রকার শিক্ষাই হয় না। ক্রমাগত সৌভাগ্যশালী হইলে আমরা আপনাদিগের বিষয় সম্যক অবগত হইতে পারি না. যে সাহস বিপদের সহিত সংগ্রাম না করে, যে জ্ঞান ক্লেশকে পরাজয় না করে, যে সত্ততা দ্বারা পরীক্ষা না হয়, সে সাহস সে জ্ঞান বা সে সত্ততার বল ও প্রভাব আমরা কি প্রকারে অবগত হইব।

দুরবস্থায় পতিত হইলে পরিণামে সুখ স্বচ্ছন্দ লাভ হইবে এই আশাই তখন এক প্রধান সান্ত্বনার মূল হয়। ঐ বলবতী আশা আমাদিগের ভারাক্রান্ত হৃদয়কে ধারণ করিয়া রাখে। সৌভাগ্যে যেরূপ পতনের শঙ্কা আছে, দৌর্ভাগ্যেও সেপ্রকার ভাবি সুখের প্রত্যাশা আছে। দুরবস্থাতেই ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব প্রকাশ পায়, ধর্ম্ম ভাব ধর্ম্মের বল একদিকে অধিকতর প্রকাশিত হয় অন্য দিকে সাংসারিক নীচ ভাব সকল ক্লেশ দেয় ও পাপের প্রলোভন আসিয়া নিয়তঃ পীড়ন করিতে থাকে। এই রূপ আত্মাতে ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই বিষম সংগ্রামে যিনি জয়ী হইলেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক তিনিই ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। যে সকল ধর্ম্মাত্মাদিগের নির্ম্মল চরিত্র আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই সকলেই প্রায় দুরবস্থায় নিপতিত হইয়া আপনাদের আত্মার উন্নত ভাব ও ধর্ম্ম বলের যে প্রকার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা মনুষ্য নামের গৌরব সংস্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা একমাত্র ধর্ম্মের নিমিত্ত ক্লেশের একশেষ স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র

রুক্ত হইয়াছিল। ক্লেশ সন্তাপ দারিদ্র্য কিছুতেই তাঁহাদিগের সেই ব্রত ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ সুখ তাঁহাদিগের চিত্তক্ষেত্রে সতত প্রদীপ্ত থাকিত। তাঁহারা অভ্রভেদী গিরিশিখরের ন্যায় প্রবল বাতাহত হইয়াও অটল ভাবে অধ্যবসায় সহকারে ইষ্ট সাধন করিতেন।

দুরবস্থাতে আত্মার বল বৃদ্ধি হয় এবং প্রকৃত পুরুষার্থ প্রকাশ পায়, অতএব দুরবস্থাকে কদাপি ঘৃণা করিবেক না। ঈশ্বর যখন আমাদের প্রতি দুঃখ প্রেরণ করেন, তখন যেন ইহা আমরা স্মরণ করি যে তিনি আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তই তাহা প্রেরণ করিয়াছেন এবং সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া সেই দুঃখকে বহন করি।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দে	৫
" রসিকলাল পাইন	৩
" ক্ষেত্রমোহন পাইন	২
" বনমালী সেন	২
" কাশীনাথ দে	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" হরচন্দ্র রায়	১
" শ্রীকণ্ঠ মল্লিক	১
	১৮

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	২৫
" ব্রজসুন্দর মিত্র	১৫
" যজ্ঞেশ্বর সিংহ	১২
" রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবরায়..	৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
	৫৮

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সিংহ	৫
" মতিলাল মল্লিক	৫

এককালিন দান।

শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ রায়	৪
" কলুটোলাস্থ-সেন পরিবার ..	৪
প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১
" কৃষ্ণবিহারী সেন ..	১
	১০
দানাধারে দান প্রাপ্ত ..	১৭॥১০
	১৭৬॥১০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ১৵ দুই আনা মাত্র। [illegible]

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

দ্বাদশ অধ্যায়।

১০১

অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ রহিয়া আপনার স্বপ্রকাশ মহিমাতে স্থিতি করিতেছেন। সেই পূর্ণ-স্বরূপ পরব্রহ্ম দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ রহিয়াছে।

বিশ্বপতির আশ্রয়ে এই বিশ্বচক্র নিরন্তর ঘূর্ণিত ও উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়-সকল সম্পাদন করিতেছে। তিনি সাক্ষী-স্বরূপে নিরন্তর নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিয়া স্বাভিপ্রেত শুভোৎপাদন অবলোকন করিতেছেন। প্রবাহ-বলে নদী-তীরস্থ গ্রাম ও নগর ভগ্ন হইতেছে, জল প্লাবনে দেশ-বিশেষ প্লাবিত হইতেছে, প্রলয় প্রবাত ও ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া লক্ষ লক্ষ জীব-শ্রেণী মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গলালয় পরমেশ্বর এই সমস্ত আপাততঃ অশুভবৎ প্রতীয়মান ব্যাপার উত্তর কালীন উন্নতি সাধনের অনুকূল জানিয়া অব্যাকুলিত নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। যখন অতি ঘোর শিলাবর্ষণ ও মেঘ গর্জ্জন সহকৃত মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত দ্বারা পৃথ্বীমণ্ডলের প্রলয়াবস্থা উপস্থিত বোধ হয়, অতি ভয়ানক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উৎপন্ন হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পশু পক্ষী মনুষ্য সম্বলিত গ্রাম নগর দগ্ধ করিতে থাকে, এবং রাজ-বিপ্লব ও তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া নরকণ্ঠনিঃসৃত শোণিত প্রবাহ পৃথ্বীতল প্লাবিত করিতে থাকে; তখনো তিনি আপনার চিরাভিপ্রেত চরম কল্যাণ সম্পাদন বিষয়ে স্থির নিশ্চয় থাকিয়া সমান-রূপ শান্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

জড় বস্তু স্থান ব্যতিরেকে স্থিতি করিতে পারে না। যাবতীয় জড়বস্তু আকাশে অবস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু জ্ঞানময় পরমাত্মার অবস্থানার্থে আকাশো আবশ্যক করে না। স্থান ব্যতিরেকে অবস্থিতি করা তাঁহার এক পরমাশ্চর্য্য মহিমা। তিনি স্বকীয় মহিমাতে স্থিতি করিয়াছেন। কি বিস্তীর্ণ নীলোজ্জ্বল সমুদ্র, কি অনন্ত চন্দ্রাতপ আকাশ, কি অনুপম জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র-মণ্ডল, সকলই তাঁহার দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে।

১০২

হে প্রিয়! যেমন পক্ষি-সকল তাহারদিগের বাস-স্থান বৃক্ষেতে স্থিতি করে, তদ্রূপ সকলই পরমাত্মাতে স্থিতি করিতেছে।

বিশ্বের অন্তর্গত কোন বস্তু পরমাত্মাকে অবলম্বন না করিয়া স্থিতি করিতে পারে না। অতি ক্ষুদ্র শৈবাল-সূত্র অবধি—বিশাল বট বৃক্ষ পর্য্যন্ত, চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি—প্রকাণ্ডকায় হস্তী পর্য্যন্ত সকল বস্তুই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জড় জগতের সঙ্গে তাঁর যে প্রকার সম্বন্ধ আমারদের সঙ্গে ইহা অপেক্ষাও তাঁর আর এক উচ্চতর সম্বন্ধ। আমরা তাঁর সেই প্রকার আশ্রিত যেমন পুত্র পিতার আশ্রিত।

১০৩

এক যে পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বভূতেতে গূঢরূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি তাবৎ

কার্য্যের অধ্যক্ষ, তিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়, তিনি সকলের সাক্ষী, জ্ঞানময়, ও সঙ্গ রহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই।

যিনি এই ভূলোকের ঈশ্বর, তিনি গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি সকল লোকেরই ঈশ্বর। যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন এবং আমার প্রভু, তিনি সমুদয় জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা এবং সকলেরই প্রভু। সেই এক দেবতা সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া অনন্ত চরাচর শাসন করিতেছেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সকলেরই অন্তরাত্মা, আমারদিগের যে এই জীবাত্মা-সকল, তাহারদিগেরো প্রত্যেকের মধ্যে তিনি পূর্ণরূপে রহিয়াছেন। তিনি সকলের সাক্ষী এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ। তিনি সর্ব্বস্থানে থাকিয়া সকলকে দৃষ্টি করিতেছেন এবং উপযুক্ত দণ্ড পুরস্কার বিধান দ্বারা বিশ্বসংসারের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতেছেন। তিনি সঙ্গরহিত, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও কিছুতে লিপ্ত নহেন, তিনি কিছুতেই আসক্ত নহেন। সৃষ্ট পদার্থ শরীর ও মনের ধর্ম্ম কিছুই তাঁহাতে নাই, তিনি শুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ।

১৪

সূর্য্য যেমন ঊর্দ্ধ্ব অধ তির্য্যক্ সমুদায় দিক্ প্রকাশ করিয়া প্রকাশ পান, অদ্বিতীয় ঐশ্বর্য্যবান্ বিশ্ব প্রকাশক জগৎ-কারণ বরণীয় পরমেশ্বর সেই রূপ প্রকাশ পাইতেছেন। একাকী তিনি সর্ব্বভূতে, তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় ভাব-সকল নিয়োজন করিতেছেন।

তিনি সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ। সূর্য্য যেমন জ্যোতির্বিহীন পদার্থ-সকল প্রকাশ করে, কিন্তু সেই সূর্য্যকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অন্য এক সূর্য্যের প্রয়োজন করে না; তদ্রূপ পরমাত্মা, জীব জন্তু, জল স্থল, গ্রহ নক্ষত্র, ক্ষুদ্র বৃহৎ, সমুদয় বস্তুই সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কেহ স্রষ্টা নাই; তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি স্বপ্রকাশ। যেমন সূর্য্য-রশ্মি-প্রদীপ্ত পদার্থ-সকল চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করা যায়, সংস্কৃত-বুদ্ধি বিশুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি সেই রূপ জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন। সেই স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর বায়ুতে শব্দ, অগ্নিতে উষ্ণতা, নক্ষত্রে জ্যোতি, জলে শৈত্য, বজ্রে বল, পদে গতি, বৃক্ষিতে তৃপ্তি, সকল ভূতেতে তাহারদের স্বীয় স্বীয় ভাব-সকল নিয়োজন করিতেছেন।

১৫

কি ঊর্দ্ধ্ব দেশে, কি তির্য্যক্ কি মধ্যদেশে, কোথাও তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ।

অত্যুন্নত মানসিক-বৃত্তি-সমন্বিত শ্রেষ্ঠ জীবেরাও সেই অসীম জ্ঞান-সমুদ্র পরমাত্মার গাম্ভীর্য্য পরিমাণ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার উপমা নাই, তাঁহার অনুরূপ কোন পদার্থ নাই। নক্ষত্র তাঁহার জ্যোতির আভাসও প্রকাশ করিতে পারে না, বজ্র তাঁহার বলের মাত্রাও প্রদর্শন করিতে পারে না। তাঁহার শরীর নাই, তিনি শরীরের নির্ম্মাতা; তাঁহার মন

র্ম্মের মাহাত্ম্য প্রতীয়মান হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে যে প্রকার আন্তরিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, যে প্রকার সাধুভাব ধারণ করিয়াছেন, যে প্রকার অল্পায়াসে চিরার্জ্জিত কুসংস্কার পাশ ভেদ করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্ম যে আত্মার কি মহৌষধ তাহা সুন্দর রূপে বোধ হইবেক। বাস্তবিক ধর্ম্মের প্রভাবে স্ত্রীজাতির যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি হইতে পারে, তাহা এই সকল ব্রাহ্ম নারীগণের দৃষ্টান্তে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাঁরাই ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রকৃত শোভা সম্পাদন করিবেন, ইহাঁরাই বঙ্গ-নারীগণের সৌভাগ্যোদয় সূচক সুখ তারকা স্বরূপ হইয়াছেন, বোধ হয় অবশ্যই ইহাঁদের সাধু দৃষ্টান্ত শীঘ্র প্রচার হইবেক। এই স্থলে ইহাঁদের রচিত কতিপয় প্রার্থনা আদর পূর্ব্বক অবিকল প্রকটিত হইল। তাহাতে যে কতদূর সাধু সরল ভাব প্রকাশিত হইয়াছে, কি পর্য্যন্ত ভক্তি প্রীতি উৎসারিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেন।

ব্রহ্মস্তোত্র।

কোথা ওহে দয়াময় করুণা নিধান।
আর কেহ নাহি মম তোমার সমান॥
এক বার ওহে নাথ করহ শ্রবণ।
অধীনি তোমার কাছে করিছে ক্রন্দন॥
বারেক কটাক্ষ কর করুণা নয়নে।
নতুবা এ ঘোর পাপে তরিব কেমনে॥
সহস্র সহস্র আমি করিয়াছি পাপ।
তন্নিমিত্তে তব কাছে করি অনুতাপ॥
তব কাছে মনঃ দুঃখ কহিতে সকল।
অত্যন্ত আমার মন হয়েছে চঞ্চল॥
বলিয়া তোমাকে নাথ কি জানাব আমি।
অন্তরে থাকিয়া সব জানিতেছ তুমি॥
কিন্তু আমি অতিশয় হয়েছি ব্যাকুল।
সংসার সাগরে পড়ে নাহি পাই কূল॥
কত পাপ করিয়াছি সংখ্যা নাহি তার।
তুমি বিনা কেবা আর করিবে উদ্ধার॥
সকলে আমার প্রতি হয়েছে বিমুখ।
কেবল চাহিয়া নাথ আছি তব মুখ॥
তোমার নিকটে এই করি নিবেদন।
অন্তরে বিরাজ তুমি কর সর্ব্বক্ষণ॥
মানস মন্দিরে তুমি সর্ব্বদাই রও।
অন্তর হইতে যেন অন্তর না হও॥

শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ে অন্তঃপুর মধ্যে উপাসনা কালীন পশ্চাল্লিখিত স্তোত্র পঠিত হয়।

হে পরমেশ্বর আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমারদিগকে তোমার ক্রোড়ে গ্রহণ কর। অদ্যকার দিনে আমরা সকলে মিলিত হইয়া যে সকল সুনির্ম্মল প্রীতি পুষ্পে তোমার অর্চ্চনা করিতেছি, তুমি তাহাও স্নেহের সহিত আদান কর। অনেক দিন পরে সকল ভগিনীরা একত্র হইয়াছি, এস একত্র হইয়াই সকলে পিতার চরণে প্রণিপাত করি, এমন দিন আবার শীঘ্র আসিবে না, কিন্তু এ প্রণয় চিরকালই আমাদের মনে সমান থাকিবে। আমারদের শরীর যদিও দূরে পড়িবে তথাপি মন আমারদের সর্ব্বদাই একত্র আসিয়া মিলিত হইবে। আমাদের এ একই পরিবার, আমারদের মনে বিচ্ছিন্ন ভাব নাই। হে পরমাত্মন্! অদ্য আমরা সকলে একত্র হইয়া যে আনন্দ উপভোগ করিতেছি, তাহা তুমি প্রেরণ করিতেছ। আমরা সকল ভগিনীরা এই একই গৃহে যে সমাগত হইয়াছি এ কেবল তোমাকে দর্শন করিবার জন্য। তুমি এখানে আমারদের মধ্যে আছ, আর আমরা সকলে তোমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছি, সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তোমার অর্চ্চনাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অদ্য যে রূপ প্রীতি ভাবে তোমাকে প্রীতি

অঞ্জলি প্রদান করিতেছি, এই রূপ প্রতিদিনই যেন তোমাতে অর্পণ করিতে পারি, তোমাকে যেন আমারদের কেহই আর বিস্মৃত না হন। অদ্যকার দিবসে আমরা যে রূপ প্রণয় পাশে বদ্ধ আছি, এই রূপ প্রণয় যেন আমারদের মনে চিরকাল বিরাজমান থাকে, আমরা সকলেই তোমার পরিবার। বিবাদ কলহ যেন এ পরিবারে কদাপি প্রবেশ করিতে না পারে, আমরা যেন সকল হইতে তোমাতেই প্রীতি করি, তোমারই কার্য্য সাধন করি, পাপ হইতে যেন নিয়তই দূরে থাকি। হে পরমাত্মন্! আমারদের মনের মলিনতা ও কপটতা দূর করিয়া মনকে পবিত্র কর। আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্ত্রীদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট কর। আমারদিগের ভগিনীদিগের মধ্যে তোমার ধর্ম্মকে উন্নত কর, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি নিগূঢ় শ্রদ্ধা প্রেরণ কর। হে ঈশ্বর! আমার প্রাণ মন হৃদয় সমুদয় তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি তাহারদিগকে পবিত্র করিয়া দেও। তোমার মঙ্গলচ্ছায়াতে আমারদিগকে রক্ষা কর, আমি হৃদয়ের সহিত তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

হে জগদীশ্বর! আমরা যেন নিরন্তর তোমারি প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নবতী হই, যেন তোমাকেই সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সাংসারিক কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করি। তুমি আমারদিগকে সুখী করিবার জন্য অহর্নিশি ব্যস্ত রহিয়াছ কিন্তু আমরা এমনি অকৃতজ্ঞ যে তোমাকে একবারও স্মরণ করি না। যদিও তুমি আমাদিগকে কখন বিস্মৃত হও না, তথাপি আমরা হয়তো সমস্ত দিবসই তোমাকে ভুলিয়া থাকি। হে নাথ! তুমি যেমন আমারদিগকে পিতামাতার ন্যায় লালন পালন করিতেছ, আমরাও যেন সেই প্রকার তোমাকে ভক্তি ও প্রীতি করি, তুমি আমার নিকটে প্রকাশিত হইয়া আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল কর এবং আমার হৃদয়ের মলিন ও কুটিল ভাব সকল দমন করিয়া তাহাতে তোমার সদ্ভাব প্রেরণ কর, আমি যেন তোমার সত্য ও তোমার ধর্ম্মকে কখন পরিত্যাগ না করি, এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেব

ব্রহ্মবাদিনীর প্রার্থনা।

হে মঙ্গল দাতা, জগৎপিতঃ। তুমি আমারদিগের ইহকালের পিতা, পাতা ও সুহৃৎ, ও পরকালের মুক্তি দাতা। তুমি আমাদিগকে ইহকালে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ কি না দিয়াছ, তুমি পরকালে আমারদিগের মুক্তির পথ প্রশস্ত রাখিয়াছ। আমরা মোহ জালে বদ্ধ হইয়া তমসাবৃত ও পাপাসক্ত হইয়াছি এবং তদ্ধেতু তোমার অমৃতময় ধর্ম্মকে পালন করিতে অবহেলা করিতেছি, আমরা বঙ্গবাসী রাশি রাশি স্ত্রীলোক অজ্ঞানে আবৃত হইয়া জীবনাতিপাত করিতেছি। হে নাথ! তুমি আমাদিগের এ অবস্থা কৃপানেত্রে অবলোকন কর, আমরা তোমার কন্যা হইয়া কি এই রূপে জীবন ক্ষেপণ করিব, তোমার পুত্র ব্রাহ্মেরা জ্ঞান ও ধর্ম্মের বল উত্তেজিত করিয়া নিজ নিজ পরিবার মধ্যে তোমার অমৃতময় ধর্ম্ম প্রচার করিতে যেন প্রবৃত্ত হন, তোমার জ্যোতির্ম্ময় আজ্ঞা কত দিনে এদেশের অন্ধকার নাশ করিয়া ধর্ম্মের বল প্রকাশ করিবে। হে কৃপাময়! পাপ তাপ হরণ কর, জ্ঞান, ধর্ম্ম বৃদ্ধি কর, আমরা সকল স্ত্রীলোকে যেন তোমার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে যত্ন করি। হায়! কতদিনে আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া [illegible]

আনন্দ ভোগ করিব, কত দিনে আমরা নিজ নিজ স্বামির সহিত তোমার শরণ লইয়া পাপ হইতে বিরত হইব, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব ও দেশের মঙ্গল সাধন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিব, কতদিনে আমরা এই প্রকার আপনাপন আত্মা পবিত্র করিব। হা? আমরা কি দুর্ভাগিনী, আমরা এক পিতার কন্যা হইয়া মনঃ কল্পিত নানা পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, আমরা সত্যকে প্রাপ্ত না হইয়া অনিত্যতে মগ্ন হইতেছি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে না কিন্তু মনুষ্য তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া তাঁহারি নিয়ম প্রতিক্ষণে লঙ্ঘন করিতেছে। হে বঙ্গ দেশ বাসী ব্রাহ্ম মহাশয়গণ! আপনারা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় স্বীয় পরিবার মধ্যে প্রচার করিতে যত্নের ত্রুটি করিবেন না। আপনারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নিবারণ হেতু নিজ নিজ সাধ্যানুসারে যে প্রকার ব্যগ্রতা পূর্ব্বক সাহায্য প্রদান করিতেছেন, সেই প্রকার যত্ন সহকারে আপনাপন পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে উৎসাহী হউন, আর কাল বিলম্ব করিবেন না। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের দুঃখ নিবারণ জন্য কাল বিলম্ব করিলে যে রূপ অনিষ্টোৎপন্ন হইত, সেই রূপ আপনাদিগের পরিবার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে অবহেলা করিলে সংসারের দুঃখ স্রোত বৃদ্ধি হইবে। হে ব্রাহ্ম মহোদয়গণ! আপনারা যে অমৃত রস পান করিয়াছেন, তাহা কি নিজ নিজ পরিবারদিগকে আস্বাদন করাইতে ইচ্ছা করেন না? আপনারা স্বীয় স্বীয় স্ত্রী ও কন্যাকে স্নেহ করেন, তাহাদিগের সুখে সুখী হয়েন, কিন্তু তাহাদিগকে ধর্ম্মামৃত পানে বঞ্চিত করা কি উচিত হয়?—হে হৃদয়েশ্বর! আমরা কি বাষ্পের ন্যায় পদার্থ হইয়া থাকিব, আমারদিগের জীবন কি শূন্যে আসিয়া শূন্যে গমন করিবেক। আমরা তোমার কন্যা হইয়া তোমাকে কি দেখিতে পাইব না। তোমার ক্রোড় হইতে কি পরিত্যাগ হইয়া রহিব। আমাদিগের এই সময়ে মৃত্যু হইলে আমাদিগের অবস্থা কি হইবে। হে গতিনাথ! আমাদিগের ধর্ম্মের বল বৃদ্ধি কর, জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বলিত কর, আর যেন অপরিশুদ্ধ ভাবের অধীন না হই। হে দয়াময়! তুমি আমাদিগকে তোমার প্রেম ভাবে পূর্ণ কর, এই আমার প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—০—

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার।

২২৭ সংখ্যক পত্রিকার ৫০ পৃষ্ঠার পর।

জীবাত্মার স্বরূপ কি, এবং পরমাত্মার সহিত তাঁহার কি প্রকার সম্বন্ধ, মৃত্যুর পর দেহের সহিত বিচ্ছেদ হইলে জীবাত্মা কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়; পরকালে মনুষ্য আপন কর্ম্ম ফল কি প্রকারে ভোগ করে, এবং কি উপায়ে বা মুক্তি লাভ করে, ধর্ম্ম সংক্রান্ত এই সকল গুরুতর কথা উপনিষদে সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে। অতএব প্রাচীন ঋষিগণ এই সকল বিষয়ে কি প্রকার মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পশ্চাতে আলোচনা করা যাইতেছে।

জীবাত্মা যে শরীর হইতে ভিন্ন, ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, এবং চেতন পদার্থ, তাহা সকল উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে। শরীরের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা জীবাত্মার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, শরীরের রোগেতে তাহা রুগ্ন হয় না, শরীরের ধ্বংসেতে তাহা ধ্বংস হয় না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বাদশ খণ্ডে জীবাত্মার স্বরূপ এবং দেহের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি সহজে ও সুন্দর রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রজাপতি ইন্দ্রকে কহিতেছেন।

মঘবন্ মর্ত্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ॥

হে মঘবন্! এই শরীর কেবল মরণশীল, কিন্তু ইহা অমৃত এবং অশরীরী আত্মার অধিষ্ঠান, আত্মা যখন শরীরস্থ থাকে তখন ইহা প্রিয় এবং অপ্রিয় এই দ্বিবিধ কামনা ধারণ করে, কারণ দেহীদিগের প্রিয় এবং অপ্রিয় উভয় প্রকার বস্তু উপভোগ করিতে হয়। কিন্তু ইহা অশরীরীদিগের পক্ষে নহে।

অশরীরোবায়ুরভ্রং বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি তদ্যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যন্তে॥

বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ বজ্র ইহারা সকলেই অশরীরী। তাহারা এই আকাশ হইতে উত্থিত হয় এবং পরম জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব রূপ ধারণ করে

এবমেবৈষসম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে সউত্তমঃ পুরুষঃ সতত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ। স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং সযথা প্রযোগ্যআচরণে যুক্তএবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণোযুক্তঃ॥

এই প্রকারে মনুষ্য পরম জ্যোতি সহকারে (আত্মজ্ঞান দ্বারা) দেহ হইতে উত্থান করিয়া স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হন। তিনিই তখন নরশ্রেষ্ঠ হন, তিনি তখন আপনাকে শরীরের সহিত নির্লিপ্ত জানিয়া স্বচ্ছন্দে ভোজন ক্রীড়া এবং স্ত্রী পরিজন ও জ্ঞাতিদিগের সংসর্গে আমোদ করেন। যেমন পশু সকল আচরণে নিযুক্ত থাকে সেই রূপ প্রাণ (অর্থাৎ আত্মা) শরীরেতে যুক্ত থাকে।

অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্ণং চক্ষুঃ সচাক্ষুষঃ পুরুষোদর্শনায় চক্ষুরথ যোবেদেদং জিঘ্রাণীতি সআত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যোবেদেদমভিব্যাহরাণীতি সআত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যোবেদেদং শৃণানীতি সআত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রং॥

চক্ষু কোটরস্থ রহিয়াছে এবং তাহা তদিতরস্থ পুরুষকে দেখিবার জন্য হইয়াছে, যে ইচ্ছা করে আমি আঘ্রাণ লইব তাহাই আত্মা, যে বক্তুকাম হইয়া ইচ্ছা করে আমি কহিব তাহাই আত্মা, যে শ্রবণোৎসুক হইয়া ইচ্ছা করে আমি শ্রবণ করিব তাহাই আত্মা।

আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন এবং অলক্ষ্য হইয়াও শারীরিক কার্য্যের দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে লক্ষিত হয় যে সকল কার্য্য আমরা চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ে আরোপ করিয়া থাকি, তৎ সমুদায় আত্মারই কার্য্য। চক্ষু কদাপি দর্শন করে না কিন্তু আত্মা চক্ষুদ্বারা দর্শন করে, কর্ণ কদাপি শ্রবণ করে না কিন্তু আত্মা কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করে। মানসিক প্রবৃত্তি এবং শারীরিক সমুদায় কার্য্যই আত্মা হইতে উৎপন্ন হয়।

সব্রূয়ান্নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতি ন বধেনাস্য হন্যতএতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরমস্মিন্ কামঃ সমাহিতঃ।

ছান্দোগ্য।

তিনি কহিলেন জরাতে আত্মা জীর্ণ হয় না, শরীর হত হইলে আত্মা হত হয় না। আত্মাই ব্রহ্ম পুর, ইহাতে সমস্ত কামনা নিহিত আছে, অপর আত্মার জন্ম নাই মৃত্যুও নাই এবং তাহা নিত্য এই হেতু তাহা ব্রহ্ম বলিয়া পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

অজোনিত্যঃ শাশ্বতোয়ম্পুরাণোন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। অথ যএষসম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতএষআত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি।

ছান্দোগ্য।

যাঁহার এপ্রকার বিশ্বাস আছে তিনি এই শরীর হইতে উত্থান করেন এবং জ্যোতির্ম্ময় নূতন কলেবর ধারণ করেন। এই আত্মাই অমৃত ও অভয় ইহাই ব্রহ্ম।

বাস্তবিক উপনিষদের অনেক স্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন প্রকৃতি সুস্পষ্ট রূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মা যত দিন দেহ পঞ্জর মধ্যে বদ্ধ থাকে, তত দিন সে আপনার প্রকৃতি জানিতে পারে না কিন্তু জ্ঞানোদয় হইবামাত্র তাহার দেহ মুক্ত হইয়া ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীর পরস্পর আত্মার প্রকৃতি বিষয়ক যে কথোপকথন উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালপ্রচলিত মত স্পষ্ট রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে কহিলেন, আমি এক্ষণে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিবার মানস করিয়াছি, অতএব আমার সমস্ত সম্পত্তি তুমি আপন সপত্নী কাত্যায়নীর সহিত বিভাগ করিয়া লও। ধর্ম্ম পরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,

যন্নু মইয়ং ভোগাঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ স্যান্বহং তেনামৃতা। অহো নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোযথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেতি।

ভগবন্! যদি এই ধন পূর্ণ বিস্তীর্ণ পৃথিবী আমার হয়, তাহা হইলে কি আমি তদ্দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তর করিলেন, কদাচ নহে, তাহাতে তোমার জীবন ঐশ্বর্য্যশালীদিগের ন্যায় কেবল ঐশ্বর্য্য বিশিষ্ট হইবেক, কিন্তু ধন দ্বারা অমৃতত্বের আশা করা যায় না। পরে মৈত্রেয়ী কহিলেন,যাহার দ্বারা আমি অমৃতা হইতে পারিব না,তাহা লইয়া কি হইবেক। অতএব হে ভগবন্! আমাকে অমৃতত্ব পাইবার উপায় শিক্ষা দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক পত্নীকে মোক্ষের উপায় কহিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে আত্মার স্বরূপ,ব্রহ্মের সহিত আত্মার নির্ব্বিশেষ ভাব, তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

অপর তিনি কহিলেন, এক খণ্ড সৈন্ধব লবণ যেমন জলের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহা অদৃশ্য হইয়া যায় কিন্তু কেবল তাহার লবণ রস জলেতে অনুভব হয়, সেই রূপ এই আত্মা সমুদায় ভূতের সহিত সংমিলিত হইয়া রহিয়াছে, কেবল জ্ঞান দ্বারাই তাহাকে জানা যায়, মৃত্যুর পর আত্মার সংজ্ঞা থাকে না। মৈত্রেয়ী কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে বিস্ময় যুক্ত করিতেছেন; মৃত্যুর পর সংজ্ঞা থাকিবেক না, একথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরইতরং পশ্যতি তদিতরইতরং জিঘ্রতি তদিতরইতরং রসয়তে তদিতরইতরমভিবদতি তদিতরইতরং শৃণোতি তদিতরইতরং মনুতে তদিতরইতরং স্পৃশতি তদিতরইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ ইত্যাদি।

যেখানে দ্বৈত ভাব থাকে সেখানেই এক অপরকে দেখে, এক অপরের আঘ্রাণ লয়, এক অপরের রসাস্বাদন করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, শ্রবণ করে, মনন

করে, স্পর্শ করে, অথবা জানে, কিন্তু যে স্থলে সকলই আত্মময় হয় সেখানে কি প্রকারে এক অপরকে দেখিবেক শুনিবেক ও মনন করিবেক।

এই প্রকারে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় ভার্য্যাকে আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ প্রকৃতি বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

অপরাপর উপনিষদেও এই প্রকার মত স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং। সযোহ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

মুণ্ডকোপনিষৎ।

যেমন নদী সকল বহমান হইয়া নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ নাম রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া দ্যোতনবান পরাৎপর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যিনি পরব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হন।

অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদোবিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ। তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ এবমাত্মানি গৃহ্যতেহসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোহনুপশ্যতি।

শ্বেতাশ্বতর।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিয়া যোনি মুক্ত হন এবং ব্রহ্মেতে লীন হন। যেমন তিলেতে তৈল, দধিতে ঘৃত, স্রোতেতে জল, এবং অরণীতে অগ্নি বিলুপ্ত হয় তদ্রূপ যিনি সত্যের দ্বারা এবং তপস্যা দ্বারা পরমাত্মাকে দেখিতে পান। তিনি সেই পরমাত্মাতে প্রবেশ করেন।

এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি সইদং সর্ব্বং ভবতি তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে।

যিনি আপনাকে ব্রহ্ম রূপে জানিয়াছেন তিনি এই সমুদায়েরই স্বরূপ হয়েন, তাঁহাকে না দেবতা না জীবগণ শাসন করিতে সক্ষম হয়।

ও পরমাত্মা যে একই বস্তু এবং পরিশেষে যে উভয়েই সংমিলিত হইবেক এপ্রকার মত বহুকালাবধি আমাদের হিন্দু সমাজ মধ্যে অতিশয় প্রশস্ত রূপে প্রচলিত আছে। কিন্তু এপ্রকার মত যে কি রূপে উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। হিন্দু সমাজের অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তর্কের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র কারেরা তর্ক তরঙ্গেতেই কৌতূহল প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা জানুন বা নাই জানুন্ সকল বিষয়েরই সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা করিতেন। এই প্রকারে তাঁহারা অতি গুরুতর বিষয়েতেও নিতান্ত কাল্পনিক ও অতিশয় ভয়ানক মত সকল প্রচার করিয়াগিয়াছেন। অদ্বৈত বাদ সর্ব্বাগ্রে উপনিষদেই উদ্ভাবিত হয়, কারণ বেদের সংহিতা বা ব্রাহ্মণ খণ্ডে এ প্রকার মতের অঙ্কুর মাত্রও দেখা যায় না। বাস্তবিক যখন উপনিষদ্ সকল রচিত হয়, তখন ভয়ানক তর্ক ও বিচার ও নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানের সময় ছিল; এবং সেই তর্ক রূপ সাগর মন্থনে অমৃত ও গরল উভয়ই উত্থিত হইয়াছিল। পরে বেদান্ত দর্শনে উক্ত অদ্বৈতমত সম্পূর্ণ রূপে পরিণত হইয়া হিন্দু সমাজকে একটি ভয়ানক দুশ্ছেদ্য ভ্রমজালে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু এই মত যে কি ভয়ানক এবং ইহার অন্তর্গত কত দূর যে নাস্তিকতার প্রভাব রহিয়াছে তাহা অনেকেই অনুধাবন করেন না। সৃষ্ট ও স্রষ্টার প্রজা ও শাসনকর্তার অভিন্ন ভাব হইলে কদাপি ন্যায় অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ থাকিতে পারে না। অহং ব্রহ্মাস্মীতি এই বাক্যে যিনি বিশ্বাস করিলেন, তিনি আর কখন আপনাকে কাহারও শাসনাধীন জ্ঞান করিয়া

ধর্ম্ম ভীত হইতে পারেন না। মনুষ্যের কি অহঙ্কার, আপনি নিতান্ত দুর্ব্বল ও সামান্য কীট হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার সমান হইতে চাহে; পাপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াও সেই অপাপবিদ্ধ পবিত্র স্বরূপের সহিত আপনাকে তুলনা করে।

উপনিষদের মতে দেহ রূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার প্রকৃত মোক্ষাবস্থা। মুক্তি দুই প্রকার; এক নির্ব্বাণ মুক্তি, তদ্দারা জীব একেবারে ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়। আর এক সকাম মুক্তি, তদ্দারা মনুষ্য এই মৃত্যুর পর পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং আপনার কর্ম্ম ফল ভোগ করে। কিন্তু এপ্রকার অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় না; কর্ম্ম ফল নিঃশেষিত হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া শরীর পরিগ্রহ করিতে হয়। এই রূপে মনুষ্যের যোনিভ্রমণ হইয়া থাকে।

যাঁহারা ইহ লোকে সাধু ও সৎক্রিয়ান্বিত হন, তাঁহারা দেহ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু যাহারা দুশ্চরিত্র পাপাচারী তাহারা স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দোষে পুনরায় মনুষ্য হইয়া জন্ম-গ্রহণ করে এবং কেহ কেহ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি নীচ যোনিও প্রাপ্ত হয়।

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং।

কেহ কেহ শরীর পরিগ্রহার্থ যোনি প্রবেশ করে, কেহ জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়।

জ্ঞানই মুক্তির এক মাত্র উপায়। 'আত্মাকে জানা এবং ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হওয়াই জীবনের সার কর্ম্ম বলিয়া পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো-নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং।

হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে দেখিবেক, তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিবেক, মনন করিবেক, তাঁহাকে ধ্যান করিবেক। আত্মা দৃষ্ট শ্রুত মত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমুদয়ই জানা যায়।

অপর জ্ঞান ও কর্ম্ম, চিন্তা ও অনুষ্ঠান, ইহাদের মধ্যে জ্ঞান ও চিন্তাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মের ফল

সুতরাং তাহা নিকৃষ্ট। কিন্তু আত্মা ও ব্রহ্ম বিষয়ক আলোচনা এবং তপস্যা ও ধ্যান এই সকলই মুক্তির প্রকৃত ও প্রশস্ত উপায়।

এ প্রকার নির্ব্বাণ মুক্তির ভাব বেদের পূর্ব্বভাগ সংহিতা খণ্ডে দৃষ্ট হয় না। সংহিতা মধ্যে ঋষিগণের যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে মহা প্রতাপশালী বীর্য্যবন্ত কর্ম্ম ক্ষম ও রণ দক্ষ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা কদাপি নিষ্কাম হইয়া নির্জ্জনে তপস্যা করিতেন না, সংসার ত্যাগ করিয়া বন গমন পূর্ব্বক কেবল আত্মার প্রকৃতি ও ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণার্থ অবিরত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন না, এবং পরিশেষে নির্ব্বাণ মুক্তির কামনাও করিতেন না। তাঁহারা দীর্ঘায়ুর নিমিত্তে, বলের নিমিত্তে, শত্রুজয় করিবার নিমিত্তে, ধন ধান্য গো অশ্বাদি পাইবার নিমিত্তে, দেবতাগণের আরাধনা করিতেন এবং যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিতেন। যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহাদের দৃষ্টিতে মহাবল দায়ক ছিল, কিন্তু উপনিষদে যজ্ঞ হোমাদি মুক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহারা বহুকাল কঠোর তপস্যা ও যাগ যজ্ঞ করে, তাহাদেরও সেই যজ্ঞের ফল অস্থায়ী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক নির্ব্বাণ মুক্তির

ভাব এবং সাংসারিক ক্রিয়া কলাপের প্রতি বিরাগ কদাপি জন সমাজের শৈশবাবস্থায় উদ্‌ভাবিত হইতে পারে না। তর্ক শাস্ত্রের প্রাচুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল মত উত্থাপিত হইয়াছিল এবং পরিশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক শাক্য মুনি কর্তৃক উক্ত মত সম্পূর্ণ রূপে পরিণত ও অতি বিস্তীর্ণ রূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

বেদের মতে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ইহ লোক হইতে অপসৃত হইয়া উন্নত লোক প্রাপ্ত হন এবং জ্যোতির্ম্ময় কলেবর ধারণ করেন। সেই সকল উন্নত পুণ্য লোকের নাম স্বর্গ। যাঁহারা স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা সকল কামনা উপভোগ করেন।

সএবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদূর্দ্ধউৎক্রম্যা-মুষ্মিন্ স্বর্গে লোকে সর্ব্বান্ কামানাপ্ত্বাঽমৃতঃ সমভবৎ সমভবৎ।

সাধু ব্যক্তি এই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া শরীর ভেদ হইলে পর ঊর্দ্ধ গমন করেন এবং স্বর্গ লোকে সকল কামনা প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন

স্বর্গ লোক একটি নহে, অসংখ্য স্বর্গ একাদি ক্রমে উত্থিত হইয়াছে ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ ক্রমে এক স্বর্গ লোক হইতে তদপেক্ষা উচ্চতর স্বর্গ প্রাপ্ত হন এবং পরিশেষে ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের আর পুনর্ব্বার পতন শঙ্কা থাকে না, পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া শরীর গ্রহণ করিতে হয় না।

তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ। ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে।

অপর যাহারা অজ্ঞান ও পাপাচারী হয়, তাহারা ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া দুঃখ পূর্ণ অন্ধ তমসাবৃত লোকে প্রেরিত হয়।

অনন্দা নাম তে লোকাঅন্ধেন তমসাবৃতাঃ তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি অবিদ্বাংসোঽবুধোজনাঃ।

ইহ জীবনে সদসৎ কর্ম্মানুসারে মৃত্যুর পর মনুষ্য উত্তম ও অধম লোক প্রাপ্ত হয়, সাধু ব্যক্তি স্বীয় পুণ্য ফল উপভোগ করেন এবং অসাধু ব্যক্তি স্বীয় পাপাচরণ জনিত ঘোরতর ক্লেশে পতিত হয়, এই সত্যটি সামান্যত সকল শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয়, ইহা আমাদের স্বভাব সিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়। যে জাতি যে প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, সকলেই ইহা স্বীকার করেন যে পরকালে পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের শাস্তি অবশ্যই হইবেক। এই গুরুতর সত্য আমাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল স্বরূপ।

সময়ের সদ্ব্যয়।

কোন প্রাচীন কবি পৃথিবীর দুরবস্থার প্রতি আক্ষেপোক্তি করিয়া কহিয়াছিলেন যে এই সুবিস্তীর্ণ ধরাতল, যাহার প্রশস্তত বিষয়ে আমরা এত অধিক গৌরব করিয়া থাকি, তাহা বস্তুত অতি সঙ্কীর্ণ স্থান। তাহার ত্রিপাদ তো গভীর সমুদ্র গর্ভে মগ্ন রহিয়াছে, অবশিষ্ট যে স্বল্প ভূমি আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত শ্রেণী, ভয়ানক দুর্গম নিবিড় অরণ্য, অনতিক্রম্য জন শূন্য মরু দেশ, হিম ক্লিষ্ট তুষার ভূমি, এই সমুদায়েতেই পরিপূর্ণ, অতএব মনুষ্যের বাস ও উপভোগের নিমিত্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার পরিসর অবশ্যই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। ধরাতলের অবস্থা সংক্রান্ত উক্ত কবি যাহা কহিয়াছেন, তাঁহার উপমা মানব জীবনের সহিত সম্পূর্ণ সংলগ্ন হইতেছে [illegible] আমাদের যে অংশটি [illegible] [illegible] তাহার

বিহার বিশ্রামেতে যাহা প্রদত্ত হয়, লৌকিক রক্ষার্থ যাহা ক্ষেপণ করা যায়, রোগ ও শারীরিক গ্লানিতে যাহা গত হয়, অজ্ঞানাবস্থায় যাহা নিঃশব্দে চলিয়া যায়—যদি এই সমস্ত আমাদের ক্ষুদ্র জীবন হইতে কর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলেই অনায়াসে দেখিতে পাইব, আমরা যে টুকু সময়কে আমাদের প্রকৃত রূপে নিজস্ব বলিয়া গণনা করিতে পারি, তাহা কেমন স্বল্প, এবং এই স্বল্প কাল যাহা আমাদের আয়ত্বাধীন আছে, তাহার কতখানি শুদ্ধ জীবনোপায় চিন্তনে গত হয়, ভবিষ্যৎ সুখ স্বচ্ছন্দতা ও উন্নতি লাভের সোপান প্রস্তুত করিতেই কাটিয়া যায়, বিফল প্রযত্নে অতিবাহিত হয়। অতএব জ্ঞানোপার্জ্জনার্থে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্তে মনুষ্যত্ব সম্পাদনার্থে অত্যল্প সময়ই আমাদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, সুতরাং এই দুর্লভ সময়-রত্নের এক দণ্ড মাত্রও উপযুক্ত বিনিময় ব্যতীত কদাপি ব্যয় করা বিধেয় হইতে পারে না। বস্তুত ধরাতল মধ্যস্থ যে অংশ মনুষ্যের বাসোপযোগী তাহা সমস্ত পৃথিবীর তুলনায় নিতান্ত অপ্রশস্ত হইলেও যেমন তাহা সমুদয় মনুষ্যের প্রয়োজনীয় অজস্র ধন ধান্য রত্ন প্রচুর রূপে প্রসব করিয়া আমাদের সমুদায় অভাব এক কালে মোচন করিতেছে, তদ্রূপ আমাদের জীবন নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তিতে আচ্ছন্ন থাকিলে সুতরাং তদ্দ্বারা আমাদের প্রকৃত কার্য্যের সময় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও তাহাতে ইহলোকের উপযোগী জ্ঞান ধর্ম্ম সদনুষ্ঠান সমুদায়ই সুসিদ্ধ হইতে পারে। কেবল যত্নের অপেক্ষা করে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের আবশ্যক করে। জগতের সকল বস্তু ও সকল কার্য্যেতেই প্রকৃতির মিতাচার সুস্পষ্ট-রূপে প্রকাশ হয়, যেখানে যে পরিমাণে অভাব, সেখানে সেই পরিমাণে তাহা মোচন হইয়া থাকে। প্রাণিগণের আহারার্থে যে পরিমাণে শস্য আবশ্যক, পৃথিবী তাহাই উৎপাদন করিতেছে, যে পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন, সেই পরিমাণেই সূর্য্য আমাদের প্রতি কিরণ বিতরণ করিতেছে, অভাবের অতিরেক অনর্থক কোন বস্তুই প্রদত্ত হয় না। আমাদের জ্ঞান শিক্ষা ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থে যে সময় আবশ্যক, তাহাই কেবল আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ঈশ্বর আমাদের ইহ জীবনের এক নিমেষ কাল ও অপব্যয় করিতে দেন নাই। কিন্তু সময়ের প্রকৃত মূল্য অনেকে না জানিয়া তাহাকে বৃথা ক্ষেপণ করে; অনেকে সৎকর্ম্মানুরাগী হইয়াও সময়ের অল্পতা স্মরণ না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অনুকূল অবকাশের নিমিত্ত অপেক্ষা করেন, কিন্তু সে অবকাশ হয় তো কদাপি উপস্থিত হয় না; অনেকে মনুষ্যের দুর্ব্বলতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপনার ক্ষমতার উপর সকল কার্য্যই নির্ভর করিয়া সময়ের প্রতি উপেক্ষা করেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্য কেবল বাক্যেতেই পর্য্যবসিত হয়, তাঁহাদের সৎকীর্ত্তি কেবল সংকল্পেই রহিয়া যায়। যে সকল ভাগ্যবান্ বিখ্যাত পুরুষ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন সমাজের উন্নতির নিমিত্ত অতিশয় দুরূহ মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবেক যে সময়ের সদ্ব্যবহার তাঁহাদের সিদ্ধির পক্ষে বিশেষ রূপ অনুকূল হইয়াছিল। শুদ্ধ স্বাভাবিক শক্তি থাকিলে কি হইবেক, যদি তাহা উপযুক্ত সময়ে পরিচালিত না হয়। সুনিপুণ নাবিক হইলে কি হইবে, যদি সে স্রোতকে অবহেলা করে।

আমরা স্বভাবতঃ এবং অভ্যাস হেতু

কোন প্রকাণ্ড বস্তুকে এক কালে মনোমধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ একে একে পরীক্ষা করিয়া সমুদায়ের উপলব্ধি করিতে পারি, এবং নিতান্ত ক্ষুদ্র বস্তু হইলে অনেক গুলির সমষ্টি দ্বারাই তাহা আমাদের জ্ঞান গোচর হয়। অতিশয় বিস্তীর্ণ দেশের পরিমাণ আমরা খণ্ড খণ্ড করিয়া অবধারণ করি। অপর পদার্থ সমূহের পরমাণু কদাপি আমরা দেখিতে পাই না কিন্তু সেই পরমাণু সমূহের সমষ্টিতে যে সকল স্থূল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়, সময়ের বিষয়েও তদ্রূপ, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিমেষের সমষ্টি ঘণ্টা দিবস মাস পক্ষ বৎসর ইত্যাদিগকেই উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু নিমেষ সকল অল্পে অল্পে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যে গত হইতেছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না।

আমাদের প্রাচীন নীতিবেত্তাগণ কহিয়াগিয়াছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যয়েতেই ধন ক্ষয়ের সম্পূর্ণ আশঙ্কা। কারণ প্রত্যেক ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিতে গেলে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করি, সুতরাং তাহাতে আপাতত কোন ক্ষতির আশঙ্কা হয় না। কিন্তু এই রূপ অল্পে অল্পে কিছু কাল ব্যয় করিলে তাহার সমষ্টি গুরুতর হইয়া উঠে। আমাদের জীবনেরও অপব্যয় এই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ের অবহেলাতেই হইয়া থাকে। বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের জীবন কতিপয় মুহূর্ত্তের সমষ্টি মাত্র। আমরা সকলেই জীবনকে অতিশয় যত্নের ধন ও মহামূল্য বলিয়া পরিগণিত করি কিন্তু যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়ের সংকলনে তাহা সংরচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রতি কিছু মাত্র যত্ন করি না। আমরা ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিয়া বর্ত্তমানকে অক্লেশে অবহেলায় ক্ষেপণ করি। কিন্তু যাহা বর্ত্তমান তাহা এককালে ভবিষ্যৎ ছিল এবং যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে আছে তাহাও বর্ত্তমান হইবেক। বাস্তবিক সময়ের অপব্যয় অল্পে অল্পেই হয় তাহা আমরা আপাতত অনুভব করিতে পারি না। যখন বর্ত্তমান কাল নির্ব্বিঘ্নে গত হয়, তখন তাহার সদ্ব্যয় কি অপব্যয় কিছুই চিন্তা করি না কিন্তু কাল বিলম্বে যখন আমরা জীবনের গত ভাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন একেবারে বিস্ময় চিত্ত হইয়া আমাদের গত জীবনের শূন্যতা দেখিতে পাই, তখন মনে করি যে এত সময় কিরূপে অনর্থক চলিয়া গেল, তখনই আমরা সময়ের কেমন অপব্যয় করিয়াছি তাহা দেখিয়া বিষাদে মগ্ন হই, কিন্তু তখন আর গতানুশোচনা কোন কার্য্যেরই হয় না, তখন আমাদের জীবন উত্তপ্ত বালুময় মরুভূমির ন্যায় কেবল চক্ষুর পীড়া দায়ক হয়। অতএব যিনি স্বীয় জীবনের প্রতি সন্তোষের সহিত দেখিতে চাহেন তিনি প্রত্যেক নিমেষের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, সময় জলের ন্যায় অত্যল্প ছিদ্র পাইলেই অল্পে অল্পে অনর্থক গত হইয়া যায়।

সময় নাই, অবকাশ নাই, এই প্রকার আক্ষেপোক্তি কেবল আলস্যের অনুমোদিত। যাহারা এই রূপ স্তোক বাক্য দ্বারা আপনাদের আচরণকে নিন্দা হইতে রক্ষা করিতে যায়, তাহারা প্রশস্ত সময় পাইলেও যে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ করিবে তাহা নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। যাঁহারা যথার্থ কর্ম্মিষ্ঠ তাঁহারা কদাপি সময়াভাব বলিয়া কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না। এক জন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি বিবিধ কার্য্যেতে যুগপৎ প্রবৃত্ত থাকেন এবং এপ্রকার সুকৌশলে

আপনার সময়কে ব্যবহার করেন যে অনায়াসে সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ করিতে পারেন। আমাদের প্রাত্যহিক নিয়মিত কার্য্যের পর যে সকল অল্প অল্প অবকাশ থাকে, তাহাতে আমরা প্রায় অবহেলা করিয়া থাকি কিন্তু তাহা উপযুক্ত রূপে প্রয়োগ করিলে অশেষ ফল উৎপাদন করিতে পারে। রুম নগরের অধীশ্বর অতুলপ্রতাপশালী সীজর শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধের সময় যখন বিদেশে গিয়া শিবির মধ্যে বাস করিতেন, তখন সমর সংক্রান্ত ব্যাপারে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়াও অবকাশ কালে গ্রহ নক্ষত্রদিগের গতি বিধি সন্দর্শন করিতেন, এবং জ্যোতিঃশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। সুবিখ্যাত নেপোলিয়ান রাজ্য শাসন কার্য্যে অহর্নিশ অবিশ্রান্ত নিযুক্ত থাকিয়াও দুরূহ গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে অবকাশ পাইতেন। বাস্তবিক যিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত অবকাশ অনুসন্ধান করেন, তাঁহার অবকাশ অবশ্যই আইসে; সময় আমাদের সম্পত্তি, এই সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য জানিয়া তাহাকে সদ্ব্যবহার করিলে মহান্ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলম্ব করাই সময় নষ্টের মূল; অদ্য নয় কল্য হইবেক এই অলস বাক্যকে পরিহার করিবেক। যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে কাল বিলম্বের অপেক্ষা করে না। এই স্থলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ সর উইলিএম জোন্স এবং বিনীত প্রকৃতি উদার চিত্ত শ্রমবিলাসী জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেবের কথা মনে হইতেছে। সময়ের সদ্ব্যয়ে মনুষ্য কি পর্য্যন্ত ফল লাভ করিতে পারে, এই মহাত্মাদিগের জীবনই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অপর এই স্থলে দেশ বিদেশ পরিচিত সর্ব্ব বিদ্যা পারদর্শী ডাক্তর হাম্বোল্ট সাহেবের একটি উপাখ্যান প্রকটন করা যাইতেছে, তদ্দ্বারা উক্ত সুপণ্ডিতের কি প্রকার সময়ের প্রতি যত্ন ছিল, এবং চিরজীবন তিনি কি রূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিতেন, তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক। হাম্বোল্ট সাহেবের কোন বিদ্যাবান্ বন্ধু উক্ত বৃত্তান্ত এই রূপ কহিয়াছেন। "আমি একদা ডাক্তর হাম্বোল্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম তিনি অনন্যমনা ও রাশীকৃত লেখা কাগজে পরিবৃত হইয়া বসিয়া লিখিতেছেন, আমি ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে তিনি স্নিগ্ধ ভাবে কহিলেন ভাই আমি পৃথিবী বিষয়ক * শেষ গ্রন্থ খানি সায় করিবার জন্য ব্যস্ত আছি এবং আমি নিরবচ্ছিন্ন ১৬ ঘণ্টা এই ভাবে বসিয়া রচনা করিতেছি। আমি এই কথা শুনিয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইলাম। যৌবন কালে আমি কখন কখন দ্বাদশ ঘণ্টা কাল অনবরত অধ্যয়ন করিতাম বলিয়া লোকের নিকট তজ্জন্য গর্ব্ব করিয়া থাকি কিন্তু একণে অশীতি বর্ষ বয়সে এবং নানাবিধ সাতিশয় শ্রম সাধ্য কার্য্যের ভারে গুরু ভারাক্রান্ত হাম্বোল্ট সাহেবের ভয়ানক পরিশ্রমের উদাহরণ প্রত্যক্ষ করিয়া লজ্জিত ও আশ্চর্য্য হইলাম।"

—০—

ইতিহাস সংগ্রহ।

বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক ও পুরাবৃত্ত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত সুপ্রণালীবদ্ধ বৃত্তান্ত অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বঙ্গ ভূমির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কি প্রকার প্রাকৃতিক অবস্থা, তথায় মনুষ্যের কি প্রকার বসতি ও সঞ্চার, তথাকার জন সমাজ-

* Cosmos.

কত দূর সভ্যতার মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে, বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রচার কি পরিমাণে হইতেছে, অপর তথায় বাণিজ্যের অবস্থা কি রূপ এবং কি কি প্রকার শিল্প প্রচলিত আছে, পুরাকালে তাহা কত দূর সমৃদ্ধ-শালী ছিল ও তথায় কি কি বিখ্যাত ঘটনা ও মহদ্ব্যাপার সকল হইয়া গিয়াছে—এই সমস্ত বিবরণ অবশ্যই আমাদের শুশ্রূষণীয় ও প্রয়োজনীয়, সুতরাং জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সকল বিষয়ে আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণের বিশেষত বিদ্যানুরাগী নব্য সম্প্রদায়ের নিতান্ত অনভিজ্ঞতা ও উপেক্ষা দেখা যায়।

আমাদের এক্ষণকার সদ্বিদ্যাশালী ব্যক্তিগণ অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রমের সহিত ইঙ্গলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত তন্ন তন্ন করিয়া অধ্যয়ন ও শিক্ষা করেন কিন্তু তাঁহাদের বীরভূম অথবা বাঁকুড়া জেলার কোন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কিছুই বলিতে পারিবেন না। তাঁহারা আফ্রিকার মধ্যস্থ কোন সামান্য প্রদেশের নাম স্মরণ করিয়া রাখেন কিন্তু তাঁহাদের বাসস্থানের দশ ক্রোশ দূরে যে সকল গ্রাম আছে, তাহার হয় তো নামও শ্রবণ করেন নাই। বাস্তবিক এই রূপ স্বদেশ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা কেবল জানিবার অনিচ্ছাতে হইয়াছে এমত নহে কিন্তু জানিবার উপায় ও সুবিধাও নাই। কি প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, কি পুরাবৃত্তের বিবরণ, কি সামাজিক পরিবর্ত্তন, সকল বিষয়েই এতদ্দেশের প্রয়োজনীয় হিতকর জ্ঞান গর্ভ ইতিহাস ও মনোহর বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

এই বঙ্গভূমি কত কত রাজার গৌরবাস্পদ ও পতন স্থান হইয়াছে। সেই সকল নরপতিদিগের রচিত কত সুবিস্তীর্ণ পুর ও নগর এক্ষণে কালের করাল কবলে পতিত হইয়া অরণ্যময় হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহারদের নশ্বর কীর্ত্তির নশ্বর চিহ্ন স্বরূপ রহিয়াছে। মুসলমানদিগের কত অত্যাচার ইহা সহ্য করিয়াছে, বর্গিদিগের কত ভয়ানক উৎপাত ইহার উপর দিয়া চলিয়াগিয়াছে, এবং তাহাদের নৃশংস আচরণের কথা অদ্যাপি অস্ফুটবাক্ শিশুগণের কোমল কর্ণ বিবরে প্রবেশ করিতেছে(১)। কিন্তু এই সকল বিষয়ের কতিপয় অসংবদ্ধ অমূলক উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই প্রচার নাই। রাজমহল, গৌড়, ঢাকা, মালদহ, এই সকল নগর যদিও এক্ষণে হীনপ্রভ হইয়াগিয়াছে কিন্তু এক কালে ইহারা মহা সমৃদ্ধশালী ছিল এবং অদ্যাপি এই সকল নগরে বিস্তর প্রাচীন কীর্ত্তি সকল বিদ্যমান আছে, তাহাদের বিবরণ অবশ্যই শ্রোত্রপেয় হইতে পারে। অন্য কথা দূরে থাকুক আমাদের দক্ষিণস্থ সুন্দরবন যাহা আমরা এক্ষণে বন্য ব্যাঘ্রাদির আবাস বলিয়া জানি, তাহা হইতে প্রাচীন নগরের ও অট্টালিকার চিহ্ন সকল জঙ্গল পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহার কিছুই বলিতে পারি না। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাকৃতিক ভূগোল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার কথা বাঙ্গলা-অনুবাদ-সমাজে প্রস্তাবিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিবিধ কারণে অদ্যাপি কার্য্যেতে পরিণত হয় নাই। কিন্তু এবিষয়ের প্রতি আর উপেক্ষা করা বিধেয় নহে। অতএব আমরা "ইতিহাস সংগ্রহ" এই শিরোনামের অন্তর্গত বঙ্গদেশের ভিন্ন

(১) আমাদের রমণীগণ শিশুদিগের নিদ্রাকর্ষণ করাইবার জন্য এই শ্লোকটি কোমল মধুর স্বরে বলিয়া থাকেন। ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গি এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে॥

ভিন্ন স্থানের পুরাবৃত্ত, ভুগোল বৃত্তান্ত, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা বিবরণ প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি। কিন্তু এই গুরুতর কার্য্য এক জনের আয়াস ও যত্নে সুসিদ্ধ হওয়া সুকঠিন। এবিষয়ে আমাদের বিদ্যানুরাগী সহৃদয় ব্যক্তিদিগের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহারা এতদ্দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কর্ম্মোদ্দেশে অথবা অন্য কোন কারণে বহু দিন বাস করিয়াছেন এবং তথাকার প্রাকৃতিক, সামাজিক ও পুরাবৃত্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি শ্রম স্বীকার করিয়া সেই সকল প্রদেশের ইতিহাস বিবরণ এবং প্রচলিত জন শ্রুতি সকল লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের নিকট পাঠান, তাহা হইলে একটি প্রকৃত কার্য্য হইতে পারে। সকলে এপ্রকার যত্ন করিলে বঙ্গদেশের ইতিহাস সংকলনে বিশেষ আনুকূল্য করা হইবেক।

এক্ষণে আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক আমাদের কোন বন্ধু কর্ত্তৃক প্রেরিত হিজলী জেলার একটি উৎকৃষ্ট এবং সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত সাদরে প্রকটন করিতেছি।

হিজলীর বৃত্তান্ত।

আমাদিগের প্রস্তাবে হিজলীর নাম দেখিয়া পাঠকবর্গ আপাততঃ মনে করিতে পারেন, এত দেশ থাকিতে লোণা হিজলীর বৃত্তান্ত লিখিতে আমাদিগের কেন প্রবৃত্তি জন্মিল। বঙ্গদেশে হুগলী, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া প্রভৃতি উত্তম উত্তম স্থান অনেক আছে, আর্য্যাবর্ত্তে বারাণসী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, প্রভৃতি অনেক চিরপ্রসিদ্ধ পবিত্র ধাম আছে, সে সকল স্থানের বর্ণনা না করিয়া বঙ্গদেশের নিন্দার বিষয় হিজলী পরগণার বর্ণনাতে কেন রত হইলাম। উপরোক্ত স্থান সকল অতি উৎকৃষ্ট ও সুগম বলিয়া অনেকে তথায় যাইয়া থাকেন, যাহারা না যায়, তাহারাও অন্যের নিকট সে সকল সম্বন্ধে সম্যক্ পরিচয় পাইবার অভিলাষ করিলে পাইতে পারে, সে সকল স্থানে বাণিজ্য ব্যবসায়ী অথবা কৃষী সাহেব দিগের যাতায়াত ও বসতি থাকাতে তথাকার সমাচার সম্বাদপত্রে বিশিষ্ট রূপে বর্ণিত হয়। কিন্তু হিজলীতে অত্যল্প লোকেরই যাতায়াত আছে, সুতরাং তাহার বিবরণ সামান্যত অত্যল্পই জ্ঞাত আছে। অতএব কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী বিপুল শস্য ও লবণ উৎপাদক অথচ বিশিষ্ট রূপে নিন্দিত হিজলী খণ্ডের বর্ণনা করা আমাদিগের পক্ষে অসঙ্গত হইবে না।

হিজলী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী। হিজলীর মধ্যে কাঁথি নামে যে এক প্রধান স্থান আছে তাহা কলিকাতা হইতে ৪৫ ক্রোশ দুর। কলিকাতা হইতে হিজলী যাইতে হইলে নৌকা যোগে ভাগিরথী দিয়া সাগর সঙ্গমে পড়িতে হয়। সেখান হইতে পশ্চিম দক্ষিণাভিমুখে পার হইলেই হিজলীতে উপস্থিত হওয়া যায়। বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালে বায়ু অত্যন্ত প্রবল থাকাতে নদী বিশেষতঃ সাগর সঙ্গমভাগে অতিশয় ভয়ানক হয় ও বর্ষা কালে বায়ু প্রবল ও জল স্রোত বৃদ্ধি জন্য নৌকা যোগে হিজলী যাওয়া কিছু শঙ্কটের বিষয়, এই নিমিত্ত শীত কালেই হিজলীতে যাইবার উত্তম সুবিধা। স্থল পথে যাইতে হইলে মুড়াগাছা পরগণার ভিতরদিয়া গমন পূর্ব্বক কুকড়া হাটীতে হুগলী নদী পার হইয়া যাইতে হয়, তৎপরে বনল ঘাটা নামক স্থানে হলদী নদী পার হইলেই পরপারে হিজলী।

আমাদিগের এতদ্দেশীয় ধান্য ব্যবসায়ীরা ও অনেক দেশ দেশান্তরের প্রধান লবণ বণিকেরা হিজলী নামের বিশেষ পরিচয় রাখেন। মানচিত্রে (১) দেখিতে পাইবেন হিজলীর উত্তর সীমা দোরো দুমনা, মহিষাদল ও কেনিয়াঘাই নদী; পশ্চিম সীমা সুবর্ণরেখা; দক্ষিণ সীমা সাগর; পূর্ব্ব সীমা হলদী নদী ও সাগর সঙ্গম। হিজলীর উত্তর দক্ষিণ আয়তন ১৮ ক্রোশ, পূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তার ১৯ ক্রোশ। ইহার ২৫০ বর্গ ক্রোশ বিস্তার ও বসতি ন্যূনাধিক দুইলক্ষ।

হিজলী খণ্ড নিম্ন লিখিত পরগণা সমূহে বিভক্ত, যথা, আমীরাবাদ, আরঙ্গ নগর, বিহারিমুটা, বাইন্দাবাজার, বগ্রাই, বালিঘোড়, বীরকুল, দত্তকুরাই, দক্ষিণমাল, দুরুদমন, ইরিঞ্চি, গুমগড়, গোমাই, জলামুটা, কলিন্দিবালসাই, কসবা, খালসা, বগ্রাই, খাড়ুগোমস, কিস্মত্ পত্তাশপুর, কাসিম নগর, কেউরসাল, কিস্মৎশিবপুর, কাঁকড়াচৌর, মহিষাদল, মাজনা মুটা, মাজনানয়াবাদ, মীরগুঁড়া, নরমুটানয়াবাদ, উড়িষ্যাবালসাই, পাহাড়পুর, পর্ব্বাহারি, পর্ব্বিসাঁই, সুজামুটা, সেরিয়াবাদ, তামলুক, টেকুপাড়া।

(১) পত্রিকার আগামী সংখ্যাতে হিজলীর মানচিত্র প্রকাশিত হইবেক।

হিজলী খণ্ডের মধ্যে তক্তহিজলী নামে একটি গ্রাম আছে। রসুলপুর নদী যেখানে হলদী নদীর মোহনার সহিত মিলিত হইয়াছে (মানচিত্র দেখিলেই বুঝিবেন) তাহার দক্ষিণাংশে সাগরের কূলেই তক্তহিজলী স্থাপিত। এই গ্রামের নাম হইতেই সমুদয় দেশের নাম হইয়াছে।• পূর্ব্বে এই সমস্ত প্রদেশ কোন একজন ভূস্বামির অধীন ছিল ও তক্তহিজলীতে তাহার বাস ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরের পথ দিয়া বণিকেরা বালেশ্বর মান্দ্রাজ প্রভৃতি সমুদ্র কূল স্থিত নগর সকলে যাতায়াত করিত। পথের মধ্যে তণ্ডুলাদি সর্ব্বদা আবশ্যক দ্রব্যের অভাব হইলে তাহা তক্তহিজলীর বাজার হইতে আহরণ করিয়া লইত, আর এই অঞ্চলের উৎপন্ন কোন বাণিজ্য দ্রব্য উপস্থিত থাকিলে তাহাও সংগ্রহ করিয়া লইত। ফলতঃ পূর্ব্বে সমুদয় হিজলী খণ্ডের মধ্যে যে তক্তহিজলীই সর্ব্বপ্রধান স্থান ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই, ও তক্ত হিজলী হইতেই সমুদয় দেশ লব্ধনাম হইয়াছে।

উক্ত হিজলীতে একটী আস্তানা অর্থাৎ মুসলমান যোগীর আশ্রম আছে। লোকে বলে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বে মসলন্দ নামে এক জন সিদ্ধ পুরুষ এই স্থানে আশ্রম করিয়া দৈব শক্তির সহায়ে নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের উপরে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেকন্দর পালোয়ান নামে তাঁহার এক মহাবলপরাক্রান্ত সহোদর ছিল, সে নিজ বাহুবলে জ্যেষ্ঠের আধিপত্য বিস্তারের বিশেষ আনুকূল্য করে। তৎকালে দিল্লীর সম্রাট আধুনিক ভূম্যধিকারী স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে শুনিয়া মসলন্দ সাহেবকে অধিকার ভ্রষ্ট করিবার জন্য ২৫০০০ সেনা পাঠাইয়া দিলেন। সেনাগণ উক্ত হিজলীতে উত্তীর্ণ হইয়া জানিতে পারিল মসলন্দ সাহেব সিদ্ধ পুরুষ, সর্ব্বদাই দৈব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাঁহার কনিষ্ঠ রাজ কার্য্য সমাধা করে। অতএব তাহারা সেকন্দর পালোয়ানের নিকটেই উপস্থিত হইল। সেকন্দর সে সময়ে একটা বট বৃক্ষের বিপর্য্যয় শাখা হস্ত দ্বারা অবনত করিয়া তাহার পত্র ছিন্ন করিয়া শত শত মেষগণকে ভক্ষণ করাইতে ছিল। উপস্থিত সম্রাট সেনাগণের অভিসন্ধি বুঝিয়া সেকন্দর তাহাদিগকে কহিল; আমার জ্যেষ্ঠ অধিপতি, আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ পারিষদ মাত্র, অতএব তোমরা এই বৃক্ষ ডালটা ধরিয়া মেষগণকে পত্র খাওয়াও, আমি জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝি, পরে তদনুসারে যথা-বিহিত ব্যবহার করা যাইবে। এই কথা শুনিয়া অনেক সৈনিক পুরুষ বৃক্ষ শাখা বিশেষ যত্ন সহকারে ধরিল; সেকন্দর পালোয়ান বৃক্ষ শাখা ছাড়িয়া দিল; ছাড়িয়া দিবামাত্র শাখা সে সকল লোক সহিত উর্দ্ধে উঠিয়া গেল, তাহারা সকলে শূন্যে দুলিতে লাগিল। সেকন্দর পালোয়ানের এই প্রকার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া সকলে তাহাকে ধৃত করিয়া সম্রাট সমীপে উপস্থিত করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে সমাচার প্রেরণ করিল। দিল্লীশ্বর সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণে এতাদৃশ অমানুষিক পরাক্রমের পরীক্ষা স্বচক্ষে দেখিতে অভিলাষী হইলেন ও মহাবলকে রাজ প্রসাদ লাভার্থ নিজ রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেকন্দর সম্রাট নিকটে উপস্থিত হইল ও তাঁহার প্রতীতি জন্মাইবার জন্য চারিটা মত্ত হস্তীর শুণ্ড এককালে ধরিয়া তাহাদিগকে নিশ্চল করিয়া রাখিল। বাদশাহ চমৎকৃত হইয়া তাহাকে প্রসাদ যাচঞা করিতে আদেশ দিলেন, সে নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য কিঞ্চিৎ ভূমি ভিক্ষা করিল। দিল্লীশ্বর তাহাকে কহিলেন তুমি স্বদেশ গমন কর ও এক দিনের মধ্যে যত স্থান বেষ্টন করিয়া আসিতে পার, উক্ত হিজলীর নিকট সে সমুদয় স্থানের উপর তোমার অধিকার হইবে। সেকন্দর রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সূর্য্যোদয় কালে তক্তহিজলী হইতে যাত্রা করিল ও সমস্ত দিবস পর্য্যটন পূর্ব্বক সূর্য্যাস্ত সময়ে পুনরায় নিজ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেকন্দর পালোয়ান যে সকল দেশ বেষ্টন করিয়া আসিল, তাহা তাহার অধিকার ভুক্ত হইল ও তাহাই হিজলী খণ্ড বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে।

এই জনপ্রবাদ সত্য কি মিথ্যা ইহা মীমাংসা করিবার জন্য বিতর্ক করিবার আবশ্যক নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল দেশের পূর্ব্বতন রাজাগণ দেবশক্তি সম্পন্ন বলিয়া ইতিহাসে বিখ্যাত থাকে। ফলতঃ রাজ্য সংস্থাপন করা, বিস্তীর্ণ জন সমাজের অন্তঃকরণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হওয়া অলৌকিক গুণশালিত্বেরই লক্ষণ, সুতরাং মসলন্দ আউলিয়া ও সেকন্দর পালোয়ান ভ্রাতৃদ্বয়ে দেবত্ব আরোপ করাতে হিজলীর লোকদিগের কোন দোষই নাই।

মসলন্দ আউলিয়া ও তাঁহার সহোদরের মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের প্রধান মন্ত্রী ভীমসেন মহাপাত্র রাজ্য অধিকার করে। ভীমসেনের আবাস স্থান বাহিরীমুটা নামক স্থানে ছিল। তাহার গড় অদ্যাপি আছে। ভীমসেন নিঃসন্তান থাকাতে তাহার পরলোকের পর তাহার তিন জন সামান্য ভৃত্য রাজ্য বণ্টন করিয়া লয়। তৎপরে মহারাষ্ট্রেরা সমুদায় দেশ অধিকার করিয়া পূর্ব্ব ভূস্বামিদিগকে অধিকার করে।

তমলুকহিজলীতে এক্ষণে একটি বাজার আছে, তাহার নিকটেই বাঙ্গলা গঠন ৩ টা বৃহৎ যোড়া মন্দির আছে। একটার মধ্যে মসলন্দ আউলিয়ার কবর আছে; ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত, ও মুসলমানদিগের বিশেষ তীর্থ স্থান। এমন কি লোকে কহে মক্কা হইতে যাত্রী আসিয়া তথায় ধর্ণা দেয়। মন্দির সমীপে ১০ হাত লম্বা ১০ হাত প্রশস্ত পরিসর ও ৭ হাত গভীর একটা চৌবাচ্চা আছে। ইহাতে* জল ৪ হাত গভীর মাত্র কিন্তু তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা ও যাবতীয় নৌকা বাহীরা এই চৌবাচ্চা হইতে জল লইয়া যায়; প্রত্যহ শত শত কলসী জল উঠে তথাপি ৪ হাত পরিমিত জলের হ্রাস নাই, ও সমুদ্র তাদৃশ নিকট স্থিত হওয়াতে কোথায় তদম্বু সলবণ ও কষায় হইবে, না তাহা অতি অপূর্ব্ব। তমলুকহিজলীর এক ক্রোশ দূরেই বন আছে।* এই বনে অতি বৃহৎ ব্যাঘ্র ও বন্য মহিষ, নানা জাতীয় হরিণ ও বন্য শূকর যথেষ্ট আছে।

তমলুকহিজলীতে যাদৃশ পূর্ব্বতন মুসলমান ভূম্যধিকারিদিগের প্রাদুর্ভাবের লক্ষণ অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভোগরাই নামক উপরোক্ত পরগণাতে বিশেষতঃ প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের ও হিন্দু দেবালয়ের অতি আশ্চর্য্য চিহ্ন সকল পড়িয়া আছে। করাতশাল নামে একটা স্থানে বনের মধ্যে গড়ের লক্ষণ অনেক আছে, বিশেষতঃ বহুতর ইষ্টক স্থানে স্থানে পতিত রহিয়াছে এবং গৃহাদিই হউক অথবা পুরী প্রাচীরই হউক ইষ্টকের বনিয়াদও অদ্যাপি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। প্রায় এক কাঠা ভূমি বিস্তৃত একটা কুণ্ড আছে, লোকে কহে তাহা যজ্ঞ কুণ্ড ছিল। জনপ্রবাদ আছে যে করাতশাল পূর্ব্বে করাতি নামক এক জন রাজার রাজধানী ছিল। ইনি অতি প্রতাপশালী ছিলেন, ও মহাভারতোক্ত মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। যদি কিম্বদন্তী সত্য হয়, করাতি রাজা অতি পাষণ্ড ছিলেন, কেননা উঁহার রাজ্যে অপরাধীদিগের করাৎ অস্ত্র দ্বারা প্রাণ দণ্ড করিতে উঁহার আজ্ঞা ছিল, জনশ্রুতিতে কহে সেই নিমিত্ত তিনি করাতি নামধর হইয়াছিলেন। করাতশালের বনে অনেক ব্যাঘ্র আছে; এবং এই সকল ব্যাঘ্র বৃহৎ বৃহৎ, কোন কোনটা ঘোড়ার মত উচ্চ। করাতশালের বনের কতক দূরে আর একটী প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্ন আছে। সুবর্ণরেখা নদী যেখানে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, সেই মোহনাতেই আর একটি ক্ষুদ্র নদী আসিয়া সুবর্ণরেখায় সংগত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থানের উত্তর ভাগ বালুকাময় ও তাহার অধিকাংশ হিংস্র জন্তু পূর্ণ নিবিড় বন হইয়া রহিয়াছে। সেই বালুকাময় স্থানে অতি প্রাচীন কালে পাথরের মন্দির ছিল। এক্ষণে তাহার কেবল তিনদিকের বুনিয়াদ মাত্র আছে। একদিকের বুনিয়াদ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের ভিতরের পরিসর প্রায় ১০০ হাত লম্বা হইবে ও যে প্রস্তরে নির্ম্মিত তাহাতে উত্তম পরিষ্কৃত পালিস ও খোদকতা কার্য্যের নিপুণতা দৃষ্ট হয়। একখানা প্রস্তরের চৌকাট পড়িয়া আছে; তাহা ২০ হাত লম্বা, অতএব মন্দির অতিশয়ই উচ্চ ছিল। প্রাচীন লোকেরা বলে যে তাহাদিগের পিতামহাদির নিকট তাহারা শুনিয়াছে, মন্দিরের মধ্য থাকের উপর উঠিলে নাগ্রাজ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। মন্দিরের ভিতরে একটি শিব লিঙ্গ পড়িয়া আছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য এক খণ্ড পাথরে প্রস্তুত। ১০ বৎসর হইল ঐ শিবলিঙ্গ বসান ছিল, এইক্ষণে ইহা ভূতলশায়ী হইয়াছে। ইহা ১৭ হাত লম্বা ও ইহার উপরি ভাগের বেড় ৮ হাত হইবে। লিঙ্গ যে রূপ সুচারু কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর গঠিত, গৌরীপট্টও তদুপরি অতি উৎকৃষ্ট শ্বেত প্রস্তরময়। গৌরীপট্টের বেড় বোধ হয় ৪৫ হাত হইবে। ইহাতে যে খোদকতা ও পালিষ আছে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, ও অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে উক্ত শিল্পের নিপুণতা কত দূর ছিল তাহারও বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শিবলিঙ্গ সমুদয়ে এত বৃহৎ, যখন আসনস্থিত ছিল তখন সমুদ্র কূল দিয়া গমন কালে দূর হইতে নূতন লোকদিগের প্রথমে লিঙ্গটাই ক্ষুদ্র মন্দির বোধ হইত। ইহার গাত্রে উত্তরীয়ের ন্যায় একটি লম্বা গর্ত্ত (Groove) আছে, প্রাচীন লোকে কহে ইহাতে সুবর্ণ পরিপূর্ণ ছিল, নিকটস্থিত বানকুণ্ড নিবাসী একজন দস্যু ভূম্যধিকারী তাহা হরণ করিয়া লইয়া যায়। লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট এক এক খণ্ড প্রস্তর গঠিত। কি রূপে কোথা হইতে যে এতাদৃশ প্রকাণ্ড বিপুল ভার বিশিষ্ট প্রস্তরদ্বয় আনীত হয় ও কি রূপেই বা এতাদৃশ এক এক খণ্ড প্রস্তর হইতে খোদকেরা এমন সুচারু গঠন ও সুচিক্কন বিগ্রহ নির্ম্মাণ করে তাহা আমরা আধুনিক শিল্প কৌশল দ্বারা নির্ব্বচন করিতে পারি না; তত্রত্য লোকেরা ইহাকে লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজার স্থাপিত ও যুগ যুগান্তরের দেব পরাক্রমী শিল্পীকৃত বলিয়া জ্ঞান করে। বস্তুতঃ অনেকের নিকট এই দেবালয় ও শিবলিঙ্গ পূর্ব্ব কালীন মনুষ্যগণের অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ ছিল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান

প্রথম প্রকরণ—দ্বাবিংশ আদেশ।

১৭৮২ শকের ২২ চৈত্রে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে
প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক
বিবৃত হয়।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তোনাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই—ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই—যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই; সে কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। যখন বিষয়-লালসা আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে—যখন জীবনের মহান্ লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া নীচ চিন্তা মলিন কামনাতে মন অভিভূত হয়; তখন তাঁহাকে দেখিতে পাই না। অনন্তের মহিমা সেই জানে, যে বিষয়-কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সমাহিত চিত্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করে। যাহার চিত্ত পাপ-কলঙ্কে মলিন—যাহার হৃদয় সাংসারিক ভাবেই পরিপূর্ণ; সে কেবল জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না। যখন সংসারের মলিন পঙ্কিল জলে হৃদয় পরিপূর্ণ হয়, যখন তাহাতে এমন এক বিন্দুও স্থান থাকে না যে ঈশ্বরের নির্ম্মল অমৃত বারি তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে; তখন তাহা অজস্র ধারাতেও তাহার উপরে বর্ষিত হইলে কি হইবে? যাহার চিত্ত বিষয়-চিন্তাতেই বিক্ষিপ্ত—মৃত্যুর রূপ সংসারের সঙ্গেই যাহার সমুদয় জীবন সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, অমৃত বারির আস্বাদ সে কোথা হইতে পাইবে? হৃদয়কে বিষয়-কামনা হইতে শূন্য না করিলে তাহাতে ঈশ্বরের ভাব প্রবিষ্ট হয় না। হৃদয়কে পরিষ্কার কর—পরিষ্কার করিয়া ঈশ্বরের অমৃত বারির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সময়ের নিরূপণ নাই, কখন স্বর্গ হইতে সেই অমৃত বারি পতিত হয়—চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাক; যখনি সেই জল বর্ষিত হয়, অমনি আগ্রহের সহিত তাহা গ্রহণ কর। মন যখন এই প্রকার শান্ত সমাহিত হয় ও উদাস ভাব ধারণ করে, তখন সহজেই তাহা ঈশ্বরের দিকে যায়। অদ্যকার চন্দ্রমার মহিমা দেখ, তাহার অমৃত কিরণ সহস্র ধারে বর্ষিত হইতেছে, অদ্য রজত রশ্মিতে পৃথিবী রঞ্জিত হইয়াছে, বৃক্ষেরা হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া রৌপ্য বর্ণে শোভিত হইয়াছে। মাসে মাসে চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি এই প্রকারে পতিত হয়; কিন্তু কখন তাহার মাধুর্য্য গ্রহণ করিয়া অনন্তের মহিমা অবলোকন করি? তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তোমারদের মধ্যে যাঁহারা গঙ্গা-তীরের শুভ্র চড়ার উপরে চন্দ্র-কিরণ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে গঙ্গা-তীরে একাকী, কি দুই চারি বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার স্নিগ্ধ মারুতে শরীর যখন শীতল হইল—সকল জগৎ স্তব্ধ পুলকে চন্দ্রের অমৃত কিরণ পান করিতেছে দেখিয়া মন যখন আর্দ্র হইল, এমন সময়ে কি কাহারও মনে অনন্তের মহিমা উদয় হয় নাই? অবশ্য অনেকেরই হইয়া থাকিবে। সেই চন্দ্রমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন যখন সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইল—তখনকার ভাব এক বার মনে করিয়া দেখ দেখি, কোন্ অবস্থাতে আমারদের মন সেই অনন্তের মহিমাতে মগ্ন হয়? যখন সে উদাস ভাব ধারণ করে, তখন কি যখন বিষয় লালসাতে ব্যাকুল থাকে? প্রতি মাসেই আমরা এই চন্দ্র দর্শন করিতেছি—আমাদের হৃদয় প্রফুল্লকর চন্দ্রমা কোন্ সময়ে সেই অনন্তের মহিমা প্রকাশ করে—কোন্ মনের অবস্থাতে আমরা চন্দ্রের শোভাতে শোভার আকর পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই? সেই সময়ে, যখন আমারদের মন সংসার হইতে উন্নত হইয়া উদাস ভাব ধারণ করে, যখন বিষয় কামনা আমারদের মনে স্থান পায় না। এই সংসারের দাস হইয়া যে সময়ে আমোদ-কোলাহলে মত্ত থাকি, যখন ইন্দ্রিয়-সেবায় রত থাকি, যখন মনোদেবতাকেই উপাসনা করি; তখন যে দিকে চাই, ঈশ্বরের মহিমাকে আর দেখিতে পাই না। মন যখন ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ থাকে, তখন আপনার সুখ দুঃখের প্রতি আর ভয় আশা থাকে না—তখন সে উদাস ভাব, উদার ভাব, ধারণ করে; তখন সকলই অনুকূল হইয়া তাহার আন্তরিক সাধু ভাব-সকলকে পোষণ করিতে থাকে। তখন উষার শোভায়, সন্ধ্যার শোভায়, চন্দ্রের মহিমায়, সেই অনন্তেরই মহিমা প্রকাশিত হয়। কেবল দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে ঈশ্বরকে জানা যায় না; আত্মার সেই নিষ্কাম নিস্পৃহ ভাব চাই—ঈশ্বরের জন্য সেই ব্যাকুলতা চাই—তাঁহাকে না দেখিলেই নয়—না পাইলেই নয়; তবে সকল স্থান হইতে, সকল বিষয় হইতে, তাঁহারই মহিমা অনুভব করি—চন্দ্র, সূর্য্য তারা, সকলই তাঁহাকে দেখাইয়া দেয়। কুটিল-হৃদয়ের নিকটে সকলই অন্ধকারময়। সরল-হৃদয়ের নিকটে সকলই অনুকূল। ঈশ্বরের এক স্নিগ্ধ প্রীতি;

দৃষ্টির নিকটে সকল সংশয় দূর হয়। যুক্তি ও তর্ক ও শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা যাহা না হয়, ঈশ্বরের এক অনুরাগ দ্বারা তাহা হয়—সকল মোহ দূর হয়। তাঁহার এক প্রীতিতে সকল সত্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

আমারদের বিশুদ্ধ প্রীতি ঈশ্বরকে যেমন প্রকাশ করে—দর্শন তর্ক শাস্ত্রের তেমন বল নাই। আত্মাকে পবিত্র না করিলে—সাধু ব্যবহার দ্বারা সাধু-ভাবে হৃদকে পূর্ণ না করিলে, কেবল পুস্তকের কীট হইয়া থাকিলে কি হইতে পারে? আমরা অধ্যয়ন করিলে অধ্যাপক হইতে পারি, লোকমান্য পাণ্ডিত হইতে পারি—শাস্ত্রের আলোচনায় শাস্ত্রী হইতে পারি, বুদ্ধির ব্যুৎপত্তি-বলে তার্কিক হইতে পারি; কিন্তু ঈশ্বরকে কদাপি লাভ করিতে পারি না। তাঁহার নিকটে যাইতে হইলে শিশুর ন্যায় অকপট ভাবে যাইতে হয়। সরল হৃদয়ে, পবিত্র হৃদয়েই, পরমাত্মা প্রকাশিত হন। তখন আমি তাঁহার হই—তিনি আমার হন—যেন সৃষ্টির মধ্যে আর কেহই নাই। তখন আমার হৃদয়ে আসিয়া তিনি তৃপ্ত হয়েন এবং আমার সমুদয় হৃদয়কে সংতৃপ্ত করেন। তখন আমার প্রীতি তাঁহার নিকটে যায়—তাঁহার প্রীতি আমার হৃদয়ে আইসে। এই দুই প্রীতি সম্মিলিত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে। যদি অমৃতের সঙ্গে মিলিত হইতে চাও; তবে আত্মাকে পবিত্র কর—সংসারের পঙ্কিল মলিন জল পরিহার কর—হৃদয়কে তাঁহার ভাবের ভাবুক কর—মনকে তাঁর প্রেমের প্রেমিক কর। সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহার অনুচর হও।

পরমাত্মন্! তুমি আমারদের কুপ্রবৃত্তি-সকল দমন কর। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে বিরত করিয়া, নীচ কামনা হইতে দূরে রাখিয়া, কেবল তোমার প্রেমে আমারদিগকে নিমগ্ন কর এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

পিতার শ্রাদ্ধ-বাসরে যজমানের প্রার্থনা।

হে পরম পিতা, অখিল মাতা! অদ্য আমার পিতার শ্রাদ্ধ-বাসরে সপরিবারে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাকে প্রীতি-পূজা প্রদান করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে যেমন তুমি আমারদের এখানকার সকলের মঙ্গল বিধান করিতেছ, সেই রূপ পরলোকবাসী আমার অতি শ্রদ্ধেয় ভক্তি-ভাজন পিতার আত্মার উন্নতি সাধন কর, এবং সংসারের পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার প্রতিনিধি-স্বরূপ পিতা হইতেই আমি শরীর, মন, জীবন, আত্মা সকলই পাইয়াছি। পিতা মধু-স্বরূপ। পিতা হইতেই সুখ-সৌভাগ্য, পিতা হইতেই বল-বীর্য্য, পিতা হইতেই ধর্ম্মপথে চলিবার অধিকার পাইয়াছি। পিতাকে পাইয়াই পরম পিতাকে লাভ করিয়াছি, তোমার মহিমা সর্ব্বত্র অনুভব করিতেছি। অতএব তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপন কর এবং আমাকে তাঁহার সমর্পিত সংসার ধর্ম্মের ভার বহন করিবার ক্ষমতা দেও। তিনি যে লোকে থাকুন, আমার প্রতি প্রসন্ন থাকুন; এবং তাঁহার অপ্রিয় ব্যবহার যাহা কিছু করিয়া থাকি তিনি তাহা ক্ষমা করুন। তোমার প্রসাদে আমার এই বংশ যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষদিগের সাধু-বৃত্তি-সকল অনুকরণ করে। হে মঙ্গলময়! তুমি এই পরিবারের সকলের মধ্যে মঙ্গল-ভাব বিস্তার কর। এই পরিবার তোমারই প্রিয় পরিবার, তোমারই মঙ্গল-দৃষ্টি হইতে আমারদের কেহই বিচ্যুত নহে। হে জীবন-দাতা জ্ঞান-দাতা পরম পিতা! তোমার জ্ঞান আমারদিগকে শিক্ষা দেও, তোমার আশ্রয় প্রদান কর, এবং তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আমারদের সকল অভাব দূর কর। তোমা হইতে আমরা যে কিছু মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তাহাতেই যেন সন্তোষে থাকি। তুমি যাহা কিছু দিয়াছ, যদি সকলই যায়; তথাপি তোমার মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস যেন কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমারদিগকে সংসারের সম্পদই প্রেরণ কর, আর বিপদেই আবৃত কর, হে মঙ্গলময়! প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্ত্তনে তুমি আমারদের সঙ্গেই থাকিও। তোমার দক্ষিণ-মুখ—তোমার প্রেম-দৃষ্টি যেন সকল সময় আমারদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করিয়া রাখে। হে বিশ্ব-বিধাতা জগৎ-পিতা! তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধুক্ষরণ করিতেছে; আবার তোমারই প্রসাদে ওষধি বনস্পতি-সকল মধুমান হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু হউক, ঊষা মধু হউক, দ্যুলোক ও ভূলোক মধুময় হউক, সূর্য্য মধুময় হউক; পিতা তোমার মধুময় মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করুন।

হে নিরবদ্য নিরঞ্জন পবিত্র পরমেশ্বর! আমরা যেমন এক্ষণে তোমার উদার প্রসাদ অনুভব করিতেছি; এই প্রকার যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে, তখন আবার যেন আমরা প্রত্যেকে তোমার চরণে মঙ্গল-ছায়া লাভ করিতে পাই। এই পরিবার মধ্যে, আমাদের দেশে, সমুদয়

পৃথিবীতে তোমার প্রসাদ বিতরণ কর। তোমার জ্যোতি, তোমার সত্য, সকল স্থানে প্রেরণ কর। তোমার রাজ্যের সকল স্থান হইতেই যেন সত্যের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হয়, এবং মঙ্গল ভাবের উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—o—

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভার নিয়ম।

গত ১২ শ্রাবণ দিবসীয় অধ্যক্ষ সভায় যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচর করিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১ পুস্তক বন্ধন ও নূতন পুস্তক ক্রয় ইত্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করিয়া কার্য্যকারী পুস্তকাধ্যক্ষকে দেওয়া হইবে।

২ কার্য্যকারী পুস্তকাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ঐ টাকায় পুস্তকালয় সংক্রান্ত বিবিধ ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে এবং তিনি ঐ ব্যয়ের হিসাব ও পুস্তকালয়ের অবস্থার বিবরণ ছয় মাস অন্তর অধ্যক্ষগণ ও সমাজপতির নিকটে অর্পণ করিবেন।

৩ পুস্তক ঋণ দান করিবার প্রথা এক বৎসর কাল রহিত হইবেক, সেই এক বৎসরের মধ্যে সমুদায় পুস্তক গ্রহীতাদিগের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবেক, এবং পুস্তক সকলের নূতন সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে হইবেক, সমাজের অবৈতনিক কর্ম্মচারীগণের পুস্তক ঋণ পাইবার বাধা থাকিবেক না।

৪ বর্ত্তমান পুস্তকাধ্যক্ষদ্বয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্তের প্রতি উক্ত ভার অর্পিত হইল, এবং "কার্য্যকারী পুস্তকাধ্যক্ষ" তাঁহার নাম হইল।

অধ্যক্ষদিগের অনুমত্যনুসারে সর্ব্বসাধারণকে অবগত করিতেছি যে সমাজের পুস্তকালয়ের যে কোন পুস্তক যে কোন মহাশয় ঋণ লইয়াছেন, তাহা তাঁহারা সত্বর প্রতিপ্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন ইতি।

আমারদিগের এই কার্য্যালয়ে যাঁহারা ডাকের টিকিট প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু এক আনা হইতে অধিক মূল্যের টিকিট এখানে বিক্রয় করিতে হইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের আষাঢ় মাসের দান প্রাপ্তির বিবরণ।

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ও	
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১৫
" মদনমোহন সেন	৮
" রাজনারায়ণ ধর	৩
" কুমারনারায়ণ মিত্র	২
কাশীনাথ দে	২
" উমাকান্ত সেন	২
" গিরীশচন্দ্র মিত্র	১
" গোপাললাল বসাক	১
" বিহারীলাল ভট্টাচার্য্য ..	১
" হরদেব চট্টোপাধ্যায় ..	৵০
	৩৫৵৫

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত গোপাললাল ঠাকুর ..	৩০
" ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	২৪
" রমাপ্রসাদ রায়	৬
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ..	৪
" নীলকমল মিত্র	৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ..	২
" রামচন্দ্র ঘোষাল	২
	৭৪

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু	৮৪
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	২০
" রাজা কন্দর্পেশ্বর সিংহ ..	৭
" কৈলাসচন্দ্র রায়	৫
" চন্দ্রকুমার দত্ত	২
	১১৮

এককালিন দান।

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ ধর	১
দানাধারে দান প্রাপ্ত ..	২১৵৫
	[illegible]

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ১ ভাদ্র শনিবার সম্বৎ ১৯১৯ কলিকাতাব্দ ১৭৮৪।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আত্মার স্বাধীনতা।

স্বাধীনতাই আত্মার প্রকৃত ও স্বাভাবিক অবস্থা। স্বাধীনতাই আত্মার বল। আমাদের এই স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব থাকাতেই আমরা মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইয়াছি। সংসারের গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইবেক যে আমাদের জীবন একটি সুদীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহমাত্র। নানা দিক্ হইতে নানা প্রকার প্রলোভন আসিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে; নানা প্রকার কামনা মনো মধ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া অতিশয় বিরুদ্ধ এবং বিপরীত ভাব ও প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করিতেছে, এমন কোন কার্য্য নাই যাহার অনুষ্ঠান করিবার সময় বিপরীত ভাব ও কামনার উদয় না হয়। এক দিকে ইন্দ্রিয় লালসা আমাদিগকে আকর্ষণ করে, আর এক দিকে হয়তো যশঃ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের উচ্চ আশা আমাদের মনকে উৎসাহিত করে, অপর কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম আমাদের আর এক পথ দেখাইয়া দেয়। এই প্রকার অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবেক তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে। এই সময়েই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা বলবতী হইয়া প্রলোভন সকলকে দমন করে এবং যাহা প্রকৃত মঙ্গলের পথ তাহাই অবলম্বন করে। যাঁহাদের এই রূপ স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে, তাঁহারাই মানসিক প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারেন। তাঁহারদিগকেই প্রকৃত স্বাধীন পুরুষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ প্রকার স্বাধীন ভাব সামান্যতঃ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অধিকাংশলোকেই কেবল প্রবল প্রবৃত্তির অনুগামী হইয়া তাহাকেই চরিতার্থ করে। তাহাদের এমন সাধ্য নাই যে সেই প্রবৃত্তির ভয়ানক স্রোতের প্রতিকূলে আপনার ইচ্ছাতে গমন করিতে পারে। তাহাদের আত্মার এমন একটুকু বল নাই যে ক্ষণকালের জন্যে তাহাদের সম্মুখস্থ আপাত-সুখকর প্রলোভনকে অতিক্রম করে। তাহারা এই রূপে প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পশুবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। পানাসক্ত ব্যক্তি পান দোষের ভয়ানক বিষময় ফল জানিতে পারিয়াও তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে না। সে ইচ্ছা করে সে প্রতিজ্ঞা করে যে আর মদ্য

পান করিব না" কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা সে প্রতিজ্ঞা কোন কার্য্যেরই হয় না। তাহার প্রবৃদ্ধ কুপ্রবৃত্তি তাহাকে বল পূর্ব্বক কুপথে লইয়া যায়। এই প্রকার নিয়ত অসদাচরণে আত্মার ভয়ানক দুর্গতি উপস্থিত হয়, তাহার আর কিছু মাত্র স্বাধীনতা থাকে না। সামান্য কাষ্ঠ খণ্ড যে রূপ স্রোতের বেগে ভাসিয়া যায়, তাহার এমন কোন শক্তি নাই যে তাহা স্রোতের মুখ হইতে একটুকুও অন্যথা গমন করে; সেই রূপ তাহাদের আত্মা জড় পিণ্ডের ন্যায় প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া যায়।

জন সমাজ মধ্যে মনুষ্যের এই দুই প্রকার ভাব তারতম্যানুসারে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ আপনার ইচ্ছাকে এপ্রকার নিজায়ত্ত ও স্বাধীন করিয়াছেন যে শত শত প্রলোভন মধ্যে পতিত হইলেও কদাপি তাঁহারা প্রবৃত্তির বশীভূত হন না। পর্ব্বত শিখরস্থ উন্নতশিরাঃ দেবদারু যে প্রকার ভীষণ বাত্যাহত হইলেও কদাপি নত হয় না, সেই রূপ তাঁহারা অতি ভয়ানক দুরবস্থাতেও আপনাদের স্বাধীন কর্ত্তৃত্বকে পরিহার করেন না। এই প্রকারে তাঁহারা ক্রমশ আন্তরিক ধর্ম্ম-বল প্রাপ্ত হয়েন এবং সেই বলের প্রভাবে অতি মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে পারেন। তাঁহারাই ধর্ম্মের অনুরোধে অতিশয় কষ্টকর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন। পূর্ব্ব কালীন চিরস্মরণীয় ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাদিগের জীবন চরিত পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবেক যে তাঁহারদের সৎকীর্ত্তি সকল কেবল তাঁহাদের আন্তরিক বল ও অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও স্বাধীন ইচ্ছারই প্রমাণ স্বরূপ। আন্তরিক স্বাধীন ভাব উদার—মহৎ প্রকৃতির অভ্রান্ত চিহ্ন। যে ব্যক্তি আপনার প্রবৃত্তিকে আয়ত্তাধীন রাখিতে পারে না, সে যে কদাপি কোন মহৎ বা অসামান্য কার্য্য করিতে পারিবে, ইহা সম্ভব নহে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে সকলে যে ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিবার উপদেশ ভূরি ভূরি স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করাই তাহার প্রকৃত অর্থ। স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব যেখানে নাই, সেখানে প্রবৃত্তি সকল বিদ্রোহ ভাব ধারণ করে এবং অন্তঃকরণ একেবারে অরাজক রাজ্যের ন্যায় হইয়া উঠে। এপ্রকার মনের অবস্থায় উপদেশ অত্যল্প কার্য্যের হয়। কারণ আমাদের আন্তরিক ধর্ম্ম বুদ্ধি প্রবুদ্ধ হইলেও তাহা আমাদের ইচ্ছার সহযোগ না পাইলে কদাপি কার্য্য করিতে পারে না। ইচ্ছাই সকল কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তি কারণ, যেখানে সেই ইচ্ছা দুর্ব্বল সেখানে কোন উপদেশই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। অনেকে অনেক সদুপদেশ পাইয়াছেন, অনেকে প্রকৃত সত্যের পথ কি তাহাও সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সেই সত্য পথ হইতে কি নিমিত্তে বিমুখ রহিয়াছেন? কেবল তাঁহাদের আন্তরিক দুর্ব্বলতাই ইহার কারণ। তাঁহাদের মোহ ও প্রবৃত্তির উপর এপ্রকার আধিপত্য নাই যে তাঁহারা চিরসেবিত কুসংস্কার পরিহার করিবার অভিলাষ করিলেও সে অভিলাষ সুসিদ্ধ করিতে পারেন না। আত্মার এপ্রকার অবস্থা নিতান্ত হীনাবস্থা বলিতে হইবেক। যে ব্যক্তি আপনার সম্পূর্ণ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই ইচ্ছার অনুযায়ী কার্য্য করিতে না পারে, তাহাকে কি প্রকারে স্বাধীন পুরুষ বলিতে পারা যায়। সে ব্যক্তি ছদ্ম ব্যবহারী হয়, সত্যকে প্রকাশ্য রূপে গ্রহণ করিতে ভীত হয়। আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণ কেবল মানসিক দৌর্ব্বল্য হেতু বর্ত্তমান দুরবস্থায় পতিত রহিয়াছেন। তাঁহারা যে

কত দিনে দেশাচারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন রূপে কার্য্য করিতে সাহস করিবেন, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যিনি যে প্রকার সিদ্ধান্ত করুন, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, বঙ্গবাসিগণ যত দিন না আপনাদের আন্তরিক দুর্গতি দেখিতে পাইবেন, যত দিন না তাঁহারা ছদ্ম ব্যবহারকে একেবারে দেশান্তরিত করিবেন, মনুষ্য বলিয়া যত দিন না আপনা দিগের স্বাধীন কর্ত্তৃত্বকে পরিগ্রহ করিবেন, তত দিন তাহাদিগের মধ্যে মহৎ কি সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইবেক না।

মানসিক স্বাধীনতা কি তদ্বিষয়ে অনেকেরই ভ্রম আছে। স্বেচ্ছাচারকেই অনেকে প্রকৃত স্বাধীনতা মনে করিয়া তাহার অনুগামী হন। কিন্তু তাহা কেবল আত্মার দুর্গতির কারণ। তাহাতে দুষ্প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হয় এবং পরিশেষে সেই সকল দুষ্প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার ও পীড়ন করে। সামাজিক স্বাধীনতা যেমন রাজনীতি ও ব্যবস্থার অধীনেই সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত ও সংবর্দ্ধিত হয়, সেই রূপ আত্মার স্বাধীনতা ধর্ম্ম-বুদ্ধিরই অনুমোদিত। আমাদের ইচ্ছা ধর্ম্ম বুদ্ধির উপদেশানুসারে পরিচালিত হইলেই তাহা আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা ও বলের কারণ হয়। তখনই আত্মার যথার্থ গৌরব প্রকাশ পায়। এই প্রকার স্বাধীন তেজস্বী পুরুষদিগের প্রভাবেই পৃথিবীর মহা মহা পরিবর্ত্তন সকল সম্পাদিত হইয়াছে। ইঁহারাই উত্থিত হইয়া ভ্রম, কুসংস্কার ও পাপের স্রোত মন্দীভূত করিয়াছেন। ইঁহাদেরই উপদেশ বাক্য জনসমাজের অশেষ মঙ্গলের কারণ হইয়াছে। যিনি স্বাধীন তিনিই পুরুষ, যে ব্যক্তি আপনার আত্মাকে স্বাধীন না করিয়াছে সে কদাপি পুরুষার্থ সাধন করিতে পারে না। যাহার আন্তরিক কর্ত্তৃত্ব ও ধর্ম্ম বল নাই সে ব্যক্তি মনুষ্য নামের উপযুক্ত নহে।

আমাদের বিলাত প্রবাসী বন্ধু প্রেরিত লণ্ডন ও ইংলণ্ডের অপর দুই নগরের সংক্ষেপ সুন্দর বিবরণ ঘটিত পত্র সাদরে নিম্নে প্রকটিত হইল। ইংলণ্ডের প্রধান নগরের সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য ও কার্য্য কুশলতার যে প্রকার বৃত্তান্ত আমরা পুস্তকে বা লোকের মুখে শ্রবণ করি, তাহা এই পত্রে উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইতেছে। লণ্ডন নগর যে সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মক্ষেত্র এবং সমুদয় সুসভ্য দেশ মণ্ডলীর নাভি বিন্দু স্বরূপ, তাহা সপ্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই। এই ক্ষুদ্র নগর হইতে অবিশ্রান্ত বাণিজ্য স্রোত বহমান হইয়া সমুদায় পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতেছে। এখানে অহর্নিশি কার্য্যের ভয়ানক ভিড়, লোক সকল নিয়তই ব্যস্ত। এই বেগবান্ কর্ম্মের আবর্ত্তে পতিত হইয়া কেহই অলস, অমনস্ক ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। এপ্রকার জন সমাজের মধ্যে পতিত হইলে যেমন লোক হউক না কেন, সে অবশ্যই কার্য্যক্ষম হইবেক। চতুর্দ্দিকের নিয়ত নূতন ব্যাপার সকল মনকে প্রতিক্ষণেই উত্তেজিত করে, উদার ভাব উদ্দীপ্ত করে, হৃদয়কে প্রশস্ত করে। চতুর্দ্দিকে সকলই জীবন্ত ব্যস্ত ভাব দেখিয়া সহজেই অলস ব্যক্তির মনে ঘৃণা ও লজ্জার উদয় হইবেক। জীবনের কি প্রকার সদ্ব্যবহার করিতে হয়, সময়ের কি প্রকার লভ্য করিতে হয়, উন্নত ভাবে—স্বাধীন ভাবে কি প্রকারে চলিতে হয়, তাহা লণ্ডনবাসিদিগেরই জীবনে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কি বাণিজ্য ব্যবসায়, কি জ্ঞান ধর্ম্মালোচনায়, সকল বিষয়েই উপার্জন ও উন্নতি তাহারদের প্রধান লক্ষ্য।

সেই উপার্জ্জনের প্রতি তাহারা অবিশ্রান্ত ধাবিত রহিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালির জীবন ইহার ভয়ানক বিপরীত। বাঙ্গালি কষ্টের প্রতি স্বভাবতই বিমুখ ও বিরক্ত, বাঙ্গালি অত্যল্পেই পরম সন্তুষ্ট, পরিবর্ত্তনে মহা ভীত, তাহার পক্ষে চির কাল একই ভাবে চলিয়া গেলেই ভাল। এপ্রকার মানসিক জড়তা থাকিলে কোন জাতি কদাপি উচ্চ হইতে পারে না। উন্নত বিষয়ে ও উচ্চ আশায় পরিচালিত না হইলে মনের উদার ভাব হয় না। যে ক্ষুদ্র ভাব পরিহার করিতে না পারিয়াছে, সে কখন মহৎ কর্ম্ম করিতে পারে না, যে ব্যক্তি আপনাকে মান্য করিতে শিখে নাই, সে পরের নিকট মান্য হইতে পারে না। বাঙ্গালির পক্ষে বিলাত একটি প্রকৃত শিক্ষার স্থান। প্রকৃত মনুষ্যত্ব কিসে হয়, তাহা তথায় গিয়া অনেকে জানিতে পারিবেন।

ইংলণ্ড হইতে কলিকাতা নিবাসী এক জন ব্রাহ্মের পত্র।

ব্রাইটন পুরী। ৮

ব্রাইটন পুরী সমুদ্রের ধারে। এক মাসের অধিক কাল সমুদ্রের উপর থাকিয়া সমুদ্র পুরাতন হইয়া গিয়াছিল এবং সকল পুরাতন সামগ্রীর ন্যায় তাহার উপরেও বিরক্ত হইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু তীর হইতে সমুদ্রের শোভায় আর এক নূতন ভাব। এখন তাহার তরঙ্গও আমাদিগকে অস্থির করিতে পারে না, তাহার চিরকালের সেই একই ভাব আমাদের শ্রবণকে বিরক্ত করিতে পারে না। নীল সমুদ্র সম্মুখে আকাশ পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে, বড ইচ্ছা তাহার সৌন্দর্য্য দর্শন কর। ব্রাইটনে এক দিন প্রায় সমস্ত দিনই সূর্য্য উঠিয়াছিল* এক দিন প্রায় সমস্ত দিন বর্ষা ও বৃষ্টি গিয়াছিল এবং বজ্র বিদ্যুৎ হইয়াছিল। এই দুই দিনই মনে করিতে পারিয়াছিলাম, আমাদের দেশের বায়ুতেই বিচরণ করিতেছি। আমাদের শীত কালের মধুর শীতল উজ্জ্বল দিন ও বর্ষার বজ্র বিদ্যুন্ময়ী নিশার ভাব সেই দুই দিন পাইয়াছিলাম, আর যে এদেশে সে দিন পাইব, এমত বোধ হয় না।

বর্জ্জেস পল্লী।

ব্রাইটন হইতে অনতিদূরে এক পল্লীতে গিয়া এখানকার পল্লীর ভাব দর্শন করিলাম। সে পল্লীর নাম বর্জ্জেস। কি চমৎকার! এসময়ে (বৈশাখ মাসে) বৃক্ষসকল নূতন পত্র পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, চতুর্দ্দিক্ হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছে। সকলি নিস্তব্ধ, কেবল বনের বিহঙ্গেরা মধুর স্বরে গান করিতেছে। সকল স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এক একটি সুন্দর কুটীর বৃক্ষ লতার মধ্য হইতে শোভা পাইতেছে, ইচ্ছা হইল, আমরা সকলে মিলিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করি। আমরা মনে করি, রাজা শত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বড় সুখে আছেন, কিন্তু এক জন সামান্য মোটবাহী শত মন মোট মস্তকে বহন করিয়া যেমন ক্লিষ্ট হয়, এক জন রাজার রাজ্য-ভার তাহা অপেক্ষাও ক্লেশের কারণ। বৃহদায়তন ভূমির আধিপত্যের সঙ্গে কত লোকে আপন ক্ষুদ্র কুটীর বিনিময় করিতে চাহে। এই প্রকার অধিপতি হওয়াও যাহা—প্রজা লোকের সঙ্গে বিবাদ করা, রাত্রি দিন আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করা, অন্যের অত্যাচার ভয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকাও তাহা। কিন্তু উক্ত প্রকার ক্ষুদ্র পল্লীতে যে ব্যক্তি আপনার ক্ষুদ্র জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি রাখিয়া আপনার পরিবার

* গ্রীষ্ম কালে ইংলণ্ডে রাত্র অল্প

পোষণ করিতেছে, ও সাধ্য অনুসারে ভ্রাতার মঙ্গল সাধন করিতেছে, তাহার সুখ কেমন মহত্তর। তাহাদের যৎসামান্য বিষয় বিভব তাহাদের নখাগ্রে, তাহার জন্যে তাহারদের দিবা নিশি চিন্তা করিতে হয় না। এই পল্লীতে ছোট ছোট বালকেরা সুখে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, জীবন ও স্বাস্থ্যে তাহারা পরিপূর্ণ

লণ্ডন নগরী।

লণ্ডন নগরীর ভাব এই প্রকার শান্ত স্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে কেবলি ব্যস্ততা, কেবলি গোলমাল। ইহার অন্তরে প্রবেশ করিলে কর্ম্মের মূর্ত্তিমান্ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। লণ্ডন যেন একটি মধুক্রম, আর সকলে মধু-মক্ষিকার ন্যায় আপন আপন স্থানে কর্ম্ম করিতেছে। ইংরাজেরা প্রকৃত কর্ম্মঠ জাতি, কল্পনার ক্ষেত্রে তাহারা অধিক ক্ষণ নৃত্য করিতে পারে না। এ জাতির মধ্যে শেক্সপিয়ার মিল্টন প্রভৃতি কল্পনার অবতারেরা কিরূপে উদয় হইল, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাহারা ফলের দিকে না দেখিয়া কোন কর্ম্ম আরম্ভ করে না। ইংরাজ জাতিরা সময়ের মূল্য বিলক্ষণ বুঝে। তাহাদের এক বচন আছে "সময় পয়সা।" বোধ হয় তাহার অর্থ এই যে যে সময়ে পয়সা উপার্জ্জন না হইল, সে সময় বৃথা। অন্যের জন্যে যে কেহ কোন কার্য্য করিবে, সেই পয়সা চায়। নিঃস্বার্থ ভাবে বন্ধুর ন্যায় অন্যকে সাহায্য করে এমন লোক অতি অল্প। ইহাতে আমি ইংরাজ জাতিকে দোষ দিতেছি না, এখানকার সমাজের বন্ধনই এই। এক জন অন্যের উপর নির্ভর করিতে চাহে না। আমেরিকার যুদ্ধে এখানকার তুলা-প্রদেশের লোকদিগের কি ভয়ানক দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা ভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, কিন্তু ইংলণ্ডের ব্যবসায়ী দলের এরূপ স্বাধীন ভাব, যে তাহারা অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তথাপি অন্যের নিকট হইতে ভিক্ষা চাহিবে না। কোন হিতৈষী বন্ধু তাহারদিগের কাহাকে সাহায্য দিতে আইলে সে বলে, আমার কোন কিছুরই অভাব নাই, আমার ভ্রাতার এক গ্রাস অন্ন জোটে না, তাহাকে দান কর। এদেশে অন্নের অভাবে প্রাণ হারাইবার কোন আবশ্যক নাই. নির্ধনের জন্যে শত শত দ্বার মুক্ত রহিয়াছে এবং নিরন্নের জন্যে অন্ন প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু কত কত লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, তথাপি এই গৃহে প্রবেশ করিবে না, এবং এই অন্ন গ্রহণ করিবে না। ইংলণ্ডের সমুদয় জাতিই এক শরীর; ইহার এক অঙ্গ ব্যথিত হইলে সকলেই ব্যথা-গ্রস্ত হয়। ইহার এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত এক নাড়ী ধব ধব করিতেছে। রাজ্যের স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, প্রতি জনের স্বাধীনতা সকলই এদেশে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। দাস এদেশে যে দণ্ডে পদার্পণ করে, সেই দণ্ডে তাহার সকল শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ কবে এই প্রকার স্বাধীনতা, ও এই প্রকার ঐক্যতার আলয় হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১১০

সত্যই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যার জয় হয় না। সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা, এই পরমাত্মাকে

লাভ করা যায়। ঋষি-সকল এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা তৃপ্ত-চিত্ত হইয়া সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন।

শান্তচিত্ত হইয়া সত্যকে জান, এবং সত্যকে জানিয়া সত্যের পথে চল; তবে জয়যুক্ত হইবে। যদি পরমেশ্বরকে লাভ করিবে; তবে সত্যের শরণ গ্রহণ কর, মিথ্যা ও কপটতা পরিহার কর। সত্যের অবলম্বন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ঋষিরা সেই মঙ্গল-স্বরূপকে বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে পবিত্র ও পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল এই সকল উপায় অবলম্বন দ্বারাই সংসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

১১১

প্রকাশবান্, নিরবয়ব, পূর্ণ পুরুষ, সকলের বাহিরেও আছেন, এবং সকলের অন্তরেও আছেন, এবং জন্মরহিত, তাঁহার শারীরিক প্রাণও নাই এবং মনও নাই; ক্ষীণ-দোষ যত্নশীল ধীরেরা তাঁহাকে দৃষ্টি করেন।

তিনি প্রকাশবান্, তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশিত রহিয়াছেন। এই অপরিসীম বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থ তাঁহার সত্তার প্রমাণ দিতেছে, ইহার প্রত্যেক শক্তি সেই মূল-শক্তিকে প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই, তিনি পূর্ণ পুরুষ; সকল বস্তুর বাহিরেও আছেন এবং সকল বস্তুর অভ্যন্তরেও স্থিতি করিতেছেন। তিনি জন্ম রহিত, তিনি সর্ব্বকালে বিদ্যমান ও অবিনশ্বর স্বভাব। তিনি মনুষ্যাদির ন্যায় প্রাণ-বায়ু অবলম্বন করিয়া জীবিত থাকেন না, তিনি প্রাণের প্রাণ। মন তাঁহা কর্ত্তৃক সৃষ্ট ক্ষুদ্র পদার্থ বিশেষ, অতএব তাঁহার এতাদৃশ মন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জ্ঞান আমারদের জ্ঞানের ন্যায় মনোবৃত্তি দ্বারা উৎপন্ন হয় না, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাব-সিদ্ধ। যাঁহারা পাপ কর্ম্ম করিতে বিরত থাকিয়া পবিত্র হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহারাই এই প্রকাশবান্ নিরবয়ব পূর্ণ পবিত্র পুরুষকে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করেন।

১১২

যিনি দেবতাদিগের অধিপতি, যাঁহাতে লোক-সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, যিনি এই দ্বিপদ ও চতুষ্পদ তাবৎ জন্তুদিগকে শাসনে রাখেন; তিনি এই জন্ম-বিহীন মহান্ আত্মা।

তিনি চক্ষুর অগোচর কীটাণু অবধি, লোকান্তর নিবাসী দেবগণ পর্য্যন্ত, সকল জীবের একমাত্র অবলম্বন ও অধিপতি; যাঁহার বিধানানুসারে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিতেছে; যাঁহার শাসনের অধীন থাকিয়া কি মনুষ্য কি পশু সকলই চির কাল প্রতিপালিত হইতেছে; তিনি এই জন্ম রহিত মহানাত্মা।

১১৩

এই পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন; কেহ তাঁহাকে শ্রুতি গোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন; কেহ

তাঁহাকে মনন করিতে পারে নাই, কিন্তু তিনি সকলই মনন করেন; কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন।

পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরের চক্ষু কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয় নাই; কিন্তু আমরা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু জানিতে পারি, সেই স্বয়ম্ভু অনাদি পুরুষ তাহার সমুদায়ই জানেন, এবং আমরা যাহা কিছু না জানিতে পারি, তাহাও তিনি জানেন তিনি নিঃশেষ-রূপে সকলের সকলই জানেন, কিন্তু কেহই তাঁহার স্বরূপের অন্ত জানিতে পারে না।

১১৪

ইহা নহে, ইহা নহে, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দ্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা যে পরমেশ্বর, তিনি সৃষ্টির অতীত বস্তু, এই মাত্র তাঁহার নির্দ্দেশ। যাহা কিছু চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায়, তাহা তিনি নহেন; মন দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পরা যায়, তাহা তিনি নহেন; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের অগ্রাহ্য। তিনি আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ অতি নিগূঢ় তত্ত্ব

১১৫

সেই এই পরমাত্মা সকলের নিয়ন্তা ও সকলের অধিপতি; তিনি এই জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সমুদায়েরই শাসন করেন।

বীর্য্যবান্ সূর্য্য অবধি সূক্ষ্ম কীটাণু পর্য্যন্ত, দেব মনুষ্য পশু পক্ষী সকলই তাঁহার শাসনে রহিয়াছে, কেহ তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

১১৬

শরীরের পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বুদ্ধি মধ্যে দুই জন* প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন; তন্মধ্যে এক জন† স্বকৃত কর্ম্ম ফল ভোগ করেন, আর এক জন‡ সেই ফল প্রদান করেন। ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞেরা তাঁহাদিগকে ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর ভিন্ন করিয়া বলেন, আর পঞ্চাগ্নি ও ত্রিণাচিকেত কর্ম্মিরাও এই প্রকার কহিয়া থাকেন।

জীবাত্মা এবং তাহার আশ্রয় সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা উভয়েই শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। ছায়া এবং আতপ যেরূপ পরস্পর বিলক্ষণ ও ভিন্ন পদার্থ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সেই রূপ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ। যেমন আতপ ব্যতীত ছায়া থাকিতে পারে না, সেই রূপ পরমাত্মার আশ্রয় ব্যতীত জীবাত্মার সত্তার সম্ভব হয় না। পরমাত্মা জীবের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করেন, জীবাত্মা সেই ফল ভোগ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। কেবল তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মবিদেরা এই উভয়কে এরূপ বিলক্ষণ-স্বভাব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এমত নহে; অগ্নিহোত্রী কর্ম্মিরাও এই রূপ বলিয়া থাকেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ

* পরমাত্মা আর জীবাত্মা।
† জীবাত্মা। ‡ পরমাত্মা।

দুর্গোৎসব।

"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে"

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন; তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনো ব্রহ্ম নহে।

দুর্গোৎসব বঙ্গবাসীদিগের প্রধান উৎসব। পৌত্তলিকতার সঙ্গে যত প্রকার দোষ থাকিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহার সকলি আছে। দুর্গোৎসবের সময় লোকের অর্থ গৌরব প্রকাশ করিবার সময়। দুর্গোৎসবের সময় আমোদ, প্রমোদ, অত্যাচার ও উন্মত্ততার সময়। যেখানে যাও, ধূপ ধূনার গন্ধ—নৃত্যগীতের আমোদ—ছাগ মহিষের রক্ত স্রোত—বাদ্যধ্বনি, জন কোলাহল নয়ন ও মন আকর্ষণ করে। এসময়ে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল লোকের মন নহা উৎসাহে উত্তেজিত হয়; যথার্থ দেশহিতৈষীর মন নিরুৎসাহে পূর্ণ হয়। পৌত্তলিকতার দূষিত দুর্গন্ধ বায়ুর মধ্যে যখন আর আর সকলে উল্লসিতচিত্তে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তিনি সত্যের মহিমা ম্লান দেখিয়া এই উৎসব কোলাহলের মধ্যে মৌন ভাব ধারণ করেন। তিনি বিষণ্ণ হইয়া দেখেন, সহস্র সহস্র ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া জ্ঞানশূন্য ভাবশূন্য স্বহস্ত-রচিত প্রতিমূর্ত্তি সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির প্রতি যাহাতে মনের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, তাহাতে এমন কিছুই নাই। অভ্যাসের গুণে পৌত্তলিকতার যথার্থ কুৎসিত ভাব মনে উদয় হয় না। কেমন করিয়াই বা হইবে? বাহিরের আড়ম্বর এই প্রকার যে তাহাতেই মন সম্পূর্ণ রূপে মুগ্ধ হইয়া যায়। ঈশ্বরের উপাসনার ভাব কিছুই নাই। মনকে ভুলাইয়া রাখিবার নানা সামগ্রী রহিয়াছে। নানাবিধ লোক, একত্র হইয়াছে—হাস্য পরিহাস চলিতেছে—ধূপ ধূনার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়াছে,—বলিদান হইতেছে—বাদ্যধ্বনি উঠিতেছে। যাঁহার নিকটে মনের কুপ্রবৃত্তি-সকলকে বলিদান দিতে হইবে, তাঁহার সম্মুখে নির্দ্দোষী ছাগ মহিষের রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। মনুষ্য ঈশ্বর ভিন্ন থাকিতে পারেন না, তিনি অকৃত অমৃত ঈশ্বরকে না পাইলেও আপনার মনের মত করিয়া ঈশ্বর নির্ম্মাণ করেন। তিনি পৃথিবীর ধূলি স্বর্গে লইয়া যান, পৃথিবীর গঙ্গাকে স্বর্গের মন্দাকিনী রূপে কল্পনা করেন। যাঁহার বিমল আদর্শ দেখিয়া আপনাকে শোধন করিতে হইবে, মনুষ্য তাঁহাকে আপনার আদর্শে নির্ম্মাণ করেন। যখন তিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নিয়ম অনুযায়ী আপনাকে পবিত্র করা নিতান্ত কঠিন বিবেচনা করেন, তখন তীর্থ-দর্শন গঙ্গাস্নান প্রভৃতি মুক্তির সহজ উপায় করিয়া লন। তিনি আপনার ইচ্ছা আপনার ভাব, আপনার স্বার্থপরতার অনুরূপ আপনার ঈশ্বর কল্পনা করেন। তাঁহার কুপ্রবৃত্তি-সকলকে চরিতার্থ করা চাই—মনের প্রসন্নতাও রক্ষা করা চাই। যে কাল্পনিক ধর্ম্ম এই দুই দিক্ রক্ষা করিতে পারে, তাহাই সাধারণের গ্রাহ্য হয়। এক দিকে অত্যাচার, আর দিকে কঠোরতা; এ দিকে শিথিল ধর্ম্ম, ও দিকে কষ্ট-সাধন অনুষ্ঠানের ক্রুটি নাই। স্বেচ্ছাচারের দ্বার মুক্ত থাকা আবশ্যক, আবার আত্মগ্লানি নিবারণের পথ প্রস্তুত থাকাও আবশ্যক। চমৎকার বিপর্য্যয়-ভাব! পৌত্তলিকতার এই সাধারণ দোষ দুর্গোৎসবে বিশেষ রূপে প্রকাশমান। প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে এই তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকাতে দুর্গোৎসবের যে সকল দোষ উল্লেখ করা গিয়াছিল, এখনো সেই সকল দোষ সম্পূর্ণই আছে। দুর্গোৎসবের "উদ্যোগে অমঙ্গল, উৎসবের সময়ে অমঙ্গল, এবং ইহার সমাপ্তিতেও প্রচুর অমঙ্গল দ্বারা প্রতি বৎসর এই সময়ে বঙ্গভূমি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।" "এদেশে সম্বৎসরে যত দুষ্কর্ম্ম হয়, এই তিন দিবসে তাহা সম্পূর্ণ রূপে কৃত হয়। এই সকল দুষ্কর্ম্ম স্বভাবতই অপরাধের কারণ, কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকাতে তাহারা বিষম অপরাধের হেতু হইয়াছে। ধর্ম্ম অনুশীলনের নির্দ্দিষ্ট কাল যাহারদিগের সম্পূর্ণ অধর্ম্ম আচরণের কাল হয় এবং ঈশ্বর উপাসনার নিমিত্তে নির্ম্মিত স্থান যাহারদিগের কুকর্ম্ম সূচক আমোদের সম্ভোগ স্থল হয়, তাহাদিগের আর নিষ্কৃতির উপায় কি? এদেশস্থ লোকের এই প্রকার বিপরীত প্রকৃতি দেখিয়া কে না বিস্মিত ও দুঃখিত হয়?"

পূজার তিন দিন পাপের স্রোত বহিতে থাকে। এই তিন দিনে শত শত শরীর অবসন্ন হয়, মন দুর্ব্বল হয়, নীচ প্রবৃত্তি সকল প্রদীপ্ত হয়। "এপ্রকার ঘটনাও হয় যে যাঁহারা যে নদী তীরে বিজয়ার আমোদে উল্লসিত হইয়াছিলেন, পর দিবস তাঁহারা সেই নদীতীরে চিতারোহণ করিয়াছেন।" এই প্রকার এক এক উৎসবে আমাদের দেশের মুখ যত মলিন হয়, আর শত শত দুর্ঘটনায় সে প্রকার হয় না। আমারদের বিশ্বাস এই যে সকল প্রকার পৌত্তলিক আচার উঠিয়া না গেলে এদেশের আর মঙ্গল নাই।

যাহারদের পৌত্তলিক ধর্ম্মে যথার্থ বিশ্বাস, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের আচরণ দেখিয়া আরো দুঃখিত হইতে হয়। অজ্ঞান ও কুসংস্কার পৌত্তলিকতার জন্ম স্থান, কিন্তু আলোকের মধ্যেও পৌত্তলিকতার বিকট মূর্ত্তি যে এখনো রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। দূরবীক্ষণ দিয়া এক বার আকাশের প্রতি চাহিয়া দেখিলে যেমন কোটি কোটি নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়া অনন্তের মহিমা ব্যক্ত করে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের কোটি কোটি দেবতাও অন্তর্হিত হইয়া যায়। এক্ষণে সুশিক্ষিত মণ্ডলী হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারদের মধ্যে এখন আর কেহই বিশ্বাস করেননা যে পৃথিবী বাসুকির পৃষ্ঠে স্থাপিত আছে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে তেত্রিশ কোটি দেবতা পৃথিবীর অধিপতি। তাঁহারা মনে করেন না যে জলের দেবতা, অগ্নির দেবতা; ধনের দেবতা, বিদ্যার দেবতা; আয়ুর দেবতা, মৃত্যুর দেবতা স্বতন্ত্র। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তবে কেন তাঁহারা অদ্যাপি দেবদেবীর পূজা করেন? তাঁহারা পৌত্তলিকতার সঙ্গে সংস্রব রাখেন কেন? তাঁহারা কি প্রকারে ইচ্ছা পূর্ব্বক এমন অন্ধ হন যে অন্য অন্ধে তাঁহারদের হাত ধরিয়া লইয়া যায়? এই সকল প্রশ্ন বৃথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তাঁহারদের জ্ঞানের অভাব নাই যে তাঁহারদিগকে ভ্রম দেখাইয়া দিলেই হইবে। যদি প্রত্যয় জন্মাইয়া দিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইত, তবে আর কোন ভাবনা থাকিত না। ইহা সকলেই জানে যে পৌত্তলিক ধর্ম্মে তাঁহাদের একরত্তিও বিশ্বাস নাই। তাঁহাদের জ্ঞানের অভাব নাই— তাঁহাদের ইচ্ছার অভাব, ধর্ম্ম-উৎসাহের অভাব। তাঁহারা মুখে দেশের কুপ্রথা-সকলের নিন্দা করিতে সর্ব্বাগ্রে তৎপর; কিন্তু এই সকল অমঙ্গল নিবারণের জন্য তাঁহারা একটী উপায়ও অবলম্বন করেন না। কার্য্যের সময় তাঁহারা একটী বাণও নিক্ষেপ

করেন না। তাঁহারা নিজে যখন সেই সকল দোষে দোষী হন, তখন বলেন 'সময় হয় নাই।' তাঁহারা লোকনিন্দা-ভয়ে সঙ্কুচিত হন। তাঁহারা সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; যে পক্ষ প্রবল হয়, সেই মতেই তাঁহাদের মত। কেহই পথ দেখাইতে চাহেন না, সকলেই সময়ের দোষ দেন ও দেশের দোষ দেন। যাঁহারা ধনী, প্রভুত্বশালী ও পদশালী, লোকাচারকে ভয় করিবার যাঁহাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, যাঁহাদের অল্প চেষ্টাতে অধিক ফল ফলিতে পারে; তাঁহারাও সম্পূর্ণ চেষ্টাশূন্য। তাঁহারা স্বীয়-ধন-বলে, প্রভুত্ব-বলে, সত্যের যতদূর সাহায্য করিতে পারেন, তাহা কেহই করেন না। তাহা দূরে থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কি এই দুর্গা পূজাতে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা সহস্র লোকের প্রভু হইতে চাহেন, তাঁহারাই আবার লোকাচারের একান্ত দাস! এই রূপে আমাদের দেশের নানা সম্প্রদায়ের লোক নানা কারণে ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিমুখ। তাঁহারা আপনারা যাহা যথার্থ বুঝেন, লোকের অনুরোধে তাহার বিপরীত আচরণ করেন। আপনার ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে অবমাননা করিয়া চিরসঞ্চিত কুসংস্কার মান্য করেন। তাঁহারা প্রতিমার সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দাঁড়ান; কিন্তু যে বেশে দাঁড়ান, তাহা কপটতারই বেশ। এক্ষণকার বিদ্যাবান্দিগের আচরণ যদি এই প্রকার হইল, তবে আমরা এদেশের নিকট হইতে আর কি আশা করিতে পারি? হে বিদ্বন্! এমন কখনই মনে করিও না যে এই প্রকার কপট বেশ ধারণ করিয়া লোকের মন তুমি যথার্থ ভুলাইতে পার? এই প্রকার আচরণে তোমার কোন কুলই রক্ষা পাইবে না। ইহাতে তুমি যথার্থবাদীদিগের প্রীতির ভাজন হইবে না এবং প্রকৃত পৌত্তলিকদিগেরও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে না। এক্ষণে অবিশ্বাস ও ... ধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে সকল প্রকারেই শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা মন্ত্র গ্রহণ, দুর্গা পূজা, পিণ্ডদান প্রভৃতি সকলই করিয়া থাকেন। বিদ্যাবান্দিগের মধ্যে যাঁহারা পৌত্তলিক ক্রিয়া-কলাপ সকলই অক্ষুব্ধ চিত্তে করিয়া থাকেন, নিশ্চয় জানিও তাঁহাদের কোন ধর্ম্মেই শ্রদ্ধা নাই। ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা থাকিলে তাঁহারা এপ্রকার কখনই করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের মত এই, সাধারণ লোকের জন্য একটা ধর্ম্ম চাই, তবে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল। ধর্ম্মের জন্য এত লোকের বিপক্ষতা সহ্য করিতে তাঁহারদের মত নহে। ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকার করা আর শূন্যের জন্য কষ্ট করা তাঁহাদের নিকটে উভয়ই সমান। যৎকালে যুবকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহারদের তৎকালীন ভাব দেখিয়া মনে হয়, বুঝি ইঁহাদের দ্বারা দেশের দুরবস্থা মোচন হইতে পারিবে। কিন্তু সংসারে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাঁহাদের দেশহিতৈষিতা মনস্বিতা সকলি চলিয়া যায়। সংসারের শীতল বারির এমনি গুণ যে তাহা হৃদয়ের সমুদায় অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে।

কিন্তু নিরাশ হইবার বিষয় নাই। ধর্ম্ম ব্যতীত কোন জাতিই অধিক দিন থাকিতে পারে না। মনুষ্যের হৃদয় শূন্য অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে পারে না। অবিশ্বাসের রাজত্ব অধিক কাল নহে। সে যেমন বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে ভয় করে, এমন আর কিছুকে ভয় করে না। এ দেশে এক্ষণে দেখ, এমন অজ্ঞান এমন অবিশ্বাসের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আলোক কেমন অল্পে অল্পে প্রকাশ

পাইতেছে। পৌত্তলিকতার উৎসন্ন দশার মধ্যে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্থিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বল প্রচার হইলে ধর্ম্ম-ভীরুতা চলিয়া যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্ম-ভীরুতার প্রধান কারণ, ধর্ম্মে অবিশ্বাস। বিশ্বাস-শূন্য হৃদয়ের এমন কিছুই বল নাই, যে তাহা প্রচলিত ধর্ম্মের বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করিতে পারে। কিন্তু মনুষ্য যখন বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাহার বলের সীমা থাকে না। সে বলের নিকটে শত সহস্র বাধা পরাভূত হয়। সে বলের প্রভাবে রাশি রাশি অমঙ্গল তিরোহিত হয়। ব্রাহ্মেরা এখন সেই ধর্ম্মবল প্রকাশ করুন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় পতাকা হস্তে করিয়া যে দিকে যাওয়া যাইবে, সেই দিকেই জয় লাভ হইবে। পৌত্তলিক ধর্ম্ম এখন জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, কতিপয় শূর উত্থিত হইলেই তাহা এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মেরা উত্থিত হউন। তাঁহারা যেন সাধু দৃষ্টান্ত প্রচার করিতে বিমুখ না হন। এই দুর্গোৎসবই তাহা প্রচার করিবার উপযুক্ত সময়। ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বরের উপাসক। তাঁহারা ব্রত করিয়াছেন "সর্ব্ব স্রষ্টা পরব্রহ্ম রূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না" তাঁহারা যেন প্রাণপণে সেই ব্রত পালন করেন। ব্রত হীন হওয়া অপেক্ষা ব্রত ভঙ্গ করা অধিক পাপ। ব্রাহ্মেরা যেন পৌত্তলিকতার সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখেন। তাঁহাদের উদাসীন থাকিলেও কিছুই হইবে না। পৌত্তলিকতার সম্যক্ উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণগত যত্ন করিতে হইবে। শত্রুর সম্মুখে পুত্র কি পিতার পরিচয়, সেনা কি রাজার পরিচয় দিতে ভয় করিয়া থাকে? ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি সকলের সম্মুখে এক ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে ভয় করিবে? তোমার কি সহস্র সহস্র কপট বেশী পৌত্তলিকের নিকটে গিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিবে না? তোমরা কি উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিবে না 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'? যে সত্য তোমাদের হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হইয়াছে, তাহা যদি নির্ভয়ে প্রচার করিতে পার; তবে বঙ্গদেশে যে কি এক অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা কে না জানে? যে হস্তে প্রদীপ থাকে, সে হস্তের গুণে কিছুই হয় না; কিন্তু সেই প্রদীপের আলোকে সকল স্থান আলোকময় হয়। সত্য তোমাদের প্রদীপ স্বরূপ হইয়া অতি অন্ধকার প্রদেশেও আলোক বর্ষণ করিবে। তোমাদের হস্তে গুরুতর ভার। অধর্ম্ম বিনাশ করিতে হইবে—সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। এই পূজার সময় তোমাদের বল প্রকাশ করিবার সময়। ব্রাহ্ম গৃহস্বামী স্বীয় গৃহে প্রতিমা স্থাপন করিবেন না। পৌত্তলিক পরিবারের মধ্যে যদি এক জন ব্রাহ্ম থাকেন, প্রাণ গেলেও তিনি পুতুল পূজা করিবেন না। ব্রাহ্ম যদি পূজার গৃহে নিমন্ত্রিত হন, সে গৃহে তিনি গমন করিবেন না। যদি সেখানে যান, তবে পৌত্তলিকদের মধ্যে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইবেন। তাঁহারা যেন কোন মতেই সংগ্রামে বিমুখ না হন। তাঁহারা যদি ধর্ম্ম-যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন, তবে এদেশের আর কোথাও আশা নাই। ধর্ম্মের জন্য যদি আমাদের লোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়—যদি শাকান্ন আহার করিয়া যথা কথঞ্চিৎ রূপে দিনপাত করিতে হয়; তথাপি যেন আমরা অপরাজিত চিত্তে ধর্ম্মেতে অনুরক্ত থাকি। আত্মাকে কলঙ্কিত করিয়া, প্রিয়তম ঈশ্বরকে হারাইয়া, স্তূপাকার রজত কাঞ্চন লইয়া, আমরা কি করিব? আমরা

করেন না। তাঁহারা নিজে যখন সেই সকল দোষে দোষী হন, তখন বলেন 'সময় হয় নাই।' তাঁহারা লোকনিন্দা-ভয়ে সঙ্কুচিত হন। তাঁহারা সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; যে পক্ষ প্রবল হয়, সেই মতেই তাঁহাদের মত। কেহই পথ দেখাইতে চাহেন না, সকলেই সময়ের দোষ দেন ও দেশের দোষ দেন। যাঁহারা ধনী, প্রভুত্বশীল ও পদশালী, লোকাচারকে ভয় করিবার যাঁহাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, যাঁহাদের অল্প চেষ্টাতে অধিক ফল ফলিতে পারে; তাঁহারাও সম্পূর্ণ চেষ্টাশূন্য। তাঁহারা স্বীয় ধন-বলে, প্রভুত্ব-বলে, সত্যের যতদূর সাহায্য করিতে পারেন, তাহা কেহই করেন না। তাহা দূরে থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে কি এই দুর্গা পূজাতে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা সহস্র লোকের প্রভু হইতে চাহেন, তাঁহারাই আবার লোকাচারের একান্ত দাস। এই রূপে আমাদের দেশের নানা সম্প্রদায়ের লোক নানা কারণে ধর্ম্ম-যুদ্ধে বিমুখ। তাঁহারা আপনারা যাহা যথার্থ বুঝেন, লোকের অনুরোধে তাহার বিপরীত আচরণ করেন। আপনার ধর্ম্ম-বুদ্ধিকে অবমাননা করিয়া চিরসঞ্চিত কুসংস্কার মান্য করেন। তাঁহারা প্রতিমার সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দাঁড়ান; কিন্তু যে বেশে দাঁড়ান, তাহা কপটতারই বেশ। এক্ষণকার বিদ্যাবান্দিগের আচরণ যদি এই প্রকার হইল, তবে আমরা এদেশের নিকট হইতে আর কি আশা করিতে পারি? হে বিদ্বন্! এমন কখনই মনে করিও না যে এই প্রকার কপট বেশ ধারণ করিয়া লোকের মন তুমি যথার্থ ভুলাইতে পার? এই প্রকার আচরণে তোমার কোন কূলই রক্ষা পাইবে না। ইহাতে তুমি যথার্থবাদীদিগের প্রীতির ভাজন হইবে না এবং প্রকৃত পৌত্তলিকদিগেরও প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবে না। এক্ষণে অবিশ্বাস ও কপটতারই অধিক প্রাদুর্ভাব দেখিতেছি। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে সকল প্রকারেই শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা মন্ত্র গ্রহণ, দুর্গা পূজা, পিণ্ডদান প্রভৃতি সকলই করিয়া থাকেন। বিদ্যাবান্দিগের মধ্যে যাঁহারা পৌত্তলিক ক্রিয়া-কলাপ সকলই অক্ষুব্ধ চিত্তে করিয়া থাকেন, নিশ্চয় জানিও তাঁহাদের কোন ধর্ম্মেই শ্রদ্ধা নাই। ধর্ম্মেতে শ্রদ্ধা থাকিলে তাঁহারা এপ্রকার কখনই করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের মত এই, সাধারণ লোকের জন্য একটা ধর্ম্ম চাই, তবে যাহা হইয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল। ধর্ম্মের জন্য এত লোকের বিপক্ষতা সহ্য করিতে তাঁহারদের মত নহে। ধর্ম্মের জন্য কষ্ট স্বীকার করা আর শূন্যের জন্য কষ্ট করা তাঁহাদের নিকটে উভয়ই সমান। যৎকালে যুবকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তাঁহারদের তৎকালীন ভাব দেখিয়া মনে হয়, বুঝি ইঁহাদের দ্বারা দেশের দুরবস্থা মোচন হইতে পারিবে। কিন্তু সংসারে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তাঁহাদের দেশহিতৈষিতা মনস্বিতা সকলি চলিয়া যায়। সংসারের শীতল বারির এমনি গুণ যে তাহা হৃদয়ের সমুদায় অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে।

কিন্তু নিরাশ হইবার বিষয় নাই! ধর্ম্ম ব্যতীত কোন জাতিই অধিক দিন থাকিতে পারে না। মনুষ্যের হৃদয় শূন্য অবলম্বন করিয়া বাঁচিতে পারে না। অবিশ্বাসের রাজত্ব অধিক কাল নহে। সে যেমন বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে ভয় করে, এমন আর কিছুকে ভয় করে না। এ দেশে এক্ষণে দেখ, এমন অজ্ঞান এমন অবিশ্বাসের মধ্যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আলোক কেমন অল্পে অল্পে প্রকাশ

পাইতেছে। পৌত্তলিকতার উৎসন্ন দশার ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্থিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বল প্রচার হইলে ধর্ম্ম-ভীরুতা চলিয়া যাইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্ম-ভীরুতার প্রধান কারণ, ধর্ম্মে অবিশ্বাস। বিশ্বাস-শূন্য হৃদয়ের এমন কিছুই বল নাই, যে তাহা প্রচলিত ধর্ম্মের বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করিতে পারে। কিন্তু মনুষ্য যখন বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাহার বলের সীমা থাকে না। সে বলের নিকটে শত সহস্র বাধা পরাভূত হয়। যে বলের প্রভাবে রাশি রাশি অমঙ্গল তিরোহিত হয়। ব্রাহ্মেরা এখন সেই ধর্ম্মবল প্রকাশ করুন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় পতাকা হস্তে করিয়া যে দিকে যাওয়া যাইবে, সেই দিকেই জয় লাভ হইবে। পৌত্তলিক ধর্ম্ম এখন জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, কতিপয় শূর উত্থিত হইলেই তাহা এককালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মেরা উত্থিত হউন। তাঁহারা যেন সাধু দৃষ্টান্ত প্রচার করিতে বিমুখ না হন। এই দুর্গোৎসবই তাহা প্রচার করিবার উপযুক্ত সময়। ব্রাহ্মেরা এক ঈশ্বরের উপাসক। তাঁহারা ব্রত করিয়াছেন "সর্ব্ব স্রষ্টা পরব্রহ্ম রূপে সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না" তাঁহারা যেন প্রাণপণে সেই ব্রত পালন করেন। ব্রত হীন হওয়া অপেক্ষা ব্রত ভঙ্গ করা অধিক পাপ। ব্রাহ্মেরা যেন পৌত্তলিকতার সঙ্গে কোন সংস্রব না রাখেন। তাঁহাদের উদাসীন থাকিলেও কিছুই হইবে না। পৌত্তলিকতার সম্যক্ উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণগত যত্ন করিতে হইবে। শত্রুর সম্মুখে পুত্র কি পিতার পরিচয়, সেনা কি রাজার পরিচয় দিতে ভয় করিয়া থাকে? ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি সকলের সম্মুখে এক ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে ভয় করিবে? তোমার কি সহস্র সহস্র কপট বেশী পৌত্তলিকের নিকটে গিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিবে না? তোমরা কি উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিবে না 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'? যে সত্য তোমাদের হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হইয়াছে, তাহা যদি নির্ভয়ে প্রচার করিতে পার; তবে বঙ্গদেশে যে কি এক অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, তাহা কে না জানে? যে হস্তে প্রদীপ থাকে, সে হস্তের গুণে কিছুই হয় না; কিন্তু সেই প্রদীপের আলোকে সকল স্থান আলোকময় হয়। সত্য তোমাদের প্রদীপ স্বরূপ হইয়া অতি অন্ধকার প্রদেশেও আলোক বর্ষণ করিবে। তোমাদের হস্তে গুরুতর ভার। অধর্ম্ম বিনাশ করিতে হইবে—সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। এই পূজার সময় তোমাদের বল প্রকাশ করিবার সময়। ব্রাহ্ম গৃহস্বামী স্বীয় গৃহে প্রতিমা স্থাপন করিবেন না। পৌত্তলিক পরিবারের মধ্যে যদি এক জন ব্রাহ্ম থাকেন, প্রাণ গেলেও তিনি পুতুল পূজা করিবেন না। ব্রাহ্ম যদি পূজার গৃহে নিমন্ত্রিত হন, সে গৃহে তিনি গমন করিবেন না। যদি সেখানে যান, তবে পৌত্তলিকদের মধ্যে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইবেন। তাঁহারা যেন কোন মতেই সংগ্রামে বিমুখ না হন। তাঁহারা যদি ধর্ম্ম-যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হন, তবে এদেশের আর কোথাও আশা নাই। ধর্ম্মের জন্য যদি আমাদের লোকের গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়—যদি শাকান্ন আহার করিয়া যথা কথঞ্চিৎ রূপে দিনপাত করিতে হয়; তথাপি যেন আমরা অপরাজিত চিত্তে ধর্ম্মেতে অনুরক্ত থাকি। আত্মাকে কলঙ্কিত করিয়া, প্রিয়তম ঈশ্বরকে হারাইয়া, স্তূপাকার রজত কাঞ্চন লইয়া, আমরা কি করিব? আমরা

যে ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহা পালন করিতেই হইবে। আমাদের হৃদয় এপ্রকার সারহীন নয় যে, যে দিকে লইয়া যাও সেই দিকেই যাইবে—সময় বুঝিয়া প্রতি পদ সঞ্চরণ করিতে হইবে। আমরা এ প্রকার উপদেশ পাই নাই যে কপট বেশীদের সহিত কপট ভাবে চলিতে হইবে, নাস্তিকের সহিত নাস্তিকের মত কথা কহিবে, পৌত্তলিকের সহিত পৌত্তলিকের মত ব্যবহার করিবে, সাধুর নিকটে ভক্তের বেশ ধারণ করিবে। যদি সহস্র সহস্র উপহাস-পরায়ণ ব্রতহীন অবিশ্বাসী লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত হও, তাহারদের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবে। যদি পৌত্তলিক পরিবারে পরিবৃত থাক, তথাপি, হে সাধু যুবা! তুমি তোমার সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। এই দুর্গোৎসবের সময় যখন আর আর সকলে আমোদ কোলাহলে মত্ত রহিয়াছে, তোমার মন কি ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন হইতেছে না? তোমার সেই আন্তরিক দুঃখ ঢাকিয়া রাখিয়া কি আমোদ-মত্ততায় উন্মত্ত হইবে? সত্যের মূর্ত্তি ম্লান দেখিয়া তোমার মুখও কি ম্লান ভাব ধারণ করিবে না? তোমার শ্রবণেন্দ্রিয় কি অশ্রাব্য বাদ্য গীত শ্রবণ করিয়া পরিতোষ লাভ করিবে? তুমি কি পৌত্তলিকতার দুর্গন্ধের মধ্যে বাস করিয়া প্রফুল্ল হইবে? কখনই না, কখনই না। তুমি কি নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়-পতাকা, উড্ডীন করিবে না? সত্যের মহিমাকে সর্ব্বত্র মহীয়ান্ করিবে না? একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নামের মঙ্গলধ্বনি সমুদয় বঙ্গভূমিতে প্রচার করিয়া এক কালে পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিবে না? অবশ্যই করিবে! অবশ্যই করিবে!

ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস।

কেহ কেহ তর্কের নিমিত্ত বলিয়া থাকেন যে জগতে অশেষ প্রকার অমঙ্গল সত্ত্বেও ঈশ্বরকে কিরূপে মঙ্গল-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক যদি আমরা কেবল সংসারের ঘটনা সূত্র হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ করিতে চাই তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণ মঙ্গলের ভাব কদাপি প্রাপ্ত হইতে পারি না। কিন্তু আবার সেই মঙ্গল ভাবের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলে আমরা ক্ষণকাল মাত্র স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারি না। এ বিষয় আমাদের স্বভাব সিদ্ধ, আমরা প্রমাণ দ্বারা তাহা গ্রহণ করি না। আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি কেবল এই পৃথিবীর মধ্যেই সীমা বদ্ধ রহিয়াছে, আমরা ইহকালের ঘটনা সকলই কেবল দেখিতেছি, কিন্তু তাহার কারণ যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইতে পারে তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই। অতএব আংশিক পরীক্ষা দ্বারা যাহা অসংগত ও অমঙ্গল বোধ হয় সমুদায় জগতের ব্যাপার দেখিতে পাইলে আমরা তাহাকেই পরম মঙ্গলের কারণ রূপে জানিতাম। যদি কেহ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের গতি বিধি এককালে দেখিতে পাইতেন ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেরই ঘটনা আলোচনা করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলেই তিনি সংসারের গতির প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিতেন। ঈশ্বরের কৌশল ও কার্য্য মধ্যে দ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত কেহই প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব এ বিষয়ে তর্কের দ্বারা সিদ্ধান্ত করা আমাদের অনধিকার চর্চ্চা মাত্র এবং সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার চিহ্ন। কিন্তু ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহার মঙ্গল স্বরূপের প্রতি একটি

দৃঢ় অটল বিশ্বাস আমাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্নেহকর পিতার ন্যায় তাঁহার সন্তানদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস কর,তোমাদের মঙ্গল হইবেক। এই আশ্বাস বাক্য ধার্ম্মিক ব্যক্তির পরম সন্তোষের ভাণ্ডার। ইহা শ্রান্ত গুরু ভারাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের অবসন্ন চিত্তকে উত্তেজিত করিতেছে, বিপন্ন ব্যক্তিকে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিতেছে, দুঃখাভিভূত নিরাশ মনেও পুনর্বার আশার উদ্দীপন করিতেছে। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি কেবল ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি করেন; ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাস করিয়াই তাঁহার মঙ্গল কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

যাহাদের দৃষ্টি সংসারের সামান্য বিষয়েতেই বদ্ধ রহিয়াছে, যাহারা সংসারের সম্পদকেই জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য বোধ করে, তাহারাই সংসারের অমঙ্গলে অধৈর্য্য হয়, এবং তাহা ঈশ্বরেতে আরোপ করে; কিন্তু মনুষ্যের দোষে যে কত দূর সেই অমঙ্গল উৎপন্ন হয় তাহা একবারও ভাবে না। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তেই মধ্যে মধ্যে বিপত্তি ও দুঃখ প্রেরণ করেন। আমাদের জ্ঞান যতই বিস্তার হইতেছে, ততই আমরা জগতের সকল কার্য্যেতে এই সত্যের উদাহরণ পাইতেছি। পুরাকালে বজ্রপাত, প্রবল বাত্যা, আগ্নেয় গিরির অগ্নি উদগার ইত্যাদি নৈসর্গিক উৎপাত কেবল নিরবচ্ছিন্ন লোকের অপকারের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইত; কিন্তু বিজ্ঞান-শাস্ত্র এক্ষণে সেই সকলকে মহোপকারজনক বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। অতএব আমরা যাহা আমাদের অনিষ্টকর বলিয়া বোধ করি, তাহা প্রায় আমাদের উপকারের নিমিত্তেই প্রেরিত হয়। যিনি মনুষ্যের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে চাহেন, তাঁহার কেবল ইহ জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত নহে। ইহ জীবন আমাদের অনন্ত জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অতএব আমাদের কার্য্যের ফলাফল কেবল এখানেই পর্য্যবসিত হয় না, সুতরাং কেবল আমাদের ইহকালের অবস্থার আলোচনা করিয়া আমরা কখন সন্তোষ পাইতে পারি না।

অপর পশু প্রাণিদিগের সমুদয় জীবনই জন্ম মৃত্যুতেই সীমা বদ্ধ, এই হেতু তাহাদের সমস্ত সুখ ও মঙ্গল এখানেই পরিসমাপ্ত হয়। কিন্তু মনুষ্যের মঙ্গল এখানে দেশ কাল অবস্থা বদ্ধ নহে,সে মঙ্গল অনন্তকালব্যাপী। কিন্তু অদূরদর্শী ব্যক্তি তাহা দেখিতে পায় না। বাস্তবিক সর্ব্বদা নিকটস্থ বস্তুর প্রতি বদ্ধ-দৃষ্টি হইলে আমাদের চক্ষু যেমন অল্পকাল মধ্যে তেজ হীন হইয়া আর দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পায় না, সেই রূপ আমাদের মন সাংসারিক বর্ত্তমান বিষয়ে অহরহ ব্যাপৃত থাকিয়া পরিশেষে আর পরকালের বিষয় দেখিতে পায় না। এই রূপ অন্ধ হইয়া লোকে বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তাহার পক্ষে সংসারের অতীত আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। সে যে কার্য্য করে, যে কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইতে সাংসারিক লভ্য কি হইতেছে,ইহাই অনুধ্যান করে। এই রূপে তাহার মন নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। এপ্রকার ব্যক্তি যে সংসারের বিপত্তিতে বিপন্ন হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কারণ সংসারই তাহার সর্ব্বস্ব। তাহার নিকটে আত্মপ্রসাদ পরকালের মঙ্গল ঐ সকল অতি সুন্দর মনোহর কাল্পনিক বাক্য মাত্র। কিন্তু যে সকল উদারচিত্ত মহাত্মা পৃথিবীতে মহা মহা সৎকীর্ত্তি করিয়া গিয়াছেন, তাঁ-

তারা বর্ত্তমানের সহস্র সুখ ও লভ্য ত্যাগ করিয়াও আত্ম-প্রসাদ ও অনন্ত মঙ্গলের উদ্দেশে যত্নশীল থাকিতেন। তাঁহারা স্বীয় অন্তর্জ্যোতিদ্বারা ঈশ্বরের মঙ্গল স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন এবং অবিচলিত ভাবে উৎসাহের সহিত সেই ইচ্ছার অনুগামী হইতেন। কিন্তু সামান্য লোকে তাঁহাদের উন্নত ভাব ও মহৎ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে কত সময়ে বাতুল ও নির্ব্বোধ বলিয়া পরিহাস করিত।

ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি বিশ্বাস ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান প্রবর্ত্তক। ধার্ম্মিক ব্যক্তির এখানে নিয়ত সংসারের সহিত সংগ্রাম; সুতরাং তিনি সংসারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সন্তোষ পাইতে পারেন না, তাঁহার নির্ভর এক মাত্র ঈশ্বরের প্রতি।

বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা।

১১ বৈশাখ ১৭৮৪ শক।

আমারদিগের এই ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির শূন্য স্থান নহে; যিনি গভীর সমুদ্রে, উন্নত পর্ব্বতে, অসীম আকাশে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি ওষধি বনস্পতিতে প্রাণ রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন; তিনিই এই সমাজ মন্দিরে আভ্যন্তর রূপে বিরাজ করিতেছেন— সেই দেব-দেবের মঙ্গল জ্যোতিতে এই সমাজ-মন্দির পূর্ণ রহিয়াছে। আমরা জড় প্রাচীরের সম্মুখে স্বীয় হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে অথবা কোন শূন্য বস্তুর উপাসনা করিতে এখানে সব সুহৃদে মিলে একত্রিত হই নাই। যিনি অসীম বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত্তা, যিনি আমার বাস গৃহের গৃহ দেবতা, তিনি মনোগৃহের গৃহস্বামী, তিনিই এই সমাজ-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সেই প্রাণ-স্বরূপ চেতনবান্ জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে—তাঁহারি নিকটে মনোদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। আমারদিগের প্রতি ভক্তি এখন যেমন চরিতার্থ হইতেছে—আমারদিগের শ্রদ্ধার আস্পদ, প্রেমের আধারকে এখন যেমন নিষ্কণ্টকে উপভোগ করিতেছি; এমন সুন্দর অবসর, এমন সুরম্য স্থান সপ্তাহ মধ্যে একবারও দেখিতে পাই নাই; সেই দেব-দেবকে সমুদায় আত্মার সহিত আলিঙ্গন করিয়া মনঃপ্রাণ শীতল করিতে পারি নাই। তাঁহার উজ্জ্বল মুখ এখানে যেমন সুন্দর রূপে নিরীক্ষণ করিতেছি, প্রীতি কুসুম, এখানে যেমন মনের সাধে তাঁহার পবিত্র চরণে বিকীর্ণ করিতেছি; নিবাস-গৃহে কি কার্য্যালয়ে, পণ্য গৃহে কি চিকিৎসালয়ে সকল স্থানেই তো তাঁহার প্রেম দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার সত্তা—তাঁহার প্রেমমুখ এমন উজ্জ্বল রূপে দেখিতে পাই নাই।

অদ্য যেমন এই প্রশান্ত সময়ে এই পবিত্র দেব-মন্দিরে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতেছি; নিবাস নিকেতনে সাংসারিক কোলাহল, কার্য্যালয়ে বিষয়-কার্য্যের ব্যস্ততা পণ্য গৃহে বিষমতর আড়ম্বর, চিকিৎসালয়ে রোগির সকরুণ আর্ত্তনাদের মধ্যে কেমন করিয়া প্রশান্ত হৃদয়ে তাঁহাতে মন সমাধান করিব—কেমন করিয়াই বা এমন স্বচ্ছন্দে তাঁহার সুনির্ম্মল প্রেমামৃত পান করিতে সমর্থ হইব।

অদ্য যখন সেই দেব-দেবের উপাসনা করিবার জন্য প্রীতি-কুসুম লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই, সেই [illegible]

কোন পথিক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইবা মাত্র কেমন মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছি, যে আমরা এখন ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের পূজা করিতে গমন করিতেছি; সপ্তাহ মধ্যে যে আমারদিগের জড় রসনা এমন মধুময় অমৃতময় শব্দ এক বারও উচ্চারণ করে নাই।

এখানে যেমন অনন্যপরায়ণ সাধকদিগের প্রশান্ত ভাব, ঈশ্বর বিষয়ক প্রস্তাবাদির চিত্তচমৎকারিণী শক্তি, চতুর্দ্দিকস্থ ওষধি বনস্পতি সমূহের অনির্ব্বচনীয় শোভা আমারদিগের প্রীতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া দিতেছে—এখানে যেমন চেতনাচেতন সকল পদার্থ এক কালে আমারদিগের ঈশ্বর লাভের অনুকূলতা সম্পাদন করিতেছে; নিবাস-গৃহে কি কার্য্যালয়ে প্রভুত্বের প্রতাপ, স্বার্থপরতার রাজত্ব, আত্মম্ভরিতার প্রভাব, ধন-মদের কর্ত্তৃত্বের মধ্যে কেমন করিয়া প্রীতি উদ্দীপ্ত হইবে, শ্রদ্ধা ভক্তি কেমন করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আসিবা মাত্র ঈশ্বর-সাক্ষাৎ স্পৃহা কেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে—হৃদয় মন তাঁহাকে পাইবার জন্য কেন ব্যাকুল হয়? যে জন্য রণ বাদ্য শ্রবণ করিবামাত্র বীর পুরুষদিগের হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠে—যে জন্য বসন্তের মাধুর্য্য সন্দর্শন করিলে কবিদিগের কবিত্ব শক্তি স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে; সেই জন্য প্রীতি ও পবিত্রতা এবং মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ এই যে ব্রাহ্মসমাজ, এখানে উপস্থিত হইলেই আমারদিগের প্রীতি জাগ্রত হইয়া উঠে।

সুনিপুণ রণ-পণ্ডিত যে রূপ স্বীয় সৈন্য শ্রেণীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ—প্রত্যেক বিষয়কে বীররস উদ্দীপক পদার্থে বিভূষিত করিতে সততই যত্ন করেন, বিবিধ বিদ্যা বিশারদ উন্নতমনা শিক্ষক যে রূপ স্বীয় বিদ্যা মন্দিরকে নানাবিধ বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধক পদার্থ ব্যূহে সুসজ্জিত করিতে কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ হয়েন; সেই রূপ ঈশ্বর-প্রাণ প্রশান্তাত্মা ধর্ম্ম মন্দিরকে পবিত্র ভাবে পরিপূরিত রাখিতে সততই অনুরক্ত থাকেন। কিসে দেবমন্দিরে উপস্থিত হইলে সকলেরই প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি উন্নত হয়, কিসে বিষয়ীর পাষাণ হৃদয়ে ধর্ম্ম-ভাব-সকল অঙ্কুরিত হয়, কি প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে সাধারণের মানস রসনা ঈশ্বরের প্রেমামৃত পান করিতে উৎসুক হয়, কি প্রকার প্রস্তাব পাঠ করিলে—কিরূপ শব্দ উচ্চারণ করিলে ঘোর স্বেচ্ছাচারিরও মনোমন্দিরের লৌহ কবাট ভগ্ন হইয়া যায়; তাঁহার সকল কার্য্যের সকল উপদেশের এই এক মাত্র লক্ষ্য। অন্যে যেখানে যশ মানের উদ্দেশে কার্য্য করেন, তিনি সেখানে নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ-ভাবে শুদ্ধ ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশেই কার্য্য করিতে থাকেন।

হে ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ! যাহাতে এই সমাজ মন্দির সংস্থাপনের মহান্ লক্ষ সম্পন্ন হয়, যাহাতে ইহার উন্নত ও পবিত্র ভাব-সকল রক্ষা পায়; তাহার প্রতি যেন আমরা উদাসীন না হই। এই সমাজ মন্দির কিছু জ্ঞানের পরিচয় বুদ্ধির চাতুর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই—ইহা কিছু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার স্থান নহে। আমরা ঈশ্বরকে এই সমাজ-মন্দিরে জাজ্বল্যতর রূপে সন্দর্শন করিব, তাঁহারই পূজা—শুদ্ধ তাঁহারই আরাধনা করিব; এই জন্যই এই পবিত্র সমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এখানে আসিয়া কি বিষয়ীর ন্যায় বিষয় আলোচনা করিব, না তর্ক তরঙ্গে মনঃ প্রাণ নিক্ষেপ করিয়া এমন দুর্লভ সময়কে বৃথা অতিবাহিত করিব? এখানে যেমন আমরা ঈশ্বরের পূজা করিতে আ-

সিয়াছি—তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সব সুহৃদে মিলে এই পবিত্র স্থানে সম্মিলিত হইয়াছি; তাঁহারই প্রতি যেন আমারদিগের সম্পূর্ণ লক্ষ্য থাকে। এখান হইতে যেন আমরা শূন্য-হৃদয়ে শূন্য-হস্তে চলিয়া না যাই

হে পরমাত্মন্! আমরা এখানে তোমাকে পূজা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তোমার প্রেমামৃত লাভ করিবার জন্য এখন হৃদয়াধার প্রশস্ত করিয়া দিতেছি, তোমারই সম্মুখে মনোদ্বার উন্মুক্ত করিতেছি; তুমি তোমার অজস্র প্রেমামৃত বর্ষণ দ্বারা আমারদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ইতিহাস সংগ্রহ।

হিজলীর বৃত্তান্ত।

২২৯ সংখ্যক পত্রিকার ৮৭ পৃষ্ঠার পর।

হিজলীর জনশ্রুত ইতিহাসে যাহা কিছু পাওয়া যায় ও প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের চিহ্নাদি যাহা তথায় দৃষ্ট হয়, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছি, এক্ষণে তথাকার জল বায়ু প্রভৃতির অবস্থার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আবশ্যক।

হিজলীতে বহুতর নদী আছে। হলদী, রসুলপুর ও সুবর্ণরেখা, তথাকার স্রোতঃস্বতীর মধ্যে ইহারাই প্রধান। এ সকল নদী কোন্ স্থান হইতে আসিয়া হিজলী খণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ও তৎপরে কে কোন্ পরগণা দিয়া কোথায় সঙ্গত হইয়াছে, তাহা মানচিত্রে দেখিলেই বুঝা যাইবে। সমুদ্র নিকটবর্ত্তী নিম্ন দেশ সকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী অনেক থাকে; সুন্দরবনাদি প্রদেশে ইহা যথেষ্ট লক্ষিত হয়।

হিজলী খণ্ড প্রায় সর্ব্বত্রই সমুদ্র জল হইতে অধিক উচ্চ নহে। এই জন্য বৃষ্টি হইলে সমুদায় জল বহির্গত হইয়া যাইতে পারে না; সুতরাং প্রান্তরাদি প্লাবিত হইয়া থাকে, বর্ষান্তে সমুদ্র জল নীচে পড়িলে গ্রাম ও প্রান্তরস্থ জলরাশি অপসৃত হইয়া যায়। জলদাগমে অম্বুনিধি সমুচ্ছ্রিত হইলে স্রোতঃস্বতী সমূহ জোয়ারে জল পূর্ণ হয় ও পুনরায় ভাটায় শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়। যে যে স্থানে ভূমিতল সমধিক নিম্ন, সে সকল স্থান এককালে জলশূন্য না হইয়া সমুদ্র অন্তর্দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে।

বর্ষা সময়ে শস্য ভূমি সকল জলপ্লাবিত হওয়াতে সমধিক উর্ব্বরা হইয়া উঠে, এমন কি আমাদের এতদঞ্চলের শস্য ক্ষেত্রে যে পরিমাণে শস্যোৎপাদন হয়, তাহার চতুর্গুণ যে সকল স্থানে জন্মায়। প্রথম বর্ষারম্ভে মৃত্তিকা সরস ও সুকৃষ্য হইয়া উঠে, সেই সময়ে বীজ বপনাদি কৃষি কার্য্যের আদি কৃত্য সমাপন হইয়া গেলে অভিনব ধান্য সকল বিশেষ তেজস্বী হইয়া উঠে, অনন্তর বর্ষা সম্যক্ রূপে প্রবৃত্ত হইলে ভূমিতলস্থ জল বৃদ্ধি হইতে থাকে, ধান্য সকলও নিত্য নিত্য বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। জলময় হওয়াতে ধান্য ভিন্ন অন্যান্য শস্য সকল জন্মিতে পারে না; এই জন্য অন্যান্য শস্যের চাসও প্রায় না।

সমুদ্রজল নদী সকল দিয়া প্রবেশ করিয়া ভূমিতলস্থ সকল প্লাবিত করিলে ধন্যের কোন অনিষ্ট জন্মায় না। যে কারণে বর্ষাকালে সমুদ্র জল অধিকতর উচ্চ হয়, সেই কারণেই হিজলীর পশ্চিম দক্ষিণ কূল ব্যতীত অন্যান্য ভাগে সাগরাম্বুর লবণত্ব পরিহার হয়; সুতরাং শস্য ক্ষেত্র প্লাবন জন্য কোন অনিষ্ট ঘটে না। কিন্তু অন্য সময়ে যে সমুদ্র জল জোয়ার ভাটা সহকারে নদীতে যাতায়াত করে, তাহা অত্যন্ত লবণস্বাদ ও ভূমিতে শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকাকে সলবণ করে এবং হিজলী খণ্ডে যে এত অধিক লবণ জন্মায় সেই জলই তাহার এক মাত্র কারণ। এই সকল নদীর শাখা প্রশাখার উপায়ে মৃত্তিকা লবণত্ব গুণ প্রাপ্ত হয় এবং লবণ ও ধান্যাদি শস্য সমুদ্র কূলের দূর বর্ত্তী স্থানে উপপন্ন হইয়া নদী কলাপ সহকারে যথেচ্ছা ক্রমে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হইতে পারে, ও পরে তৎ সমুদয় সমুদ্রে আসিয়া অর্ণবপোত দ্বারা দিগ্দিগন্তরে প্রেরিত হয়।

সমুদ্র কূলে অতি বিপর্য্যয় বাঁধ আছে, তাহার উপর হইতে সমুদ্র দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। বাঁধ স্থানে স্থানে ১৩।১৪ হাত পরিমিত উচ্চ; ও কোন কোন স্থলে এক কালে সমুদ্র তীরবর্ত্তী। তাহার উপর উঠিলে সম্মুখে অকূল জলময় সাগর ধূ ধূ করিতে থাকে। সমুদয় সমুদ্র জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরঙ্গ উঠিতেছে আর পড়িতেছে ও পরস্পর শ্রেণী পূর্ব্বক তীরে আসিয়া লয় পাইতেছে। তরঙ্গে তরঙ্গে আঘাত লাগিয়া ফেণ রাশি উদ্ভব হইতেছে ও শুভ্র কিরণ স্পর্শে তরঙ্গবর্ত্তী সমুদ্রভাগ কেবল শ্বেত বর্ণ সমুজ্জ্বল ফেণময় দেখাইতে থাকে। সমুদ্র কোলাহল শুনিলে শ্রবণ পথ যেন রুদ্ধ হয়। সে গম্ভীর নির্ঘোষের উপমা স্থল নাই, সহস্র সহস্র লোকাকীর্ণ হট্টের কোলাহল যেমন

দূর হইতে শুনায়, নিরন্তর উত্থিত জিহ্বাঘাত জনিত লক্ষবিধ-ধ্বনি হইতে একটী মাত্র শব্দ স্তম্ভ উঠিয়া যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে; সাগর গর্জ্জন সেই রূপ একটী নিরবচ্ছিন্ন শব্দ গাম্ভীর্য্য স্রোত মাত্র। প্রথম প্রথম সমুদ্র দর্শন সময়ে সমুদ্রের অসীম জলরাশি দেখিয়া ও সেই অসীম জলরাশি অতলস্পর্শ ও ভয়ঙ্কর জলজন্তু পূর্ণ ইহা স্মরণ হইয়া মনে ঈষৎ শঙ্কা উপস্থিত হয় ও পশ্চাদ্ভাগে অবলোকন করিয়া যেন আপনাআপনি প্রবোধ দিতে হয়, আমি এ জলরাশির মধ্যে পতিত হইয়া যাই নাই। বায়ু প্রবল হইলে এই রূপ হয়। যখন স্থির থাকে, তখন সমুদ্র বিশিষ্ট শান্ত থাকে ও বিস্তীর্ণ উজ্জ্বল প্রান্তরের ন্যায় দেখায়। গ্রীষ্ম কালে বাঁধের উপর উঠিলে অতি মনোহর নির্ম্মল সুশীতল মন্দ মন্দ বায়ু গাত্রে লাগিতে থাকে, সমুদ্র স্থলে অনতিবৃহৎ তরঙ্গ ভঙ্গ হইতে থাকে; ফেণসমূহ অপূর্ব্ব শুভ্র বর্ণ ধারণ করে ও শরৎ কালের মন্দ মন্দ বায়ু হিল্লোলে অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে প্রফুল্ল কুসুম বিশিষ্ট কাশ তৃণ যে রূপ দেখায় বায়ু প্রবাহ হীন বল থাকিলে জলধি তাহা অপেক্ষাও রমণীয় শোভা ধারণ করে। বিশেষতঃ সমুদ্রের গম্ভীর গর্জ্জনে ও প্রচণ্ড স্বভাব স্মরণে সে রমণীয় শোভার একটী ভয়ানক ভাব মনে আইসে। সিন্ধু পাথার অর্থাৎ কূলের যতটুকু ভাগ জোয়ার জলে নিমগ্ন হয় ও পুনরায় ভাঁটায় শুষ্ক হইয়া পড়ে, সে ভাগ অতি সুন্দর শুভ্র, অথবা ঈষৎ পীত বালুকাময়, ও মৃত্তিকার কাঠিন্য অনুসারে বিস্তীর্ণ বা সঙ্কীর্ণ থাকে। সমুদ্র চড়া দেখিতেই বা কি শোভনীয়। চড়ার উপরেই আবার জলধি রোধনের উপযুক্ত বাঁধ আছে। এই বাঁধ অনেক স্থলে ১৩।১৪ হাত পরিমিত উচ্চ। বহির্ভাগে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া গিয়াছে। বাহিরের বালু ৯০ হাত, অন্তর্ভাগের বালু ৪০ হস্তের অধিক হইবে। বাঁধ অতি সুন্দর দূর্ব্বাঘাসে আবৃত, বাঁধের উপরে দাঁড়াইয়া পশ্চাদ্ভাগে দেখিলে অধিক উচ্চ বৃক্ষ না থাকাতে অনেক দূর পর্য্যন্ত অনবরোধে দৃষ্টি গোচর হয়, যথান শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে ১০।১৫ ঘর বসতি লোকালয় সকল দেখা যায়; সন্নিকটবর্ত্তী কুটীরের চাল বাঁধের নীচে রহিয়াছে দেখিয়া একটী আমোদ জন্মায়, সৃষ্টির শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ উদ্ভব হয়। আবার সিন্ধু দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সৃষ্টির প্রচণ্ড মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, জলরাশি পৃথিবী গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে বীর দর্পে ও গভীর হুঙ্কারে নিরন্তর উথলিয়া পড়িতেছে।

হিজলীখণ্ডের সাগর কূলে বায়ু সমধিক প্রবল, এই হেতু তথায় উচ্চ বৃক্ষ অধিক নাই। বসন্ত বা গ্রীষ্ম কালে দক্ষিণা বাতাস অতি উত্তম ও নির্ম্মল। সমুদ্র জলের উপর দিয়া যে বায়ু স্রোতঃ আইসে, তাহা সহজেই নির্ম্মল ও সুশীতল হয়; কারণ বায়ুর যাহা কিছু দূষিত হইবার সম্ভাবনা তাহা ভূতল সংস্পর্শেই হয়, ও দিবা ভাগে ভূমি হইতে জল অপেক্ষাকৃত অধিক শীতল থাকাতে জলরাশি সংস্পর্শে বায়ুও শীতলতা প্রাপ্ত হয়।

হিজলীখণ্ডের অন্তরস্থ প্রায় সমুদায় স্থানের বায়ু অপেক্ষাকৃত কুৎসিত, কারণ ভূভাগ সমুদ্র জল হইতে অধিক উচ্চ নহে, সুতরাং সর্ব্বদাই বিশিষ্ট রস থাকে, বিশেষতঃ আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত সকল নিম্ন ভূমি জল নিমগ্ন থাকাতে ও অন্যান্য সময়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্করিণী জল পূর্ণ থাকাতে সমুদয় বৎসরই লতা তৃণ জঙ্গল পত্রাদি পচিয়া বায়ুকে অস্বাস্থ্যকর ও সমল করে, এবং মৃত্তিকাতে লবণের ভাগ অধিক থাকাতে ভূতলস্থ জল সলবণ হয় ও সলবণ জল সহকারে বৃক্ষ তৃণ লতাদি অতি সহজেই জীর্ণ হয় ও পচিয়া যায়। বর্ষা কালে হিজলী অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, বিশেষতঃ প্রথম বর্ষারম্ভে এক এক বার বৃষ্টি হইতেছে ও এক এক বার প্রখর রৌদ্র হইতেছে এমন সময়ে হিজলীর বায়ু অতি কদর্য্য। তথাকার নিমক মহল ও ভেড়ীবন্দীর সাহেব কর্ম্মচারীরা বর্ষা উপস্থিত হইলেই কলিকাতায় চলিয়া আইসে। হিজলীতে স্থানে স্থানে অনেক জঙ্গল আছে; বায়ু দূষিত হইবার এ সকল জঙ্গলও এক কারণ। এ জঙ্গলে গেঁয়ো, ওগড়, চাকী প্রভৃতি লোণা গাছই অধিক। লবণ জ্বাল দিবার জন্য অনেক কাষ্ঠ আবশ্যক হয়, বৎসর বৎসর এই সকল জঙ্গল কাটিয়া সেই কাষ্ঠের উপায় হয়, এই জন্য গবর্ণমেণ্ট আপনারা এ সকল জঙ্গল মহলের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এই সকল জঙ্গলকে জালপাই কহে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের সদর্থ ও তাৎপর্য্য প্রকাশ করা যে একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও উপকার জনক কার্য্য তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন হিন্দুগণ মধ্যে কত প্রকার বিদ্যা প্রচার ছিল। ইতিহাস, নীতি শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে কি প্রকার মত প্রকাশিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কালক্রমে কি প্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই সমস্ত জ্ঞাত হইলে প্রাচীন হিন্দুদিগের অবস্থা বিষয় অনেক জানা যাইবেক। ভারতবর্ষের প্রকৃত পুরাবৃত্ত এক খানিও নাই, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রাচীন

হিন্দু সমাজের অবস্থা যত দূর জানা যাইতে পারে, তাহা সংকলন করা আবশ্যক। অতএব আমরা কামন্দক নামক কোন প্রাচীন গ্রন্থকার কৃত নীতিসার গ্রন্থের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই গ্রন্থে পূর্ব্বতন কালে রাজনীতি ও শাসন প্রণালী ও যুদ্ধ বিগ্রহের কি প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে, অতএব এই গ্রন্থ হইতে পূর্ব্বকালীন জন সমাজের অবস্থা বিবরণ বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

কামন্দক নিতান্ত অধিক দিনের গ্রন্থকার নহেন, নীতিসারের ভূমিকাতেই চন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং বোধ হয়, কামন্দক মগধ রাজার এক জন সভাসদ ছিলেন। অতএব মগধেশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সমকালিক অথবা তাহার পর হইলে কামন্দক খৃঃঅব্দের পূর্ব্বে দুই শত বৎসরের মধ্যেই জন্মিয়া ছিলেন

কামন্দকীয় নীতিসার।

প্রথম সর্গ।

যাঁহার প্রভাবে জগৎ শাশ্বত পথে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই দণ্ডধর মহীপতি দেব জয়যুক্ত হউন। যে ভুবনবিখ্যাত পুরুষ অপ্রতিগ্রাহী, ঋষিতুল্য বিশালবংশীয়দিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন: যিনি অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান, বেদজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, সুচতুর: যিনি চারি বেদ এক বেদের ন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন: যে বজ্রাগ্নি সদৃশ তেজস্বীর অভিচার (১) রূপ বজ্রে শ্রীমান্ সুপর্ব্বা (২) নন্দ (৩) পর্ব্বত সমূলে পতিত হইয়াছিল, সে কার্ত্তিকেয় তুল্য শক্তিমান্ একাকী মন্ত্রণা প্রভাবে নরচন্দ্র চন্দ্র গুপ্তকে (৪) পৃথিবী প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি অর্থ শাস্ত্র রূপ মহাসাগর হইতে নীতি শাস্ত্র রূপ অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানবান্ বিষ্ণুগুপ্তকে (৫) নমস্কার করি।

রাজ বিদ্যার প্রতি প্রীতি নিবন্ধন সূত্রে বিদ্যার পারদর্শী বিষ্ণু গুপ্তের দর্শন হইতে পৃথিবীর উপার্জ্জন ও পরিপালন বিষয়ে রাজার প্রতি সারবান্, রাজ বিদ্যা বেত্তাদিগের সম্মত যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ সংক্ষেপে এই গ্রন্থে প্রদান করিব।

বৃদ্ধগণের মতে রাজা এই জগতের উন্নতির কারণ এবং চন্দ্রমা যেমন সমুদ্রের, সেই রূপ নয়নের আনন্দকর। যদি সম্যক্ প্রণেতা রাজা না থাকেন, প্রজাগণ সাগরস্থিত কর্ণধার হীন নৌকার ন্যায় বিপন্ন হইয়া পড়ে। প্রজাগণ ধার্ম্মিক সম্যক্ পালন পরায়ণ পরপুরঞ্জয় রাজাকে প্রজাপতির ন্যায় মানিবেক, রাজা প্রজাকে রক্ষা করেন, প্রজা রাজাকে বর্দ্ধিত করে; কিন্তু বর্দ্ধিত করা অপেক্ষা রক্ষা করা শ্রেষ্ঠ; রক্ষা না করিলে যাহা আছে তাহাও থাকে না। রাজা ন্যায় পরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম (৬) দ্বারা আপনাকে ও প্রজাগণকে পোষণ করিবেন, অন্যথা করিলে তিনি বিনষ্ট হন, সন্দেহ নাই। যযন রাজা (৭) ধর্ম্ম প্রযুক্তই বহু কাল পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন, নহুষ (৮) রাজা অধর্ম্ম নিবন্ধন রসাতলে গেলেন। অতএব রাজা ধর্ম্মের অনুগত হইয়া অর্থের নিমিত্ত যত্ন করিবেন, রাজা ধর্ম্ম দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, এবং তাদৃশ রাজ্যলক্ষ্মীর ফলই সুস্বাদ।

রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ সৈনা ও মিত্র এই কএকটির সমষ্টি রাজ্য বলিয়া উক্ত হয়; বল ও বুদ্ধি ইহার আশ্রয়। রাজা নিরন্তর উদ্যোগী হইয়া সমধিক বল অবলম্বন ও বুদ্ধি দ্বারা নির্গমন পথ আলোচনা করিয়া এই সপ্তাঙ্গ লাভের নিমিত্ত যত্ন করিবেন। ন্যায়ানুসারে অর্থের উপার্জ্জন বর্দ্ধন, রক্ষা ও সৎপাত্রে দান এই চারিটি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নীতি বিক্রম ও উদ্যোগ সম্পন্ন হইয়া রাজশ্রী চিন্তা করিবেন। নীতির মূল বিনয় ও বিনয়ের মূল শাস্ত্র, ইন্দ্রিয় বিজয়ের নাম বিনয়. বিনয় সম্পন্ন হইয়া শাস্ত্র গ্রহণ করিবেন, শাস্ত্রনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি শাস্ত্রার্থ সকল প্রসন্ন হয়। শাস্ত্র, প্রজ্ঞা, সন্তোষ, দক্ষতা, প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব ধৈর্য্য, উৎসাহ, বাগ্মিতা, দৃঢ়তা, আপদ্ ও ক্লেশ সহশক্তি, প্রভাব, শুচিতা, মৈত্রী, দান, সত্য ও কৃতজ্ঞতা এই কএকটি গুণ সম্পদের হেতু। রাজা প্রথম আপনাকে, তৎপরে অমাত্যগণকে, তৎপরে ভৃত্যগণকে, তৎপরে পুত্রগণকে, পরিশেষে প্রজাগণকে বিনয় সম্পন্ন করিবেন। প্রজাগণ যাঁহার প্রতি নিরন্তর অনুরক্ত, যিনি প্রজা পালনে আসক্ত ও যাঁহার আত্মা বিনীত, তিনি অধিকতর সম্পত্তি ভোগ করেন। ইন্দ্রিয় রূপ মাতঙ্গ, ইতস্তত বিকীর্ণ বিষয় রূপ অরণ্য আলোড়ন করিয়া ভ্রমণ করিতেছে; তাহাকে জ্ঞান রূপ অঙ্কুশে বশীভূত করিবেন

মারণ উচ্চাটনাদি।

নন্দ পক্ষে দেবতুল্য, পর্ব্বত পক্ষে সুন্দর পর্ব্ব বিশিষ্ট।

৩। মগধ দেশের রাজা, ইঁহাকে চাণক্য সমূলে বিনষ্ট করিয়া চন্দ্র গুপ্তকে রাজ্য প্রদান করেন।

৪ মগধ দেশের শূদ্র জাতীয় রাজা, চাণক্য ইঁহার অমাত্য ছিলেন।

৫ চাণক্য।

৬ ইন্দ্রিয় সুখজ সামগ্রী

৭ যবন নামে রাজা বিশেষ।

৮ ইনি ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দুর্ব্বাসার শাপে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন।

আত্মা বিষয়ের নিমিত্ত প্রযত্ন দ্বারা মনকে আশ্রয় করে, আত্মাও মনের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়, মন বিষয় রূপ আমিষ লোভে ইন্দ্রিয়কে নিয়োগ করে। অতএব প্রযত্ন পূর্ব্বক মনকে রুদ্ধ করিবেক; মন পরাজিত হইলে পর ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হয়। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, জ্ঞান ও সংস্কার আত্ম লক্ষণ বলিয়া উক্ত হয়। জ্ঞানের অযৌগপদ্য (৯) মনের লক্ষণ, নানা বিষয়ে সংকল্প ইহার কর্ম্ম। শ্রোত্র ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, পাঁচ, উপস্থ, হস্ত, পাদ ও বাক্ এই কএকটি ইন্দ্রিয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, উৎসর্গ, আনন্দ, গ্রহণ, গমন, ও আলাপ ইহাদের কার্য্য।

যিনি একমাত্র মনকে পরাজয় করিতে অসমর্থ, তিনি কি প্রকারে সাগর পর্য্যন্ত পৃথিবীকে জয় করিবেন। ভোগাবসানে বিরস বিষয় সকল রাজার হৃদয়কে আকর্ষণ করিলে তিনি হস্তীর ন্যায় বন্ধন প্রাপ্ত হন। যে রাজা বিষয়ান্ধ হইয়া অকার্য্যে আসক্ত হন, তিনি আপনিই ভয়াবহ বিপদ বহন করেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয়ের এক একটি বিনাশ করিতে পারে। দেখ, মৃগ পরিশুদ্ধ শস্প ও অঙ্কুর আহার করে, ও অতি বেগে গমন করিতে পারে, কিন্তু গীত লোভে ব্যাধের হস্তে বধ প্রাপ্ত হয়। হিমালয় শিখরাকার হস্তী অবলীলাক্রমে বৃক্ষ সকল উন্মূলিত করে, কিন্তু করিণী স্পর্শে মুগ্ধ হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হয়। পতঙ্গ দীপশিখার মনোহর আলোকে আকৃষ্ট-চক্ষু হইয়া সহসা তাহাতে পতিত ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। মৎস্য চক্ষুর অগোচরে অগাধ সলিলে বিচরণ করে, তথাপি মৃত্যুর নিমিত্ত আমিষ যুক্ত বড়িশ আস্বাদন করে। মধুকর গন্ধে লুব্ধ হইয়া হস্তীর দান মদ পান করিতে আগমন করে, গজকর্ণের এরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, আর তাহাকে সুখে সঞ্চরণ করিতে হয় না। এই রূপ বিষতুল্য পাঁচটি বিষয়ের এক একটিই বিনাশ করে; যিনি একবারে পাঁচটির সেবা করেন, তাঁহার কল্যাণ কিসে হইবে? অতএব জিতেন্দ্রিয় হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সমুচিত অবসরে বিষয় সকল সেবা করিবেন; অর্থের ফল সুখ, সুখ বোধ না হইলে সম্পদ্ ব্যর্থ হয়। যাঁহাদিগের মন, কান্তা মুখ বিলোকনে নিতান্ত আসক্ত, তাঁহাদিগের শ্রী অশ্রু ও যৌবনের সহিত বিগলিত হয়। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, ও কাম হইতে সুখ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যিনি ন্যায়ানুসারে এই ত্রিবর্গের সেবা না করেন, তিনি ত্রিবর্গকে নষ্ট করিয়া আপনাকেও নষ্ট করেন। ভ্রূবিলাসশালিনী কামিনীর সন্দর্শন দূরে থাকুক, স্ত্রী এই আহ্লাদ জনক নামটিই মনকে বিকৃত করিয়া তুলে। রমনীগণ মনকে আহ্লাদিত ও মত্ত করে, এবং জল যেমন পর্ব্বতগণকেও বিদারণ করে, তদ্রূপ মহানুভাব ব্যক্তিদিগকেও ভেদ করিয়া ফেলে।

মৃগয়া, অক্ষ ও পান ভূপতিগণের গর্হিত; পাণ্ডু মৃগয়া হইতে, নল অক্ষ হইতে ও বহু বংশ সুরাপান হইতে বিপন্ন হইয়াছিলেন। রাজা কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, মান ও মদ ত্যাগ করিয়া সুখী হইবেন। দণ্ডক নৃপতি কামে, জনমেজয় ক্রোধে, রাজর্ষি এল লোভে, বাতাপি অসুরহস্তে, রাবণ মানে ও রাজা দম্ভোদ্ভব মত্ততায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। জিতেন্দ্রিয় জামদগ্ন্য ও মহাভাগ অম্বরীব কামাদি ষড়্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘ কাল পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রের নিমিত্ত গুরু সেবা, ও বিনয় বৃদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্র, রাজা বিদ্যা দ্বারা বিনীত হইলে তাঁহাকে কষ্টে অবসন্ন হইতে হয় না। রাজা বৃদ্ধগণের সেবা করিলে সাধুগণের প্রীতি ভাজন হন: দুরাচারেরা তাঁহাকে অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিলেও তিনি তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। তিনি সম্যক্ কলা (১০) গ্রহণ করিলে শুক্ল পক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন উন্নতি লাভ করেন। জিতেন্দ্রিয় ও নীতির অনুগামী রাজার রাজলক্ষ্মী সমুজ্জ্বলিত হয় ও কীর্ত্তি দেব লোকেও গমন করে, রাজা এই রূপে বিনয় ও নয় সম্পন্ন হইয়া নরদেব সেবিত, রত্ন পর্ব্বতের শৃঙ্গ সদৃশ উন্নত, রাজলক্ষ্মীর ভাস্বর পদ সেবা করিলে তাহা আয়ত্ত করিতে পারেন। রাজপদ অলৌকিক ও স্বভাবত উন্নত; অতএব তাহা বল পূর্ব্বক বিনয়ের সহিত সংযুক্ত করিবে; বিনয় নীতি সিদ্ধির অগ্রসর, বিনয় সম্পন্ন রাজা প্রভুত্বের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। বিনয় ভূপালগণের ভূষণ। শত্রুগণ বিনয় রহিত রাজাকে অনায়াসে স্ববশে আনয়ন করে; কিন্তু যিনি শাস্ত্র ও বিনয়কে আশ্রয় করেন, তিনি দুর্ব্বল হইলে ও কুত্রাপি পরাভূত হন না।

God is a spirit; man has a spirit; both, *Now*; both, *Here*; and shall they never meet? shall they remain without exchange of looks? shall nothing break the seal of eternal silence? is there really love between them, and thought, and purpose, and yet all recognition dumb? Why tell us of God's Omniscience, if it only sleeps around us like dead space, or at most lies watching, like a sentinel of the universe, not free to stir? Who could ever pray to this motionless Immensity?

৯ এক বারে একটি মাত্র বিষয়ে জ্ঞান হওয়া

১০ রাজ পক্ষে শিল্প ইত্যাদি চৌষট্টি প্রকার বিদ্যা, চন্দ্র পক্ষে চন্দ্রের এক এক অংশ।

who weeps his grief to rest on a Pity so secret and reserved? Surely if He is a Living Mind, he not merely remains over from a Divine Past to appear again in a Divine Future, but moves through the immediate hours, and awakens a thousand sanctities to-day. Urged by such questionings as these, men of meditative piety have thirsted for conscious communion with the All-holy;—communion *both ways*: appeal and response; a crossing line of light from eye to eye; a quiet walk with God, where all the dust of life turns, at his approach, into the green meadow, and its flat pools into the gliding waters. They have retired *within* to meet him; have believed that all is not ours that it is ours to feel: that there is Grace of his mingling with the inner fibres of our nature, and flinging in, across the constant warp of our personality, flying tints of deeper beauty, and hints of a pattern more divine. And all have agreed, that, in order to reach this Holy Spirit, and through its vivifying touch be born again, the one thing needful is a stripping off of self, an abandonment of personal desire and will, a return to simplicity, and a docile listening to the whispers spontaneous from God. They find all sin to be a rising up of self; all return to holiness and peace a sinking down from self, a free surrender from the soul,—that asks nothing, possesses nothing, that relaxes every rigid strain, and is pliant to go whither the highest Will may lead. Nature, of her own foolishness, ever goes astray in her quest of divine things; wandering away in flights of laboring Reason to find her God; panting with overplied resolve to do her work; scheming rules, and artifices, and bonds of union for forming her individuals into a Church. Reverse all this, and fall back on the centre of the Spirit, instead of pressing out in all radii of your own. Let Intellect droop her ambitious wing, and come home: there, in the inmost room of conscience, God seeks you all the while. Lash your wearied strength no more; sit low and weak upon the ground, with loving readiness hitherward or thitherward, and you shall be taken through your work with a sevenfold strength that has no effort in it. Leave yourself awhile in utter solitude, shut out all thoughts of other men, yield up whatever intervenes, though it be the thinnest film, between your soul and God; and in this absolute loneliness, the germ of a holy society will of itself appear, a temper of sympathy and mercy, trustful and gentle, suffuses itself through the whole mind: though you have seen no one, you have met all; and are girt for any errand of service that love may find. So then, if there are twenty or a thousand in this case, their wills would flow together of their own accord, and find themselves in brotherhood without a plan at all.

PROFESSOR MARTINEAU.

বিজ্ঞাপন।

আমারদিগের এই কার্য্যালয়ে যাঁহারা ডাকের টিকিট প্রেরণ করেন, তাঁহারদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অর্দ্ধ আনা বা এক আনার টিকিট ক্রয় করিয়া পাঠাইবেন, যেহেতু এক আনা হইতে অধিক মূল্যের টিকিট এখানে বিক্রয় করিতে হইলে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের শ্রাবণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

শ্রাবণ মাসের আয়	৫৮৯৸৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	৮৫৪৸৶০
	১৪৪৪৸৶০
ব্যয়	১০২৪৸৶০
সম্পাদকের হস্তে	৪২০
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল বাঙ্ক	৫৩৬৵৫
কোং কাগজ	৫০০

—০—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ও	
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১৫
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	১০
" নন্দলাল মিত্র	২
" সুবলদাস সেন	২
" ভগবতীচরণ দে	২
" চন্দ্রমোহন ঘোষ	২
" দ্বারিকানাথ মল্লিক	১
" ঈশ্বরচন্দ্র দে	১
" কেশবলাল মল্লিক	১
" কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার	৷৷৹
" কেদারনাথ দে	
	৩১৸০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ	১২
" অভয়াচরণ গুহ	৭
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
" মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৪
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১
	৩৩

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮
" শ্রীরাম পালিত	১
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	১
	১০

সমাপ্ত।

৫ আশ্বিন শনিবার সম্বৎ ১৯১৯ কলিগতাব্দ ৪৯৬৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সামাজিক পরিবর্ত্তন।

ধর্ম্ম জন-সমাজের একটি দৃঢ় বন্ধন স্বরূপ। সকল দেশেই চিরায়ত্ত সামাজিক নিয়ম, সামাজিক ব্যবস্থা এবং আচার ব্যবহার, প্রচলিত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুযায়ী; ধর্ম্মের অনুশাসনেই তৎসমুদায় সকলের শিরোধার্য্য হইয়া পুরুষানুক্রমে সমাদৃত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে সেই ধর্ম্মেরই সম্যক পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, যেখানে জ্ঞানের উন্নতি সহকারে প্রাচীন কাল্পনিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সত্য ধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হয়, সেখানে সেই প্রাচীন ধর্ম্মানুযায়ী অনুষ্ঠানের প্রতি ক্রমশই অশ্রদ্ধা হইয়া আইসে। বাস্তবিক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকাংশে সামাজিক আচার ব্যবহারেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। ধর্ম্মের উন্নতি হইলেই সামাজিক পদ্ধতিরও উন্নতি নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠে। আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই সত্যটি সম্পূর্ণ সংলগ্ন হইবেক। এক্ষণে ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের বঙ্গভূমি হইতে পৌত্তলিক ধর্ম্ম ক্রমশই দূরীকৃত হইতেছে। চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিমল জ্যোতি দিন দিন বিকীর্ণ হইতেছে, চিরসেবিত কুসংস্কার সকল লোকের অন্তঃকরণ হইতে স্খলিত হইতেছে। সুতরাং এক্ষণে আমাদের চির প্রচলিত পৌত্তলিক মতানুযায়ী কুপ্রথা সকল আর আদরণীয় হইতে পারে না। হিন্দু সমাজের আচার পদ্ধতি জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রেরই আন্তরিক বিশ্বাসের সহিত সামঞ্জস্য হইতে পারে না। অতএব এক্ষণে বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের ভয়ানক বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছে, এক দিকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচলিত কুরীতি সকল পরিহার করিতে প্রবল রূপ আদেশ করিতেছে, আর দিকে সমাজের দৃঢ় বন্ধন ছেদন করা দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে এবং অনেকে সেই বন্ধনের বশীভূত হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাতেও পৌত্তলিক মতানুযায়ী অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই রূপ আন্তরিক সংগ্রাম এক্ষণে বোধ হয় সরল সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই মনে উপস্থিত হইয়া থাকে। যদিও কেহ কেহ এই সংগ্রামে জয়ী হইয়া ঈশ্বরের পথে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তথাপি

অনেকেই ইহাতে কিছুই করিতে না পারিয়া অসুস্থ হইয়াছেন, কিন্তু এই সংগ্রাম কোথায় কিরূপে শেষ হইবেক তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। যেখানে সত্য ধর্ম্মের প্রভাব একবার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে তাহার অনুশাসন অবশ্যই প্রবল হইবেক। যে ব্যক্তি কাল্পনিক ধর্ম্মের মলিন জঘন্য মূর্ত্তি একবার হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাঁহার মন কখনই তাহাতে অধিক কাল লিপ্ত থাকিবেক না।

হিন্দু ধর্ম্মের এক্ষণে বাহ্যিক পদ্ধতি মাত্র রহিয়াছে। তাহার প্রতি আর কাহারও শ্রদ্ধা হইতে পারে না, হিন্দু ধর্ম্ম বাস্তবিক এক্ষণে মৃত ধর্ম্ম মাত্র। সুতরাং তাহার বন্ধন শিথিল হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা কেবল লোক ভয়ে অদ্যাপি পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে রত রহিয়াছেন, তাঁহারা কেবল শিশুর ন্যায় মৃত দেহ দেখিয়াই ভয় পাইতেছেন। বাস্তবিক এক্ষণে অনেকেই হিন্দু সমাজের প্রচলিত পৌত্তলিক আচার পদ্ধতি হইতে অন্তরিত ও নির্লিপ্ত হইতে সমুৎসুক হইয়াছেন। কিন্তু কেহই স্বহস্তে স্বীয় বন্ধন ছেদ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। প্রত্যুত অনেকেই যথাকথঞ্চিৎ আপনাদের অবস্থাকে হিন্দু সমাজের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এপ্রকারে তাঁরা কেবল উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করিতেছেন

একদিকে মন উন্নত পবিত্র ভাবে পরিপূর্ণ হইতেছে, আর দিকে হয় তো তাহা সামাজিক নিয়মের অনুরোধে নিতান্ত অপবিত্র ও গর্হিত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছে। এপ্রকার অবস্থায় সময় ধর্ম্মবল কদাপি স্ফূর্ত্তি লাভ করে না, বরং আত্মা ক্রমশই বিশীর্ণ হইয়া যায়। অনন্ত কাল ধর্ম্মোপদেশ পাইলেও কিছুই হইবে না, যদি উপদেশ অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়। সামাজিক কুরীতি ও কুসংস্কারের মধ্যে থাকিয়া কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক প্রস্তাবে বাক্য ব্যয় করিলে কোন ফলই হইতে পারে না। এই সকল কুপ্রথা যে অহর্নিশ আমাদের সমুদায় বল বীর্য্য শোষণ করিতেছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। আমরা ধর্ম্ম মন্দিরে যে সকল উপদেশ পাই, আমাদের গৃহ মধ্যে তাহার সমুদায়ই বিপরীত ভাব। বাস্তবিক এক্ষণকার হিন্দু সমাজ মধ্যে থাকিয়া সাধু ব্যক্তি কখন পরিতোষ পাইতে পারেন না, আপনার ধর্ম্ম বুদ্ধিকে চরিতার্থ করিতে পারেন না, প্রকৃত উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন না। যেমন আমরা সত্য ধর্ম্মের আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই রূপ আমাদের সামাজিক অবস্থাকে তাহার অনুমোদিত করা আবশ্যক। কিন্তু সামাজিক পরিবর্ত্তন, এই বাক্যটী আমাদের দেশীয় ব্যক্তিগণের নিকটে কি ভয়ানক। তাহাদের নিকট যাহা প্রাচীন তাহাই মহা মান্য তাহাই উৎকৃষ্ট। অতি গর্হিত নিন্দনীয় প্রথা যদি প্রাচীন শাস্ত্রে সম্মত হয় তবে তাহা প্রত্যক্ষ অশেষ অনিষ্টকর হইলেও অবশ্য সেবনীয় হইবেক। এই রূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্র বিমুগ্ধ হইয়া সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রতি একেবারে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না যে দেশ কালের পরিবর্ত্তনে সামাজিক নিয়মেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক; যে ব্যবস্থা দ্বিসহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে মনুর সময়ে উপকার জনক হইয়াছিল, তাহা যে এখনও মঙ্গল বিধায়ক হইবেক, ইহা কদাপি বলা যাইতে পারে না। মনুষ্যের শৈশবাবস্থায় যে প্রকার নিয়ম ও শাসন আবশ্যক প্রৌঢ়াবস্থায় তাহা কদাপি বিধেয় হইতে পারে না। জনসমাজের তদ্রূপ

আদিম শৈশবাবস্থার পদ্ধতি কখন উন্নত যুগতা অবস্থায় প্রয়োগ হইতে পারে না। এক্ষণে যে সকল সুনিয়ম আমাদের হিন্দু সমাজে নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, তাহা প্রচলিত করিতে যত বিলম্ব হইবেক ততই কেবল অনিষ্টের বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। অতএব আমাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও সামাজিক আচার ব্যবহার সংশোধন এই গুরুতর কার্য্যের প্রতি আর উপেক্ষা করা হইতে পারে না। জাতি ভেদ, বহু বিবাহ, পৌত্তলিকতা এই সমস্ত অনিষ্টকর অনুষ্ঠানের প্রতি সকলেই ঘৃণা করিতেছেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে এই সকল কুপ্রথার নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু ইহাদের উৎসেদ করিবার জন্য কেহই কি হস্ত প্রসারণ করিবেন না। যদি আমরা এই অনুকূল সময়কে অবহেলা করি, যদি আমরা অদ্যাপি অধর্ম্ম ও কুসংস্কারের শাসনাধীন হইতে লজ্জা বোধ না করি, যদি এখনও আমরা উন্নতির প্রশস্ত পথে অবতীর্ণ হইয়াও তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা যে কেবল আমাদেরই অনিষ্ট সাধন করিব এমত নহে, কিন্তু উত্তর কালে আমাদের পুত্র পৌত্রদিগেরও উন্নতি রোধের কারণ হইব। যাহারা সদনুষ্ঠানে প্রযত্নশীল হয়, তাহারা নিতান্ত অক্ষম হইলেও ঈশ্বর তাহাদের সহায় হন। কিন্তু যাহারা আপনাদের মঙ্গল চেষ্টায় বিমুখ থাকে তাহারা যে দীন হীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবেক তাহার বিচিত্র কি।

কিন্তু এই সামাজিক উন্নতি সাধন বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের অগ্রে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা যেমন সত্য ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়াছেন সেই রূপ তাহার অনুযায়ী সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদের অল্প সংখ্যা বলিয়া ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। এই মঙ্গল কার্য্যেতে ঈশ্বরই স্বয়ং প্রবর্ত্তক হইবেন। তাঁহারা সরল সাধুভাবে একত্রিত হউন, সংমিলিত হউন তাহা হইলেই জয় লাভ করিতে পারিবেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব স্থাপন করিতে সমর্থ হইবেন। ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে অমঙ্গল ও অধর্ম্ম কদাপি অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। এক্ষণেই এদেশে উন্নতির স্রোত বহমান হইয়াছে, তাহা ক্রমশই প্রবৃদ্ধ হইবেক এবং সমুদয় দেশকেই মঙ্গল অমৃত বারিতে অভিষিক্ত করিবেক। আমরা যেন সেই মঙ্গল স্রোতকে অবরোধ না করি, কিন্তু যাহাতে সেই স্রোত অধিকতর বেগবান হয়, যাহাতে তাহা এদেশের সমুদায় মলিনতা ধৌত করে তাহাতেই যেন সাধু ও ধার্ম্মিক মাত্রেরই প্রযত্ন হয়। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মবল লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই শত শত প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও এই মঙ্গল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত পুরুষার্থ সাধন করিবেন।

—০—

উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

প্রথম প্রকরণ—ত্রয়োবিংশ আদেশ।

১৭৮২ শকের ২০ বৈশাখে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণএজতি নিঃসৃতং।

ইনি প্রাণ স্বরূপ, যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। এই জীবন্ত মহা-বাক্য আমরা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই প্রাণ-স্বরূপ হইতে এই জগৎ নিঃসৃত হইয়াছে, সেই প্রাণ-স্বরূপের নির্দ্দিষ্ট নিয়মেই

ইহারা নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত রহিয়াছে, এবং সেই প্রাণ-স্বরূপের ইচ্ছার স্রোত অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকাতেই এই চরাচর ভ্রাম্যমান হইতেছে। ইনি আমাদের জীবন্ত জাগ্রত দেবতা, ইনি আমারদিগের হৃদয়ের পরম ধন; ইঁহারই উপাসনার নিমিত্তে আমরা এই ব্রাহ্মসমাজে সম্মিলিত হইয়াছি, ইঁহাকেই প্রীতি দান করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। অতএব সেই প্রীতি-স্বরূপের প্রীতিনয়ন দেখিয়া জীবন সার্থক কর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনি আমারদিগের আশ্রয়-দাতা; সেই পরমেশ্বরের উপাসনার নিমিত্তে, তাঁহারই প্রীতির নিমিত্তে আমরা এখানে একত্রে মিলিত হইয়াছি। অতএব তাঁর প্রতি প্রীতিকে উজ্জ্বল কর।" এখানে আসিয়া আমারদের জ্ঞান-নেত্র যেন এই স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী জানিয়া তাঁহার পূজার নিমিত্তে উৎসুক হও; যেন কুটিল বিষয়-চিন্তা-সমূহ এ সময়ে তোমাদের শ্রোত্রকে রুদ্ধ ও মনকে বিক্ষিপ্ত না করে। সমস্ত দিবস আমরা যাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব হৃদয়-দ্বার মুক্ত করিয়া আপনার মনকে তাঁহার আনন্দে পূর্ণ কর। আমারদের কি সৌভাগ্য যে যাঁর সঙ্গে অনন্ত কালের সম্বন্ধ, তিনিই আসিয়া আমারদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছেন। এই বঙ্গ দেশ সকল দেশ অপেক্ষাই দুর্ব্বল। এই দীন হীন দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমরা সকলে মলিন হইয়াছি; তথাপি ঈশ্বরের কি অনুগ্রহ, তিনি এই সমাজ-মন্দিরের মধ্যে আমারদিগের নিকটে প্রকাশ পাইতেছেন। মাতার যে রূপ দুর্ব্বল শিশুর প্রতি স্নেহ অধিক হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরেরো স্নেহ বঙ্গ দেশের প্রতি অধিক প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার এত অনুগ্রহ পাইয়াও কি আমরা তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক প্রণিপাত করিব না? তাঁহার অনুগ্রহই আমারদের সর্ব্বস্ব। আজ সমাজ-মন্দিরে আসিয়া তাঁহার প্রসাদ প্রচুররূপে উপভোগ করিতেছি, ঈশ্বরের এই প্রসাদ যেন আমারদিগকে প্রতি সপ্তাহে এ স্থলে আনয়ন করে। আমারদের কিঞ্চিৎ যত্ন থাকিলে তাঁহার প্রসন্নতা তিনি মুক্ত হস্তে বিতরণ করেন; আমরা এক পদ অগ্রসর হইলে তিনি সহস্র ধারে অমৃত বর্ষণ করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের যে প্রকার সম্বন্ধ, মনুষ্য হইয়া কি আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না? তাঁহার সেই সুন্দর মঙ্গল-ভাব দেখিয়া আত্মাকে উজ্জ্বল কর, কুটিল ভাব-সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে পবিত্র কর, ধর্ম্মের ও ঈশ্বরের অধীন হইয়া স্বাধীন হও—স্বেচ্ছাচারী হইও না। যাহারা স্বেচ্ছাচারী, তাহারা স্বাধীন নহে, তাহারা স্বীয় কুটিল প্রবৃত্তিরই অধীন। জ্ঞানহীন ধর্ম্মহীন পশুরাই স্বেচ্ছাচারী। যাহারা আপনাকে বশীভূত করিতে পারে নাই, যাহারা আপনারদিগের প্রবৃত্তি-স্রোতকে ধর্ম্মের অনুগত করিতে পারে নাই, যাহারা আপনারাই আপনার প্রভু নহে, তাহারদের অপেক্ষা হতভাগ্য পরাধীন আর কে আছে? "ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে। তদস্য হরতে প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥" মন যদি স্বেচ্ছাচারি ইন্দ্রিয়-সকলের অনুগামী হয়; তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলেতে মগ্ন করে, এ মনও তদ্রূপ পুরুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। পরাধীন হওয়া যে কত কষ্ট, তাহা বর্ণনার অতীত। পাপ-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হওয়া যে কত যন্ত্রণা, তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না। পাপের

ঔষধ কেবল এক মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ স্বয়ং ব্রহ্ম, সেই ধর্ম্মের বলে আমরা পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিব। স্বাধীনতা ব্যতীত সুখ সৌভাগ্য লাভ করা অসম্ভব, পরাধীনতাই দুঃখের মূল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি যে পাপ হইতে মুক্ত হওয়াই আত্মার স্বাধীনতা এবং আত্মার স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার স্বাধীনতা লাভ করা যায়। বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বারা যে কত মঙ্গল সাধন হইবে, তাহা যাঁহারা ইহাঁকে একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। যতদূর ঈশ্বরের রাজ্য ততদূর ব্রাহ্মধর্ম্মের বল ও আধিপত্য। যদি তোমারদের স্বাধীনতা প্রাপ্তির নিমিত্তে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন থাকে, যদি আত্ম-প্রসাদ লাভের নিমিত্তে একটুকুও ব্যগ্রতা থাকে; তবে তাহা কেবল এক মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, কেবল এক মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মেরি আশ্রয়ে পাপকে পরাভূত করা যায়। একে বঙ্গ দেশের এই দুরবস্থা তাহাতে যেন আবার এই ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা না থাকে। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ব্যতীত এদেশের দুরবস্থার পরিসীমা থাকিবে না। ঈশ্বরের প্রেম-মুখ দেখিবার জন্য প্রার্থনা কর এবং ধর্ম্ম-বুদ্ধি ও শুভ-বুদ্ধি পাইবার নিমিত্তে তাঁহার প্রতি উন্মুখ হও। তিনি তোমার প্রার্থনা অবশ্যই সিদ্ধ করিবেন; তাঁহার প্রসাদ-বারি তোমারদিগকে অবশ্যই সিক্ত করিবে; ক্রমে তোমার সকল বৃত্তিই সেই মঙ্গলময়েরি অনুগামী হইবে। যদি ঈশ্বর আপনার প্রতিনিধি-স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমারদিগের নিকটে প্রেরণ না করিতেন, যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগের প্রিয় বন্ধুর ন্যায় কার্য্য না করিতেন; তবে আমারদিগের কি ক্লেশই সহ্য করিতে হইত, কি নরকই ভোগ করিতে হইত। আমরা ক্রমে পাপের অধীন হইয়া সংসার পিঞ্জরেই বদ্ধ হইয়া থাকিতাম। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রসাদে আমরা ঈশ্বর হইতে বঞ্চিত হই নাই; ইহাঁর সহবাসে আমরা ক্রমে বলীয়ান্ হইতেছি। এখানে যেমন আত্মার উপযোগী ব্রাহ্মধর্ম্ম আর ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী আত্মা; এমন আর কিছুই নাই। যেমন সর্ব্ব প্রথমে পূর্ব্বদিক্ হইতেই বিভাবসু সূর্য্য উদিত হইয়া সমুদায় পৃথিবীকে আলোকময় করে, তদ্রূপ এই পূর্ব্বদিক্স্থিত বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদয় হইয়াছে। ইহা এইক্ষণে সমুদায় পৃথিবীকে ক্রমে ক্রমে আলোক দান করিবে। এ ধর্ম্মকে অবহেলা করিলে শরীর ভগ্ন হইবে, মন বিকৃত হইবে, আত্মা শুষ্ক হইয়া যাইবে। ইহাকে আশ্রয় করিলে তোমরা ইহার বলে বলীয়ান্ হইবে; যদিও শত সহস্র ব্যক্তি তোমারদের বিপক্ষে খড়্গ ধারণ করে, তথাপি ঈশ্বর-দত্ত অভেদ্য কবচে আবৃত থাকিয়া সকল ভয়কে অতিক্রম করিবে। অতএব সকলে মিলিয়া এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অতি যত্নের সহিত রক্ষা কর, ইনি নিশ্চয় তোমারদিগকে সকল সময়েই রক্ষা করিবেন। যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এই পৃথিবীর ধর্ম্ম এবং যাহা এই অসীম জগতের ধর্ম্ম, তদ্দারা হৃদয়কে পূর্ণ কর; ক্রমে তোমারদিগের সাধু দৃষ্টান্তে ইহা সমুদায় পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইবে। হে পরমাত্মন্! কবে এই মর্ত্ত্য লোকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আবির্ভাব জাজ্জ্বল্যতর হইবে, কবে এই বঙ্গদেশ হইতে দ্বেষ ও মলিন ভাব সকল দূরীভূত হইবে, কবে সকলে ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায়তাতে তাঁহাকে লাভ করিয়া আপ্ত-কাম হইবে। হে জগদীশ্বর! তুমি আমার এই নির্ম্মলতম অন্তরতম কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কার্য্য এবং অভিপ্রায়।

কোন কার্য্যের সদসৎ গুণ সম্যক্ রূপে বিবেচনা করিতে হইলে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। প্রথমতঃ কার্য্যটি হিতকর ও মঙ্গল জনক হইয়াছে কি না, দ্বিতীয়ত তাহা সদভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না। যতক্ষণ না এই দুই বিষয় সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওয়া যায়, ততক্ষণ সে কার্য্য সুকৃতি কি দুষ্কৃতি তাহা কদাপি অবধারণ করা যায় না। সংসারে সামান্যত কার্য্যের ফলাফল দেখিয়াই লোকে তাহাকে ভাল মন্দ বলিয়া থাকে এবং তৎকর্ত্তাকে প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় জ্ঞান করে। মনুষ্য যে কোন অভিপ্রায়ে কার্য্য করুক না কেন, তাহা যদি শুভ ফলে পরিণত হয়, তাহা যদি উপকার জনক হয়, তাহা হইলেই লোকে তাহাকে পুণ্যশীল বলিয়া থাকে। বাস্তবিক বাহ্যিক ক্রিয়াকে অনেকাংশে আন্তরিক ভাবের চিহ্ন বলিতে হইবেক। এবং মনুষ্যের পরস্পরের মনের ভাব জানিবারও অন্য উপায় নাই। কিন্তু ধর্ম্মের নিকট এপ্রকারে আমাদের কর্ম্মের পরীক্ষা হইতে পারে না। আমরা যে কোন কর্ম্ম করি, তাহা হয় তো মহোপকার জনক হইতে পারে, তদ্দ্বারা হয় তো সহস্র লোকের মঙ্গল হইতে পারে, তথাপি সে কার্য্য আমাদের পক্ষে পুণ্য কার্য্য না হইতে পারে। মনুষ্যকে যখন আমরা ধর্ম্মানুগত পুরুষ বলিয়া জ্ঞান করি, তখন আমরা দেখিতে পাই যে তাহার সমুদায় কর্ম্মের ভাল মন্দ গুণ কেবল তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তখন তাহার সকল কার্য্যেতেই উচিত ও কর্ত্তব্যের ভাব আসিয়া পড়ে। কোন কার্য্যে তৎকর্ত্তার ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতে হইলে সে কার্য্যের ফল নির্ণয় করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাহা কি উদ্দেশে কি মানসে কৃত হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলেই হইল। যদি কেহ কর্ত্তব্য বিবেচনায় কোন কার্য্য করেন এবং তাঁহার অজ্ঞান বশতই হউক বা অকস্মাৎই হউক তাহা অশুভ ফল উৎপাদন করে, তাহা হইলে আমরা সে ব্যক্তিকে কখন পাপকর বলিয়া নিন্দা করিতে পারি না। ঈশ্বরের নিকট তিনি কখন অপরাধী হইবেন না। অপর কোন কার্য্য মঙ্গল জনক হইলেই যে পুণ্যকীর্ত্তি হইবেক এমত নহে। এক জন কোন ইচ্ছা না করিয়াও অজ্ঞাতসারে বা হঠাৎ ক্রমে কোন ভাল কর্ম্ম করিতে পারে, কেহ বা অসদভিসন্ধি করিয়াও সাধু ফল উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু ইহাদের কার্য্যকে কেহই সুকৃতি বলিতে পারেন না। যদি রোগী ব্যক্তিকে কেহ ঔষধ ভ্রমে বিষ পান করায় এবং সেই বিষেতে তাহার প্রাণত্যাগ হয়, তবে তাহার শুদ্ধ কার্য্যটি দেখিয়া লোকে হয় তো তাহাকে মহা পাষণ্ড জ্ঞান করিতে পারে কিন্তু তাহার আন্তরিক অভিপ্রায় অবগত হইলে কেহই তাহাকে অপরাধী বলিবেন না। সামান্যত কার্য্যের ফলাফল প্রায় প্রাকৃতিক নিয়মেতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না। বিষ বা ঔষধ সেবন করিলে স্বাভাবিক নিয়মেতেই তাহাদের ফল উৎপন্ন হয়। আমরা কেবল কার্য্যের প্রবর্ত্তক, অতএব আমরা যদি সেই কার্য্য উচিত ও কর্ত্তব্য বিবেচনায় তাহার সংঘটনের নিমিত্ত সদুপায় অবলম্বন করি, তাহা হইলেই আমাদের যথা কর্ত্তব্য করা হইল। বিবেচনা করিতে গেলে কার্য্য কেবল আমাদের আন্তরিক ইচ্ছাতে অভিপ্রায়ের বাহ্যিক প্রতিরূপ মাত্র, সুতরাং কার্য্যের

শুভাশুভ অভিপ্রায়েতেই সম্পূর্ণ রূপে লক্ষিত হয়। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কোন সৎকর্ম্ম সংকল্প করিয়া যদি তাহা সম্পাদনে ক্ষমতা বিহীন হন, তাহা হইলেও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাকে ঈশ্বর উৎকৃষ্ট উপহার রূপে গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি মনেতে পাপচিন্তা করে, তাহার সে পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক বা না হউক, তজ্জন্য সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ পাপের ভোগী হইতেছে। এই গুরুতর সত্যের প্রতি অনেকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। অনেকে পাপ কর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকেন বটে কিন্তু পাপচিন্তাকে তাদৃশ অমঙ্গলকর বোধ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপ চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে আমোদ লাভ করে, তাহার অন্তঃকরণ অনায়াসেই দূষিত হয় এবং সে কেবল অবসর বা ক্ষমতা অভাবেই সেই পাপানুষ্ঠানে রত হইতে পারে না। বাস্তবিক আমাদের অন্তর দূষিত হইবার এই একটি ভয়ানক কারণ—মনোমধ্যে পাপ প্রবেশের ইহা একটি সুপ্রশস্ত দ্বার। আমরা আপাতত অপবিত্র বিষয়ের আলোচনাতে কোন বিশেষ অপকার দেখিতে পাই না, সুতরাং তাহাকে দমন করিতেও ইচ্ছা হয় না। কিন্তু কিছুকাল মধ্যে আমাদের কল্পনা শক্তি অপবিত্র ভাব সকলকে ক্রমশ উত্তেজিত করে, ক্রমে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে এবং এই রূপে অবশেষে ঘোর পাপে পতিত হইতে হয়। পাপাসক্ত ব্যক্তিদিগের যদি পূর্ব্বাপর মানসিক ভাব অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবেক যে অনেকেই এই রূপে ধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়াছে। যখন আমাদের আন্তরিক ভাবের উপরই সমুদায় পাপ পুণ্য সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে, তখন আমাদের মনের গতির প্রতি সর্ব্বদাই সতর্ক ভাবে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। মনের বিকারই পাপের উৎস স্বরূপ। ঈশ্বর আমাদের আত্মার প্রতি দৃষ্টি করেন, তিনি আমাদের সদ্ভাব চান্, তিনি আমাদের অভিপ্রায় দেখেন। যাঁহারা কেবল মনুষ্যের প্রীতি ও সংসারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা প্রায় আপনাদের অভিপ্রায়ের পরীক্ষা করেন না। তাঁহারা লোকের নিকটে যশস্বী মান্য হইবার জন্যই সৎকার্য্য করেন, কিন্তু সে কার্য্যকে প্রকৃত পুণ্য কার্য্য বলা যায় না। তাহা কেবল তাঁহাদের কীর্ত্তি লাভের উপায় মাত্র। বাস্তবিক আমাদের দেশীয় অনেকেই নানা প্রকার সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন বটে কিন্তু যথার্থ সাত্ত্বিক ভাবে কর্ত্তব্য বিবেচনায় অত্যল্প লোকেই এপ্রকার হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অনেকে আপনাপন অনুষ্ঠিত মহৎকর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উল্লসিত হইয়া থাকেন, শত শত লোকে তাঁহাদের যশো ঘোষণা করে কিন্তু তাঁহারা এই রূপ উল্লাসের অগ্রে একবার আপনাদের অন্তঃকরণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা আপনার প্রতি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন কি না। এবং এই রূপ পরীক্ষায় অনেকে দেখিবেন যে তাঁহারা পুণ্য পথ হইতে দূরে আছেন। যিনি সদনুষ্ঠানে রত হইবেন, তিনি যেন তাহাতে ধর্ম্মের অনুরোধে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া প্রবৃত্ত হন। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তাহাই আমাদের প্রিয়কার্য্য হওয়া উচিত। সংসারে যশো লাভের জন্য বা ধনমদে মত্ত হইয়া অনেকে দাতব্যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে কেবল তাঁহাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলই চরিতার্থ হয়। তাহাতে কেবল তাঁহাদের মন আত্মশ্লাঘাতে ও আত্মাভিমানে পূর্ণ হয়, সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বর হইতে দূরে থাকেন। কর্ত্ত-

ব্যের গুরুতর ভাব যিনি সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তিনিই কেবল সকল অবস্থাতেই আগ্রহের সহিত তাহার অনুযায়ী হইতে পারেন। যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বরের আদেশ, তাহা কোন ক্রমেই লঙ্ঘন করা হইতে পারে না। যদি সহস্র বিষয় ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে ত্যাগ স্বীকার করিবেক। কর্ত্তব্য সাধনই প্রকৃত মনুষ্যত্বের চিহ্ন, ধর্ম্মবলের চিহ্ন, স্বাধীন কর্ত্তৃত্বের চিহ্ন। প্রবৃত্তির আকর্ষণে নীয়মান হওয়া কেবল পশুবৃত্তি মাত্র। মনুষ্য নামের সঙ্গেই এই কর্ত্তব্য ভাবের সংযোগ রহিয়াছে। অতএব যে কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হইবে, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে একবার স্থির ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক যে আমরা কি উদ্দেশে তাহা করিতে যাইতেছি। সে কার্য্য হয় আমাদের স্বকীয়, নয় অপর কোন ব্যক্তির উপকার বা সুখ সাধনের জন্যে, অথবা অন্য কোন উদ্দেশের জন্যে হইবেক, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে অবধারণ করা আবশ্যক যে তাহা কর্ত্তব্য কি না; যদি আমাদের ধর্ম্ম বুদ্ধি তাহাকে কর্ত্তব্য ও উচিত না বলে, তবে তাহা কখনই করা হইতে পারে না। আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে হয় তো আপাততঃ কোন উপকার বা সুখকে বিসর্জ্জন দিতে বাধিত হইব, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে আমাদের যথার্থ মঙ্গল সাধন হইবে। যদি আমরা গত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আমরা এমন একটি কর্ম্ম দেখিতে পাইব না, যাহাতে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আমরা পরিশেষে অনুতাপগ্রস্ত হইয়াছি।

হিত কথা।

বিনীত হইয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবেক। বিনয় আত্মার ভূষণ, ধর্ম্মের লক্ষণ, সদ্ভাবের প্রবর্ত্তক। যিনি ধর্ম্মাভিমানী হন, তিনি কেবল লোক দৃশ্যের জন্য ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। কিন্তু ধর্ম্ম তাঁহার আত্মাকে স্পর্শ করে না।

আপনাকে ধনী বা মানী জ্ঞান করিয়া অন্যকে তাচ্ছীল্য করিও না। ঈশ্বরের রাজ্যে ধন, বা উচ্চ পদের গৌরব নাই। তুমি ঈশ্বরের কৃপায় ধনবান হইয়াছ, ভাল, সেই ধনের সাফল্য কর। তুমি ক্ষমতাবান হইয়াছ, ভাল, দুর্ব্বল ও দুঃখ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের আশ্রয়ের নিমিত্তে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ কর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি আপনার সহোদরগণকে দীন হীন দেখিয়া অবহেলা করিবে, না তাহাদের প্রতি অকপট স্নেহ বিস্তার করিয়া আপনার আশ্রয় প্রদান করিবে।

যিনি জ্ঞানে বা ধনে বা ক্ষমতায় অন্যাপেক্ষা উচ্চ হইয়াছেন, তাঁহার কর্ত্তব্যও অন্যের অপেক্ষা গুরুতর হইয়াছে। ঈশ্বর যে তাঁহাকে কৃপা করিয়া অধিকতর কর্ত্তব্য সাধনের উপযুক্ত করিয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহার সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া ও সদ্ভাব বিস্তার করিবে; তাহারা নির্ধন বলিয়া কদাপি নীচ নহে। অরণ্যেও মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়; হীন বেশেও মহৎ অন্তঃকরণ প্রচ্ছন্ন থাকে। মনুষ্য দীন হীন ব্যক্তিকে হতাদর করিয়া থাকে, কিন্তু পরমেশ্বর তাহাদিগকে স্নেহ করেন।

যাহারা ধনী তাহাদের সুহৃদের অভাব নাই, কিন্তু কে দীন হীন দুর্দশার্ত্তের নিকট গমন করিয়া তাহার অভাব মোচন করিবে?

কে শীর্ণ-কলেবর নিরাশ্রিত জনের পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইয়া প্রিয় বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিবে? কে শ্রমোপজীবি বিনীত কৃষকের সহিত প্রিয়ভাবে কথা কহিয়া তাহার দুঃখ-ভারাবনত চিত্তকে উৎসাহ প্রদান করিবে? সেই সাধুই ধন্য, যিনি শীতল ছায়া বিশিষ্ট সুপ্রশস্ত বট বৃক্ষের ন্যায় আপনার অধীনস্থ দিগের প্রতি ভ্রাতৃবাৎসল্যে নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। প্রভুত্ব লাভে গর্ব্বিত হইওনা, তাহাতে কেবল তোমার ক্ষুদ্রতাই প্রকাশ পাইবে। তুমি এত বড় যখন হইতে পার না, যে অতি দরিদ্র ব্যক্তিও তোমার প্রীতি ও বন্ধুত্বের উপযুক্ত হইতে না পারে।

হে দরিদ্রগণ! তোমরা হতাশ হইও না, হে শ্রমোপজীবি গুরু ভারাক্রান্ত ব্যক্তিগণ তোমরা অধীর হইও না। ইহ জীবনে কষ্ট ভোগ করিতেছি বলিয়া পরিতাপ করিও না। তোমাদের করুণাময় পিতা কি তোমাদের অবস্থা দেখিতেছেন না? তোমরা এখানে সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদের কর্ত্তব্য সাধন কর। তোমরা এখানে যেমন ক্লেশ পাইতেছ, সেই রূপ ঈশ্বর তোমাদের পরলোকে অনন্ত সুখের অধিকারী করিবেন। যদি তোমাদিগকে সকল মনুষ্য পরিত্যাগ করে, ঘৃণা করে, তথাপি ঈশ্বর তোমাদের আশ্রয় আছেন। তাঁহার প্রতি একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন কর, তোমরা পরম সন্তোষ লাভ করিবে। জাত্যভিমান করিবেক না। ন্যায়বান ঈশ্বর কাহাকে ব্রাহ্মণ ও কাহাকে শূদ্র রূপে সৃজন করেন নাই। তিনি সকলকেই সমভাবে দেখেন, সকলের প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ। জাতি ভেদ কেবল অহংকার ও স্বার্থপরতাতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি জাত্যভিমানে অন্যকে নীচ বলিয়া ঘৃণা করেন, তিনি ঈশ্বরের প্রতি অপ্রিয় ব্যবহার করেন। যাহারা মনুষ্যের কুসংস্কার জনিত বর্ণ ভেদ ঈশ্বরেতে আরোপ করে, তাহারা কেবল পরমপিতার নামে কলঙ্কার্পণ করিতে যায়। জ্ঞানির নিকট স্বজাতিত্ব জন্য মনুষ্য নামই যথেষ্ট, স্বদেশীয় কি বিদেশীয় মনুষ্য মাত্রই তাঁহার স্বজাতি। অতএব জাত্যভিমান করিয়া আত্মাকে কুণ্ঠিত করিও না, কিন্তু নম্র হও, উদার ভাব ধারণ কর এবং পৃথিবীময় প্রীতি ও ভ্রাতৃ ভাব বিস্তার কর।

কামন্দকীয় নীতিসার।

দ্বিতীয় সর্গ।

আন্বিক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা, ও দণ্ডনীতি, এই চারি বিদ্যা লোক স্থিতির হেতু। যাঁহারা এই সকল বিদ্যায় বিদ্বান ও এতদনুসারে কার্য্য করেন, রাজা বিনয়ান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত ঐ চারি বিদ্যা চিন্তা করিবেন। ত্রয়ী, বার্ত্তা, ও দণ্ডনীতি, এই তিনটিই মানবী বিদ্যা, আন্বিক্ষিকী ত্রয়ীরই অন্তর্গত। বৃহস্পতির শিষ্যগণ লোকের অর্থ প্রধান বলিয়া বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই দুটি বিদ্যা কল্পনা করেন। শুক্রাচার্য্য কহেন, এক মাত্র দণ্ডনীতি বিদ্যা। ইহাতেই সকল বিদ্যার আরম্ভ।

আন্বিক্ষিকীতে আত্ম বিজ্ঞান, ত্রয়ীতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বার্ত্তাতে অর্থানর্থ ও দণ্ডনীতিতে নয়ানয় বিবৃত আছে। প্রথম তিনটি বিদ্যা উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়; কিন্তু দণ্ডনীতি ব্যতিরেকে ইহারাও অপকৃষ্ট হইয়া উঠে। যখন দণ্ডনীতি রাজাকে সম্যক্ আশ্রয় করে, তখন বিদ্বানেরা অবশিষ্ট বিদ্যাত্রয়ের যথাবিধি উপাসনা করিতে পারেন। দণ্ডনীতিতে বর্ণ ও সর্ব্ব প্রকার আশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে, রাজা তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া সেই ধর্ম্মের অংশ ভাগী হন। আত্মবিদ্যা দ্বারা সুখ দুঃখের ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা হয়, এই নিমিত্ত উহা আন্বিক্ষিকী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যিনি ইহা দ্বারা তত্ত্ব আলোচনা করেন, তিনি হর্ষ ও শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন। ঋক, যজু ও সাম এই বেদ ত্রয়ের নাম ত্রয়ী; এই বিদ্যানুসারে চলিলে উভয় লোক প্রাপ্ত হওয়া

যায়। ছয় বেদাঙ্গ, চারি বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ, এই ত্রয়ী বিদ্যার অন্তর্গত। পাশুপালন, কৃষি, ও বাণিজ্য, বার্ত্তা শাস্ত্রের বিষয়; যে সাধু এই বার্ত্তা শাস্ত্র অবলম্বন করেন, তাঁহাকে জীবিকার নিমিত্ত ভয় করিতে হয় না। দণ্ডের অর্থ দম, রাজা দমকে আশ্রয় করেন বলিয়া তাঁহার নামও দণ্ড; যাহা দ্বারা নীয়মান হওয়া যায়, তাহার নাম নীতি, সুতরাং রাজনীতিই দণ্ডনীতি বলিয়া উক্ত হয়। রাজা দণ্ডনীতি দ্বারা আপনাকে ও অবশিষ্ট বিদ্যাত্রয়কে রক্ষা করিবেন। বিদ্যা লোকের উপকারিণী, রাজা তাহার রক্ষক। উদারবুদ্ধি নিপুণ ব্যক্তি যখন এই সকল বিদ্যা দ্বারা চতুর্ব্বর্গ জানিতে পারেন, তখন, ইহাকে বিদ্যা বলিয়া জানিবে।

যথাশাস্ত্র, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম্ম। বিশুদ্ধ যাজন, বিশুদ্ধ অধ্যাপন ও বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের বৃত্তি। শস্ত্র দ্বারা জীবন ধারণ, ও ভূতগণের রক্ষা রাজার বৃত্তি। পশু পালন, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যের জীবিকা। পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা শূদ্রদিগের ধর্ম্ম এবং কারু ও পরিচর্য্যা তাহাদিগের বিশুদ্ধ জীবিকা। গুরুকুলে বাস, অগ্নি সেবা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত ধারণ, ত্রিকাল স্নান, ভিক্ষা, গুরুতে ও তদভাবে গুরু পুত্রে, তদভাবে সব্রহ্মচারীতে প্রাণান্তিক স্থিতি, অথবা ইচ্ছানুসারে আশ্রমান্তর পরিগ্রহ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম। ব্রহ্মচারী মেখলা, জটা ও দণ্ড ধারণ করিয়া বিদ্যা গ্রহণ পর্য্যন্ত সম্যক্ রূপে গুরুকে আশ্রয় অথবা ইচ্ছানুসারে আশ্রমান্তরে গমন করিবেন। অগ্নিহোত্র সেবা, স্বকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, সম্মুখিত ও পর্ব্ব ভিন্ন কালে স্ত্রী সহবাস; দেব পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা, এবং শ্রুতি ও স্মৃতির অর্থ সংগ্রহ গৃহস্থগণের ধর্ম্ম। যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, ভূমি শয্যা, অজিন ধারণ, বনবাস, জল মূল নীবার ও ফল ভোজন, অপ্রতিগ্রহ, ত্রিকাল স্নান, ব্রতাচরণ, এবং দেব ও অতিথিগণের পূজা, বানপ্রস্থের ধর্ম্ম। সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম ত্যাগ, ভিক্ষা-ভোজন, বৃক্ষমূলে বাস, অপ্রতিগ্রহ, অদ্রোহ, সকল জন্তুতে সমভাব, প্রিয় ও অপ্রিয় ঘটনায় সুখ ও দুঃখে অবিকার, অন্তঃশুচিতা, বহিঃশুচিতা, বাক্য ও মনের সংযমন, সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, ধারণা, ধ্যান এবং অভিপ্রায়শুদ্ধি পরিব্রাজকের ধর্ম্ম। অহিংসা, সুনৃত বাক্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও ক্ষমা বর্ণী ও লিঙ্গীদিগের সাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম, সমুদায় বর্ণী ও লিঙ্গীর অনন্ত স্বর্গের হেতু; ইহার অভাব হইলে সংকর দোষে এই লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ভূপতি এই সমস্ত ধর্ম্মের যথানায়ে প্রবর্ত্তক; সুতরাং ভূপতি না থাকিলে ধর্ম্মনাশ হয়, ধর্ম্মনাশ হইলে জগতের ক্ষয় হয়। তিনি বর্ণাশ্রমোচিত আচার যুক্ত ও বর্ণাশ্রমের বিভাগজ্ঞ হইয়া সমুদয় বর্ণাশ্রম রক্ষা করিতে সকল লোক প্রাপ্ত হন। এই রূপে উভয় লোক রক্ষা করিলেই সকলের প্রিয় হন, অতএব দণ্ডধর যমের ন্যায় প্রজাগণের উপর দণ্ডধারণ করিবেন। তীব্র দণ্ডে প্রজাগণকে উদ্বিগ্ন করেন, মৃদু দণ্ডে পরাভব প্রাপ্ত হন অতএব অনতিখর অনতিমৃদু দণ্ডই প্রশংসনীয়। রাজার যথাবিধি দণ্ড ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে বর্দ্ধিত করে; কিন্তু অসামঞ্জস্য রূপে দণ্ড প্রয়োগ করিলে উদাসীন ব্যক্তিও কুপিত হয়। যে দণ্ড লোক ও শাস্ত্রের অনুগত এবং যাহাতে কেহ উদ্বিগ্ন না হয়, তাহাই সম্পত্তির হেতু: উদ্বেগকর দণ্ডে অধর্ম্ম হয়, অধর্ম্ম হইলে রাজা ভ্রষ্ট হন। ভিন্ন ভিন্ন পথাবলম্বী জগৎ পরস্পরের প্রলোভন, সুতরাং দণ্ডাভাবে মৎস্যের ন্যায় পরস্পর বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রাজা দণ্ড দ্বারা এই নিরালম্ব কামাদি দ্বারা বল পূর্ব্বক নিরয়োন্মুখ জগৎ ধারণ করেন। এই জগৎ স্বভাবতই বিষয়ের বশীভূত এবং পরস্পরের স্ত্রী ও ধনে লোলুপ; তথাপি কেবল দণ্ড ভয়ে সাধুসেবিত সনাতন পথে অবস্থান করে। এই পরাধীন জগতে প্রায় সকলেই দণ্ডের নিমিত্ত নিয়মিত বিষয়ের অনুবর্ত্তী হয়। সচ্চরিত্র লোক অতি দুর্লভ। কুলনারী দণ্ডনীতি দ্বারা কৃশ, বিকলাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত বা নির্ধন স্বামীর অনুগত হয়। যিনি এই রূপে দণ্ডনীতি দ্বারা প্রজাগণকে শাসন করেন, নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেই রূপ সকল সম্পদ তাঁহাকে চিরকালের নিমিত্ত আশ্রয় করে।

ইতিহাস সংগ্রহ।

হিজলীর বৃত্তান্ত।

২৩০ সংখ্যক পত্রিকার ১০৫ পৃষ্ঠার পর।

কোন কোন লোকের এরূপ ভ্রম থাকিলে থাকিতে পারে, লোণা বায়ুই হিজলী খণ্ডের অস্বাস্থ্য জন্মিবার কারণ। বস্তুতঃ বায়ুর সলবণ হইবার কোন প্রসক্তি নাই। জল সলবণ হয় বটে; ও লবণাম্বু যে পদার্থে প্রবেশ করে, তাহাও সুতরাং সলবণ হয়। কিন্তু বায়ুর লবণত্ব গুণ কি প্রকারে জন্মিবে? যদি লবণ কর্পূরের ন্যায় কঠিন আকার হইতে বায়বীয় আকারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত, তাহা হইলে মৃত্তিকাস্থ কঠিন লবণ বস্তুবৎ হইয়া বায়ুর

সহিত মিশ্রিত হইত, অথবা নির্ম্মল জল যাদৃশ বাষ্প রূপে পরিণত হয়, সলবণ জল যদি লবণকে সঙ্গে করিয়া বাষ্প রূপে পরিণত হইতে পারিত, তাহা হইলেও জলস্থ লবণ বায়ুবৎ হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইত। কিন্তু লবণ কর্পূরের ন্যায় কঠিন অবস্থা হইতে বাষ্পীয় অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয় না, অথবা জল সহযোগেও বাষ্প রূপে পরিণত হয় না। হিজলী ও অনান্য বহুতর প্রদেশে লবণ জ্বাল দিয়া প্রস্তুত হয়, বর্ষাকালে সজল বায়ু সংস্পর্শ লবণ জলবৎ হইলে জল শুকাইবার জন্য লবণ পাত্র অগ্নির নিকট রাখিয়া দেয়; তাহাতে লবণ শুকাইয়া যাইবে অর্থাৎ বাষ্প রূপে পরিণত হইবে এ শঙ্কা কেহ করে না। ফলতঃ এক শের লবণ কতকটা জল মিশ্রিত করিয়া সেই জল অগ্নি অথবা রৌদ্র উত্তাপে শুষ্ক করিলে অবশিষ্ট যে লবণ থাকে তাহা ওজন করিলে ঠিক সেই এক শের হয়, তাহার রতি মাত্রও ক্ষতি হয় না, তবে পাত্রের গাত্রে কিছু লাগিয়া থাকিতে পারে ও জল মিশ্রিত করিবার অগ্রে যে লবণে যে রস ছিল জল শুকাইবার সঙ্গে সে রসও শুকাইয়া যাইতে পারে ও তজ্জন্য সুতরাংই ভারের কিঞ্চিৎ লাঘব জন্মিতে পারে। অতএব লবণ জল সহযোগেই কি, স্বতঃই কি কখনই বাষ্প হয় না, সুতরাং বায়ু রূপে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ লোকে লোণা হাওয়া বলিয়া যে কতক গুলি গুণ বা দোষ বায়ুতে আরোপ করে, তাহা যথার্থই যে বায়ুতে থাকে, এমন নহে. লবণাম্বু স্থানে প্রায় সকল পদার্থেই লবণের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক; পানীয় জলের সঙ্গে, ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্রের সঙ্গে অধিক পরিমাণে লবণ শরীরে প্রবেশ করে। বৃক্ষাদি মৃত্তিকা হইতে রস শোষণ করিয়া থাকে, সেই রসের সঙ্গে লবণ দ্রবীভূত হইয়া বৃক্ষ মধ্যে যায়; ইষ্টকাদি প্রথমতঃ সেই সলবণ মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হয়, পরে নিত্য নিত্য লবণ জলে আর্দ্র হইয়া লবণের ভাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়, যে সকল পদার্থ সম্বন্ধে লবণের ক্ষয়কারিতা গুণ আছে, তাহারদিগের বাহিরে বায়ু লাগিলে বায়ু সংযোগে লবণের সেই গুণ প্রকাশ পায়, অতএব লোণা হাওয়ায় যে দোষ তাহা বায়ুস্থ লবণ নহে, অন্য পদার্থস্থ লবণের বায়ুর সহিত সংস্পর্শ জন্য। তবে বায়ুতে যে কিঞ্চিন্মাত্রও লবণ থাকে না এমন নহে; লবণাম্বু মৃত্তিকার উপরে শাদা শাদা গুঁড়া লবণ হয়, সেই লবণ ধুলির ন্যায় বায়ুর সঙ্গে উড়িয়া যায়, এ জন্য অনেক সময়ে অঙ্গে ও চক্ষের পাতায় লবণ ছিটু কিরু করিয়া থাকে। বায়ুকে যদি লোণা বলিতে হয়, এই অর্থে বলা উচিত, নতুবা সমুদ্রের উপর দিয়া আইসে বলিয়া বায়ু যে লোণা হইয়া যায় এরূপ জ্ঞান ভ্রম মূলক। বস্তুতঃ সমুদ্রের বায়ু অস্বাস্থ্যকর হওয়া দূরে থাকুক, বিশিষ্ট রূপে স্বাস্থ্যকর বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে, তবে যে সকল সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান পীড়াকর, তথাকার ভূমি হিজলী-খণ্ডের ন্যায় অবশ্যই নিম্ন ও জলময়, সুতরাং সাগরোচ্ছ্বাসে ও মেঘ বর্ষণে ভূমিতল জলপ্লাবিত হইয়া যায় ও তৎপরে ক্ষুদ্র বৃক্ষ তৃণাদি ভূমিতে যাহা কিছু থাকে, তাহা পচিয়া জলও দূষিত করে, বায়ুও দূষিত করে।

হিজলীতে পিত্ত মূলক রোগেরই বাহুল্য দেখা যায়। এই জন্য তথাকার বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা দুই এক সটা অন্তর এক একটু কিছু আহার করিতে ব্যবস্থা দেন। জ্বর রোগও প্রবল বটে কিন্তু রোগীকে যে একেবারে শীঘ্র বিকারাপন্ন করিয়া সংহার করে, সে রূপ নহে। কিন্তু হিজলীর জ্বর যাঁহার একবার হইয়াছে, তাঁহার শরীর যে আবার ত্বরায় সুস্থ হয় এমন বিরল: একটা না একটা রোগ আছেই আছে। ওলাউঠা রোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে, আর বৎসরে বৎসরে সর্পাঘাতেও অনেক লোক মারা পড়ে।

হিজলীখণ্ডে বহুবিধ হিংস্র বন্য জন্তু আছে, তন্মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ, নেকড়ে, বিবিধ জাতীয় হরিণ, খরগোষ, বরাহ, সজারু, বড় বড় সর্প সর্ব্ব প্রধান। ডোগরাই পরগণাতে যেমন অতি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঘ্র আছে সেই রূপ ১৪। ১৫ হাত পরিমিত সর্পও দেখিতে পাওয়া যায়।

হিজলীখণ্ডে তরকারি উত্তম মিলে না। কলিকাতা অঞ্চলে অনেক স্থানে আলু, বার্ত্তাকী পটল প্রভৃতি দ্রব্য জন্মায় ও পথ ঘাট বিশিষ্ট সুগম বলিয়া দূরস্থিত জনপদে বিক্রয় হেতু আনীত হইতে পারে, বিশেষতঃ এ অঞ্চলের লোকে এ সকল হরিৎখন্দও ব্যবহার করিয়া থাকে, ও তজ্জন্য যে ব্যয় হয় তাহাতেও কাতর হয় না। কিন্তু হিজলীখণ্ডে এ দ্রব্যাদি জন্মায় না, পথ ঘাট কুৎসিত ও তথাকার লোক অপেক্ষাকৃত নিঃস্ব ও কদর্য্যভোজী, সুতরাং বহু যত্ন করিয়া যদিও স্থানে স্থানে বিশেষ উর্ব্বরা ভূমিতে আলু উৎপন্ন করা যাইত, তথাপি তাহার উত্তম রূপ বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা অল্প থাকাতে কেহ তদ্বিষয়ে আর যত্নশীল হয় না। ফলতঃ মিরগোদা রামনগর প্রভৃতি পরগনার উৎকৃষ্ট দোঁয়াস মৃত্তিকা ভূমিতে যদি আলুর চাস কেহ বিস্তৃত পরিমাণে করে, তাহা হইলে হিজলীতেই ক্রমশঃ আলু ব্যবহারের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিক বিক্রয় হইতে পারে ও শীতকালে কলিকাতায় অনায়াসে আনীত হইতে পারে।

হিজলীতে তরকারীর মধ্যে এই এই দ্রব্য

আছে, মণ্ডামারিচ অর্থাৎ এক প্রকার ডেঙ্গুয়া ডাঁটা, পানিসাক্ অর্থাৎ কচু বিশেষ, দকুয়া অর্থাৎ বীচে বেগুন, কড়ানিয়া শিম, ঝিঙ্গা, লাউ, দেশী ও বিলাতি কুমড়া, কাঁচ কলা, করলা উচ্ছে ও চিচিঙ্গে। সেখানকার লোকে কলার মোচা খায় না; ইহাকে তাহারা কলা তড়া কহে।

যদিও হিজলীখণ্ডে অনেক প্রকার তরকারির চাস নাই, তথাপি মৃত্তিকা বিশিষ্ট উর্ব্বরা বটে। প্রায়ই সকল স্থানে মাটী কৃষ্ণবর্ণ সার মাটী, কোন কোন ভাগের মৃত্তিকা ঈষদ্ বালুকাময় দোঁয়াস্। ভোগরাই বীরকুল, রামনগর, মিরগোদা প্রভৃতি কয়েক পরগনাতে এই শেষোক্ত প্রকার উর্ব্বরা ভূমি অনেক আছে, কিন্তু তাহার তাদৃশ কর্ষণ নাই, সুতরাং তাহার বর্ত্তমান ফলোৎপাদন ও সামান্য।

হিজলীর মৃত্তিকা অত্যন্ত সলবণ বলিয়া তথাকার নারিকেল জলও অধিক সলবণ ও সমুদ্র-কূলস্থ গাবীদুগ্ধেও মিষ্ট অপেক্ষা লবণের ভাগ অধিক আছে। এই প্রদেশের জল বায়ু সামান্যতই কুৎসিত। জল সহজেই গলিত লতা পত্রাদি সহযোগে দুর্গন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর হয়; বায়ুও সেই কারণে অতিশয় দূষিত হইয়া উঠে, সুতরাং বঙ্গদেশের লোকে যে সকল কুৎসিত নৈসর্গিক অবস্থা জন্য হীন ও নিস্তেজঃ হয়, হিজলীখণ্ডের নিবাসীদিগের পক্ষে সে সকল নৈসর্গিক অবস্থা আরও অধিক কুৎসিত, সুতরাং বঙ্গদেশের অন্যান্য প্রদেশের নিবাসী অপেক্ষা তাহারা অধিক হীনবল ও নিস্তেজঃ হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ হিজলীর লোকেরা প্রায়ই দুর্ব্বল ও শিথিল স্বভাব কিন্তু স্ত্রীলোকেরা সমধিক সবল।

সমুদ্র কূলস্থিত নিম্ন দেশ সকলে কেবল কদর্য্য জল বায়ু জন্য অপকার জন্মে এমন নহে, জল প্লাবন নিবন্ধন উৎপাতও অনেক ঘটিয়া থাকে। বর্ষাকালে নদী প্রবাহ দ্বারা বিপুল জল রাশি সমুদ্রে আসিয়া জল বৃদ্ধি করে। যেবৎসরে অধিক বৃষ্টি হয়, সে বৎসরে সুতরাং সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকটস্থিত জনপদ সকল প্লাবিত করে, হিজলীখণ্ডে সমুদ্রকূলে এক্ষণে অতি বৃহৎ বাঁধ আছে, এই জন্য সম্প্রতি তথায় আর প্লাবন হয় না; কিন্তু বর্ষাসময়ে দক্ষিণা বাতাস অতি প্রবল হইলে অদ্যাপি জল প্লাবনের শঙ্কা হয়। ১৮৩০ ও ১৮৪০ শালে হিজলীতে অতিভয়ানক বর্ষা হয়, তাহাতে অনেক লোক ও গো মহিষাদি মারা পড়ে ও সে প্লাবন জন্য যত অধিক লোক জলমগ্ন হইয়া মরে অধিক তাহা অপেক্ষা, লোক প্লাবনান্তে দুর্ভিক্ষ ও জ্বর রোগে বিনষ্ট হইয়া যায়। তথাকার নিবাসীরা কুটীর নির্ম্মাণ সময়ে কুটীরের চাল কখনই প্রাচীরের সঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখে না। অন্যান্য প্রদেশে মৃত্তিকার ঘর নির্ম্মাণ কালে আড়কাঠার সহিত চালের নিম্ন ভাগের পাইড় বাঁধিয়া থাকে, হিজলীর লোকেরা তাহা না করিয়া কেবল চাল দেয়ালের উপরে অমনি বসাইয়া রাখে ও প্রবল ঝড়ে চাল উড়িয়া না যায়, এ অভিপ্রায়ে ঘরের ভিতরের দেয়ালে বাঁশের খুঁটী দিয়া চালে ঠেস দেওয়া থাকে। তথায় জল প্লাবন পুনঃ পুনঃ হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ লোকের ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, পুনর্ব্বার এই সকল উৎপাত ঘটিবার সম্ভাবনাও আছে, বিশেষতঃ যথার্থই যত সম্ভাবনা না থাকুক, লোকের মন হইতে অদ্যাপি শঙ্কা দূর হয় নাই। যখন প্লাবন উপস্থিত হয়, তখন ঘটী বাটী শয্যাদি সামান্য সামান্য গৃহ কার্য্যের সামগ্রীও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তণ্ডুল সহিত লোকে সপরিবারে চালের উপরে যাইয়া বসে ওপ্লাবন বর্দ্ধিত হইলে চাল অবলম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে, পুনরায় জলরাশি নিঃসৃত হইলে আবাস স্থানে প্রত্যাগমন করে। অর্থব প্লাবনের সময়ে এই উপায়ে রক্ষা পাইবার মানসে হিজলীর মনুষ্যেরা ঘরের চাল শুদ্ধ দেয়ালের উপর বসাইয়া রাখে ও যদিও এক্ষণে অধিক বিপদ আশঙ্কার বিষয় তাদৃশ নাই, তথাপি পূর্ব্ব প্রথানুসারে এই রূপ উপায় করিয়া রাখে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

বিজ্ঞান

ভূতত্ত্ববিদ্যা।

২৫ সংখ্যক পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে সমুদায় ভূস্তর তাহাদের গঠন ও তদন্তর্গত পদার্থ সমূহের প্রকৃতি অনুসারে কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক্ষণে সেই সকল শ্রেণীর নাম ও তাহাদের অন্তর্ভূত পদার্থ সকলের বিবরণ পশ্চাতে তালিকাবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে। এই তালিকায় পৃথিবীর সর্ব্বোপরি স্তর শ্রেণী হইতে ক্রমশ নিম্নস্থ স্তর সকলের নাম পর্য্যায় ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার প্রথম স্তম্ভে শ্রেণীর নাম, দ্বিতীয় স্তম্ভে সেই সকল শ্রেণীর বিভাগ, তৃতীয়ে স্তরান্তর্গত পদার্থের নাম ও লক্ষণ, চতুর্থে স্তর নিহিত প্রাণি বা উদ্ভিদের উল্লেখ, পঞ্চমে স্তর মধ্যস্থ পদার্থ সকলের প্রয়োজন, ক্রমানুসারে

শ্রেণী	নাম	অন্তর্গত পদার্থ	অন্তর্গত প্রাণী ও উদ্ভিদ	প্রয়োজন
আধুনিক বা ভূপ্লাবিক		বালু মৃত্তিকা কঙ্কর	মনুষ্যের অস্থি	কাচ প্রস্তুত করন
অতিপ্রয়িক		চুর্ণপ্রস্তর কঙ্কর মৃৎ বালু	অদ্ভুত প্রকাণ্ডাকার পশু	বিবিধ
তৃতীয় স্তবক		চুর্ণপ্রস্তর সিকতাশ্ম বিবিধ মৃত্তিকা।	স্তন্যপায়ী ও চতুষ্পদ জন্তু জলচর ও স্থলচর।	কৌলালিক বিবিধ পাত্রাদি নির্মাণোপযোগী
দ্বিতীয়	শুক্লাশ্ম	খড়ি মাটি মর্মর প্রস্তর চুর্ণশিলা অর্বনা প্রস্তর	সামুদ্রিক শম্বুক প্রবাল সরীসৃপ	বিবিধ শিল্পের উপযোগী চুন
স্তবক	নূতন রক্ত সৈকত প্রস্তর		সরীসৃপ জাতি	অট্টালিকা নির্মাণ
	প্রস্তরাঙ্গার	পাথুরিয়া কয়লা। সৈকতস্তর লৌহ	প্রকাণ্ড বৃক্ষ উদভিদের প্রাচুর্য্য	ইন্ধনার্থ গ্যাস
	কঠিন লৌহ শিলা		শম্বুক শুক্তি	
আদ্যস্তবক	পুরাতন রক্ত সৈকত মৃদশ্ম	কঠিন বালুময় প্রস্তর মৃন্ময় প্রস্তর ফলক	মৎস্য শুক্তি শম্বুক প্রবাল সামুদ্রিক উদভিদ	পাথরের টালি প্রতিমূর্তি গঠন গৃহ নির্মাণ
মাধ্যমিক বা বিকারভূত	অভ্রস্তবক	অভ্র ফলক স্ফটিক প্রস্তর	প্রাণী ও উদভিদ শূন্য	আলঙ্কারিক দ্রব্যাদি গঠন
অন্তরীভূত বা আগ্নেয়	গ্রানিট	সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধুর ও কঠিন প্রস্তর	প্রানি বা উদভিদ শূন্য	গৃহ নির্ম্মান পথ বন্ধন

প্রকটিত হইয়াছে (১) সমুদায় ভূস্তরের বিন্যাস বিষয়ে একটি আশ্চর্য্য নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। স্তর সকল যে রূপ পর্য্যায়ে পাতিত হইয়াছে, তাহার ক্রমের কুত্রাপি বিপর্য্যয় হইতে দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর যে কোন স্থানে খনন করিলে, তথায় ভিন্ন ভিন্ন স্তর সকলের উপর্য্যধস্থ স্থিতির একই প্রকার প্রত্যক্ষ হইবেক। যদি এক স্থানে দুইটি স্তরের মধ্যে একটি উপরে ও আর একটি নিম্নে থাকে, তবে কুত্রাপি তাহার দ্বিতীয়টি উপরে এবং প্রথমটি অধস্থ দৃষ্ট হইবেক না। এই স্তর বিন্যাসের নিয়ম খনিজবিৎগণের পক্ষে নিতান্ত কার্য্যোপযোগী, কারণ তদ্দ্বারা কোন প্রদেশের একটি কি দুইটি স্তর পরীক্ষা করিয়াই তাহার নিম্নস্থ কি কি স্তর ও তাহাতে কি কি খনি আছে, তাহা অনায়াসে ও অভ্রান্ত রূপে জানিতে পারা যায়। উপরের তালিকায় দৃষ্ট হইবেক যে প্রস্তরাঙ্গারের শ্রেণী নূতন-রক্ত-সৈকত শ্রেণীর অধস্থ এবং পুরাতন-রক্ত-সৈকত শ্রেণীর উপরে আছে। অতএব কোন দেশে কয়লার খনি আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া যদি নূতন-সৈকত শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্তরশ্রেণীর নিম্নে খনন করিলে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। অপর যদি সে প্রদেশের উপরি ভাগেই পুরাতন-রক্ত-সৈকত শ্রেণী লক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহা অভ্রান্ত রূপে বলা যাইতে পারে যে তথায় কয়লার খনি কদাপি নাই, অতএব তথায় কয়লার অন্বেষণ করা বৃথা। কিন্তু সর্ব্বত্রই খনন করিলে একাদিক্রমে সকল স্তর গুলিই যে নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্তর নানা কারণে পরিণত হইতে পারে নাই। অতএব পরে পরে যে সকল স্তর শ্রেণীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, স্থান বিশেষে তাহার মধ্যে মধ্যে দুই একটি স্তর একেবারে বিলুপ্ত হইতে দেখা যায়। অপর কোন একটি স্তর হয়তো এক স্থানে অতিশয় স্থূল ও প্রবৃদ্ধ রূপে পরিণত হইয়াছে এবং অপর এক স্থানে তাহা আবার নিতান্ত কৃষ ও পাতলা হইয়া গিয়াছে। এমন হইতে পারে যে, কোন প্রদেশে ভূতলের অনতিদূরেই নূতন রক্ত সৈতক স্তর আছে কিন্তু তাহা হইলেই ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে তাহার নিম্নেই প্রস্তরাঙ্গার থাকিবেক। তথায় প্রস্তরাঙ্গারের স্তর হয়তো কিছু মাত্রই সংরচিত হয় নাই। এই হেতু যদিও সর্ব্বত্র সকল স্তরের রচনা হইবার সম্ভাবনা আছে, তথাপি বিবিধ নৈসর্গিক কারণ বশতঃ সে রচনার ব্যাঘাত হইতে পারে। বিশেষতঃ ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে স্তর সকলের সন্নিপাত কেবল জলের মধ্যেতেই হইয়া থাকে, সুতরাং যখন কোন একটি স্তর সংরচিত হইতেছে, তখন যদি কোন স্থান জলশূন্য শুষ্ক ভূমি থাকে, তাহা হইলে উক্ত স্তর তাহার চতুঃপার্শ্বে রচিত হইবেক কিন্তু সেই স্থানে হইতে পারে না। অতএব বোধ হয় এই প্রকারে জলাভাব হওয়াতেই স্থানে স্থানে স্তর বিন্যাসের ব্যাঘাত হইয়াছে।

ভূত্বকের অন্তরীভূত, ভাগের উপর সমুদায় স্তর একাদিক্রমে স্থাপিত আছে। এই ভাগটির স্থূলতা কত তাহা নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না, কিন্তু ইহা যে স্তরীভূত অংশের অপেক্ষা স্থূল তাহার কোন সংশয় নাই। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে এই ভাগ নিতান্ত কঠিন এবং ইহার, গঠন ও আকারে স্পষ্ট বোধ হয় যে ইহা উত্তপ্ত দ্রবীভূত অবস্থা হইতে ক্রমে শীতল ও কঠিন হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইহার মধ্যে কোন জীব জন্তু উদ্ভিদের কিছুমাত্র চিহ্ন প্রত্যক্ষ হয় না। এই অন্তরীভূত ভাগের অন্তর্গত প্রধান পদার্থের নাম গ্রাণিট শিলা। ইহা সকল প্রস্তরাপেক্ষা কঠিন, বহুকাল স্থায়ী এবং ইহার উপরিভাগ দেখিতে নিতান্ত বন্ধুর, সুতরাং এই শিলায় কোন আলঙ্কারিক দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় না, কিন্তু প্রশস্ত প্রাসাদ ও জলের মধ্যে স্তম্ভাদি নির্ম্মাণ ও পথ বন্ধন ইত্যাদি বিষয়ে উক্ত শিলা বিশেষ প্রয়োজনোপযোগী। ভূত্বকের অন্তরীভূত অংশ সর্ব্বত্র যে স্তর সমূহের নিম্নে সমভাবে স্থাপিত আছে, এমত নহে, কিন্তু তাহা নানা স্থানে উপরিস্থ স্তর সকল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে এবং উচ্চ পর্ব্বত রূপে পরিণত হইয়াছে। ধরাতলস্থ অত্যুচ্চ পর্ব্বত সকল প্রায় গ্রাণিট শিলা রচিত।

ভূত্বকের স্তরাবলী যে সকল পদার্থে রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রকৃতিভেদে সামান্যত চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, সিকতাময় (বালুকাময়) মৃন্ময়, সৌধময় (চূর্ণময়) এবং অঙ্গারময়। এই চারি প্রকার ধাতুই প্রাধান্য রূপে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে। এই সকল ধাতুময় প্রস্তর সমূহ যত অধিক নিম্নস্থ স্তর মধ্যে থাকে, ততই তাহাদিগকে অধিকতর সংহত ও কঠিন দেখা যায়। যথা আদ্য স্তরে যে সকল সৈকত শিলা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎ সমস্ত এমত

(১) এই প্রস্তাবে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অর্থ।
সিকতা—বালুকা।
কঙ্কর—Gravel.
শুক্লাশ্ম—খড়ি আদি চূর্ণ ঘটিত প্রস্তর।
সৈকতাশ্ম—Sandstone.
মর্ম্মর প্রস্তর—Marble.
অরণী প্রস্তর—Flint.
সৌধ শিলা—Lime stone.
মৃদশ্ম—সামান্য মৃত্তিকা ঘটিত প্রস্তর।

কঠিন ও জমাট, যে তাহাদের রেণু সকল কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না এবং তাহাদিগকে হঠাৎ স্ফাটিক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবিক স্ফাটিকও সৈকত শিলা মাত্র কিন্তু তাহা স্তরীভূত নহে। দ্বিতীয় স্তবকের সৈকত-প্রস্তর অতিশয় সংহত বটে, কিন্তু তাহাদের কাঠিন্য পূর্ব্বোক্তের ন্যায় নহে। তৃতীয় স্তর শ্রেণীর সৈকত শিলা নিতান্ত অশক্ত ও আল্গা, অনায়াসে ভগ্ন হয়, তাহার রেণু সকল স্পষ্ট দেখা যায়, এবং প্রত্যক্ষে বালুকা রাশির সংহতি মাত্র বলিয়া বোধ হয়। অপর আধুনিক স্তর ভূমিতে সেই পদার্থই অসংহত বালুমৃত্তিকা মাত্র হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক বালুকার বিভিন্ন প্রকার সংহতি হইতেই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার প্রস্তরের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই রূপ যাহা আমরা আধুনিক স্তর ভূমিতে মৃৎপিণ্ড বলিয়া গণনা করি, তাহাই দ্বিতীয় স্তবকে মৃৎপ্রস্তর ফলকে পরিণত হইয়াছে। এবং তাহাই আদ্যস্তবকে শ্লেট নামক কঠিন শিলা রূপে দৃষ্ট হয়। চূর্ণ প্রস্তরেরও এই রূপ নিয়ম। সর্ব্বোপরি স্তর সকলে ইহা স্থানে স্থানে নরম মাটির ন্যায় দৃষ্ট হয়; কিছু নিম্নে তৃতীয় স্তবকে এই পদার্থই খড়িমাটি হইয়াছে। তাহার নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীতে তাহাই চূর্ণাশ্ম রূপে এবং আদ্য স্তবকে আবার অতিশয় কঠিন ও সুন্দর মর্ম্মর প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। অঙ্গারের বিকারও এই রূপ দেখা যায়। ভূমির অদূর নিম্নে স্থানে স্থানে বৃক্ষ সকল গলিত হইয়া এক প্রকার কয়লা হইয়া যায়; আরও নিম্নে আর এক প্রকার কয়লা অধিক বিকৃত ভাবে দৃষ্ট হয়, এবং পরিশেষে প্রস্তরীভূত কঠিন অঙ্গার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহারা একই পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা সকলেই উদ্ভিজ্জের বিকার মাত্র। এই রূপে আমরা ধরাতলের নিম্নে যতই প্রবেশ করি, ততই পদার্থ সকল অধিকতর কঠিন ও সংহত হইয়া বিবিধ রূপ ধারণ করে। স্ফাটিক, সৈকত শিলা এবং বালুকা ইহারা পদার্থ গত একই বস্তু কিন্তু সংহতির তারতম্যানুসারে এতাধিক ভিন্ন হইয়া গিয়াছে যে হঠাৎ তাহাদের এক পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না।

অন্তরীভূত ভাগের অব্যবহিত পরে যে মাধ্যমিক শ্রেণী তাহা স্তর বিশিষ্ট হইলেও নিম্নস্থ উত্তাপের প্রভাবে এ প্রকার বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে অনেকাংশে তাহা অন্তরীভূত ভাগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তাহার অন্তর্গত পদার্থ সকল, নিম্নস্থ গ্রানিট শিলার জল-ধৌত রেণু সকলের সন্নিপাতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই শ্রেণীতে অভ্র ফলক বিশেষ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে অভ্র আমরা বাজারে দেখিতে পাই, ও যাহা বিবিধ আলঙ্কারিক কার্য্যে প্রয়োগ হয়, এই মাধ্যমিক স্তর শ্রেণীই তাহার আকর। মাধ্যমিক শ্রেণীতেও কোন জীব বা উদ্ভিদের চিহ্ন দেখা যায় না। ইহা যে সময়ে সংস্থিত হইয়াছিল, বোধ হয় তখনও ধরাতলের উষ্ণতার উপশম হয় নাই, সুতরাং তাহা জীবগণের বাসোপযোগী হইতে পারে নাই। এই মাধ্যমিক স্তর ভূমি অনেক দেশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ধরাতলস্থ হইয়াছে।

স্কট্লণ্ডের উত্তর ভাগ, সিংহল দ্বীপ, আল্পস্ নামক ইউরোপীয় পর্ব্বতের উপকণ্ঠ এবং আমেরিকার ব্রেজিল ইউনাইটেড প্রদেশ, এই সকল স্থান মাধ্যমিক স্তর নির্ম্মিত। এই সকল প্রদেশ পর্ব্বতময়, দেখিতে অতিশয় বন্ধুর, কঠিন, রুক্ষ এবং উদ্ভিদ্ শূন্য। মাধ্যমিক শ্রেণীর পদার্থ সকল অধিকাংশই সিকতাময় কিন্তু তাহার উপরিস্থ আদ্যস্তবকে মৃত্তিকার অংশ বাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম মৃদশ্ম, তদুপরি পুরাতন-রক্ত-সৈকত। মাধ্যমিক শ্রেণীর অন্তর্গত পদার্থ সকল অধিকাংশই সিকতাময় কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই আদ্যস্তবকে মৃন্ময় প্রস্তর দৃষ্ট হয়, এই সকল প্রস্তর নানা মৃৎ ও বালুকার সংমিলনে রচিত, এই হেতু নিতান্ত কঠিন এবং অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। এই স্তরাবলীর মধ্যে জীব ও উদ্ভিদের চিহ্ন প্রথমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্তর শ্রেণীর রচনা অবধি পৃথিবীতে যে প্রাণী ও উদ্ভিজ্জের প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। স্তর নিহিত জীব ও উদ্ভিদের অবশিষ্ট অংশ সকল যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থা নির্ণয় ও স্তর পরীক্ষা বিষয়ে তৎ সমুদায় নিতান্ত প্রয়োজনীয়, অভ্রান্ত চিহ্ন স্বরূপ। এই হেতু ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই সকল দেহাবশিষ্টাংশকে যত্নের সহিত ভিন্ন ভিন্ন স্তর হইতে উদ্ধার করেন এবং তাহাদের পরীক্ষা দ্বারা কোন্ স্তর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত এবং কোন্ স্তর কত প্রাচীন, তাহা অনায়াসে নিরূপণ করিতে পারেন। ভূস্তবকের পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর জীব প্রবাহ ও উদ্ভিজ্জের সৃষ্টির একটি আশ্চর্য্য নিয়ম দৃষ্ট হয়। এক্ষণে ধরাতল মধ্যে অশেষ প্রকার জীব জন্তু, অশেষ প্রকার বৃক্ষলতা প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু এই সকল একেবারে সৃষ্ট হয় নাই। পৃথিবীর অতি নিম্নস্থ প্রাচীন স্তর সকল হইতে একাদিক্রমে উপর্য্যুপরিস্থ স্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবেক যে সর্ব্ব প্রথমে জীব ও উদ্ভিদের অন্তর্গত অতি ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট জাতিরই সৃষ্টি হয়, পরে নূতন নূতন স্তর সকলের রচনার

সঙ্গে সঙ্গেই উচ্চতর জাতিদিগের উৎপত্তি হইয়া আসিয়াছে। এই রূপে আদ্য স্তবকের নিম্ন শ্রেণীতে কেবল শম্বুক জাতি ও প্রবালের দেহাবশেষ মাত্র প্রস্তর সকলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং উদ্ভিদের মধ্যে কেবল সামুদ্রিক লতা সকলের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার উপরিস্থ স্তর-শ্রেণীতে মৎস্যের চিহ্ন সকল লক্ষিত হয়। অপর দ্বিতীয় স্তবকে প্রধানতঃ সরীসৃপ জাতির অস্থি পাওয়া যায়। তৃতীয় স্তবকে স্তনপায়ী জন্তু শ্রেণীর প্রচার, এবং অবশেষে আধুনিক স্তর শ্রেণীতে কেবল মনুষ্যের অস্থি নিহিত দেখা যায়। অতএব পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি অনুসারে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর জীব সকলের সৃষ্টি হইয়াছে এবং মনুষ্য সর্ব্বশেষে আগমন করিয়া সমুদায়ের অধিপতি হইয়াছে।

স্তরান্তর্গত মৃতজীবদিগের দেহ ও উদ্ভিজ্জের অংশ সকল কি প্রকার অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কি প্রকার চিহ্নের দ্বারা সেই সকল জীব ও উদ্ভিদ নিরূপিত হয়, তাহা জানা আবশ্যক। জন্তুদিগের শরীরের মাংস ও অন্যান্য কোমল অংশ অবশ্যই শীঘ্র গলিত ও নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের কেবল অস্থি ও দন্ত সকলই স্তর মধ্যে অবশিষ্ট থাকে। কোন কোন স্থলে মৎস্যের সমুদায় কণ্টকাবলী পাওয়া যায়, অপর কোথাও বা কেবল তাহাদের গাত্রের অংশুক মাত্র দৃষ্ট হয়, এবং শম্বুক ও প্রবালাদির কেবল উপরকার কঠিন আবরণ মাত্র থাকে। কিন্তু প্রাণীদিগের শরীরের সমুদায় অঙ্গের এ প্রকার একটি পরস্পর সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য আছে যে কেবল একটি মাত্র অঙ্গ পরীক্ষা দ্বারা তাহা কি প্রকার জীবের, ইহা অভ্রান্ত রূপে বলা যাইতে পারে। এই রূপে শরীর ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা দ্বারা স্তর নিহিত অস্থি বা দন্তপাতি পরীক্ষাতেই মৃত প্রাণীদিগের জাতি ও অবস্থা অবধারিত হইতে পারে।

স্তর মধ্যস্থ উদ্ভিদের নিরূপণ সামান্যতঃ তিন প্রকারে হইয়া থাকে। হয় বৃক্ষের স্কন্ধ বা পত্র পুষ্প বা ফল প্রস্তর সমুদয়ের অভ্যন্তরে কিঞ্চিৎ বিকৃত ও অঙ্গারভূত হইয়া সংরক্ষিত থাকে। অথবা কেবল বৃক্ষ ও লতার ত্বক ও পত্রের প্রতিকৃতি মাত্র চাপেতে প্রস্তরের উপর অঙ্কিত থাকে। অপর কোথাও বা বৃক্ষ সকলের স্কন্ধ বা শাখা ধাতু দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে পরিবেষ্টিত ও প্রস্তরভূত হইতে দেখা যায়। অদ্যাবধি স্তরান্তর্গত প্রায় ৩০০০০ ত্রিংশৎ সহস্র জাতীয় মৃত জীব ও উদ্ভিদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বর্ত্তমান জীব ও উদ্ভিদের ন্যায় আকৃতি ও অবয়ব, কিন্তু স্থানে স্থানে স্তর সকল হইতে অনেক অদ্ভুত ও বিকটাকার জন্তুর কঙ্কাল উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সকলের সমান এক্ষণে কোন জীবই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের বিবরণ উপযুক্ত স্থানে প্রকাশিত হইবেক।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ প্রসঙ্গে মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়া তথাকার সমাজের ও ব্রাহ্মদিগের যে উৎকৃষ্ট ভাব সকল সন্দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সম্প্রতি কুমারখালি হইতে তাহার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

"মেদিনীপুরে আমি গত শ্রাবণ মাসে উপস্থিত হইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজ অবলোকন পূর্ব্বক ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয় ভাব সন্দর্শন করিয়া অতীব তৃপ্ত হইয়াছি। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মসমাজ ১৭৬৮ শকে কোননগর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র দেবের দ্বারা স্থাপিত হয়। তাঁহার মেদিনীপুর হইতে কর্ম্মানুরোধে অন্যত্র গমন হইলে সমাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল। পরে ঈশ্বর প্রসাদাৎ তথায় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অবস্থিতি হইলে তাঁহার দ্বারা ১৭৭৩ শকে পুনরুদ্ধৃত ও উদ্দীপ্ত হয়। সম্প্রতি গত বৎসরে তথাকার ব্রাহ্মদিগের সাহায্যে একটি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথায় প্রতি বুধবারে ব্রহ্মোপাসনা উৎকৃষ্ট-রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রহ্মোপাসনা সময়ে বেদী হইতে উপদেশ দেন এবং তাহার পূর্ব্বে এক অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য ও আর এক জন অধ্যেতা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পাঠ করেন। অবশেষে ব্রহ্ম-সঙ্গীতও হয়, কিন্তু উত্তম গায়কের অভাবে তাহাতে সকলের মনের তৃপ্তি হয় না এবং গানের তাৎপর্য্যও সিদ্ধ হয় না। তথাকার অধ্যক্ষেরা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্যে বিশেষ উদ্যোগী, ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক মহাশয় যে রূপ নিপুণতার সহিত সমাজের কার্য্য সকল সম্পাদন করেন, তাহাতে সমাজের বিশেষ উপকার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিনয় গুণে সকলে একমনা হইয়া সমাজের সাহায্য বিধান করিতেছেন। দৃঢ়ব্রত রাজনারায়ণ বসুর যত্ন ও পরিশ্রমে তথায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম দিন দিন উন্নত বেশ ধারণ করিতেছে। তথাকার সকল ব্রাহ্মেরাই তাঁহার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহারা মনের সহিত শ্রদ্ধা করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য সাংসারিক

কষ্ট ও লোকের অত্যাচার সহ্য করিতে তিনি বিমুখ নহেন; ত্যাগ স্বীকার করা তাঁহার অভ্যাস পাইয়াছে। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমে মোহ-মুগ্ধ মেদিনীপুরে যে জ্ঞানালোক প্রকাশ হইয়াছে, যে ধর্ম্মামৃত বর্ষিত হইয়াছে, তাহা আর যাইবার নহে, তাহা দিন দিন বৃদ্ধিই হইবে। এই আশার ভিত্তি-ভূমি তথাকার ব্রহ্মবিদ্যালয়। ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে যে সকল ছাত্রেরা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের আবাস সেই মেদিনীপুর খণ্ডে। তাহাদের নব উৎসাহে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তৎপ্রদেশে অচিরাৎ উদ্দীপিত হইবে। এখন হইতেই মেদিনীপুর খণ্ডের পল্লীগ্রামেও ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। তথাকার ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার লইতে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং তদুপযুক্ত শিক্ষা লাভের জন্যে আমার সহিত সম্প্রতি ভ্রমণ করিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহার সাধু ইচ্ছা সফল করুন।”

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্রাহ্মসমাজপতি
ও
প্রধানআচার্য্য।”

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সমাজ হইতে যে বার্ষিক বৃত্তি পাইতেছিলেন, সম্প্রতি তিনি তাহা গ্রহণ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় উপকার স্বীকার পূর্ব্বক এক্ষণ অবধি আর না লইবার প্রার্থনায় এক পত্র লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিলেন, ঐ পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে কলুটোলাস্থ ব্রাহ্মসমাজ হইতে কতক গুলি ব্রহ্ম স্তোত্র একত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া তাহার সহস্র খণ্ড এই সমাজে প্রদত্ত হইয়াছে। উহার প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ⁄১০ দেড় আনামাত্র।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সম্পাদক।

আগামী ২৯ কার্ত্তিক শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে বেহালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে নব সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র হাজরার
সম্পাদক।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের ভাদ্র মাসের আয় ব্যয়

বিবরণ।

ভাদ্র মাসের আয়	৪৩৫ ⁄৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৪২৩
	৮৫৫ ⁄৫
ব্যয়	৪৪০ ৶১০
সম্পাদকের হস্তে	৪১৪৸৶১৫
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	৫৩৬৶৫
কোং কাগজ	৫০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন ও	
„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	১৫
„ দ্বারিকানাথ দে	১
„ ত্রিপুরাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
„ হরচন্দ্র দে	॥০
	১৭॥০

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ..	৫০
গোপীমোহন ঘোষ	১৬
„ দ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	১
„ যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৫
„ উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর ..	৩
„ সাগরলাল দত্ত	৩
„ রামচন্দ্র ঘোষাল	২
„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	২
	৯৬

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন	৪
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৸১৫
	১১৫।১৫

☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ [illegible]
১ কার্ত্তিক [illegible] সম্বৎ ১৯১৯ [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
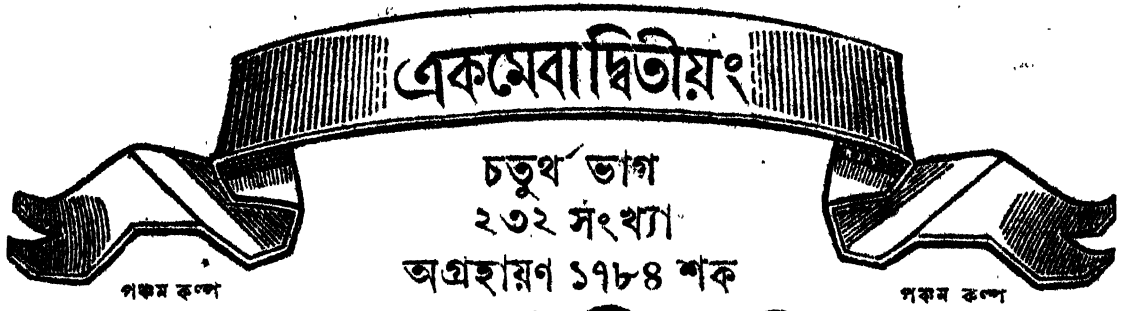
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৪ শক।

এখনই এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ঈশ্বরের অপার করুণা প্রত্যক্ষ অনুভব কর, সেই প্রেম-স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ, পরমেশ্বর তাঁহার সহবাস জনিত ভূমানন্দনীরে আমারদিগের আত্মাকে কেমন অভিষিক্ত করিতেছেন। আমরা তাঁহার সহবাসের অযোগ্য হইলেও তিনি কৃপা করিয়া আমারদিগের হৃদয় মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া কেমন অচিন্তনীয় কৌশলে আমারদিগকে সুখী করিতেছেন। চন্দ্র যেমন নিজে নিষ্প্রভ হইয়াও প্রভাকরের উজ্জ্বল কিরণ লাভ করিয়া প্রভান্বিত হয়, সেই রূপ আমারদিগের মলিন আত্মায় এখন সেই প্রেম-জ্যোতিঃ সত্য জ্যোতিঃ পরমেশ্বরের মঙ্গল কিরণ পতিত হওয়াতে তাহাও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া—সেই প্রাণস্বরূপের উজ্জ্বল মুখ সন্দর্শন করিয়া আমারদিগের মন যে এত হীনবীর্য্য তাহারও বলাধান হইতেছে—আমারদিগের হৃদয় যে এত নীরস তাহাও তাঁহার সহবাসে কেমন সরস হইতেছে। হৃদয়ের নিদ্রিত বৃত্তি সকল এখন সেই প্রেম সূর্য্যের উজ্জ্বল প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া কেমন উৎসাহের সহিত জাগ্রত হইতেছে—জড় রসনা পর্য্যন্ত আপনা হইতেই সেই প্রেমময়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে ধাবিত হইতেছে।

এই পৃথিবীতে এক জন ধনির সহবাস জ্ঞানির উপদেশ লাভ করিতে কত কষ্ট কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় কিন্তু দেখ সেই রাজার রাজা; নদী গিরি সাগর, ওষধি বনস্পতি, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সম্বলিত অসীম বিশ্ব যাঁহার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, যিনি ধনের আকর, শোভার ভাণ্ডার, ঐশ্বর্য্যের স্বামী, তাঁহার পবিত্র সহবাস আমরা এখন কেমন সহজে উপভোগ করিতেছি। প্রার্থনা করিবামাত্র সেই রাজাধিরাজ আপনি আসিয়াই আমারদিগের হৃদয় কুটীরে উপস্থিত হইলেন; সেই জ্ঞানের অনন্ত উৎস, প্রার্থনা মাত্রেই আমারদিগের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে

আবির্ভূত হইলেও কেমন অমৃতময়—সুধাময় উপদেশ প্রদান করিতেছেন। যাঁহার উপদেশের গম্ভীর ভাব জড় রসনা ব্যক্ত করিতে গিয়া অবসন্ন হইতেছে।

যে সংসার, যে বিষয় সুখ আমারদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল, দেখ সেই জ্ঞানময়ের গম্ভীর উপদেশে তাহা কেমন অনিত্য অচির বলিয়া প্রতীত হইতেছে—তাঁহার উপদেশে এখন হৃদয় গ্রন্থি সকল কেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে

যে বিষয় সুখ এক এক সময়ে সর্ব্বস্ব বলিয়া বোধ হয়, যাহার জন্য কত শত মনুষ্য ধন মান বল বীর্য্য—প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়, তাহা এখন কেমন পথের ধূলি অপেক্ষাও অপদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তাঁহার সহবাস জনিত—সেই ভূমা ঈশ্বরের সহবাস জনিত বিমলানন্দের তুলনায় বিষয় সুখ বিষয়ানন্দ যে কত অকিঞ্চিৎকর তাহা আমরা এখন পরীক্ষাতেই অনুভব করিতেছি। আমরা এখন রাজাধিরাজের, এখন জ্ঞানময়ের অমৃতময়ের সহবাস প্রাপ্ত করিবার জন্য লালায়িত হই না। এখন প্রিয়তমের প্রসন্ন মুখ দেখিতেও ইচ্ছা করি না।

ধনির উপাসনা জ্ঞানির উপাসনা অপেক্ষাও কি ঈশ্বরের উপাসনা কষ্ট সাধ্য? যে স্বর্ণ-খনিকে চাহিলেই পাই, প্রার্থনা করিলেই লাভ করিতে পারি, তাঁহার জন্য লালায়িত না হইয়া সেই জ্যোতির সমুদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা ছায়ার পশ্চাতেই ধাবিত হই—অঙ্গারের জন্যই দেহ প্রাণ বিনষ্ট করি। সেই অন্তরতম পুরুষকে—সেই করতল ন্যস্ত অমূল্য মণিকে পরিত্যাগ করিয়া দূরেই গমন করি—অনুরাগ অর্ণের নিমিত্ত প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া গভীরতর বিষয় কূপে নিমগ্ন হই।

যিনি প্রাণ-স্বরূপ—প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্বরূপ, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি। মৎস্যের যেমন জীবনই প্রাণ, জীবন হইতে স্বতন্ত্র হইলে সে যেমন এক পলের জন্যেও জীবিত থাকিতে পারে না, সেই রূপ সেই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরই আমারদিগের আত্মার প্রাণ। আমারদিগের আত্মা তাঁহার সুগভীর প্রীতি সমুদ্রের মীন-স্বরূপ। পৃথিবী যেমন বায়ু সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছে আমরাও সেই রূপ প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা ওতপ্রোত ভাবে বেষ্টিত রহিয়াছি, তিনি আমারদিগের অধঃ ঊর্দ্ধ তির্য্যক সকল দিক ব্যাপিয়া স্থিতি করিতেছেন। তিনি আমারদিগের অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহা হইতে সেই প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে এক পলের জন্য বিচ্ছিন্ন হইলে আমরা এককালে বিনষ্ট হই। আমরা তাঁহাকে জানিয়াও তাঁহার অপার প্রেম স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াও তাঁহাকে প্রীতি করি না। তিনি যে আমারদিগের প্রতি অহরহ অজস্র করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করা দূরে থাকুক তিনি এখনি আমারদিগের প্রতি যে উদার প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, তাহাই অনুভব করিয়া অশ্রু বেগ সম্বরণ করা অসাধ্য হইয়াছে।

সেই দেব দেবকে প্রার্থনা করিবামাত্র তিনি আমারদিগের হৃদয় কুটীরে কেমন আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং সেই প্রেম সূর্য্য তাঁহার মঙ্গল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া আমারদিগের প্রীতি কমল প্রস্ফুটিত করত আপনার পূজার আয়োজন আপনি কেমন সুন্দর রূপে প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রস্বরূপ আমারদিগের জ্ঞান

নয়নের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিকে কেমন অচিন্তনীয় কৌশলে আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতেছেন। আমারদিগের জড় মস্তককে তাঁহার পবিত্র চরণে আপনা হইতেই কেমন অবনত করিতেছেন—রসনাকে তাঁহার পবিত্র যশ ঘোষণা করিতে আপনিই নিয়োগ করিতেছেন।

বর্ষা ঋতুর বারিধারা, যেমন ধূলি ধূসরিত বৃক্ষ লতা সকলের ধূলিরাশি ধৌত করত রমণীয় শোভায় শোভিত করে, এখন সেই রূপ প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর অজস্র প্রীতি নীরে আমারদিগের আত্মার পাপ মলা প্রক্ষালিত করিয়া তাহার উজ্জ্বল শোভা সম্পাদন করিতেছেন। তাহাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করিয়া আপনার সহবাসের যোগ্য করিয়া লইতেছেন। আমরা এমন প্রেমময়কে এমন সুহৃদকেও ভুলিয়া ....

হে পরমাত্মন্! এখন যেমন তুমি আমারদিগের নিকটে প্রকাশিত হইয়া সকল কামনার পরিসমাপ্তি করিলে—সকল আশা পূর্ণ করিলে, চির দিনই আমারদিগের নিকটে এমনি প্রকাশিত থাক। আমারদিগের প্রীতি ভক্তিকে তোমার প্রতিই উন্নত কর। আমরা তোমার নিকটে ধন মান যশ কিছুই প্রার্থনা করিনা, কেবল এই প্রার্থনা করি, যে হে অনাথ বন্ধো! আমারদিগের তৃষিত আত্মা যেন তোমার প্রেমধারা পান করিবার জন্য চাতকের ন্যায় নিয়তই ঊর্দ্ধ মুখে আহ্বান করে, প্রাণান্তেও যেন বিষয় কূপের দূষিত বারি পান করিয়া বিনষ্ট না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নিবাধই ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১ বৈশাখ ১৭৮৪ শক।

যাঁহার এক নিমেষের করুণা ভাবনা করিতে গেলে বিস্ময় রসে অভিভূত হইতে হয়, যিনি আমাদিগের ভক্তবৎসল পরম করুণাময় পিতা মাতা সুহৃৎ ও বন্ধু, তাঁহার অজস্র করুণা রাশি উপভোগ করিয়া অদ্য আমাদিগের মন কি কৃতজ্ঞতা প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁহার পদে প্রণিপাত করিতে সমুৎসুক হইতেছে না? বন্ধুগণ! আমরা যে তাঁহার কত করুণাই উপভোগ করিতেছি, তাহা একবার মনে করিয়া দেখ। এই নিবাধই গ্রামে গত সম্বৎসর মধ্যে মহামারী জনিত কত অকাল মৃত্যু কত রোগ উৎপাদিত হইয়াছে, আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ সেই সমুদয় অতিক্রম করিয়া জীবিত রহিয়াছি। পরন্তু সেই অকাল মৃত্যু রোগ শোক হইতেও কোন না কোন প্রকারে কি তাঁহার গূঢ় মঙ্গল ভাব প্রকাশিত হয় নাই? আমরা এই ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার অপার গম্ভীর মঙ্গলভাব কি প্রকারে অনুধাবন করিব? কি প্রকারেই বা তাহার সীমা করিব? তাঁহার মহিমা ও মঙ্গল গান কি মেঘনিনাদে, কি বজ্রের গভীর নির্ঘোষে, কি প্রবল প্রবাহিত বাত্যা শব্দে, কি বিহঙ্গম গণের কলকণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর রবে, জগতের যাবতীয় পদার্থে ধ্বনিত হইতেছে। সংসারের যাহা আপাত সুখজনক তাহাতে তাঁহার মঙ্গলভাব প্রতীত হইতেছে, যাহা আপাত দুঃখজনক তাহাতেও তাঁহার মঙ্গল ভাব অনির্দ্দেশ্য রূপে নিহিত রহিয়াছে, কেবল আমাদের অল্প বুদ্ধি দ্বারা তাহা লক্ষিত হয় না। রোগ মৃত্যু তাঁহা-

রই নিত্য মঙ্গলকর নিয়মে সঞ্চরণ করিতেছে। তিনি মঙ্গলময় নিত্য নিয়ম সমুদয় সংস্থাপন করিয়া আমাদিগকে আশ্চর্য্য রূপে লালন পালন করিতেছেন। তিনি গত সম্বৎসর কাল আমাদিগকে কত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন ও অদ্য অভিনব বৎসরে সমুপস্থিত করিয়া তাঁহার করুণারসে আমাদিগের প্রাণ মন অভিষিক্ত করিতেছেন। হা! তাঁহার করুণাধারা আমাদিগের প্রতি অনবরতই বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু আমরা এমনি বিমূঢ় যে তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। আমরা কতবার এই কথা মুখে বলি যে চিরজীবন তাঁহাকে ভুলিব না—তাঁহার অপার করুণা মনে নিরন্তর জাগরূক রাখিব—এই মোহান্ধকারময় সংসারে তাঁহার অমৃতময় জ্যোতির আলোকে বিচরণ করিব—তাঁহাকে মনের সহিত প্রীতি করিব। তাঁহার প্রীতির জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করিব, কিন্তু আমরা কার্য্যেতে ইহার শতাংশের একাংশও কি করিতেছি? এখনো বিষয়ের জন্য, স্বার্থ সাধন জন্য, প্রবল অনুরাগ আমাদিগের হৃদয়ে পোষিত রহিয়াছে, এখনো আত্মাভিমান পরদোষানুসন্ধান প্রবৃত্তি আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছে। আমরা এখনো সাধ্যমত পরোপকার করণে, ন্যায় সত্য পালনে ব্রতী হইতে পারি নাই—এখনো প্রবৃত্তি বিশেষের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই—এখনো একটু স্বার্থ জন্য—লোক ভয় জন্য আমরা কত মহান প্রধান কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিতে পারিতেছি না! হা! আমরা কি শরীর প্রাণ মন তাঁহার কার্য্যে নিয়োগ করিব না? আমরা আর কত দিন এই রূপে জীবনকে বিফল করিব? এখনো সময় আছে, এখনো দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর, যাহাতে আমরা তাঁহার উপাসনা কায়মনো বাক্যে সম্পূর্ণরূপে করিতে পারি।

হে পরমাত্মন্! তোমার পথ মধুময় জানিয়া আমরা কতবার মনে করি, যে চির-জীবন তোমারই পথে বিচরণ করিব—কতবার প্রতিজ্ঞা করি যে সে পথ হইতে আর কখনই বিচ্যুত হইব না। কিন্তু আমাদের সে ইচ্ছা সে প্রতিজ্ঞা কতবারই অন্যথা হইয়া গিয়াছে। কতবার সংযতমনে তোমার পথে যাইতে যাইতে, পথ ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় বিস্মৃত হইয়া, অন্য পথে গমন করিয়াছি। কতবার তোমাকে এমনি প্রীতি করিয়াছি, যে এখানকার তাবৎ বস্তু হইতে তোমাকে রমণীয় ও পরম প্রীতি ভাজন বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে, তখন তোমার প্রীতি-সুধা হৃদয়চকোরকে এমনি পরিতৃপ্ত করিয়াছে, যে সে আর কিছুই চায় নাই—কেবল তোমাকে পাইয়াই চরিতার্থ হইয়াছে। কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তোমার সহিত সেই প্রেম মনে চিরস্থায়ী হয় নাই। পৃথিবীর একটী সামান্য পদার্থ আসিয়া আমাদের সমুদায় প্রীতি এক কালে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, তখন তোমাকে পাইবার জন্য প্রবল স্পৃহা মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। তখন তোমাকে ভুলিয়া আমরা স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিয়াছি; হে পরম সুহৃদ্! আমরা কি বার বার এই রূপ অনুশোচনা করিব? তোমাকে কি চিরকালের জন্য একেবারে পাইব না? আমরা তোমার কৃপা ব্যতীত তোমাকে কি প্রকারে পাইব? আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদের মোহান্ধকার বিনাশ কর ও আমাদিগকে তোমার পথে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

প্রথম প্রকরণ—চতুর্ব্বিংশ আদেশ।

১৭৮৩ শকের ২৭ বৈশাখে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।

যখন আমরা সংসারের স্রোতেই ভাসিতে ছিলাম—যখন প্রেয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখ বিষয়ামোদেই মত্ত ছিলাম—তখন কোথা হইতে বল আসিল, যাহাতে সেই প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে সক্ষম হইলাম? যখন সমুদয় সুখ দুঃখ, আশা ভরশা, এই সংসারেতে সমর্পণ করিয়া প্রেয়ের পথেই বিচরণ করিতেছিলাম; তখন কে হস্ত ধারণ করিয়া আমারদিগকে সেই দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিলেন? যখন বয়সাদের সঙ্গে আমোদ-কোলাহলে উন্মত্ত ছিলাম, এমন একটী সাধুর মুখ দেখিতে পাই নাই যে সে ঈশ্বর-পথের এক ধূলি-কণা দেখাইয়া আমাদের আত্মাকে জাগ্রত করিয়া দেয়; তখন কে আমারদিগকে সুমধুর উপদেশ দিয়া কল্যাণময় শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করিলেন? প্রতি জন মনে করিয়া দেখ, এমন এক, এক সময় আসে কি না, এমন এক এক অবস্থা হয় কি না, যখন প্রেয়ের আকর্ষণ, সাংসারিক সুখের আকর্ষণ, প্রবল হইয়া আমারদের সমুদয় হৃদয় ও মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখে? সেই অন্ধকারাবৃত মোহ-ঘনাবৃত সময়ে কি আমারদের উপরে কাহারো দৃষ্টি থাকে না? যখন সকলেই সমবেত হইয়া আমারদের আত্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তখন ঈশ্বর কি আমারদের সহায় থাকেন না। তিনি কি দেখিতে থাকেন না, কখন্ আমারদিগকে প্রেয়ের কুটিল পথ হইতে আপনার আলোকময় শ্রেয় পথে উত্তীর্ণ করেন। যখন সংসারকেই আমারদের সার বোধ হয়—যখন প্রবৃত্তি-সকল বিষয়-ভোগের জন্য লালায়িত হয়—যখন হৃদয়ের সমুদায় কামনা, সমুদয় প্রীতি সংসারেই সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধ থাকে; তখন এই প্রকার আকর্ষণ হইতে স্বয়ং ঈশ্বর আমারদিগকে উদ্ধার করেন। তখন তিনিই আমারদের আত্মাতে অমৃত ভাব প্রেরণ করেন। তখন চেতন পাইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব? আমি কি করিতেছি? এই সকল ক্ষুদ্র বিষয় লইয়াই কি চিরকাল থাকিব? তখন সংসারের অসারতা হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। ঈশ্বরের করুণা না পাইলে আমরা কোন প্রকারেই এই মোহ-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারি না। আমরা নানা শাস্ত্র আলোচনা করি; সাধু সঙ্গে দিন-পাত করি; তথাপি প্রতিহত জল-স্রোতের ন্যায় পুনঃপুনঃ আমাদের মন সংসারের দিকেই ফিরিয়া আইসে। যখন আপনার বলের উপর নির্ভর থাকে, তখন আর আশা থাকে না, কি প্রকারে এই সকল দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইব। যখন ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাই তখনই ভরসা হয়। আমরা কি এমন কোন অবস্থা মনে করিতে পারি—যাহাতে ঈশ্বরের নিকট হইতে আমাদের কোন আশাই থাকে না? এমন কোন অবস্থা কি আমাদের আসিতে পারে যে ঈশ্বর আমারদিগকে শোধনের অতীত দেখিয়া পরিত্যাগ করেন? এ প্রকার হইলে আমরা অসহায় নিরুপায় হইয়া পড়িতাম। তিনি যদি আমারদিগকে আপনার আপনার বলের

উপরেই রাখিয়া দিতেন ;—আমরা আপনার উপরে যতই পাপ ও মলিনতা সঞ্চয় করি না কেন, তিনি যদি তাহা সংশোধন না করিতেন ; তবে এত দিনে আমাদের আত্মা একেবারে অসাড় হইয়া যাইত ; তাহার উদ্ধারের আর কোন উপায় থাকিত না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের এমন ঈশ্বর নন যে তিনি তাঁহার হীন মলিন সন্তানদিগের প্রতি উপেক্ষা করেন। আমরা যোগ্য না হইলেও তাঁহার প্রীতি আসিয়া আমারদের উপর অমৃত সিঞ্চন করিতেছে। তাঁহার এই অখিল সংসারে তাঁহার কোন পুত্র ত্যজ্য নহে। এই সংসারের প্রবল তরঙ্গের মধ্যে তিনি আমারদের কর্ণধার হইয়া আছেন। তিনি আমাদের সঙ্গী হইয়া সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন, আবার আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন। তিনি আত্মাতে ধর্ম্ম-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। তিনি হৃদয়ে বল বিধান করিতেছেন, যে তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া আমরা সংসারের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি। আমাদের যদি কিঞ্চিৎ যত্ন থাকে, তিনি তাহার শত গুণ অধিক বল দেন। আমরা যদি প্রেয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার চেষ্টা পাই—আর আমাদের সম্মুখে যদি অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সাগর সমান সহস্র প্রতিবন্ধক থাকে, যদি সকল সংসার আমাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয় ; তথাপি আমাদের ভয় নাই, কেননা ঈশ্বর আমাদের সহায়। আমরা নিজে দুর্ব্বল হইলাম, তাহাতে কি ? ঈশ্বর আমারদের দুর্ব্বলতার বল। যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা সংসারকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি, তখনই আমারদের ভয়, তখনই আমারদের শোক, তখনই আমারদের নিরাশা। যখন সংসারে মগ্ন হই—কিন্তু সংসার আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না।

সংসারে আমরা সমুদয় প্রীতি অর্পণ করি, কিন্তু তাহা হইতে প্রীতি পাই না। সংসারকে সুখ-সাধনের উপায় করিতে যাই—সুখ মৃগ-তৃষ্ণিকার ন্যায় বঞ্চনা করে। আমরা অমৃত মনে করিয়া যাই, বিষের আস্বাদ পাই। আমাদের এ কি মোহ! কেন আমরা এই প্রকারে বৃথা ভ্রাম্যমান হইতেছি। কেন আমরা এই সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে মুগ্ধ রহিয়াছি, যেন এই সকল আমাদের চিরকালের ধন। আমরা চির দিন এই রূপে জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিতেছি, এক বার মনেও করি না, আমাদের কি দুর্দ্দশা হইতেছে। আমরা দুঃখেতে ক্লেশেতে আবৃত হইতেছি—পাপেতে তাপেতে অবসন্ন হইতেছি ; আমাদের শরীর রুগ্ন হইতেছে, মন ক্লিষ্ট হইতেছে—তথাপি আমরা জানি না, কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিলে আমরা অনাহত থাকিব ? এখন হইতে সকলেই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। যাঁর বলে সমুদয় সংসারের বল, তাঁহার বলে বলী হইয়া নির্ভয় হও। প্রেয়-পথ পরিত্যাগ কর। শ্রেয়ের পথ অবলম্বন কর, ঈশ্বর সহায় হইবেন। তাঁর বলেই সকল বল। তাঁর আশ্রয়েই আমাদের জীবন। যদি সেই সূর্য্যের আলোক এখনি আত্মাতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তবে এখনি আমরা নূতন হইয়া উত্থিত হই। সেই সূর্য্যের প্রকাশে তখন আপনার ক্ষুদ্র ভাব সকলি অন্তর্হিত হয়। যখন সূর্য্যের উদয় হয়, তখন কি চন্দ্রের শোভা থাকে ? যখন ঈশ্বর হৃদয় উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশিত হন, তখন কি সে হৃদয়ে মলিন হীন ভাব থাকিতে পারে ? তখন কি আপনার শোভা, আপনার মহত্ত্ব না আপনার জ্ঞান অভিমান, মনে থাকে ? সূর্য্য অস্ত হন, আকাশ যখন অন্ধকার হয়, তখনি [illegible]

পুনার অপনার শোভা প্রকাশ করিতে থাকে। সেই রূপ যখন হৃদয় অন্ধকার হয়—ঈশ্বরের জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; তখনি আপনার নাম, আপনার মান, আপনার মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। তখন সেই অন্ধকার রজনীতে আপনার যৎকিঞ্চিৎ আলোকই প্রকাশ পাইতে থাকে। যখন ঈশ্বরের প্রীতি হৃদয় অধিকার করে, তখন আপনার প্রতি আর দৃষ্টি থাকে না। তখন যাহাতে তাঁহার পূজা জগৎময় প্রচারিত হয়—যাহাতে তাঁহার মঙ্গল-কিরণে সকল হৃদয় অনুরঞ্জিত হয়; তাঁর জ্ঞান প্রীতি সকল স্থানে ব্যাপ্ত হয়; তাহাতেই শরীর মন ব্যস্ত থাকে। তখন আপনার প্রতি দৃষ্টি থাকে না, কিসে ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হয়, তাহার জন্যই সকল কার্য্য। যখন আপনাকে ভুলিয়া ঈশ্বরকে দেখি, তখনই আপনার মহত্ত্ব। যখন ঈশ্বরকে ভুলিয়া আপনাকে দেখি, তখনি আমরা সংসারের ক্ষুদ্র ভাবে মুগ্ধ হইয়া যাই।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান কর, প্রেয়ের পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া শ্রেয়ের পথে লইয়া যাও। আমারদের দুর্ব্বল মনে তোমার বল দেও, যাহাতে তোমার নাম সমুদয় পৃথিবীতে প্রচার করিতে পারি—তোমার মহিমা মহীয়ান করিবার জন্য সমুদয় হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারি, তুমি আমাদের উপর এই প্রকার অনুগ্রহ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

কামন্দকীয় নীতিসার।

তৃতীয় সর্গ।

যেমন বল ভূতগণের উপর, সেই রূপ রাজা প্রজাগণের উপর [illegible] করিয়া প্রজাপতির [illegible]

[illegible] লজ্জা, দয়া, দান, দীন ও শরণাগত ব্যক্তির রক্ষা এবং সাধু সহবাস সৎপুরুষগণের ব্রত। আন্তরিক গুরুতর দুঃখে আবিষ্টের ন্যায় হইয়া পরম করুণা সহকারে দীনজনকে উদ্ধার করিবেন। যাঁহারা দুঃখপঙ্কার্ণবে নিমগ্ন দীন জনকে উদ্ধার করেন, তাঁহাদিগকে আর কোন সাধুই সৎপুরুষ [illegible] অতিক্রম করিতে পারেন না। রাজা দয়া অবলম্বন করিয়া ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়া পীড়িত ও অনাথগণের অশ্রু মার্জ্জনা করিবেন। প্রাণীগণের প্রতি নিষ্ঠুর ভাব পরিত্যাগ করাই পরম ধর্ম্ম; অতএব রাজা নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিয়া দীন জনকে প্রতিপালন করিবেন। আত্ম সুখ অভিলাষে দীন ব্যক্তিকে পীড়া দিবেন না; দীন ব্যক্তি পীড়িত হইয়া মন্যু দ্বারা রাজাকে নষ্ট করে। কোন্ কুলীন পুরুষ বিন্দু মাত্র সুখে লুব্ধ হইয়া অবিচারে অপসার বিশিষ্ট প্রাণীগণকে উৎপীড়ন করেন? এই রোগ-শোকাকুল শরীর আজি হউক, কালি হউক বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অতএব কোন ব্যক্তি ঈদৃশ শরীরের নিমিত্ত অধর্ম্মাচরণ করিবেন? আহার্য্য শোভা দ্বারা অতি কষ্টে ক্ষণ কালের নিমিত্ত শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিলেও ইহাকে ছায়া-স্বরূপ ও জল বিন্দুর ন্যায় বোধ করিবেন। প্রচণ্ড বায়ু দ্বারা ঘূর্ণমান মেঘ মালার ন্যায়, বিষয় রূপ শত্রু সকল মহাত্মাগণকে কি প্রকারে আকর্ষণ করে। জীবন জল মধ্য গত চন্দ্রের ন্যায় অতি চঞ্চল ইহা মনে রাখিয়া নিরন্তর কল্যাণ আচরণ করিবেন। এই জগৎ মরী চিকা তুল্য ও ক্ষণ-ভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া স্বজনগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্ম ও সুখের নিমিত্ত কার্য্য করিবেন। স্বজন সমূহে সেব্যমান রাজা চন্দ্র কিরণে রঞ্জিত প্রাসাদের ন্যায় অধিকতর শোভা প্রাপ্ত হন। সাধুগণের কার্য্য মনকে যে রূপ আনন্দিত করে, চন্দ্রমাও সে রূপ করিতে পারে না। প্রফুল্ল কমল শোভিত সরোবরও সে রূপ করিতে পারে না।

গ্রীষ্ম কালীন সূর্য্য কিরণে সন্তপ্ত, আশ্রয় শূন্য, ভীষণ মরু ভূমির ন্যায় দুর্জন সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। দুর্জন, সহসা শীল সম্পন্ন সাধুগণের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, অগ্নি যেমন পরিশুষ্ক তরুকে, সেই রূপ তাঁহাদিগকে দগ্ধ করে। দুর্জনদিগের মুখ সর্পের ন্যায় নিশ্বাসোদ্গিরিত হুতাশনের ধূমে ধূম্রবর্ণ থাকে; কিন্তু সর্পের সহবাসও ভাল, তথাপি দুর্জনগণের নয়। বন্ধু [illegible] পুরুষেরা যে হস্তে পিণ্ডদান করেন, দুর্জনেরা মার্জ্জারের ন্যায় তাহাই বিলুপ্ত করিয়া থাকে। দুর্জন রূপ সর্পের জিহ্বাদ্বয় যুক্ত মুখ হইতে [illegible] অসাধ্য তীব্রতর বাক্য-বিষ নির্গত হয়। দুর্জ-

নীয় স্বজনগণের নিকট যে রূপ অঞ্জলি করিতে হয়, হিতার্থী ব্যক্তি দুর্জনের নিকটও সেই রূপ করিবেন। রাজা লোক সংগ্রহের নিমিত্ত মিত্র ভাব প্রদর্শন করিয়া সকল লোকের আহ্লাদ জনক লোক প্রসিদ্ধ বাক্য ব্যবহার করিবেন। সম্মান সূচক বাক্যে জগৎ আহ্লাদিত হয়; কিন্তু ক্রূর-ভাষী রাজা ধন দান করিলেও লোককে উদ্বেজিত করেন। লোকে যে বাক্যে হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া সন্তাপিত হয়, মেধাবী ব্যক্তি স্বয়ং ব্যথিত হইয়াও তাদৃশ বাক্য উচ্চারণ করিবেন না। নীতি হীন রাজা যে সকল উদ্বেজন উগ্র বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা শস্ত্রের ন্যায় লোকের মর্ম্ম ছেদ করিয়া থাকে। শত্রু মিত্র উভয়ের প্রতিই নিরন্তর প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিবেন, ময়ূরের কেকার ন্যায় সুমধুর প্রিয় বাক্যে কেনা প্রীতি করিয়া থাকে, ময়ূরগণ যেমন কেকারবে অলঙ্কৃত হয়, পণ্ডিতগণ সেই রূপ মধুর বাক্যে শোভা প্রাপ্ত হন। কিন্তু পণ্ডিতগণের বাক্যে যে রূপ মন হরণ করে, মদরক্ত হংস, কোকিল ও ময়ূরের ধ্বনি সেরূপ করিতে পারে না।

গুণানুরাগ, মর্য্যাদা, শ্রদ্ধা, ও দয়া সম্পন্ন হই- ধর্ম্মার্থে ধন দান ও প্রিয় বাক্য ব্যবহার করিবেন. যে শ্রীমান্ পুরুষেরা প্রিয় বাক্য ব্যবহার, সৎকার ও অনিন্দ্য আচরণ করেন, তাঁহারা নররূপী দেবতা। শুচি হইয়া এবং আস্তিক্য দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়া সর্ব্বদা দেবতাগণকে এবং দেবতার ন্যায় গুরুজনকেও আপনার বন্ধু জনকে পূজা করবেন। গুরুজনদিগকে প্রণিপাত দ্বারা সাধুগণকে অনুচান চেষ্টিত দ্বারা ও দেবতাগণকে সম্পত্তি ও পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা অনুকূল করিবেন। স্বভাব দ্বারা মিত্রগণকে সদ্ভাব দ্বারা বান্ধবগণকে, প্রেম ও দান দ্বারা স্ত্রী ও ভৃত্যগণকে এবং দাক্ষিণ্য দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিকে বশীভূত করিবেন। অন্যের কার্য্যে অনিন্দা, স্বধর্ম্ম পরিপালন ও দীনের প্রতি দয়া, সর্ব্বত্র মধুর বাক্, প্রাণ-পণে অকৃত্রিম মিত্রের উপকার, গৃহাগত ব্যক্তিকে আলিঙ্গন, যথাশক্তি দান, সহিষ্ণুতা, বন্ধুগণের সহবাস, এবং স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাঁহাদিগের চিত্তানুবর্ত্তন মহাত্মাগণের কার্য্য

মহাত্মা গৃহস্থগণ এই সনাতন পথে অবস্থান করেন, এই পথে গমন করিলে উভয় লোকই লাভ হয়। যিনি এই পথে আত্মাকে সংস্থাপিত করেন শত্রুও তাঁহার মিত্র হইয়া উঠে, তাঁহাকে মাৎসর্য্য প্রকাশ করিতে হয় না, তাঁহার বিনয় গুণেই জগৎ বশীভূত হয়।

ইতিহাস সংগ্রহ।

হিজলীর বৃত্তান্ত।

২৩০ সংখ্যক পত্রিকার ১০৫ পৃষ্ঠার পর।

হিজলী প্রদেশে সামান্যতই কুৎসিত জল বায়ু ও প্লাবনাগম জন্য পূর্ব্বে যত অনিষ্ট ঘটিত এক্ষণে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে। সমুদ্র কূলের সর্ব্বত্রই বাঁধ হইয়াছে. বৃহৎ নদী কূলেও বাঁধ হইয়াছে, ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পার্শ্বেও বাঁধ হইয়াছে, সুতরাং ভূমির অধিকাংশই এক্ষণে জলমগ্ন হয় না ও তজ্জন্য মৃত্তিকা, জল ও বায়ুও অধিক দূষিত হইতে পায় না। বাঁধের ভিতরের ভূমি সর্ব্বত্রই আবাদ হইয়াছে. বৃষ্টির জল বহির্গত করিয়া দিবার সুন্দর উপায় সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। বিস্তৃত জলরাশি আবদ্ধ থাকিয়া নিরন্তর গলিত তৃণ পত্রাদির সহযোগে যে বায়ুকে দোষাশ্রিত করিবে তাহার সংখ্যা ও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এপ্রদেশের অবস্থা পূর্ব্বে যত কদর্য্য ছিল এক্ষণে তত নাই।

হিজলীখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা বিষয়ক যে যে বর্ণনা করা গেল তাহা তত্রস্থ কাঁথি প্রভৃতি গুটি কতক স্থানের পক্ষে সংগত নহে। সমুদ্র কূলের দুই তিন ক্রোশ দূরে একটী বালুকাস্তূপ শ্রেণী আছে। রসুলপুর নদী এক দিকে আর সুবর্ণ রেখা নদী অপর দিকে, ইহার মধ্যে ১৮ ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া এই বালুকাস্তূপ শ্রেণী; ইহার পরিসর এক ক্রোশের চতুর্থাংশের অধিক হইবে না। ৩০।৪০ হাত উচ্চ ধবল বালুকা রাশি পুঞ্জ পুঞ্জ সংখ্যায় একত্রিত ও শ্রেণী বদ্ধ হইয়া চলিয়া গিয়াছে; কোন কোন স্তূপ সমীপবর্ত্তী স্তূপের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, কেবল তাহারদিগের শিখর গুলি স্বতন্ত্র মাত্র রহিয়াছে, ইহাদিগের অধোভাগে এক জাতীয় বন্য বাদাম যথেষ্ট জন্মায়; তাহাকে হিজলে বাদাম কহে ও সেখানকার লোকে তাহা ভক্ষণ করে। এই বালুকা স্তূপ মালার দুই পার্শ্বস্থ নিম্ন ভূমি উত্তম উর্ব্বরা, নারিকেল, গুবাক, আম্র প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষে আকীর্ণ ও বালি স্তূপের উপর হইতে অতি সুরম্য উপবনের ন্যায় দেখায়।

কাঁথি গ্রাম এই বালুকা স্তূপমালার উপরে সংস্থাপিত। কেহ কেহ কাঁথি নামের ব্যুৎপত্তি এই এই রূপ করে। উড়িয়া ভাষায় প্রাচীরকে কাঁথি কহে, আমাদিগের এ অঞ্চলের কোন কোন স্থানেও প্রাচীরকে কাঁথ বলে। বালুকা রাশি সমুদ্র নিকটে একটী বৃহৎ প্রাচীর সদৃশ, অতএব উক্ত [illegible] [illegible]

থাকাতে কাঁথি নামধেয় হইয়াছে। কাঁথি বালুকাময় উচ্চ স্থান বলিয়া তথাকার ভূমি অতি শুষ্ক, ও বায়ু নির্ম্মল। হিজলী প্রদেশের অন্যান্য ভাগের যে সকল কারণ বশতঃ জল বায়ু অতি কদর্য্য, সে সকল কারণ কাঁথি ও বালুকা রাশি শ্রেণীর উপর সংস্থাপিত অপর গ্রাম সকলের পক্ষে প্রবল নহে; সুতরাং কাঁথি তাদৃশ অস্বাস্থ্যকর নহে। বায়ু কত সহস্র ক্রোশ দূর হইতে বিনা ভূমি স্পর্শে প্রবাহিত হইয়া একেবারেই কাঁথিতে আসিয়া লাগে; ভূতল সংস্পর্শে তাহার যে কোন দোষ হয় তাহা এখানে হইবার সম্ভাবনাই নাই।

এই বালুকা স্তূপ শ্রেণী কি রূপে হইল তাহা এক্ষণে সহজে নির্ণয় করা যায় না। সমুদ্র তীরের সকল ভাগেতেই যে এই প্রকার থাকে তাহা নয়, অবশ্য কোন কালে জল বায়ুর প্রাবল্যানুসারে একরূপ বিপুল বালুকা স্তূপ ১৮ ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া রাশীকৃত হইয়া থাকিবে।

ফলতঃ সাগর কোন কোন স্থানে ক্রমে ভূতলকে নিজ অধিকারস্থ করিতেছে, কোন কোন স্থানে বা অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। হিজলীর মধ্যে জুনপুট নামক গ্রামের সম্মুখে সমুদ্র অতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে; ক্রমশঃ ভূভাগ কবলিত করিতেছে ও তত্রত্য যে সরকারি বাঁধ আছে, বোধ হয় তাহা পর্য্যন্ত ও অচিরাৎ গ্রাস করিবে। ওদিকে সুবর্ণরেখা নদী মুখে স্থল সীমা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; নিত্য নিত্যই নূতন নূতন চড়া পড়িতেছে।

সাগর তীরবর্ত্তী বাঁধের কথা পুনঃ পুনই উল্লিখিত হইয়াছে, এই বাঁধ এক্ষণে কোন কোন স্থানে ২০ ফুট অর্থাৎ ১৩ হাতের অধিক উচ্চ হইবে ও ইহার তলের পরিসর ২০০ ফুট অর্থাৎ ১৩০ হাত পরিমিত হইবে। সকল স্থানে সমান উচ্চ নহে; স্থল বিশেষে ৯।১০ হাত উচ্চ মাত্র।

হিজলীখণ্ড ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব্ব প্রকার স্রোতস্বতীতে আকীর্ণ। এই সকল নদী সহকারে জলপ্লাবন সম্ভাবনা নিবারণ জন্য তাহাদিগের তীরে সর্ব্বত্রই বাঁধ আছে। যে নদীর যেমন বিস্তার ও স্রোতো বেগ, অর্থাৎ যে নদীতে যত জল যেমন আয়তন লইয়া আইসে তাহার বাঁধ তদনুসারে উচ্চ বা নিম্ন। কালিয়াঘাই ও হলদী নদীর প্রবল স্রোত রোধের জন্য অতি বৃহৎ বাঁধ আছে ও ক্ষুদ্র নালীগুলারও দুই এক হাত উচ্চ বাঁধ আছে। নদীর জল জোয়ারে উচ্চে উঠে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল জোয়ারে—বাঁড়া বাঁড়ীর কোটালে কত উচ্চে উঠে প্রথমতঃ ইহা নির্ণয় করিতে হয়, তৎপরে তদপেক্ষা আরও কিঞ্চিৎ অধিক করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া থাকে। বাঁধের স্থানে স্থানে জল নির্গমন হেতু সুলুস অর্থাৎ কবাট বিশিষ্ট পোল আছে: শীত ও গ্রীষ্ম সময়ে এই সকল কবাট বন্ধ থাকে, বর্ষাকালে বৃষ্টি জল বহির্গত হইবার জন্য কবাট উত্তোলিত করিয়া দেয়, অথবা যখন অনাবৃষ্টি জন্য শস্য-ক্ষেত্র সকল জল শূন্য হইয়া পড়ে, তখন সমুদ্র জল প্রবেশ করাইবার অভিপ্রায়ে জোয়ারের সময়ে কবাট তুলিয়া দেয়, আবার পাছে ভাটার সময়ে সেই জল বহির্গত হইয়া যায়, এই জন্য কবাট পুনরায় বন্ধ করে। সুলুস সকল এক প্রকার নহে। কোন কোনটার এক বা দুই, কোন কোনটার তিন কবাট আছে। সুলুস দিয়া যে ভূমির জল বহির্গত হইবে তাহার আয়তন অনুসারে দ্বারের সংখ্যা ও আয়তন নির্দ্দিষ্ট হয়।

হিজলীতে এক্ষণে যে বাঁধ ব্যবস্থা আছে, তাহা কোন মতেই সুসংগত নহে। প্রথমতঃ সমুদ্র তীরবর্ত্তী বাঁধ সমুদয় অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহার অধিকাংশই অপটু নিম্ন ও অসম্পূর্ণ। তাহাদিগের ঢাল অতি অল্প, সমুদ্রজল অতি প্রবল জোয়ারের সময়ে যত উচ্চ হয়, তাহা অপেক্ষা সাত আট হস্ত অধিক উচ্চ রাখা উচিত, যেহেতু কখন্ কোন্ সময়ে সমুদ্রে অধিক জল বৃদ্ধি হইবে, আর তাহার সঙ্গে দক্ষিণা বাতাস উঠিবে, তাহার নিশ্চয় নাই। বিশেষতঃ সমুদ্র তীরস্থ বাঁধ যদি ভগ্ন হইয়া যায় তাহা হইলে দেশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এস্থলে সে বাঁধ এমন উচ্চ করা উচিত যে তাহাতে কখন বিপদ সম্ভাবনা মাত্র না থাকে। এই বাঁধের আবার এক এক অংশ বিশিষ্ট উচ্চ, কিন্তু অধিকাংশই নিম্ন, অতএব উচ্চতর ভাগ নির্ম্মাণ জন্য যে বিপুল ব্যয় হইয়াছে তাহা কোন ফলদায়ক হয় নাই। অপর এই বাঁধ অধিকাংশেই সুচারু রূপে প্রস্তুত হয় নাই, কেবল মৃত্তিকা রাশীকৃত মাত্র রহিয়াছে, তাহার উপরিভাগ যথা নিয়মে পরিষ্কৃত ও ঘাসাবৃত করা হয় নাই, সুতরাং যদি জল অধিক উচ্চ হইয়া বাঁধ আক্রমণ করে, প্রবল সাগর তরঙ্গ আঘাতে সে অনায়াসে অযথা রূপে প্রস্তুত বাঁধ সহজেই ক্ষীণ ও উন্মূলিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

সমুদ্র তীরবর্ত্তী বাঁধের তো এই সকল দোষ, কালিয়াঘাই ও হলদী নদীর পার্শ্বস্থ বাঁধ বন্ধন ও নির্দ্দোষ নহে। এই দুই নদী বস্তুতঃ একই কেবল পশ্চিম ভাগকে কালিয়াঘাই, পূর্ব্ব ভাগকে হলদী কহে। বর্ষাকালে এই নদী দিয়া এত বিপুল পরিমাণে জল আইসে যে নদী গর্ভে যথেষ্ট স্থান না পাইয়া উভয় তীরই প্লাবিত করে এবং তাহাতেও সঙ্কুলান না হইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া তীর-

বর্ত্তী দেশ সমুদয় জল মগ্ন করে। বাঁধ রক্ষণা-বেক্ষণ জন্য যে সকল লোক নিয়োজিত আছে, তাহারা বৎসর বৎসর প্রায় বাঁধ এক একটু উচ্চ করিতেছে, কিন্তু নদীও বৎসরে বৎসরে ততখানি ভরাট হইয়া যাইতেছে, সুতরাং জলদাগমে প্লাবনের সম্ভাবনা দূর হয় না। এ বাঁধেতেও আবার গোপাল চক আদি কয়েক স্থানে সুলুস্ ভগ্ন ও অপটু হইয়া আছে, যত দিবস সে সকল উৎকৃষ্ট রূপে নির্ম্মিত না হইতেছে তত দিবস তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বিপদ সম্ভাবনা আছে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য নদী উপকূলে যে সকল বাঁধ সংস্থাপিত আছে তাহার মধ্যে অধিকাংশই হাঁসিয়া বাঁধ। লবণ-ক্ষেত্র। সকল নদী কূলস্থিত গ্রীষ্মারম্ভে কটাল বৃদ্ধি পাইলে নদীর জলে এই সকল স্থান ভাসিয়া যায়, ও তৎকালে নদী লবণাম্বু থাকাতে মৃত্তিকা বিশিষ্ট সলবণ হইয়া পড়ে। অন্যান্য সময়েও লবণাম্বু কৈষিকার্ষণ (১) গুণে মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে আরও অধিক সলবণ করে, অতএব লবণ নদী কূলেই সংগৃহীত হয়। কিন্তু লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য ভূমি কর্ষণ করিয়া চূর্ণ করিতে হয়, ও তৎপরে তাহাতে জল সেচন আবশ্যক ও সর্ব্বপশ্চাতে তদ্ভুক্ত মৃত্তিকা যথেষ্ট জলে দ্রব করিয়া তাহা হইতে নির্গত করিয়া লওয়া আবশ্যক। এই সকল ব্যাপার জন্য পোক্তান্ অর্থাৎ লবণ প্রস্তুত করণে বিস্তর জল প্রয়োজনীয়; অতএব লবণ-ক্ষেত্র নিকটে জল প্রণালী সকল আবদ্ধ রাখিলে চলে না। এই সকল কারণ বশতঃ স্রোতস্বতী মাত্রের তীরস্থিত অনেক ভূমি বাঁধের বহির্ভাগে থাকে, সুতরাং সে সকল বাঁধ কেবল যে জলপ্লাবন নিবারণ হেতু তাহা নহে, তাহা দ্বারা ও লবণ পোক্তানের ও সম্যক উপকার দর্শে। এই সকল বাঁধকে হাঁসিয়া বাঁধ কহে এবং যদিও হাঁসিয়া শব্দে কূলবর্ত্তী বুঝায় এবং বাঁধ মাত্রেই স্রোতস্বতী কূলবর্ত্তী বলিয়া হাঁসিয়া শব্দ বাচ্য বটে তথাপি লবণ ও শস্য উৎপাদন উভয় উদ্দেশে ক্ষুদ্র নদী তীরে যে বাঁধ সংস্থাপিত আছে, তাহা হাঁসিয়া বাঁধ নামে খ্যাত, এই জন্য আমরাও এই নাম ব্যবহার করিলাম।

হিজলীখণ্ডে বিস্তর হাঁসিয়া বাঁধ আছে, এবং এই সকল হাঁসিয়া বাঁধের নিমিত্ত বৎসর বৎসর অনেক ব্যয় হয়, কিন্তু লবণ ও ভূমির কর হইতে যে আয় হয়, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে সরকারের এ ব্যয় অতি সামান্য; এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের মধ্যে অনেক গুলিই দুই চারি পাঁচ ক্রোশ মাত্র বিস্তৃত। বর্ষাকালে দৈবের জলস্রোতে মৃত্তিকা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া প্রথমে অনতিবিস্তার খাত জন্মায়, পরে নদীর জল জোয়ার ভাঁটায় গমনাগমন করিয়া এই সকল খাতের পরিসর ক্রমে বৃদ্ধি করিতে থাকে। অতএব ইহাদিগের বিস্তার অতি অল্প। এ সকল প্রণালীর কূলে আনুপূর্ব্বিক বাঁধ বন্ধন না করিয়া কিয়দ্দূর মাত্র করিয়া প্রণালীর আড়াআড়ি এক সুলুস্ নির্ম্মাণ করে, জলদাগমে প্রান্তরাদি জলমগ্ন হইলে সেই সুলুস্ খুলিয়া দিলে প্রণালী দ্বারা জল বহির্গত হইয়া যায়।

হিজলীখণ্ডে উপরোক্ত বাঁধ সকল সংস্থাপিত হওয়া অবধি ভূমির রাজস্ব দ্বারা ক্রমশই সরকারের আয় বৃদ্ধি হইতেছে ও পোক্তানের অধিক সুবিধা হইয়াছে। প্রথমতঃ পূর্ব্বে জলপ্লাবন ভয়ে অধিক সংখ্যক লোকে সকল স্থানে বসতি করিতে সম্মত হইত না, অথবা শঙ্কা পাইত, সুতরাং তখন শস্য ভূমি গ্রাহক মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প লোক ছিল, অতএব সে সকল ভূমির কর অল্পই হইত। বিশেষতঃ বাঁধের সুব্যবস্থা না থাকাতে ধান্য-ক্ষেত্র সকলে প্লাবন আসিবার সম্ভাবনা বিলক্ষণ ছিল এবং প্লাবন আগমে যে সকল শস্য-ক্ষেত্র নষ্ট হইয়া যাইত, তাহার রাজস্ব প্রদান হইতে প্রজারা মুক্তি পাইত। এক্ষণে বাঁধ ব্যবস্থার সমধিক উন্নতি হওয়াতে এ সকল শঙ্কা অনেক দূর হইয়াছে, প্রজারা নির্ব্বিঘ্নে বসতি করিতেছে, সুতরাং সকল স্থানের ভূমিরই কর উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাঁধ ব্যবস্থার পদ্ধতি উন্নত হওয়াতে রাজস্ব উত্তম রূপ সংগ্রহ হইতেছে, কিন্তু বাঁধ সংস্থাপন জন্য যত ব্যয় হইয়াছে তত দূর উপকার জন্মায় নাই ও যত সুশৃঙ্খলা মতে বাঁধ সমূহ ব্যবস্থিত করা যাইতে পারিত তাহাও হয় নাই। এমন অনেক বিস্তৃত ভূমি আছে যে বাঁধের অন্তর্গত করিলে অনায়াসে করিতে পারা যাইত, ও করিলেও ব্যয় অপেক্ষা রাজস্ব আদায় দ্বারা সে ব্যয় পুষিয়া যাইত। অনেক স্থলে আবার এমন অকর্ম্মণ্য ভূমি আছে যাহা অনেক ব্যয়ে নিরর্থক বাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল, কিন্তু অতি নিম্ন বলিয়া বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়, সুতরাং তাহার কর্ষণ সম্ভাবনা নাই।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

—০—

WAYSIDF THOUGTS:

IN PRECEPT AND SONG;

At the Pennsylvania Yearly Meeting of Progressive Friends, convened in the Longwood meeting-house, in Chester Country, on Fifth-day, the 30th of Fifth month, 1858, at

(১) Capillary attraction.

10 o'clock, A.M., the crowd of people was so great as to fill the house to its utmost capacity, throng every place of access, and overflow the adjoining yard.

Several speakers adressed the assemby. Among others, JOSEPH A. DUGDALE remarked, that Progressive Friends have no system of dogmatic theology, and no sacred books which they receive as authority, but that they accept what is good and true, wherever found, He then read the appropriate and impressive passages from the Hindoo Vedas, from the works of Confucius, the Zend Avesta of the Persians, the Koran, and the Hebrew and Christian Scriptures, which are incorporated with the selections which follow:—

There is one living and true God; everlasting, without parts or passion; of infinite power, wisdom, and goodness, the Maker and preserver of all things.

The vulgar look for their Gods in water; the ignorant think they reside in wood, bricks, and stones; men of more extended knowledge seek them in celestial orbs; dut wise men worship the Universal Soul.

There is nothing desirable except the science of God. Out of this there is no tranquility and no freedom.

The sacrifice of a thousand horses has been put in the balance with one true word, and the one true word weighed down the thousand sacrifices.

No virtue surpasses that of veracity. It is by truth alone that men attain to the highest mansions of bliss. Men faithless to the truth, however much they may seek supreme happiness, will not obtain it, even though they offer a thousand sacrifices. There are two roads which conduct to perfect virtue, to be true, and to do no evil to any creature.

From the Vedas of the Hindoos.

The firmament is the most glorious work produced by the Great First Cause.

What is called reason is properly an attribute of Tien, the Supreme God. The light which he communicates to men is a participation of this reason. What is called reason in Tien is virtue in man, and when reduced to practice is called justice.

To think that we have virtue, is to have very little of it. Wisdom consists in being very humble, as if we were incapable of anything, yet ardent, as if we could do all.

When thou art in the secret places of thy house, do not say, none sees me, for there is an Intelligent Spirit who seeth all. The Supreme pierces into the recesses of the heart, as light penetrates into a dark room. We must endeavour to be in harmony with his light, like a musical instrument perfectly attuned.

Mankind, overwhelmed with afflictions, seem to doubt of Providence, but when the hour of executing His decrees shall come none can resist Him. He will then show that when He punished he was just and good, and that He was never actuated by vengeance or hatred.

How vast is the power of spirits! An ocean of invisible Intelligences surrounded us everywhere. If you look for them, you cannot see them. If you listen, you cannot hear them. Identified with the substance of all things, they cannot be separated from it.

He who knows right principles, is not equal to him who loves them.

From the works of Confucius.

Treat old age with reverence and tenderness.

To refuse hospitalily, and not succour the poor, are sins.

The heavens are a point from the pen of God's perfection. The world is a bud from the bower of His beauty. The sun is a spark from the light of His wisdom, and the sky is a bubble on the sea of His power. His beauty is free from a spot of sin, hidden in a thick veil of darkness. He made mirrors of the atoms of the world, and threw the reflection from his own face on every atom.

From the Zend Avesta of the Persians.

One hour of equity is better than seventy years of devotion.

God hath commanded that ye worship no one beside Him.

God is the light of the heavens and the earth. His wisdom is a light on the wall, in which burns a lamp covered with glass: the glass shines like a star; the lamp is lit with the oil of a blessed tree—no eastern, no western oil—it burns for whoever seeks light.

From the Koran.

Learn to do well. Seek judgment; relieve the oppressed; judge the fatherless; plead for the widow.

The Spirit of the Lord is upon me; because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the Meek: he hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound.

Create in me a clean heart; O God, and renew a right spirit within me.

The trees of the Lord are full of sap: the cedars of Lebanon which he hath planted.

O Lord, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all; the earth is full of thy riches.

From the Jewish Scriptures.

Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment.

And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Whatsoever ye would that men should do unto you, do ye even so unto them.

And there was strife among them, which of them should be accounted the greatest, and he (Jesus) said unto them:

The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise lordship over them are called Benefactors.

But ye shall not be so; but he that his greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief, as he that doth serve.

And they brought young children to him,

that he should touch them; and his disiples rebuked those that brought them.

But when Jesus saw it he was much displeased, and said unto them, Suffer little children to come unto me, and forbid them not; for of such is the kingdom of God.

Verily I say unto you, whosover shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.

And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them. JESUS.

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহার মৃত্যু কালীন লিখিত অধিকার পত্রে বান্‌ক্ষৈসের দুইটী সেয়ার এই সমাজে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার গত বর্ষের লভা ৫৬ টাকা প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে। এবং শ্রীযুক্ত যশোদা কুমার পাইন তাঁহার মৃত্যুকালীন যে দুই শত টাকা দান করেন, তাহাও প্রাপ্ত হওয়াগিয়াছে।

আহ্লাদের সহিত প্রচার করিতেছি যে সম্প্রতি বারুই পুর গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। তথাকার প্রসিদ্ধ জমীদার দিগের বাটির কয়েকটী সুশিক্ষিত বালকের উদ্‌যোগে প্রথমে উহার বীজ রোপিত হয়, এক্ষণে ক্রমশ তথাকার অনেকেই তাহাকে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহারদিগের চেষ্টা অবশ্যই সফল করিবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তক।

মাণ্ডূক্যোপনিষদের চূর্ণক	৵০
ইংরাজী ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান	॥০
ব্রহ্মসঙ্গীত	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা	॥০
দীপ্তশরার অভিষেক	৵১০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৴০
ব্রহ্মস্তোত্র	৴১০
প্রার্থনা	৴০
প্রাত্যহিক উপাসনা	৵০
প্রার্থনা সঙ্গীত	।০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।৵০
পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণন	।০
পদার্থ বিদ্যা	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান	৷০
১৭৬৯ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৫
১৭৭১ শকের ঐ	৫
১৭৭৩ শকের ঐ	৫
১৭৭৫ শকের ঐ	৫
১৭৭৬ শকের ঐ	৫
১৭৭৭ শকের ঐ	৫
১৭৭৮ শকের ঐ	৫
১৭৭৯ শকের ঐ	৫
১৭৮০ শকের ঐ	৫
১৭৮১ শকের ঐ	৫
১৭৮২ শকের ঐ	৫
১৭৮৩ শকের ঐ	৫
বেদান্তিক ডাক্‌ট্রিংস্‌ভিন্‌ডিকেটেড	৴০
হিন্দু থিজম	৴০
সিলেক্‌শন্‌ ফ্রম বেদান্ত	৵০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের আশ্বিন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আশ্বিন মাসের আয়	৪২১॥৵০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪১৪৫৶১৫
	৮৩৩॥৴১৫
ব্যয়	৪২০ ৴১৫
সম্পাদকের হস্তে	৪১৩॥০
এতদ্ভিন্ন	
বাঙ্গাল বাঙ্কে	৫৬৬৶৫
কোং কাগজ	৫০০

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন চৌধুরি	২৫
" মদন মোহন সেন	১২
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাথুরে ঘাটা	১০
" রাজারাম মুখোপাধ্যায়	৬
" হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫
" গোপালচন্দ্র দে	১
	৫৯

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন চৌধুরি	১২

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র শর্ম্ম বিশ্বাস	২

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত হরকান্ত সেন ও " তারকনাথ সেন	১

ভ্রম সংশোধন।

২৩১ সংখ্যক পত্রিকার ১১৪ পৃষ্ঠার ২ স্তম্ভের শেষ হইতে দ্বিতীয় পংক্তিতে "ইচ্ছাতে" স্থানে "ইচ্ছা ও" হইবেক।

১১৫ পৃষ্ঠার ১ স্তম্ভের ৯ পংক্তিতে "দোষী হইতেছে." স্থানে "[illegible]" হইবেক।

১১৬ পৃষ্ঠার ২ স্তম্ভের ৯ পংক্তিতে "তাহারা" স্থানে "তাহাদ্বারা" হইবেক।

১১৭ পৃষ্ঠার ১ স্তম্ভের ১২ পংক্তিতে "[illegible]" স্থানে "কথন" হইবেক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎসর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবম্পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
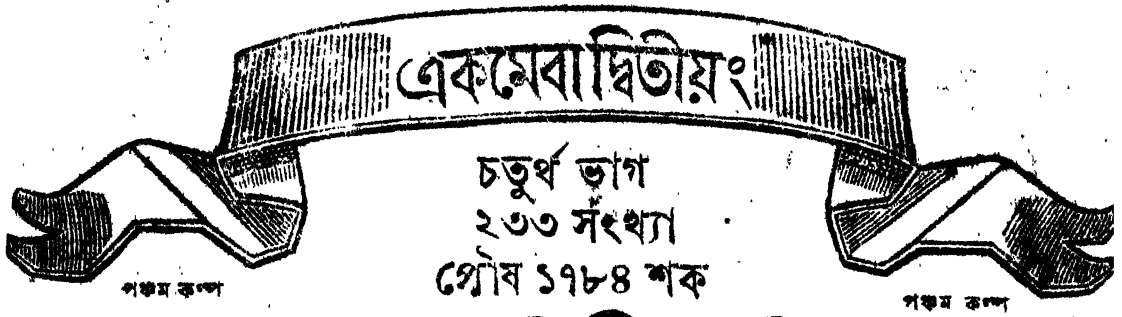
আত্মা অতি যত্নের ধন।

মানসিক উৎকর্ষতাই মনুষ্যের প্রধান গৌরব। জ্ঞান ও ধর্ম্মই আমাদের প্রকৃত শ্রেষ্ঠতার কারণ। আমাদের এই ক্ষুদ্র মনের এক একটি শক্তি ও এক একটি উচ্চতর বৃত্তি, এক এক অপরিমিত বল অপরিমিত মঙ্গলের উৎস স্বরূপ, কিন্তু তাহারা ভাবিবার শিশুর ন্যায় প্রথমে নিতান্ত অপরিপক্ব অপরিণত-তেজস্ক থাকে, তখন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবৃদ্ধ হইয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এই সময় অতিশয় ভয়ানক, এই সময়ে যদি আমাদের উন্নত বৃত্তি সকলের প্রতি বিশেষ যত্ন না করা যায়, তাহা হইলে হয় তো তাহারা অল্প কাল মধ্যেই হীন ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রবৃত্তির সংগ্রাম আমাদের অন্তরে প্রথমাবধিই উপস্থিত হয়। কিন্ত অধিকাংশ লোকেই নিয়ত বাহ্যিক বিষয়েতে আকৃষ্টমনা থাকে, অভ্যাস বশতঃ তাহারা বাহ্য বিষয়কেই সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করে এই হেতু অন্তরের বস্তু যে আত্মা তাহার প্রতি অল্পই যত্ন করিয়া থাকে। মন বিষয় লইয়াই ব্যস্ত, সুতরাং বিষয়ীকে দেখিতে অবকাশ পায় না। এই রূপ আত্ম বিস্মৃতি হইতেই নীচ প্রবৃত্তি সকল বল প্রাপ্ত হয়, এবং পরিশেষে মনকে তাহাদের বশবর্ত্তী করিয়া ফেলে। যাহারা বিষয়কে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত থাকে, তাহারা আত্মার প্রকৃত মহত্ত্ব জানিতে পারে না। আত্মার উন্নতির উপর আমাদের প্রকৃত সুখ শান্তি যে কত দূর নির্ভর করিতেছে, তাহা তাহারা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। বাস্তবিক মানসিক বৃত্তি সকলকে আমাদের আয়ত্তাধীন রাখা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মনুষ্যত্ব সম্পাদনের প্রথম সোপান।

আমরা সকলেই মনকে একটি ক্ষেত্রের সহিত উপমিত করিয়া থাকি। ক্ষেত্রের ন্যায় মনেরও একটি বিশেষ নিয়মাধীন কর্ষণ করিতে হয়, তবে তাহা প্রকৃত কার্য্যোপযোগী হইতে পারে। আত্মার প্রকৃত শক্তির পরিমাণ করা যায় না, তাহার যতই কর্ষণ করিবে ততই তাহা ক্রমশ অধিকতর বলশালী হইবে। মানসিক প্রবৃত্তি সকলের উন্নতির শেষ নাই। আমাদের

জ্ঞান এত দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইবে, আমাদের ধর্ম্ম এত দূর বর্দ্ধিত হইবে, আমাদের বুদ্ধি এত দূর পর্য্যন্ত উন্নত হইবে, একপে কদাপি মানসিক শক্তি ও প্রবৃত্তি সকলকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। আত্মা যেমন অনন্ত কালের বস্তু তাহার উন্নতিও অনন্ত কাল ব্যাপী। এই ক্ষুদ্র মানব দেহ রূপ পিঞ্জর বদ্ধ যে নিরাকার ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু রহিয়াছে, সামান্য লোকে যাহার বিষয় জীবনের মধ্যে হয় তো বারেকও চিন্তা করে না, তাহার যে কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি, কি সুন্দর অননুভবনীয় কৌশলে যে তাহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ভাবিতে গেলে কেবল ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমায় বিমোহিত হইতে হয়। এক একটি আত্মা এক এক অপরিমিত শক্তির আকর, এক এক অপরিমিত ভাব ও জ্ঞানের উৎস স্বরূপ। এখানে আত্মার শৈশবাবস্থা মাত্র, এখানে তাহার সকল শক্তি পরিস্ফুট হয় না, সকল বৃত্তি পরিচালিত হয় না, সকল ভাব পরিপক্ক ও পরিণত হয় না। যদিও আমরা এখানে আত্মার সমুদায় শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতে পারি না, তথাপি তাহার প্রকৃতি হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে ঈশ্বর স্বীয় জগতের অতি মহৎ কার্য্য সাধনার্থ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি স্বীয় আত্মার প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনি যদি সেই মহত্ত্ব সম্পাদনে বিরত হন, তাহা হইলে তাঁহার কি পর্য্যন্ত না হীন ভাব প্রকাশ পায়? ঈশ্বর আমাদের যে অপর্য্যাপ্ত শক্তি ও জ্ঞান উপার্জন করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন, সৎকীর্ত্তি সাধনের মহৎ অধিকার দিয়াছেন, তাহা যদি আমরা অবহেলা করি, তবে তদপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে, কিন্তু হায়! কত ব্যক্তি নিশ্চিন্ত ভাবে বিষয়ের স্রোতে ভাসমান হইয়া যাইতেছে, তাহারা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা দ্বারা সুখী হইতে চেষ্টা করিতেছে। তাহারা আত্মার সদ্ভাব সকলকে একেবারে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। সংসারের অস্থির ও বিচিত্র গতিতে লোকের অশেষ বিধ বিপদ ও দুর্গতি উপস্থিত হইয়া থাকে। কেহ রাজ পদ হইতে পরিচ্যুত হইয়া একেবারে নিঃস্ব হইতেছে, কেহ অন্নাভাবে ভিক্ষোপজীবি হইতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু আত্মার হীনতা আত্মার দুর্গতি সকল দুর্গতি হইতে ভয়ানক। মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি তাহার উন্নত অধিকার হইতে স্বীয় দোষে পরিচ্যুত হইল তাহার ন্যায় কৃপাপাত্র দীন আর কোথাও নাই। আত্মাই আমাদের সকল সম্পদের স্থল, যিনি আত্মাকে যত্নের সহিত রক্ষা করিলেন তাঁহার সকলই রক্ষা হইল। যিনি আত্মাকে উন্নত বর্দ্ধিত করেন, তিনি চির সম্পদ ও মঙ্গল লাভের উপায় করেন।

ভ্রমারণ্য।

মনুষ্যের মন স্বভাবতই ভ্রম ও অজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সংসারের গতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে গেলে মনুষ্যের অনভিজ্ঞতা, অদূরদর্শিতা ও কুপ্রবৃত্তি হেতু যে কত শত অমঙ্গল ঘটিতেছে, কত অশেষ বিধ ভয়ানক অনর্থকর কুসংস্কার প্রচলিত হইয়াছে, কত কুতর্ক অদ্যাপি প্রচার হইতেছে, কত বিভিন্ন মত ভেদ হইয়া গিয়াছে, কত অসত্যের প্রাদুর্ভাব ও পাপের স্রোত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা এককালে নির্ব্বচন করা দুঃসাধ্য। এক দিকে মনুষ্যের স্বভাবতই ক্ষুদ্র অপরিপক্ক বুদ্ধি, আর এক দিকে তাহার প্রবল রিপু সকলের উত্তেজনা এবং

সংস্কারের প্রলোভন, সুতরাং কোন বিষয় স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সত্য নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য। প্রকৃত সরল সত্যের অনুসরণ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হওয়া সহজ কথা নহে। অনেকে প্রথমে ধর্ম্মেতে অনুরাগী হইয়াও শিক্ষা বা সংসর্গ দোষে বশত সত্যপথ হইতে পরিচ্যুত হইয়া অবশেষে প্রচলিত কুপ্রথাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ বাল্যাবধি যত্নে সুশিক্ষিত হইয়াও কার্য্যের সময় ধর্ম্ম বলের অভাবে সত্যকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া সাংসারিক সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন করিতেছেন।

এই রূপে সংসারে ভ্রম ও প্রমাদের দ্বার চতুর্দ্দিকেই মুক্ত রহিয়াছে। এক একটি ভ্রম বৃক্ষবীজের ন্যায় মনুষ্যের মনঃক্ষেত্রে পতিত হইয়া শতধা রূপে বর্দ্ধিত হইতেছে। সংসারের এই রূপ বিচিত্র গতি দেখিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে কবিগণ ইহাকে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ বিশিষ্ট ভয়ানক সাগরের সহিত ও মনুষ্য জীবনকে তদুপরি ক্ষুদ্র তরণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। ভাবুকগণ ইহাকে মায়াময় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবং ধার্ম্মিকগণ ইহাকে ভীষণ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ নিবিড় অরণ্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরাও ইঁহাদের ভাবের অনুধাবন করিয়া সংসার রূপ ভ্রমারণ্যের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমি একদা সাংসারিক বিষয় ব্যাপারের কুটিল গতির প্রতি মহা বিরক্ত হইয়া খিন্ন মনে চিন্তা করিতেছিলাম। মনে মনে মনুষ্যের কপট ব্যবহারের বিষয় অনুধাবন করিতেছিলাম, ক্রমে আমার চিন্তা স্রোত প্রবল হইল এবং কল্পনা শক্তি উত্তেজিত হইয়া যেন আমাকে একটি দিব্য চক্ষু প্রদান করিল। বোধ হইল যেন আমি নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়াছি। তথায় দেখি যে সম্মুখে অনতি দূরে একটি সুবিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্য। সেই অরণ্যাভিমুখে নগর ও অপরাপর স্থান হইতে অসংখ্য লোকে আগ্রহের সহিত দ্রুতগতিতে গমন করিতেছে। অরণ্য দূর হইতে অতি মনোহর, যেন অসংখ্য সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবনের পুঞ্জ মাত্র। যাত্রিগণ নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যাইতেছে। ইহাদের আকার প্রকার দেখিয়া অধিকাংশকে অল্প বয়স্ক নব্য যুবা বোধ হইল। ইহারা সকলেই যেন বিস্তর লাভ করিবে, এই উচ্চ আশায় গমন করিতেছে। কেহ অরণ্যের শোভার প্রশংসা করিতেছে কেহ আতপ তপ্ত কলেবর হইয়া তাহার শীতল ছায়ার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, কেহ প্রবেশ করিয়া মনের সুখে বিহার করিবেন এই চিন্তায় আমোদিত আছেন, কেহ বলিতেছেন যে বহু ক্লেশের পর অদ্য বুঝি মনোরথ পূর্ণ হইবে। বাস্তবিক দূর হইতে অরণ্যের এপ্রকার মনোহর শোভা, যে সহজেই তাহা মনকে আকর্ষণ করে। আমি ও এই যাত্রি দলের সঙ্গে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে সকলে অরণ্যের নিকটবর্ত্তি হইলে যাত্রিগণ ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। প্রবেশ মার্গ সকল অতি সুন্দর রূপে পরিষ্কৃত ছিল এবং যাত্রিদের অভ্যর্থনা ও আহ্বান করিবার জন্য এক এক প্রবেশ পথে এক জন দ্বাররক্ষক ছিল, পশ্চাতে জানিলাম যে ইহাদের নাম জ্ঞানমদ, ধনমদ ও কুসংস্কার। অরণ্য এপ্রকার নিবিড় যে সূর্য্যের আলোক তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, এবং বৃক্ষ লতার

দ্বারা পথও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও অনৃজু ছিল। কিন্তু এই হেতু ও এক প্রকার স্বাভাবিক শোভাও হইয়াছিল। তথাচ দেখিলাম যে অধিকাংশ লোকে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া প্রবেশ করিলেও কেহ কেহ পথের গোলযোগ ও অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল, কেহ বা ভীত হইলেও অন্য লোকের সমভিব্যাহারে যাইতে সাহস করিল, আমিও তাহারদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলাম।

কুসংস্কার নামক প্রবেশ পথ দিয়া যাহারা প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা অধিকাংশই বিদ্যাহীন পুরুষ ও স্ত্রীলোক। ইহারা সকলেই পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া যাইতেছে, এবং একটি অতি বৃদ্ধ অথর্ব্ব স্ত্রীলোক তাহাদের পথ দেখাইয়া অগ্রেই যাইতেছে। এই বৃদ্ধা স্ত্রীর নাম চির প্রথা, ইহার বয়োধিক্য হেতু এমত শক্তি ছিল না যে আপনি সহজে চলিতে পারে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ইহাকে অগ্রসর ও নেতা করিয়া অসংখ্য লোকে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছে। সকলেরই ইহার প্রতি মহা ভক্তি, কেহ ইহাকে অতি বৃদ্ধ মাতামহী রূপে সমাদর করিতেছে, কেহ ইহাকে দেব শক্তি ধারিণী জানিয়া পূজাও করিতেছে, কেহ কেহ বা ইহার অলৌকিক ক্ষমতাতে বিমোহিত হইয়া ইহার চরণ সেবা করিয়া তৃপ্ত হইতেছে। বৃদ্ধগণ সকলেই ইহার মহা প্রিয়, কিন্তু অল্প বয়স্কদিগের প্রতি বর্ষীয়সী এক এক বার যে রূপ দৃষ্টি করিতেছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন তাহাদের প্রতি কিছু তাহার অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু সে ভাব তাহার ক্ষণিক। বৃদ্ধার অনুচরগণ অধিকাংশই অদূরদর্শী অশিক্ষিত ব্যক্তি, এই হেতু তাহারা যে বৃদ্ধাকে এতাধিক শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভয় করিবেক, তাহার বিচিত্র নাই। কিন্তু আমি একটি আশ্চর্য্য দেখিলাম যে তাহাদের মধ্যে দুই একটি কৃতবিদ্য জ্ঞানী ব্যক্তিও রহিয়াছে। ইহারা চক্ষু কর্ণ মুদ্রিত করিয়া দলে মিশাইয়াগিয়াছে, এবং বৃদ্ধার ভয়েই হউক বা কোন স্বীয় অভিসন্ধির জন্যই হউক ইহারা অন্য দল পরিত্যাগ করিয়া এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। বৃদ্ধা সদর্পে আস্তে আস্তে একটি পুরাতন সংকীর্ণ পথ দিয়া সাবধানে গমন করিতেছে এবং সেই পথ দিয়া একে একে সকলেই পদার্পণ করিতেছে। কেহই তাহার বাহিরে যাইতে স্পৃহা করে না এবং পাছে কেহ অন্য পথে গমন করে এই হেতু স্থানে স্থানে এক একটি বিভীষিকা স্থাপিত আছে, কিন্তু তাহা কেবল কৃত্রিম মাত্র। যে পথ দিয়া এই যাত্রিবর্গ যাইতেছিল তাহা অতি কদর্য্য ও অপকৃষ্ট। কোথাও তাহা নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, কোথাও তাহা শিলাময় উচ্চ পর্ব্বতের উপর দিয়া গিয়াছে, কোথাও মহা বিস্তীর্ণ জলা ভূমি ও পঙ্কিল জল বিশিষ্ট হ্রদ দিয়া গমন করিতে হয়। তথাপি যাত্রিগণ নিকটবর্ত্তি উত্তম পথ থাকিলেও কস্মিন কালে তাহা দিয়া গমন করে না; কিন্তু যে পথ দিয়া তাঁহারা যাইতেছিল তাহাতে তাহারা প্রতিক্ষণে প্রতি পদেই কষ্ট ভোগ করিতেছিল। কেহ কেহ খানায় পড়িয়া পা ভাঙ্গিতেছে, কেহ কেহ কণ্টক বনে পতিত হইয়া চক্ষুহীন হইয়া যাইতেছে, এবং সকলেই আপাদমস্তক ধূলি কর্দ্দমে পরিপূর্ণ হইয়া অতি কদর্য্য দেখিতে হইয়াছিল, ইহাতে নিকটস্থ সকল লোকেই তাহাদের অপবিত্র, জঘন্য বলিয়া হাস্য ও ঘৃণা করিতেছিল। এই রূপে সকলে মহা কষ্টে পথ অতিক্রম করিয়া একটি অন্ধকারময় স্থানে উপস্থিত হইল। অমনি বৃদ্ধা এক উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল এবং

সকলে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। কেহ একটি মৃৎপিণ্ড লইয়া তাহার আরাধনা করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ ধূলি ধসরিত কলেবর ও দীর্ঘ শ্মশ্রু হইয়া বৃক্ষ তলে একাকী উপবিষ্ট হইয়া অন্ন জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের শরীরের নিগ্রহ করিতেছেন, এবং যিনি এই রূপে যত অধিক কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছেন, লোকে তাঁহাকে ততই দেবতুল্য জ্ঞান করিয়া অর্চ্চনা করিতেছে। কোথাও দেখি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষাচ্ছাদিত পুরাতন ভগ্ন মন্দির সম্মুখে অসংখ্য স্ত্রী পুরুষে অনাহারে পতিত রহিয়াছে, অনেকেই দেখি রোগে নিতান্ত কাতর ও গতিশক্তি হীন। আমি ইহাদের দুঃখে দুঃখাভিভূত হইয়া চিন্তা করিলাম, হায়! এই সকল নিরাশ্রিত ব্যক্তির প্রতি দয়া করিয়া ঔষধ প্রদান করে এমত কি কেহই নাই? ইহারা কি চিকিৎসাভাবে রোগে প্রাণত্যাগ করিবে? এই রূপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমত সময়ে মন্দির হইতে একটি পীত বস্ত্র পরিহিত হৃষ্ট পুষ্ট ব্যক্তি অহঙ্কার ভরে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেক, ওহে যুবা তুমি কি দেখিতেছ, এই সকল ব্যক্তি এখানে অকারণে অযত্নে পড়িয়া নাই, ইহারা রোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এবং মনস্কামনা সিদ্ধির জন্যই এই মন্দিরের জাগ্রত দেবতার প্রসাদ লাভার্থে আরাধনা করিতেছে। ঔষধ বিনা ইহারা দেব প্রসাদে আরোগ্য লাভ করিবেক। আমি এই কথায় বিস্মিত হইলাম, কিন্তু আমার বিস্ময় অধিকক্ষণ রহিল না, ক্ষণেক পরেই দেখি যে কএকটি রোগী দেবতাকে কাতর স্বরে ডাকিতে ডাকিতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কেহ কেহ রৌদ্রে ও অরণ্যের কদর্য্য বায়ুতে পড়িয়া থাকিয়া মুমূর্ষু প্রায় হইল। কিন্তু ইহা দেখিয়াও অপর রোগীগণ তথা হইতে গমন করিল না, তাহারা বরং ভীত হইয়া আরও উচ্চৈঃস্বরে মন্দিরের দেবতাকে ডাকিতে আরম্ভ করিল। আমি এই স্থল হইতে বিস্ময় চিত্তে কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে বন মধ্যে একটি কোলাহল ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শব্দাভিমুখে যাত্রা করিলাম। অনতিদূরে গিয়া দেখি বিস্তর লোকের জনতা, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া একত্র হইতেছে, জনতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি যে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী একটি মৃত দেহ ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। যুবতী ম্লান বদনা স্থির নেত্রে মৃত ব্যক্তির মুখের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে সেই দেহ তাহার মৃত স্বামির। চতুর্দ্দিকস্থ লোকারণ্যের প্রতি যুবতী বারেকও কটাক্ষপাত করিতেছে না, বোধ হইল যেন বাহ্য জ্ঞান রহিত, এই ভীষণ জন কোলাহলের কিছু মাত্রই তাহার শ্রুতি গোচর হইতেছে না। বনিতার এই প্রকার ভাবে স্পষ্ট অনুভব হইল যেন তাহার মন কোন গুরুতর বিষয়ের চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছে। চতুঃপার্শ্বের লোক উন্মত্ত হইয়া আহ্লাদে হরিবোল ধ্বনি করিতেছে, অসংখ্য বাদ্য ধ্বনিতে অরণ্য প্রতি ধ্বনিত হইতেছে, কতিপয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছে, অনবরত কপর্দ্দক ও লাজা বর্ষিত হইতেছে। কিন্তু যুবতী চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ ভাবে করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া মলিন বদনে বসিয়া আছে এবং কএকটি স্ত্রীলোক তাহাকে সিন্দূরাদি প্রদান দ্বারা বিধিমত সজ্জিত করিতেছে। পরে চির প্রথা বৃদ্ধা যুবতীর শোকাতুর পিতা মাতা ও ভ্রাতাকে হস্তে

ধরিয়া সেই স্থানে লইয়া গেল। তাহারাও বৃদ্ধার ভয়ে শোক সম্বরণ করিল। বাদ্য ধ্বনি ও কোলাহল ক্ষণ কালের নিমিত্ত নিস্তব্ধ হইল, কতিপয় লোক রাশীকৃত কাষ্ঠ আনিয়া শব শুদ্ধ বনিতার চতুঃপার্শ্বে চিতা সাজাইতে আরম্ভ করিল। চিতা সজ্জিত হইলে যুবতী পিতা মাতা ভ্রাতার নিকট বিদায় লইল এবং পরিশেষে তাহার ভ্রাতা চিতায় অগ্নি প্রদান করিল, চিতাগ্নি প্রবল রূপে প্রজ্জ্বলিত হইলে পুনরায় ঘোরতর বাদ্য ধ্বনি উত্থিত হইল, লোকের চীৎকার রব দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল, ক্ষণকালের মধ্যে চিতাগ্নি শবের সহিত যুবতীর কোমলাঙ্গ ভস্মীভূত হইল, চির প্রথাও সহাস্য বদনে প্রস্থান করিল। এই ভয়ানক নৃশংস ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময় ক্রোধ দুঃখ বিষাদে যুগপৎ আমার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল। আমি বাক্য হীন হত চেতনপ্রায় হইলাম, এমত সময়ে একটি শান্ত মূর্ত্তি যুবা পুরুষ আসিয়া আমাকে অতিশয় সদ্ভাবে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয় আপনি কেবল এই একটি হৃদয় বিদীর্ণ কর দর্শন অবলোকন করিয়া হত চেতনপ্রায় হইয়াছেন কিন্তু এ প্রকার ব্যাপার এখানে নিয়তই হইতেছে। পিতা স্বীয় প্রিয় তনয়াকে তাহার মৃত স্বামির সহিত অগ্নি প্রবেশ করিতে অনুমতি দিতেছেন, মাতাও তাহা সহ্য করিতেছেন, পুত্র ও স্বীয় জীবিত জননীর মুখে অগ্নি প্রদান করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। বাস্তবিক এখানে যে চিরপ্রথা নামে একটা ভয়ানক পিশাচী আছে, তাহারই মায়াতেই সমুদায় লোক একবারে অন্ধ হইয়া রহিয়াছে, অনেকে এই সকল ভয়ানক কার্য্যের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা করিয়াও সেই পিশাচীর ভয়ে তাহা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে পারে না। মহাশয় যে শোণিত শোষণ কর ঘটনাটি দেখিলেন, ইহাপেক্ষাও ভয়ানক ব্যাপার এখানে হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া যুবা আমাকে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একটি সংকীর্ণ পথ দিয়া একটি সমুদ্র তটে লইয়া গেল, তথায় দেখি যে অসংখ্য স্ত্রী লোকের জনতা হইয়াছে, কেহ সমুদ্রের পূজা করিতেছে, কেহ কেহ তাহার ঢেউয়েতে স্নান করিতেছে, তন্মধ্যে দেখি কতক গুলি নারী এক একটি দুগ্ধ পোষ্য শিশু লইয়া মহা সমারোহ পূর্ব্বক সাগরের অর্চ্চনা করিয়া শিশু গুলিকে এক একটি ক্ষুদ্র ভেলায় শয়ান করণান্তর জলে ভাসাইয়া দিতেছে। শিশু ক্ষণকাল ভাসিতে না ভাসিতেই সমুদ্রের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিতেছে। আমি এই সকল স্বভাব বিরুদ্ধ নিতান্ত নৃশংস ব্যাপার দর্শনে অসহিষ্ণু ও ব্যথিত হৃদয় হইয়া দ্রুত বেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম, যুবাও আমার পশ্চাৎগামী হইল, কিন্তু ক্ষণেক পরে সে কোন্ পথে গমন করিল তাহা আর জানিতে পারিলাম না। আমি অরণ্যের পথ ভ্রান্ত হইয়া অনেক ভ্রমণের পর দ্বিতীয় দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই দ্বারের রক্ষক ধনমদ নামে এক জন মধ্যম বয়স্ক উজ্জ্বল বেশধারী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি প্রথমে আমার সামান্য পরিচ্ছদ দেখিয়া আমার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা ও তাচ্ছল্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু আমি দুই চারি কথায় তাহার মনকে আকর্ষণ করিলাম। পরে সে ব্যক্তি অভিমান ভরে কহিল মহাশয়কে নিরাশ করিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু এই কানন কেবল ভদ্র ও ধনী দিগেরই নিবাস স্থান, এখানে ইতর লোক দিগকে কখন প্রবেশ করিতে দিই না, এখানে আমি

প্রতাপশালী নরপতিগণ, অতুল ঐশ্বর্য্য স-
ম্পন্ন ভূস্বামিগণ, নবানুরাগ বিশিষ্ট নবা
ভবা ব্যক্তিরাই" অহরহ বিহার করিয়া
জীবন অতিবাহিত করেন। যাঁহারা ই-
হার মধ্যে একবার প্রবেশ করেন ও ইহার
বচনাতীত শোভা ও অশেষবিধ ভোগে
আপনাদের আত্মাকে তৃপ্ত করেন, তাঁহারা
আর কিছুই চাহেন না। এই প্রকার ব-
র্ণনা শুনিয়া আমি মহা উল্লাসের সহিত
দ্বার রক্ষকের প্রদর্শিত পথ দিয়া প্রবেশ
করিলাম। দুই চারি পদ গমন করিয়াই
দেখি যে সম্মুখে অতি মনোহর উপবন,ইহার
দ্বার দেশে একখানি কাষ্ঠফলকে "প্রমোদ
কানন" বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। অ-
সংখ্য লোক ইহার মধ্যে প্রবেশ করি-
তেছে।

এই আশ্চর্য্য কাননের ঘোরতর উ-
জ্জ্বল শোভা যুগপৎ চক্ষে পতিত হইলে
অন্ধপ্রায় হইতে হয়। সকল স্থানে সকল
বস্তুই সুবর্ণ রজত মণ্ডিত। মনুষ্যের হস্ত
রচিত অতি বিচিত্র শিল্প চাতুর্য্য চতু-
র্দ্দিকেই দৃশ্য হইতে লাগিল; স্বচ্ছ স্ফাটিক
বিনির্ম্মিত কনক পদ্ম খচিত প্রশস্ত সরো-
বরের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব উৎস হইতে
অনবরত বারি নির্ঝর পতিত হইতেছে, ফল
ভরাবনত বৃক্ষ সকল পথের দুই পার্শ্বে
শ্রেণী বদ্ধ রূপে রোপিত হইয়াছে, স্থানে
স্থানে লতা মণ্ডপ ও বিহার স্থান অতি
যত্নে সংরচিত হইয়াছে, পক্ষিগণের সুমধুর
রবে কানন পূর্ণ রহিয়াছে। এই সকল
দেখিয়া প্রবেশার্থিগণ একেবারে বিমোহিত
প্রায় অতি সত্বর বেগে আগ্রহের সহিত
কানন মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কাননের
দ্বার দেশে ভয়ানক লোকারণ্য হইয়াছে।
কিন্তু প্রবৃত্তি নামে যে এক দ্বার রক্ষক ত-
থায় [illegible] ছিল তাহার ভাব ভঙ্গি
চাতুর্য্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।
সে অতি সমাদর পূর্ব্বক পথিকদিগকে আ-
হ্বান করিতেছে, তাহাদের মন আকর্ষণ
করিবার জন্য দ্বার দেশ হইতে কাননের
শোভা দেখাইতেছে, কাননবাসি ব্যক্তি-
গণের সুখ সৌভাগ্য এপ্রকার ভাবে বর্ণনা
করিতেছে যে সহজেই লোকে তাহার
কথায় বিশ্বাস করিয়া কানন প্রবেশের জন্য
ব্যগ্র হইতেছে। এই রূপে সেই দ্বারবান
পথ হইতে অধিকাংশ যাত্রিদিগকে আপ-
নার প্ররোচন বাক্য দ্বারা কাননাভিমুখে
লইয়া যাইতেছে, কিন্তু কাহাকেও বিনা
বেতনে প্রবেশ করিতে দিতেছে না।
এই হেতু কেহ অর্থ কেহ যশঃ কেহ ধর্ম্ম
কেহ পদ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ নামধেয়
মহা মূল্য বস্তু সকল আপন আপন নিকট
হইতে তাহার হস্তে বিসর্জ্জন করিয়া প্রবেশ
করিতেছে।

কাননের চারিদিকে সুবর্ণময় চারিটি
উচ্চ মন্দির ছিল, সেই সকল মন্দির কান-
নের জাগ্রত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের আলয়,
লোক মুখে জানিলাম সেই দেবতাগণের
নাম পরদারতা, পানাসক্তি, আলস্য, ও অ-
হংকার, ইহাদের অর্চ্চনায় যাত্রিগণ অহরহ
নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহাদের প্রসন্নতা লাভ
করা সকলেরই চেষ্টা। আমি প্রথমে প-
রদারতা নামক দেবীর মন্দিরের নিকট
উপস্থিত হইয়া দেখি যে অসংখ্য নবীন
যুবক যুবতীগণ পরস্পর হস্ত ধারণ করিয়া
নবানুরাগে পরিপূর্ণ উৎফুল্ল নয়নে মন্দি-
রাভিমুখে গমন করিতেছে। মন্দিরের
মধ্য হইতে মনোহর বাদ্য ধ্বনি উত্থিত হই-
তেছে ও সকলে দেবীর প্রশংসা সূচক
নানাবিধ গীত সুস্বরে গান করিতেছে।
মন্দিরের প্রবেশ পথ লতা মণ্ডপে আচ্ছা-
দিত ছিল, হঠাৎ দূরের লোকে তাহা

গোচর করিতে পারিত না। বাস্তবিক অনতি দূরে লজ্জা নাম্নী একটা রাক্ষসীর বাস ছিল, সে ভয় দেখাইয়া অনেক অল্পবয়স্ক যাত্রীকে বিমুখ করিত, এই হেতুই উক্ত প্রকার গুপ্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আমি আশ্চর্য্যে অভিভূত হইলাম। সকলে যাহাকে দেবী বলিয়া অর্চ্চনা করিতেছিল, তাহাকে দেখিবামাত্র আমার বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। তাহার আকার ও ভঙ্গি দেখিয়া বোধ হইল যেন এপ্রকার কুৎসিত ও কুরূপা নারী আমি কদাপি দেখি নাই। কিন্তু সেই পিশাচী আপনার স্বাভাবিক কদর্য্য রূপ গোপন করিবার জন্য অতি যত্নে নানা বিধ বেশ ভূষা করিয়া কপট হাস্য বদনে এক সিংহাসনে উপবিষ্ট আছে। আমি বুঝিতে পারিলাম না, যে কি প্রকারে এই পিশাচী সকলের মন হরণ করিয়াছে, কিন্তু আমার বোধ হইল যে সেই নারীর কেবল জাদু ও মন্ত্র প্রভাবেই সকলে তাহার নিতান্ত অধীন হইয়াছিল। কারণ তাহার স্বাভাবিক কুৎসিত মলিন আকৃতি যদি বারেকও তাহার উপাসকগণের দৃষ্টি গোচর হইত, তাহা হইলে কেহই ক্ষণকালের নিমিত্তে সেই মন্দিরে পদার্পণ করিত না। আপাতত বোধ হইল যেন পিশাচীর মায়ায় বিমোহিত হইয়া সকলেই অপার সুখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু অল্প কালেই আমার এই বিষয়ের ভ্রম দূর হইল। যাহারা প্রথমে পরস্পর গাঢ় প্রণয়ে বদ্ধ ছিল তাহারদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল, যাহারা যৌবন মদে মত্ত হইয়া আপনাদের সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব করিতেছিল, তাহাদের অকস্মাৎ রূপ লাবণ্য বিলুপ্ত হইল, অকালে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল শরীর ভগ্ন ও ব্যাধিগ্রস্ত হইল। অমনি সেই মায়াবী পিশাচী তাহাদিগকে মন্দির হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলে। আমি ইহা দেখিয়া তথা হইতে ত্বরায় অপসৃত হইয়া পানাসক্তি নামক দ্বিতীয় দেবতার আলয়ে উপস্থিত হইলাম। এই স্থান আপাতত দেখিবামাত্র একটি উন্মাদ শালার ন্যায় বোধ হইল, ছোট বড় যুবা বৃদ্ধ সকলেই একত্র উন্মত্ত ভাবে মহা গোলযোগ করিতেছে। কেহ অশীতি বর্ষীয় শ্বেত-কেশ তথাপি শিশুর ন্যায় নগ্ন হইয়া পরিধেয় বস্ত্রে উষ্ণীষ বন্ধন পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে, কেহ কেহ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ভয়ানক কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেহ বা আকাশ বিহারী পক্ষিদিগকে ধরিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উড্ডীয়মান হইতে চেষ্টা করিতেছে, অপর কেহ কেহ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া স্বীয় মস্তকে বৃক্ষ পত্র রচিত মুকুট পরিধান পূর্ব্বক পৃথিবীর ঈশ্বর হইয়া বসিয়া আছেন। সকলেই এপ্রকার ভাব প্রকাশ করিতেছে যেন কাহারও কোন চিন্তা নাই, সকলেই জ্ঞান শূন্য। পথি মধ্যে যাঁহাদের ভাব ভক্তি দেখিয়া অতিশয় শান্ত প্রকৃতি জ্ঞানী ও সাধু বলিয়া আমার বোধ ছিল, তাঁহাদের অনেককেই এই স্থলে উক্ত রূপ বাল্য লীলায় মত্ত দেখিলাম। এ মন্দিরের দেবতারও ভাব চমৎকার, দেখিতে ভয়ানক স্থূলাকার, উদর স্ফীত, চক্ষু আরক্ত এবং হস্তে একটি পান পাত্র। বসিবার শক্তি নাই এই হেতু দুই জন লোক তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছে এবং তিনি নিয়তই করস্থিত পাত্র হইতে পান করিতেছেন এবং অবিলম্বেই তাহা উদ্গার করিয়া ফেলিতেছেন। এই প্রকার কাণ্ড দেখিয়া আমি এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ [illegible] অর্থ কি? কি [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]

পাত্র সম্মুখে ধারণ করিয়া কহিল, জ্ঞান কেবল দুঃখের কারণ, চেতনা যন্ত্রণা মাত্র। কিন্তু এই অমৃতের এক বিন্দু যে পান করে, তাহার জ্ঞানের সহিত সকল দুঃখ শোক দূর হয়। বাস্তবিক আমি বিশেষ করিয়া দেখিলাম যে অনেকেই এক এক বার অসহ্য দুর্ভাবনা ও মানসিক যন্ত্রণায় হঠাৎ যেন কাতর হইতেছে এবং সেই দুর্ভাবনা দমন করিবার জন্য পুনরায় অধিকতর পানে উন্মত্ত হইতেছে। তৃতীয় মন্দিরের নিকটে গিয়া আর এক প্রকার ভাব দেখিলাম, তথায় সকলই নিস্তব্ধ নির্জীব প্রায়। যাত্রিগণ নিতান্ত মৃদু গতিতে গমন করিতেছে এবং মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইয়াও অবশিষ্ট পথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, কেহ কেহ অবসন্ন প্রায় হইয়া পথের ধারেই শয়ন করিতেছে, কেহ বা পদব্রজে গমন করা নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিয়া আস্তে আস্তে যানারোহণে চলিয়াছে, এই রূপে মহা ক্লেশে যাহারা মন্দিরে উত্তীর্ণ হইতেছে, তাঁহারা প্রায় সকলেই এক এক শয্যায় শয়ন করিয়া পথ শ্রম দূর করিতেছে। আমি ইহাদের মধ্যে এতদ্দেশীয় ধনবান্ ভূম্যধিকারীদিগের অধিকাংশকেই দেখিলাম। কেহ অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে স্বপ্ন দেখিতেছেন, কেহ এক খানি পঞ্জিকা লইয়া তাহার পত্র উল্টাইতেছেন, কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও কি প্রকারে সম্মুখস্থ আহার্য্য দ্রব্য হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিবেন তাহার চিন্তায় মহা চিন্তিত আছেন। কেহ বা কি প্রকারে শয়ান থাকিয়াই সকল কার্য্য সম্পন্ন করা যায় তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন, কেহ কেহ একত্র হইয়া প্রাচীন উপকথা এবং রামায়ণের ইতিহাস কহিতেছেন, কোথাও বা কএক জন মহা চিন্তিত ভাবে বসিয়া বড়েরকিস্তির চাল ভাবিতেছেন। এই রূপে সকলেই স্থির হইয়া একই ভাবে রহিয়াছেন। তথাকার দেবতাও কুম্ভকর্ণের ন্যায় ছয় মাসের নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে জড়তা ও নিষ্কর্ম্ম নামে দুই ভৃত্য তন্দ্রালু হইয়া ঢুলিতেছে।

আলস্যের আলয় হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক তথাকার বিচিত্র ভাব মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে চতুর্থ মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এখানে আবার নূতন কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হইল। দেখিলাম উত্তম পরিচ্ছদ ধারী ব্যক্তিগণ অশেষ বিধ সুসজ্জিত যানারোহণে মহা সমারোহ পূর্ব্বক মন্দিরাভিমুখে যাইতেছে, সকলেই ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া যেন আকাশের উচ্চতার প্রতি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতেছে, এবং এক এক বার কেবল মন্দিরের উন্নত চূড়ার শোভা নিরীক্ষণ করিতেছে। মন্দিরের সুবর্ণ মণ্ডিত দ্বার-দেশে তোষামোদ ও ক্ষীণ বুদ্ধি নামক দুই অতি শিষ্ট সভ্য বিনীত ব্যক্তি সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে অহংকার দেবের নিকট লইয়া যাইতেছে। দেবতা মন্দিরের মধ্যস্থিত একটি উচ্চ সিংহাসনে গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন এবং বার বার করতলস্থিত দর্পণে স্বীয় মুখ জ্যোতি দর্শন করিয়া মনে মনে আহ্লাদিত হইতেছেন। সেবকগণ তাঁহার প্রসাদ দৃষ্টি প্রাপ্ত হইবার জন্য নিতান্ত উৎসুক রহিয়াছে কিন্তু তিনি কাহারও প্রতি চাহিয়া দেখিতেছেন না, বাস্তবিক এক জন আমাকে বলিল দেবতার এপ্রকার উন্নত ভাব যে তিনি কদাচ নিম্ন দিকে দৃষ্টি করেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে পরনিন্দা ও ঈর্ষা নাম্নী দুই কৃষ্ণবর্ণা অতি কুৎসিত যুবতী অহংকারের দুই পার্শ্বে বসিয়া সর্ব্বদাই তাহার কর্ণে চুপি চুপি কি বলিতেছে, তাহাতে অহংকার একের কথা শুনিয়া অতিশয় পুলকিত,

ও অপরের বাক্যে একেবারে বিবর্ণ ও বি-ষন্নমনা হইতেছেন, তথাপি তাঁহার দুই নারীর প্রতিই সমান প্রীতি ও সমাদর ছিল। মন্দিরস্থ যাত্রিগণ দেবার্চ্চনা করিয়া স্থানে স্থানে মহা সমারোহ করিয়া অনুচর মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছেন। অ-নুচরগণ দিবারাত্র স্ব স্ব প্রভুকে আমোদ-যুক্ত রাখিবার জন্য নানা উপায় চিন্তনে ব্যস্ত রহিয়াছে। কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ বহুরূপি সাজিয়াছে, কেহ স্বয়ং অবিকল শাখামৃগ রূপ ধারণ করিয়া নানা প্রকার কৌতুক করিতেছে, কেহ প্রভুকে আকাশ হইতে উচ্চতর বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ ভাজন হইতেছে। কিন্তু ইহা-রাই আবার ক্ষণেক পরে প্রভুর পশ্চাতে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে ও তা-হার কুযশ ঘোষণা করিয়া তাহাকে অপর যাত্রি দিগের নিকট অপমানিত করিতেছে। এই রূপে যে সকল ব্যক্তি সেই স্থানে গি-য়াছিল, তাহারা পরিশেষে সুখ ভ্রমে মহা অসুখে পতিত হইয়াছিল, অনেকেই নিতান্ত দীন ভাবাপন্ন হইয়া পলায়ন করিতেছিল। প্রমোদ কাননের যতই ভিতরে যাইতে লা-গিলাম ততই তাহা শোভাহীন হইতে লাগিল, এবং পরিশেষে দেখি যে তাহা অরণ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, এই স্থলে বিষম হিংস্র জন্তু সকল আমার দৃষ্টি গোচর হইল, এবং কিয়দ্দূরে গিয়া দেখি যে কতিপয় ব্যক্তি কএকটা বিকটা-কার হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া উ-র্দ্ধশ্বাসে বেগে পলায়ন করিতেছে, কেহ প্রাণ ভয়ে সম্মুখস্থ কূপ মধ্যে পতিত হই-তেছে, কেহ বা পলায়নে অশক্ত হইয়া জন্তু দিগের আক্রমণে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, কেহ কাতরস্বরে রক্ষার নিমিত্ত চীৎকার ধ্বনি করিয়া অরণ্যকে প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

আমি এই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে স্তব্ধ প্রায় হইলাম। অনেক দূর হইতে বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ দ্বারা বোধ হইল যেন এই সকল দুঃখাভিভূত বিপন্ন ব্যক্তিকে কাননের মধ্যে পূর্ব্বে এক বার দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদের অবস্থায় কি বিষম পরিবর্ত্তন দেখিলাম। যাহাকে পানদার মন্দিরে ক-ল্যই মনোহারিণী অসামান্য রূপ লাবণ্য সম্পন্না সুসজ্জিতা যুবতী রূপে দেখিয়াছি-লাম, এক্ষণে সে বিগত যৌবনা সমর্থ বি-হীনা কুরূপা মলিন-বসনা কৃশাঙ্গী বৃদ্ধার ন্যায় ভিক্ষার ঝুলি ও যষ্টি ধারণ করিয়া স্খলিত পদে গমন করিতেছে, এবং দারিদ্র্য নামক একটা বন্য কুক্কুর তাহার পশ্চাতে গর্জ্জন করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে, এবং বার বার কামড়াইয়া তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, নারী যাতনায় কাতর হইয়া প্রাণের দায়ে যাহার নিকট যাই-তেছে সেই ব্যক্তিই তাহার আকার প্রকারে তাহাকে ডাকিনী মনে করিয়া ভয়ে তাহা হইতে পলায়ন করিতেছে। যিনি কিছু কাল পূর্ব্বে পান মন্দিরে মহা কুতূহলে আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত ও বিহ্বল প্রায় হইয়াছিলেন, তিনি মলিন শীর্ণ কলে-বর দীর্ঘশ্মশ্রু কৌপীনধারি হইয়া স্কন্ধে ছিন্ন কন্থা ও হস্তে পানীয় শূন্য একটি ভগ্ন পান পাত্র লইয়া বাতুল প্রায় অরণ্যে নিঃ-সঙ্গ ভ্রমণ করিতেছেন। অধিকাংশ ভগ্ন কলেবর কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ভূতল শায়ী হইয়াছে এবং মৃত্যু নামক এ-কটা ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র আসিয়া একে একে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। অপর রিপু নামক এক দল প্রমত্ত হিংস্র জন্তু কাননের সর্ব্বত্র হইতে লোককে তাড়িত করিয়া এই বিপদপূর্ণ [illegible] আনয়ন করিতেছে, [illegible] চতুর্দ্দিক [illegible]

কেবল ক্রন্দনধ্বনি দীর্ঘ নিশ্বাস কাতরোক্তি উত্থিত হইতেছে এবং বন্য পশু সকল নির্ভয়ে বিহার করিয়া গর্জ্জনে দিক সকল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। আমি ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়াছিলাম সুতরাং মহা কষ্টে প্রমোদ কানন হইতে অপসৃত হইয়া পুনরায় অরণ্যের অপর যাত্রিদিগের সহিত মিলিত হইলাম। এই যাত্রি দলের মধ্যে অনেকেই মধ্যম বয়স্ক ব্যক্তি এবং তাহাদের কথোপকথন দ্বারা বোধ হইল যে তাঁহারা অর্থের অনুসন্ধানে যাইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সামান্য বাণিজ্যের প্রতি অতিশয় বিরক্ত, যাহাতে এক কালে অল্পায়াসে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হয় তাহার উপায় আবিষ্কার করিতে তাঁহারা আগ্রহের সহিত যাইতেছিলেন। কেহ কেহ মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতেছিলেন যে এই রূপে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া অরণ্যের অধীশ্বর হইবেন। তাঁহারা অরণ্যের পথ কেহই অবগত ছিলেন না সুতরাং তাহার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া এক একবার ভীত হইতেছিলেন, কিন্তু কল্পনা ও দুরাশা নাম্নী দুই অতি সুচতুরা মনোরমা নারী তাঁহাদের অগ্রসর হইয়া পথ প্রদর্শন করিতেছিল, এবং মধুর বাক্যে আশ্বাস প্রদান করিয়া তাঁহাদের সকল ভয় দূর করিতেছিল। পরে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া দুরাশা অঙ্গুলি দ্বারা দূরস্থিত অতি অপূর্ব্ব এক সুবর্ণময় তেজঃপুঞ্জ উজ্জ্বল ক্ষেত্র যাত্রিদিগকে দেখাইলেন, ক্ষেত্রের মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া সকলে একেবারে বিস্ময় রসে অভিভূত হইল, কেহ, উল্লাসে মত্তপ্রায় হইল। পরে দুরাশা কহিলেন সম্মুখে এই ক্ষেত্রের নাম স্বর্ণভূমি মরীচিকা ঐ স্থানেই উত্তীর্ণ হইলে তোমাদের কামনা সফল হইবেক। তদনন্তর দুরাশা যাত্রিদিগকে আশ্বাসিত ও পথ শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত সেই মরীচিকার বিবরণ কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন যে এই স্থান কেবল স্বর্ণ রজতে পরিপূর্ণ, যাহার যত ইচ্ছা সে এখান হইতে তত অর্থ আহরণ করিতে পারিবে। যাত্রিগণ! তোমারদের আর অধিক দূর যাইতে হইবেক না, তোমরা এক্ষণে উৎসাহের সহিত সত্বরে চল, ঐ সকল বৃক্ষের ফলে তোমাদের ক্ষুধা শান্তি হইবেক, ঐ অমৃত বারিপূর্ণ সরোবরে তৃষ্ণা দূর হইবে। যাত্রিরা পথ শ্রমে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সম্মুখে অপূর্ব্ব সুবর্ণ ক্ষেত্র দর্শন করিয়া উল্লসিত চিত্তে স্ফূর্ত্তির সহিত গমন করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ যতই অগ্রসর হইল ততই যেন সেই সুবর্ণ ক্ষেত্রটি আরও দূরস্থ হইতে লাগিল। অবশেষে তাহারা একটি ভয়ানক মরুভূমিতে আসিয়া পড়িল, যাহা দূর হইতে অতি মনোরম সুবর্ণ ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহা কেবল শুষ্ক বালু ভূমি মাত্র দৃষ্ট হইল। এই সময়ে কল্পনা ও দুরাশা যাহারা অগ্রগামি হইয়া যাত্রিদিগকে পথ প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাঁহারা হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করিলেন। যাত্রিগণ পথ ক্লান্ত আশায় বঞ্চিত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া একেবারে অবসন্ন প্রায় হইল। এমত সময়ে এক প্রবল ঘূর্ণা বায়ু উত্থিত হইয়া মরুভূমির দিগন্তব্যাপি বালুকা রাশি উৎক্ষিপ্ত করিল এবং তাহাতেই যাত্রিগণ তথায় বদ্ধশ্বাস ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই স্থানে অরণ্যের অতি ভীষণ মূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হইল অসংখ্য ব্যক্তি দেখি মৃত্যু শয্যায় পতিত রহিয়াছে, দূর হইতে দুর্নাম কুযশ নামক হিংস্র পশু সকল গর্জ্জন করিতে করিতে এই সকল মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে আসিতেছে এবং ঘোর

কুজ্ঝটিকাতে স্থানটি আবরণ করিয়াছে। আমি সত্বর অন্য পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পলায়ন করিলাম এবং বোধ হইল যেন অরণ্য হইতে বহির্গমন না করিলে নিস্তার নাই। আমি প্রায় অরণ্যের প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইয়াছি এমত সময় একটি শুক্ল কেশধারী বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে নিতান্ত ত্রস্ত ও পলায়নপর দেখিয়া আশ্বাসিত বাক্যে আহ্বান করিল। আমি তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তি হইলাম তাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক কহিলেক, অহো অল্প বুদ্ধি যুবা! তুমি কি সাহসে একাকী এই ভয়ানক স্থানে গমন করিয়াছিলে, যৌবনের মত্ততায় কি তুমি কাহারও পরামর্শ না লইয়া এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছ, এই রূপেই তোমার ন্যায় কত শত দুর্ভাগ্য ব্যক্তি এই স্থানে বিচরণ করিতে আসিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সকল বিষয়েরই ভাল মন্দ আছে, সকল বস্তুরই সার ও অসার ভাগ আছে, সকল পন্থারই উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, এই অরণ্যে তুমি অনেক পথ দেখিতে পাইবে কিন্তু তাহার কেবল একটি মাত্র পথই প্রকৃত সুখের পথ, ইহার নাম জ্ঞান বর্ত্ম, জ্ঞান নদ নামক দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই পথ দিয়া মহা মহা পণ্ডিত ও উপাধি বিশিষ্ট বিদ্যাবান ব্যক্তিগণ প্রবেশ করেন এবং তাঁহারা অশেষ বিধ জ্ঞানের ব্যাপার অবলোকন করিয়া নির্ম্মল শান্তি লাভ করেন। অন্য পথের সহিত এই জ্ঞান পথের তুলনাই হয় না। পূর্ণ চন্দ্রের কলঙ্ক থাকাতে যেমন তাহার শোভা অধিকতর মনোহর হইয়া থাকে, সর্পের মস্তকে মাণিক্যের উৎপত্তি হেতু যেমন মাণিক্যের মূল্য অধিক হইয়াছে, আতপ যেমন ছায়ার নিকট বর্ত্তমান থাকিলে উজ্জ্বলতর প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ এই জ্ঞান পথ অপরাপর নিকৃষ্ট প্রথের সন্নিকর্ষ থাকাতে তাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য কেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে, তুমি অরণ্যের কুপথ সকলেই ভ্রমণ করিয়া ক্লেশ ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে এই সুন্দর প্রশান্ত পথ অবলম্বন কর, তাহা হইলেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক। আমার পুনরায় অরণ্য প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল না তথাপি এই গম্ভীরাকৃতি বৃদ্ধের উপদেশে তাঁহার প্রদর্শিত পথে পদার্পণ করিলাম। কএক পদ গমন করিয়া সেই স্থানের পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া আমার বিশেষ আহ্লাদ উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, পথ সকল সুপরিষ্কৃত, পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণী বদ্ধ রূপে ভিন্ন ভিন্ন উপবন সকল রহিয়াছে, ইহাদের দ্বার দেশে এক এক খানি কাষ্ঠফলকে নামাঙ্কিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে নিস্ফল-বিজ্ঞান, স্বাধীন তন্ত্র, মত সার, ধর্ম্ম ভ্রম ইত্যাদি কতিপয় নাম আমার দৃষ্টি গোচর হইল। অসংখ্য ব্যক্তি এক এক খান গ্রন্থ হস্তে করিয়া কথোপকথন করিতে করিতে পুলকিত চিত্তে ভিন্ন ভিন্ন উপবনে প্রবেশ করিতেছে। অনেকের পরিধেয় বস্ত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন, বিদ্যাবাগীশ ইত্যাদি নাম লিখিত রহিয়াছে। কেহ কেহ স্বীয় পরিচ্ছদে বর্ণমালার সমুদায় অক্ষরই একাদিক্রমে অঙ্কিত করিয়াছেন, আমি একটি দলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিস্কল-বিজ্ঞান নামক উপবনে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে এ প্রকার ব্যাপৃত রহিয়াছে যে কেহ কাহারও সহিত সম্ভাষণ করিতে অবকাশ পায় না। কেহ রাশীকৃত পুস্তকের মধ্যে বসিয়া ক্ষুৎপিপাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অহর্নিশি এক মনে পাঠ করিতে-

ছেন। কেহ কেহ অনেক অনুসন্ধানের পর মনুষ্যের স্বভাব ও আচরণে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ও বিরাগযুক্ত হইয়া অবশেষে স্বজাতির সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতিপয় পশুর সহিত সহবাস করিতেছেন ও অতি যত্নে তাহাদের সংস্কার ও প্রকৃতি অভ্যাস করিতেছেন। কেহ অরণ্যের নূতন পথ আবিষ্কার করণার্থ একটি সংকীর্ণ জটিল বর্ত্মে প্রবৃত্ত হইয়া অবশেষে তাহা হইতে বাহির হইতে পারিতেছেন না। কেহ কতক গুলি অঙ্ক পুস্তকে পরিবেষ্টিত হইয়া সম্মুখস্থ এক খানি গণনার পত্রে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন, জিজ্ঞাসায় জ্ঞাত হইলাম যে তিনি জ্যোতিৰ্গণনা দ্বারা পৃথিবীর আশু প্রলয় অবধারণ করিয়াছেন, এবং কি প্রকারে সেই প্রলয় উপস্থিত না হয় তাহারই উপায় চিন্তনে ব্যস্ত রহিয়াছেন। কেহ যাহাতে চন্দ্র লোকে গমনাগমন করা যায় তাহার নিমিত্ত এক যন্ত্র রচনা করিতেছেন। পরে আমাকে কুতূহল যুক্ত দেখিয়া তিনি সদর্পে কহিলেন, জ্ঞানের অসাধ্য কিছুই নাই, লোকে স্বভাবকে বলবান কহিয়া থাকে কিন্তু বিজ্ঞান তাহা হইতেও অধিক প্রবল। বিজ্ঞান দ্বারা আমরা প্রকৃতির নিয়ম অবধারণ করি এবং সেই নিয়মের অনুধাবনে আবার প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারি। বিজ্ঞানের প্রভাবে মনুষ্য ইচ্ছা করিলে আপনাকে দেবতুল্য করিতে পারে, এমন কি নূতন সৃষ্টি রচনা করিতেও সমর্থ হয়। চন্দ্র লোকে গমনাগমনার্থ যে ব্যোমযান আমি প্রস্তুত করিতেছি, তাহাতে মনুষ্যের রাজ্য দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইবেক; এবং ক্রমে তদ্দ্বারা অপরাপর লোকে অনায়াসে মনুষ্যের গতি বিধি হইতে পারিবে। জ্যোতির্ব্বিদের এই কথা আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইল কিন্তু ভাবিলাম যে আমার নিতান্ত অনভিজ্ঞতা হইতেই এই প্রকার অনুভব হইতেছে। যাহা হউক আমি জ্ঞান-হীন বিস্ময়-বিমোহিত ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলাম। অনতি দূরে গিয়া দেখি যে একটি কুটীর মধ্যে অতি শীর্ণকায় এক জন বৃদ্ধ নানাবিধ বিচিত্র যন্ত্র ও বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ লইয়া অগ্নিতে কত প্রকার পরীক্ষা করিতেছে। আমি ইঁহার অনবরত অপ্রতিহত পরিশ্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এবং অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে সকল ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করাই ইঁহার এক মাত্র উদ্দেশ্য। পরে জানিলাম যে বৃদ্ধ সর্ব্বত্যাগী হইয়া অনবরত দ্বাদশ বৎসর এই রূপ পরীক্ষায় রত রহিয়াছে, কিন্তু কত দিনে যে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবেক, তাহা কেহই বলিতে পারে না। আমি এই সকল নিরর্থক পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময় ও ক্ষোভ যুক্ত মনে উপবন হইতে নিঃসৃত হইলাম এবং চিন্তিত ভাবে গমন করিতে করিতে আর এক বিচিত্র স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানের নাম সম্ভ্রম এখানে এক একটি সম্প্রদায় এক এক ব্যক্তির অধীন হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে, এই সকল সম্প্রদায়ের নাম তর্কসার, ছদ্মসার, কুৎসসার, ইহারা আপন আপন প্রতিষ্ঠিত বর্ত্মের অনুসরণ পূর্ব্বক গমন করিতেছে। তর্কসার সম্প্রদায় মহা কোলাহল ও বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে অতি সমারোহ পূর্ব্বক প্রখরবুদ্ধি নামক তাহাদের উপাস্য দেবতাকে স্কন্ধে লইয়া যাইতেছে। ছদ্মসার গণ সকলেই বহুরূপ, প্রতি ক্ষণেই আপন আপন পরিচ্ছদ ও আকৃতি এ প্রকার পরিবর্ত্ত করিতেছে, যে তাহাদের কাহাকেও

চিনিতে পারা যায়না। এবং তাহারা এই রূপে লোকের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া আপনাদের সুবিধা অনুসারে সকল দলেই মিলিত হইতেছে এবং সকলের নিকট সমাদর পাইতেছে; কিন্তু তাহাদের ছদ্মবেশ একবার খুলিয়া পড়িলেই লোকে তাহাদিগকে অপমানিত করিয়া স্ব স্ব দল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছে। কৃৎস্নসার সম্প্রদায় মধ্যে অনেক প্রকার ব্যাপারই দৃষ্টিগোচর হইল। কতক গুলি ব্যক্তি এক স্থানে একত্র হইয়া একটি জীবন্ত মনুষ্যকে (১) দেবতা রূপে অর্চনা করিতেছে ও তাহাকে অমর জ্ঞান করিয়া অতি ভক্তি ভাবে তাহার কথা দেব বাক্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতেছে। কোথাও কেহ কেহ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া আপন দৈব শক্তি প্রকাশ করিতেছেন, কেহবা কৌশল করিয়া লোকের নিকট বিস্ময়কর বিচিত্র ব্যাপার সকল দেখাইতেছেন, এবং রূপে তাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন। সকল সম্প্রদায়েতেই পরস্পরের নিন্দা ও স্ব স্ব প্রশংসা ঘোষণা করিতেছে এবং কখন কখন দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি এই স্থানে আগমন করিবার সময় ইহাকে শান্তির আস্পদ বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু এই গোলযোগ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম এবং দেখিলাম যে অনেকেই অসন্তুষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্মুখস্থ স্বাধীনতন্ত্র নামক উপবনে প্রবেশ করিতেছে; আমিও তাহাদের পশ্চাৎগামী হইলাম। এই উপবনে বিস্তর লোক স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছে, কেহ কাহারও অধীন নহে, কোন নিয়মে বদ্ধ নাই, সকলেই কেবল সুখের উদ্দেশে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। কেহ কেহ সাধারণকে উপবনের উৎকর্ষতা বুঝাইবার নিমিত্ত সুমধুর বক্তৃতায় উপদেশ দিতেছেন; এবং গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, যতক্ষণ আমোদ ততক্ষণই জীবন। এই উপদেশে সকলে উৎসাহিত হইয়া পৃষ্ঠদেশ হইতে কর্ত্তব্য নামক এক একটি বোঝা নিক্ষেপ করিল, এবং স্বচ্ছন্দ শরীর হইয়া ইন্দ্রিয় নামে একটি দ্বার দিয়া উপবনের অপর প্রান্তে গমন করিল, তথায় দেখিলাম যে তাহারা একটি গুপ্ত পথ দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রমোদ কাননাভিমুখে যাইতেছে। সেই কানন পুনরায় এখান হইতে দৃষ্টি গোচর হওয়াতে আমার হৃৎকম্প হইল। এবং কি রূপে যে অতি বিপরীত পথদ্বয় অবশেষে সংমিলিত হইয়াছে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমি সত্বর সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম এবং কিছু দূর গমন করিয়া একেবারে ভয়ঙ্কর সাগর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এখানে দেখি অনেক লোক অতি দীন বেশে ম্রিয়মাণ ও চিন্তিত ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা এক এক বার অসীম সাগরের প্রতি, এক এক বার পশ্চাতের নিবিড় অরণ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, এবং সমুদ্র তরঙ্গে অসংখ্য লোক ভাসিয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইতেছে। কি প্রকারে পার হইবে এই ভাবনায় সকলেই অভিভূত। কেহ কেহ ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে, এবং নিকটস্থ তমোময় গুহা নিবাসী অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট জীর্ণ কলেবর নৈরাশ নামক এক ব্যক্তির দ্বারে গিয়া শরণাপন্ন হইতেছে। নৈরাশ তাঁহা সে-

(১) তিব্বত দেশীয় প্রধান লামা।

বক আত্মগ্লানির নিকট হইতে তাহাদের পরিচয় লইয়া আপনার চিন্তা ভারাবনত মস্তক উত্তোলন করিল, এবং আগন্তুকদিগকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেক, হা দুর্ভাগাগণ! দেখিতেছি তোমরা এই অরণ্যে অনেক ক্লেশ পাইয়াছ, কিন্তু আমি নিমেষে তোমাদের সকল ক্লেশ সকল চিন্তা দূর করিব। দীর্ঘ কালের রোগ জনিত শারীরিক যন্ত্রণা যেমন ক্ষণকালের অস্ত্র চিকিৎসায় আরোগ্য হয়, সেই রূপ তোমাদের বহুকালের ক্লেশ স্বল্প ক্লেশেই শান্তি হইবেক। এই কথা কহিয়া নৈরাশ নিজ গুহা হইতে রজ্জু, শাণিত অসি, বন্দুক ইত্যাদি নানা প্রকার অস্ত্র বাহির করিল এবং তাহাদিগকে তন্মধ্যে বাছিয়া লইতে আদেশ করিল। কেহ সাহস পূর্ব্বক রজ্জু বা অস্ত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদের প্রাণ নাশ করিল। কেহ কেহ বা তাহা দেখিয়া ভয়ে পুনরায় সাগর তটে প্রত্যাগমন করিল। আমি এই সকল ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ক্ষণেক চিন্তা করিতেছিলাম এমত সময়ে আমার পূর্ব্ব সম্ভাসিত যুবা পুরুষ দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল, এবং আমাকে মৃদু স্বরে কহিল আপনি সম্মুখে যে সাগর দেখিয়া ভীত হইতেছেন, ইহার নাম অনন্ত কাল, সকল মনুষ্যকে এই সাগর পার হইতে হইবেক এবং যিনি যে প্রকার সম্বল লইয়া উপস্থিত হইবেন, তাঁহার তদ্রূপ পার হইবার সুবিধা হইবেক। অনেকে নিঃসম্বলে পার হইতে গিয়া স্রোতে ভাসিয়া যায় এবং অতি দুরন্ত মহা সঙ্কট পূর্ণ স্থানে অবশেষে উপস্থিত হয়। অনেকে কি প্রকারে সন্তরণ করিতে হইবেক তাহা কিছুই শিক্ষা না করিয়া আইসে, এই হেতু তাহারা বিপথে পতিত হয়। কিন্তু যাহারা মস্তকোপরি অতি উচ্চ আকাশস্থ নির্ম্মল প্রভাযুক্ত উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্রের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া সন্তরণ করে, তাহারা নির্ভয়ে পর পারস্থ দর্শনাতীত সুখ ধাম প্রাপ্ত হয়। যুবা এই কথা বলিলে পর অরণ্যের বিচিত্র ব্যাপারের বিষয় যেমন আমি জিজ্ঞাসা করিতে যাইব অমনি অন্তর্দ্ধান করিল।

হিত কথা।

যিনি নির্ব্বিশেষে সকলের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তিনি শেষে কাহারও প্রিয় হইতে পারেন না। বাস্তবিক সংসারে যাহা শ্রেয় তাহা সকলের প্রিয় নহে, যাহা ধর্ম্ম তাহা অনেকের নিকট কেবল কষ্ট মাত্র; যাহা উচিত তাহা অনেকেরই পক্ষে ঈপ্সিত নহে। সুতরাং কর্ত্তব্য কার্য্য এবং প্রিয়কার্য্য অনেক স্থলে সমান নহে। যাহা কর্ত্তব্য তাহা অনেকের প্রিয় নহে, যাহা প্রিয় তাহা হয় তো কর্ত্তব্য নহে। লোকের প্রিয় হইব বলিয়া যিনি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনি শীঘ্র আপনার অভিপ্রায় সাধনে নৈরাশ যুক্ত হন। উপরোধ বা অনুরোধে ধর্ম্মানুষ্ঠান হয় না। কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করাই প্রকৃত ধর্ম্মের চিহ্ন।

যাহারা সংসার বা মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা তাহাতে নানা বিঘ্ন দেখিতে পায়।

কোন কার্য্যের সদসৎ বিবেচনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেক, পিতৃ পিতামহের অনুষ্ঠিত বলিয়া কোন কার্য্য কদাপি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট হইতে পারেনা। যাহা সত্য তাহা চিরকালই সত্য তাহা মনুষ্য কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত না হইলেও কখন পরিত্যাজ্য

হইতে পারেনা। আর যাহা গর্হিত ও অধর্ম্ম তাহা পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত ও সেবিত হইলেও কদাপি উৎকৃষ্ট ও সেবনীয় হইতে পারে না। যিনি সদসৎ বিবেচনা না করিয়া প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করেন, তিনি কেবল স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অন্ধ হইয়া অন্ধের দ্বারা নীত হইতে চান। প্রথমাবধি সত্যের প্রতি প্রীতি করিবেক এবং পবিত্রতাকে আলিঙ্গন করিবেক। যাহা সত্য তাহা যেন প্রিয় হয়, যাহা কর্ত্তব্য তাহা যেন ঈপ্সিত হয়। সংসারে ধর্ম্মের সহিত প্রবৃত্তির একটি ভয়ানক বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়। লোকে ইচ্ছা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য সাধন করিতে চাহে না; না করিলেই নয় এই হেতুই তাহা অনেকে করিতে বাধিত হয়। কিন্তু যিনি আহ্লাদের সহিত প্রিয়কার্য্য বলিয়া তাহা পালন করেন, তিনিই সাধু।

সংসারে বিষয়ের কোলাহলে চতুর্দ্দিকই পূর্ণ রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভন অনবরতই আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, প্রবৃত্তি সকলও প্রবলতর রূপে বিষয় তৃষ্ণাতুর হইয়া ধাবিত হইতেছে। বিষয়ের ফল প্রত্যক্ষ ফলিতেছে। ধর্ম্মের ভাব ইহার বিপরীত। ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে ত্যাগ স্বীকার কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, ধর্ম্মের আদেশ বলবৎ করিতে হইলে প্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে হয়। ধর্ম্মের ফল আশু প্রাপ্ত হওয়া যায় না, হয় তো ইহকালের মধ্যে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। বিষয়ের বাহ্যিক গৌরবের সীমা নাই, ধর্ম্মের ভাব শান্ত বিনীত, ধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব ও মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় এমত লোক অতি বিরল। সুতরাং সামান্যতঃ লোকে ধর্ম্মকে বিষয়ের অধীন করিয়া চলে। বিষয়কে ধর্ম্মের অনুগামী করা অল্প আয়াসের কর্ম্ম নহে। যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন, তিনি বাহিরের বস্তুতে তাঁহার ফল প্রত্যাশা করেন না, ধর্ম্মানুষ্ঠানে ধর্ম্মই তাঁহার পুরস্কার। মনুষ্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের দ্বারা পশুদিগের সহিত শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হেতু দেবতাদিগের সহিত তুল্য হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তি কেবল বিষয় ভোগে ভুলিয়া থাকে সে শুদ্ধ পশু বৃত্তি পালন করে, ঈশ্বর তাঁহাকে যে উন্নত অধিকার দিয়াছেন, তাহা সে দুর্ভাগ্য জানিতে পারিল না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১১৭

যিনি ভূমা, যিনি মহান, তিনি সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই; মহান্ পদার্থই সুখ-স্বরূপ; অতএব তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

মনুষ্যের মন ক্ষুদ্র পদার্থে কখনই সুখী হইতে পারে না। যাঁহারা মহৎ মান, বিপুল যশ, মহদায়তন ভূমি ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভের নিমিত্ত অতীব যত্নবান্, তাঁহারা অবগত নহেন যে যিনি প্রকৃত মহীয়ান্; যাঁহার তুলনায় অন্য সকল পদার্থই কণীয়ান্; যিনি পরাৎপর, একমাত্র, ধ্রুব, অনন্ত পদার্থ; সেই ভূমা পদার্থ প্রাপ্তি ব্যতীত তাঁহার সুখের ইচ্ছা কখনই চরিতার্থ হইতে পারে না; অতএব তাঁহাকেই অন্বেষণ করিবেক, তাঁহাকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। মনুষ্যের আত্মা অতি মহৎ, সে এই মর্ত্ত্য-লোকের অধম পদার্থে কদাপি তৃপ্ত হইতে পারে না। গগন বিহারী

উৎক্রোশ পক্ষী, যে আকাশ মণ্ডলের মহোচ্চ প্রদেশে বিচরণ করে, সে কি পর্ব্বত-গুহা মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া সুখী হইতে পারে? না গম্ভীর সমুদ্র শায়ী অতি বৃহৎ তিমি মৎস্য মনুষ্য খাত ক্ষুদ্র হ্রদে অবস্থিতি করিয়া সন্তোষামৃত লাভ করিতে পারে? যিনি অনন্ত সুখের আকর, তিনিই কেবল আত্মার স্পৃহাকে পরিপূর্ণ করিতে পারেন।

১১৮

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্। তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। আচার্য্য উত্তর করিলেন, তিনি আপনার মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন।

পরমেশ্বর নিরবলম্ব, স্বতন্ত্র ও মুক্ত-স্বভাব। অন্য সকল বস্তু যেমন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, তাঁহারই উপর নির্ভর করিতেছে, তিনি তদ্রূপ কাহাকেও অবলম্বন করিয়া স্থিতি করেন না। এই বিশ্ব-রূপ-শৃঙ্খল তাঁহাতে আবদ্ধ থাকিয়া লম্বমান রহিয়াছে, তিনি একমাত্র শঙ্কু-স্বরূপ হইয়া তাহা ধারণ করিয়া আছেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই আবদ্ধ নহেন, তাঁহাকে কেহ ধারণ করিয়া রহে নাই। সেই নিরবলম্ব পূর্ণ ব্রহ্ম স্বকীয় মহিমাতেই অবস্থিতি করিতেছেন; আপনাতে আপনিই নিত্য রহিয়াছেন; তাঁহার কেহ জনকও নাই এবং তাঁহার কেহ আশ্রয়ও নাই।

১১৯

তিনি অধোতে, তিনি ঊর্দ্ধেতে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি উত্তরে। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি অদ্য আছেন, পরেও থাকিবেন।

কি ঊর্দ্ধে, কি অধোতে, কি পশ্চাতে, কি সম্মুখে, কি দক্ষিণে, কি উত্তরে আমারদিগের চতুর্দ্দিকে সকল স্থানেই তিনি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। আমরা যদি পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করি, সেখানেও তিনি বিরাজমান; আমরা যদি গভীর সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করি, সেখানেও তিনি বর্ত্তমান। দিবাকরের মধ্যাহ্ন কালের কিরণে যেমন তিনি স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন, তদ্রূপ তামসী বিভাবরীর অন্ধতম তিমিরেও জাজ্বল্যমান রহিয়াছেন। সকল স্থানেই তাঁহার রাজ্য সকল স্থানেই তাঁহার দৃষ্টি। যেমন তিনি সর্ব্বদেশ-ব্যাপী, তেমনি তিনি সর্ব্বকাল বিদ্যমান। তিনি যেমন ইহ কালের নিয়ন্তা, তেমনি পরকালেরও নিয়ন্তা; তিনি অদ্যও আছেন, পরেও থাকিবেন।

১২০

যিনি এক এবং বর্ণহীন এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি-যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন।

নানা বর্ণের সৃজন কর্ত্তা সেই যে এক পরমেশ্বর, তিনি স্বয়ং বর্ণহীন হইয়াও নিষ্পাপ জ্ঞানিদিগের নিকটে জাজ্বল্যমান প্রকাশ রহিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাকে এই অনন্ত বিশ্বের তাবৎ ঘটনার নিয়ন্তা, সকল

কাম্য বস্তুর প্রেরয়িতা, সমুদায় সুখ সৌভাগ্যের বিধাতা রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানেন এবং নিষ্কাম হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন। তাঁহার নিকটে তাঁহাদিগের কিছুই প্রার্থনা নাই, কেবল তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্তে শুভ বুদ্ধির প্রার্থনা।

১২১

তিনি সংসার, কাল এবং সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সুতরাং ভিন্ন; যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তিনি ধর্ম্মের আকর, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে সেই মঙ্গল স্বরূপ এক মাত্র পরিবেষ্টাকে জানিয়া জীব প্রত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

এই জগৎ সংসারে যে কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে, তাহার মত তিনি কিছুই নহেন; তাঁহার সহিত কাহারও উপমা হয় না। না তিনি বাহ্য বিষয়ের মত, না তিনি অন্তরস্থ মনেরই মত। তিনি বিষয় ও মন সকলেরই সৃষ্টি কর্ত্তা, সুতরাং তিনি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ এবং সকল হইতে ভিন্ন। তিনিই মনুষ্যের আত্মাতে ধর্ম্ম-শাসন সংস্থাপন করিয়াছেন, সুতরাং যে মহাত্মা তাহা যত্ন পূর্ব্বক পালন করেন, তিনি অতি উৎকৃষ্ট আত্ম-প্রসাদ লাভ করেন এবং তাঁহার আত্মা পবিত্র স্বরূপের প্রিয় আবাস-স্থল হয়, যদিও কদাচিৎ মোহান্ধতা প্রযুক্ত তাঁহার পদ ধর্ম্ম-ভূমি হইতে স্খলিত হয় এবং তিনি পাপ-পঙ্কে পতিত হয়েন, তথাপি যন্ত্রাপিত চিত্তে সেই পরম মঙ্গলালয়ের শরণাপন্ন হইলে তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন এবং তাঁহার আত্মাতে প্রার্থনীয় স্বাস্থ্য ও শান্তি প্রদান করেন।

১২২

তিনি বিশ্ব-কর্ত্তা, বিশ্ব-বেত্তা, সকল আত্মার স্রষ্টা, প্রজ্ঞাবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্ ও সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জড় কি জীব তাবতের প্রতিপালক, সর্ব্ব গুণের মহেশ্বর এবং সংসারের স্থিতি, বন্ধ ও মোক্ষের হেতু।

তিনি সকলের স্রষ্টা সকলের পালক, সকলের প্রভু। কোন বস্তু তাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে পারেনা। তাঁহারই শাসনে জীবাত্মা শরীরে বদ্ধ আছে এবং সংসারে বিচরণ করিতেছে এবং পরিশেষে তাঁহারই প্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়া সংসার-মোহ হইতে মুক্ত হইবে।

১২৩

তিনি চৈতন্যময়, মরণধর্ম্ম রহিত এবং সর্ব্বস্বামীরূপে সম্যক্ স্থিতি করিতেছেন, তিনি প্রজ্ঞাবান্; সর্ব্বত্র গামী এবং এই জগতের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত বিশ্ব শাসনের আর অন্য হেতু নাই। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

আমাদিগের আত্মাতে যে বুদ্ধি প্রকাশ পাইতেছে, সে তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনিই আমাদিগের আত্মাতে বুদ্ধি বৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন এবং ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। তিনিই আচার্য্য স্বরূপ হইয়া অহরহ আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন এবং পরম কল্যাণকর পথ প্রদর্শক হইয়া অল্পে অল্পে আপনার নিকটবর্ত্তী করিতেছেন। সেই পরম প্রেমাস্পদের সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্রার্থী হইয়া আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই। তিনি আমাদিগের মঙ্গলময় পরম পিতা, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্যই আমাদিগকে এই সংসারের শোক তাপ পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আপনার সঙ্গী করিয়া লইবেন।

১২৪

সেই এই ব্রহ্মের নাম সত্য। তিনি নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় ও শান্ত। তিনি অনিন্দনীয়, নির্লিপ্ত ও মুক্তির পরম সেতু এবং দগ্ধ দারু নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান।

সেই এই অতি দুরস্থ এবং অতি নিকটস্থ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের নাম সত্য; যেহেতু তিনি সত্য স্বরূপ। তিনি এতদ্রূপ সত্য, যে সেই সত্যকে অবলম্বন করিয়া এই সমুদায় জগৎ সত্য হইয়াছে; তিনি সত্যের সত্য। এই সমুদায় জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, যাঁহার ইচ্ছাতে এই সকল হইয়াছে এবং যাঁহার ইচ্ছাতে এই সকল রহিয়াছে, তিনি কেমন সারবান্ বস্তু! ফেন ও বুদ্বুদ্ অপেক্ষা সমুদ্র অবশ্য স্থায়ী পদার্থ, কিন্তু সমুদ্রকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কেমন স্থায়ী পদার্থ! তৃণ লতা বৃক্ষ অপেক্ষা পৃথিবী অবশ্য স্থায়ী পদার্থ, কিন্তু এই পৃথিবী যাঁহা হইতে হইয়াছে, তিনি কেমন স্থায়ী পদার্থ। হা! আমরা কি মূঢ়! যিনি সকলের সার, নিত্য সত্য পদার্থ, তাঁহাকে আমরা ছায়া তুল্য জ্ঞান করিতেছি। যিনি জ্যোতির জ্যোতি, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, সত্যের সত্য, তাঁহাকে আমরা শূন্য প্রায় দেখিতেছি। এই জগৎরূপ স্তম্ভহীন মনোহর অট্টালিকা শূন্য নহে; ইহা আমাদিগের পরম দেবতার আবাস-মন্দির, তাঁহার দ্বারা সম্যক রূপে ইহা পূর্ণ রহিয়াছে।

তিনি এক মাত্র, প্রজ্ঞানঘন; তাঁহার অবয়ব নাই, তাঁহার অংশ নাই, তাঁহার কোন পরিমাণ নাই। তিনি অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলময় নিয়ম সকল স্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ এই সংসার নির্ব্বাহ নিমিত্তে যাহাকে যে কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, সে তাহা প্রাণপণে বহন করিতেছে; আপনি সকলের অধিপতি হইয়া নিয়ন্তৃ রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার শাসনে সূর্য্য উদয় হইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, বৃক্ষ ফলবান হইতেছে, মনুষ্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছে। তাঁহার স্বয়ং কোন কর্ম্ম করিতে হয় না, তাঁহার স্বয়ং কোন আয়াস লইতে হয় না; তিনি নিষ্ক্রিয় ও শান্ত; তাঁহার ইচ্ছা মাত্র এই সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার এক ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। তিনি সংসারের কর্ত্তা অথচ সংসার হইতে অতীত; তিনি স্বয়ং সাংসারিক কোন কর্ম্মে লিপ্ত নহেন, তিনি নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। তিনি পূর্ণ-স্বরূপ, তাঁহার স্বরূপে দোষ নাই, তিনি নিরবদ্য, অনিন্দনীয়। সেই অমৃতের শরণাপন্ন হইলে মৃত্যু ভয় থাকে না, তিনি

অমৃতের পরম সেতু। যাঁহারা তাঁহাকে জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান, তাঁহারা তাঁহাকে সর্ব্বত্র জ্বলন্ত অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান দেখেন, তাঁহার ন্যায় প্রকাশবান বস্তু আর দ্বিতীয় দেখেন না।

১২৫

তিনি এই লোক ভঙ্গ নিবারণার্থ সেতু-স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন, এই সেতু স্বরূপ পরব্রহ্ম অহোরাত্রের পরিচ্ছেদ্য নহেন এবং জরা মৃত্যু শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না।

তিনি নিত্য বস্তু; তিনি অমুক দিবসে জন্মিয়াছিলেন, এত দিন বর্ত্তমান আছেন, অমুক দিবস পর্য্যন্ত থাকিবেন, এ প্রকার অহোরাত্র দ্বারা তাঁহাকে পরিমাণ করা যায় না। তিনি নির্ব্বিকার; সুতরাং জরা শোকও তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে না। যিনি কালের সৃষ্টিকর্ত্তা ও আশ্রয় এবং নিয়ন্তা, কাল তাঁহাকে কি প্রকারে অতিক্রম করিবেক? যাঁহার শরণাপন্ন হইলে জরা মৃত্যু ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, সেই অমৃত স্বরূপকে জরা মৃত্যু কি প্রকারে অধিকার করিবেক?।

১২৬

যে পরমাত্মা পাপশূন্য এবং অজর, অমর, অশোক ও ক্ষুৎ-পিপাসা বর্জ্জিত, এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্পঃ তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহাকেই বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা করিবে। যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়।

আমরা অপূর্ণ, ভ্রান্ত, পাপাক্রান্ত জীব হইয়া যে সেই পাপশূন্য পরিশুদ্ধ পরিপূর্ণ স্বভাবকে জানিতে পারি, ইহা আমাদিগের সামান্য সৌভাগ্য নহে। কিন্তু তাঁহাকে জানিতে হইলে আমারদিগের মনে একান্ত ইচ্ছা, যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক করে। তৃষিত মৃগ যেমন জল অন্বেষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার প্রার্থী হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে এবং করতল ন্যস্ত ফল যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ তাঁহাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নিঃসংশয় রূপে অতি নিকটস্থ করিয়া জানিতে ইচ্ছা করিবেক। সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বহু অন্বেষণ পরে তাঁহাকে আপনার নির্দ্দোষ জ্যোতির্ম্ময় আত্মার অভ্যন্তরে আত্মার আত্মা, প্রাণের প্রাণ সকলের কারণ ও আশ্রয় রূপে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ জানিতে পারিলে তৃষ্ণার্ত্ত মৃগ যেমন জল পাইলে পরিতৃপ্ত হয়, তদ্রূপ তিনি পরিতৃপ্ত হয়েন; তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হয় ও ভুরাদি সকল লোকের সুখ প্রাপ্তি হয়; তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া সকল আনন্দ উপভোগ করেন।

১২৭

ব্রহ্মের নাম আকাশ। তিনি নাম রূপের নির্ব্বাহ কর্ত্তা, এবং সেই নামরূপ যাঁহা হইতে ভিন্ন তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত।

মন যখন ব্রহ্মের সেই অনন্ত ভাব অনুভব করে, বাক্য তখন তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া তাঁহার নাম আকাশ দেয়। বাস্তবিক তাঁহার কোন নাম নাই, এবং রূপও নাই; নামরূপ বিশিষ্ট যাবতীয় পদার্থ তাঁহা হ-

ইতে সৃষ্ট হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে পালিত হইতেছে।

১২৮

তিনি বাক্য দ্বারা কি মনের দ্বারা কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক কদাপি প্রাপ্ত হয়েন না। যে ব্যক্তি বলে যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

পরমেশ্বরের স্বরূপ অদৃশ্য, অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য। তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা অথবা বাক্য দ্বারা অথবা মন দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, তাঁহাকে কেবল এক আত্ম প্রত্যয় দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা আপনাদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া যে বিশ্বাস করিতেছি, তাহার অন্তর্ভূত এই বিশ্বাস আছে যে এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ আছেন; যে হেতু যদি এক পূর্ণ ও স্বতন্ত্র পদার্থ না থাকেন, তবে আমারদিগকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই। পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব দ্বারা এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পদার্থের অস্তিত্ব বুঝায়। এই বিশ্বাস স্বতঃ সিদ্ধ, যেহেতু ইহা পরীক্ষা সাপেক্ষ নহে। সকলের মনে এই স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয় আছে যে পরতন্ত্র ও অপূর্ণ পদার্থের স্রষ্টা ও আশ্রয় এক স্বতন্ত্র ও পূর্ণ পুরুষ আছেন। পরে যখন এ বিষয়ে সংশয় হয় তখনই যুক্তি ও বিচার উপস্থিত হয়; কিন্তু সেই বিচারের পরেও এই সিদ্ধান্ত হয় যে এক স্বতন্ত্র পূর্ণ পুরুষ আছেন; যে হেতু এ বিশ্বাস আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। এই আত্ম-প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় করিতে গেলে একেবারে যুক্তির মূল ছেদ করা হয় এবং মহা ভ্রমে ভ্রান্ত হইতে হয়। তাহা হইলে আপনার অস্তিত্বে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বে এবং কার্য্য কারণের অস্তিত্বে সংশয় জন্মিয়া বুদ্ধি একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যিনি আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর না করেন, তিনি কখন নিত্য সত্য মঙ্গল-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষকে নিঃসংশয় রূপে বিশ্বাস করিতে পারেন না; প্রতি তর্কের তরঙ্গে তিনি অস্থির হন এবং ঈশ্বর-সহবাস-জনিত নির্ম্মল শান্তি তিনি কদাপি লাভ করিতে পারেন না। আত্ম-প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যক্তি বলেন যে তিনি আছেন, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি দ্বারা তিনি কখনই উপলব্ধ হয়েন না।

১২৯

যিনি যখন প্রকাশবান্ ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি তখন আর আপনাকে তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

যে ব্যক্তি পাপ কর্ম্মে লিপ্ত থাকে, সেই আপনাকে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু যদিও আপনাকে অন্যের নিকটে অত্যন্ত গোপন করা যায়, তথাপি সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্বদৃক্ পুরুষের নিকটে কখনই গোপন করিতে পারা যায় না। যিনি প্রকাশবান্ ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ দেখেন, তিনি আর কোন দোষে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না এবং সুতরাং আপনাকেও তাঁহা হইতে গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না। মোহ বশতঃ যদি তিনি কখন কোন দোষে লিপ্ত হয়েন, তবে তিনি তাঁহার নিকট হইতে তাহা গোপন রাখিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু সেই দোষ

হইতে উদ্ধার হইবার জন্য তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করেন এবং তিনি তাঁহাকে তাহা হইতে মুক্ত করেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্য আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন এবং তাঁহার সংসর্গের উপযুক্ত করিবেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিজ্ঞান

ভূতত্ত্ববিদ্যা।

১৩১ সংখ্যক পত্রিকার ১২৩ পৃষ্ঠার পর।

ভূস্তরের আদ্য স্তবক দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা পুরাতন রক্ত-সৈকত এবং তাহার নিম্নে মৃদশ্ম। এই দুই স্তরশ্রেণীর পদার্থ গত বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মৃদশ্ম স্তরাবলী প্রধানতঃ মৃৎ ও বালুময়, এবং এই হেতু অতিশয় কঠিন। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ নীল হরিৎ রক্ত ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্তর হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তর ফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট টালি ও লিখিবার সেলেট প্রস্তুত হয়। এই স্তরাবলী মধ্যে শুক্তি প্রবাল ও পুরুভুজের দেহাবশেষ রাশীকৃত নিহিত দেখা যায়; এবং কোন কোন স্থানে শুদ্ধ স্তূপাকার প্রবাল রাশি স্তরীভূত হইয়া গিয়াছে। মৃদশ্ম স্তরাবলী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবেক, যে তাহা প্রায় সর্ব্বত্রই উৎক্ষিপ্ত, ভগ্ন ও বক্রীকৃত ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে। এবং নিমগ্ন গ্রানিট আদি আগ্নেয় প্রস্তর সকল ইহাকে ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে। এই রূপে অনেক স্থানে গ্রানিট শিলা মৃদশ্মের সহিত সংমিলিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে যে সময়ে উক্ত মৃদশ্ম স্তর শ্রেণী সংরচিত হইয়াছিল তৎকালে পৃথিবী অতি ভয়ানক নৈসর্গিক উপপ্লাবনের অধীন ছিল, এবং সেই উপপ্লব হেতু নিম্নস্থ আগ্নেয় পদার্থ সকল উক্ত স্তরাবলী ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছিল।

বাস্তবিক এই সময়েই ভূতলের অত্যুচ্চ ও সুদীর্ঘ পর্ব্বত শ্রেণী সকল উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। হিমালয়, আণ্ডিস, উরাল ও অপরাপর সুদীর্ঘ পর্ব্বত শ্রেণী সকলের মধ্যস্থিত স্তর সকল পরীক্ষা দ্বারা ইহা বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা ভীষণাকৃতি আকাশভেদী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ মহীধর সকলকে ধরাতলের চিরস্থায়ী আধার ও আশ্রয় রূপে জ্ঞান করিয়া থাকি। আমরা মনে করিতে পারি না যে-যে স্থানে এখন হিমালয় রহিয়াছে, সে স্থান এককালে সমভূমি অথবা সাগর গর্ভ ছিল। কিন্তু পৃথিবীর আন্তরিক গঠন ও স্তর সন্নিপাতের পরীক্ষা দ্বারা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অভ্রান্ত রূপে এই বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন। মনুষ্যের আগমনের সহস্র বৎসর অগ্রে ভূমণ্ডলে কি প্রকার অদ্ভুত ঘটনা সকল উপস্থিত হইয়াছিল তাহা স্তর পরীক্ষায় অনায়াসে আমরা জ্ঞাত হইতেছি। বাস্তবিক এক একটি স্তর পৃ[illegible] পুরাবৃত্ত পুস্তকের এক এক খানি পৃষ্ঠা স্বরূপ। যিনি তাহা পাঠ করিতে জানেন তিনিই কেবল তাহা হইতে অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য বিবরণ সকল সংকলন করিতে পারেন; হিমালয়াদি উচ্চ পর্ব্বতের মধ্যস্থিত উপত্যকা ভূমি সকল সামান্যত মৃদশ্ম ও স্লেট প্রস্তরে রচিত। এই স্তরাবলীর মধ্যে মধ্যে শিরাবৎ রেখার মত টিন সিসক তাম্র রজত স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মৃদশ্মের অব্যবহিত পরেই পুরাতন রক্ত-সৈকত প্রস্তর। এই স্তর শ্রেণী অতিশয় বিস্তীর্ণ ও স্থূল। ইহা প্রায় সম্পূর্ণ রূপে সিকতা অর্থাৎ বালুকাতেই সংরচিত। ইহার অন্তর্গত বালুকা প্রস্তর সকল সংহতি ভেদে নানা প্রকার দৃষ্ট হয়। কোথাও তাহা অতি ক্ষুদ্র বালুকা রেণু বিশিষ্ট অতিশয় কঠিন এবং কোথাও বা তাহা কেবল রাশীকৃত বড় বড় নুড়ি প্রস্তরের সংহতি মাত্র। অপর সমুদায় স্তরটি ঈষৎ রক্তবর্ণ, এই হেতু তাহার নাম রক্ত-সৈকত শ্রেণী বলা যায়। এই রক্ত বর্ণ কেবল স্তর মধ্যস্থ লৌহ রেণুর সংশ্রবেই হইয়াছে। লৌহকে জল সংযুক্ত বা বায়ুতে রাখিলে ক্রমে তাহা মরিচা পড়িয়া ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া যায়। এই লৌহ মরিচা স্তরান্তর্গত পদার্থের সহিত সংমিলিত আছে। এই হেতু কোন কোন স্থানে প্রস্তর সকলের বর্ণ প্রায় সিন্দূরের ন্যায়ও হইয়া থাকে। অপর যেখানে লৌহের ভাগ কিছু অল্প তথায় প্রস্তরের বর্ণ ঈষৎ পীত ও পাণ্ডু। অপর এই স্তরাবলী [illegible] [illegible]" রক্ত-সৈকত নামে উক্ত হইয়াছে তাহার কারণ এই যে ইহার উপরে দ্বিতীয় [illegible]কে আর একটি রক্ত [illegible] স্তর [illegible]

হাকে ভূতত্ত্ববিৎগণ নূতন রক্ত সৈকত বলিয়া থাকেন। পুরাতন রক্ত সৈকত শ্রেণীর মধ্যে উদ্ভিদের অত্যল্প চিহ্নই দৃষ্ট হয়, স্থানে স্থানে কেবল দুই একটি ক্ষুদ্র জাতীয় বৃক্ষের বিকারী ভূত স্কন্ধাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বোধ হয় যে সময়ে এই স্তর ভূমি সংরচিত হইয়াছিল, তখন ভূতল বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তি বিষয়ে বিশেষ উপযোগী ছিল না। কিন্তু এই সময়ে জীব প্রবাহ বিশেষ রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মৎস্যেরই সাতিশয় বাহুল্য দৃষ্ট হয়। পুরাতন রক্ত সৈকত শ্রেণী হইতেই মৎস্যের আরম্ভ, ইহার মধ্য হইতে ভূরি ভূরি মৎস্যের কঙ্কাল ও অংশুক উদ্ভূত হইয়াছে এবং এই সমস্ত দেহাবশেষের পরীক্ষা দ্বারা সেই মৎস্য সকলের বিচিত্র আকার ও গঠন নিরূপিত হইয়াছে। এই সকল মৎস্য সামুদ্রিক, এবং ইহাদিগকে পণ্ডিতগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণী এক্ষণকার মৎস্যের ন্যায় আকার বিশিষ্ট কিন্তু তাহাদের গাত্র অংশুকে আবৃত না হইয়া এক প্রকার পাতলা অস্থিময় কঠিন আবরণে আবৃত। দ্বিতীয় শ্রেণী অতিশয় স্থূলকায় এবং কুম্ভীরের পৃষ্ঠদেশস্থ দুর্ভেদ্য আবরণের ন্যায় এক প্রকার কঠিন আবরণ বিশিষ্ট, অপর দুই শ্রেণী কেবল কঠিন ও কণ্টকময় অংশুক বিশিষ্ট।

পুরাতন রক্ত সৈকত স্তর খনন করিলে স্থানে স্থানে পূর্ব্বতন সমুদ্রের স্পষ্ট চিহ্ন সকল প্রত্যক্ষ হয়। স্থানে স্থানে জল-ধৌত ক্ষয় প্রাপ্ত ভূমি এক্ষণে কঠিন প্রস্তর হইয়া গিয়াছে, অপর এক্ষণকার নদী বা সমুদ্র তটের ন্যায় কোথাও বা জল স্রোতের স্পষ্ট রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। পুরাতন রক্ত সৈকতও তাহার নিম্নস্থ শ্রেণীর ন্যায় নানা প্রকার নৈসর্গিক আগ্নেয় উপপ্লব হেতু স্থানে স্থানে উৎক্ষিপ্ত, বক্রীকৃত ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং এই কারণেও নিম্নস্থ স্তরান্তর্গত ধাতু সকলও তাহার মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট ও সংমিলিত হইয়াছে।

THE LOVE OF GOD.

Now all who believe in God the Righteous at all,
Are sure of his *Kindly* feeling to all mankind:
Yet how intimate is that feeling, all are not agreed.
For some will say, that "as a man loves his beast,
With a certain vague kindliness, so does God love men:
The disparity of nature forbids a closer friendship:
They stand off at arm's length, and embrace not intimately.
God desires a noble creation, as a duke a troop of deer,
Careless of the individuals, careful only of the herd,
Which is perpetuated in beauty, though each is short of life."—
Such a theory is self-consistent, intelligible, worthy of debate;
It is the view of philosophic intellects, but hardly of the most pious.
Nor is this wonderful; if, as perhaps it may here be shown,
The doctrine deals fatal blows to spiritual piety:
And we trust also to show that it is not well-grounded.

Recalling first principles, we find that God in Conscience
Enjoins certain duties and endless progress in virtue,
With such feelings towards himself as his nature demands.
If now, through the disparity of his nature and ours,
He stand far apart and embrace us not intimately,
Yielding to us no love, he surely demands no love.
As well might a man claim love from his cows or sheep.
Then by what need of nature or right is self-devotion called for?
Self-devotion will still indeed be possible, as in a loyal subject,
Who, though unknown to his king, yet devotes himself to his service:
Nor is the king to blame, that he cannot know all his subjects:
Else would he be less virtuous for not loving his faithful votary.
But if man be self-devoted to God who assuredly knows him,
And God have no love, the man may seem to be the more virtuous;
Unless any say, that such self-devotion was an extravagance.
Here we must press that if there be question of *God's* love,
It is a certainty of our nature, that many *men* have loved God;
Have loved him with all the passion of virtuous reverence,
As a glorious Lord, a present Counsellor, a holy friend.
This is a cardinal fact, important and undeniable,
A firm stepping-stone amid uncertainties.
Try love by any test, and you find their love sound.—
To desire company and converse, is one great mark of love:
Many a man has preferred God's company to all other,
Finding it sweeter than of friend, sweeter than of wife,

Dearer than his pleasantest work, and more longed for than any.—
Sacrifices for a friend are another great mark of love.
Many a man for God's love has forfeited human sympathy,
Has left fortune and family, and has died in torture.——
Is it then imputable, that a man should love God supremely,
Rejoicing in his counsel, throbbing for his conscious presence
Devoted to his service, and dying horribly for loyalty;
And that the Perfect God should not love this man at all,
Nor care that he perished, more than had he been a sheep?
Love is our highest and most lovely virtue;
If God has it not as much as we, how can he be all lovely?
Love is of all our affections the most glorious,
Supplying forces and heart to every noblest virtue,
To deny then that the Source of love has love, is mere paradox,
And has no claim to pass as cautious philosophy,
But tends to degrade God as less virtuous than man,
Making adoration of his Holiness impossible,
And depriving the soul of the right or motive to love him.
Thus spiritual worship and all heavenward drawings fail.
Unless God's love to man be definite and personal;
Enthusiasm becomes gratuitous and self-devotion an imprudence,
And religion loses its motives and its highest energies
Not only so, but Prayer becomes hardly reasonable,
For if the Highest regards men generically only,
Designing mankind to behave, but caring for no one man,
Why should he attend to the personal case of each,
Or answer his prayer, or assist his struggling virtue?
And if he stand apart from us, as a man from his cattle,
Spending no love on each and requiring no love,
No communion of soul between God and man is appropriate:
Rather would the attempt be unseemly and presumptuous
This is perhaps the secret belief of many acute persons,
(For it flows direct from the denial of God's love)
And they accept our conclusion, as right and natural.
Thus their religion wholly loses its inward element:
And even if they imagine some future existence for man,
God will in it be eternally separate from man still,
So that heaven itself is desecrated as earth.
Such a scheme may intend to be religious;
nevertheless internally
It has no more spiritual force than has moral Atheism.
Like Atheism also it is opposed to primary facts.
God does not stand at arm's length and deal with us *from without*,
As a king with subjects, and keep no personal converse:
But he speaks to us *within*, he whispers in our hearts,
As a Soul within the soul is he closely interfused,
Not dealing as by edicts issued to a multitude,
But by private counsel as from a friend to friend.
And all those principles, which we laid down as Axioms,
Show that God commands individual virtue,
And approves personal adoration, personal communion.
And since the human heart is notoriously capable of this,
Our proper relation to God is not as that of brutes to man.
Nor does he value us for our Usefulness as a man values sheep.
While we in turn look to him for Protection only;—
(As in the relations of the unlike, where unlike benefits are sought,
And Virtue is not sought, or is but a means to an end;)—
But here Virtue itself begins and ends the relation;
Hence the affection arising is that of proper friendship
We love *him* for his Goodness, *he* loves *us* that we may be Good:
Thus we are humble friends of him the Supreme Friend,
And self-devoting adoration of his Holiness becomes possible.

F. W. NEWMAN.
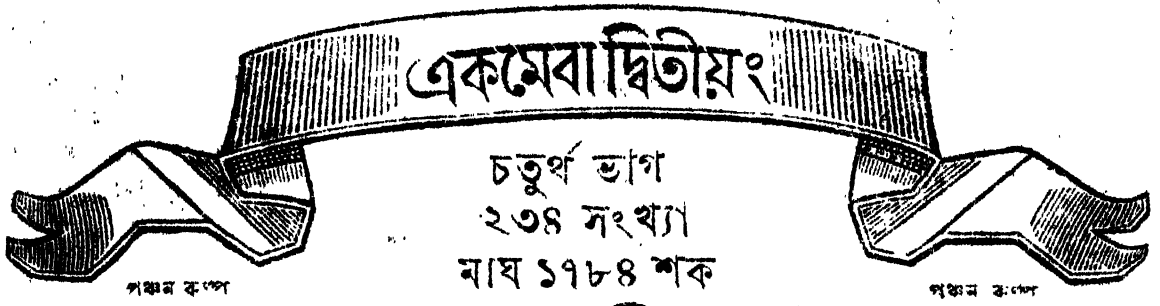
☞ এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়া-সাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের [illegible] প্রকাশিত হইল। [illegible] ও পৌষ [illegible] ১৭৮১ [illegible]

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব।

ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব আগত প্রায়। মাঘ মাসের একাদশ দিবস ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অতি পবিত্র চিরস্মরণীয় দিন। কি বঙ্গভূমি কি সমুদায় ভারতবর্ষ, যে যে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, এই দিবসের সমাগমে তৎসমুদায় উৎসবে পূর্ণ হইবেক, ব্রাহ্ম ভ্রাতৃ মণ্ডলীর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবেক। সকলে প্রীতি-ভাবে সম্মিলিত হইবেন, ভক্তি-ভাবে অকপট হৃদয়ে পরমপিতার অর্চ্চনা করিবেন, এবং আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পর ভ্রাতৃ-নির্ব্বিশেষে আলিঙ্গন করিবেন। তখন কেবল পবিত্রতা ও সদ্ভাবের স্রোত বহমান হইবেক, হৃদয় শান্তি সলিলে ভাসমান হইবেক, ধর্ম্ম-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দের অমৃত ধারা বর্ষিত হইবেক এই মহোৎসবে যেন কেহ অবহেলা না করেন। যে দিবস এই বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রথম সূচনা হয়, যে দিবস মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপন করেন, সেই দিবস প্রতি ব্রাহ্মের নিকট অবশ্যই অতি পবিত্র মঙ্গলময় হইবেক, ব্রাহ্মগণের তাহা অবশ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধারণ উৎসবের দিন।

সম্বৎসর কাল ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ও প্রচার কার্য্যে যাঁহারা একান্ত মনে যত্নশীল ছিলেন, এই উৎসবের জন্য তাঁহাদের মন উল্লসিত হইতেছে। যাঁহারা সম্বৎসর সত্যের নিমিত্ত ধর্ম্মের নিমিত্ত সংসারের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এই উৎসবের দিনে সত্যের জয় ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অনুভব করিবেন। যাঁহারা সংসারে প্রতিনিয়ত বিষয়-কোলাহলে অভিভূত আছেন, সেই দিবসের সুপ্রভাতে তাঁহাদেরও বিমুগ্ধ চিত্ত চেতন প্রাপ্ত হইবেক, এবং ধর্ম্মের বিমলানন্দের নিমিত্ত উৎসুক হইবেক। এই রূপে এই উৎসবের উপলক্ষে ব্রাহ্মদিগের পরস্পর অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবেক। সকলের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবেক। এক একটি হৃদয়ের সদ্ভাব ও উৎসাহ বহু হৃদয়ে বিকীর্ণ হইবেক, এক এক ধর্ম্ম-পরায়ণ সাধু ব্যক্তির

মুখজ্যোতি নিকটস্থ সকলের আননশ্রীতে উল্লাস ও স্ফূর্ত্তি বিস্তার করিবেক।

এক একটি সাম্বৎসরিক উৎসব ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস অধ্যায়ের এক একটি উপসংহার স্বরূপ। এক বৎসর কাল মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ কত দূর উন্নত হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের কি প্রকার প্রচার হইয়াছে, ও জনসমাজে তাহা হইতে কি রূপ শুভ ফল উৎপন্ন হইয়াছে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের সমাগমের সহিত স্বভাবত মনোমধ্যে উদিত হয়। অতএব গত বর্ষের ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য হইতে আমরা কি উপদেশ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অনুধাবন করা আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজের আবহমান ইতিহাস হইতে এই সত্যটি অতি প্রবল রূপে ভূয়োভূয়ঃ প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে সামাজিক অথবা ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন উৎকৃষ্ট মহদ্ব্যাপার সংসাধনার্থ লোক বলের উপর নির্ভর করা বৃথা। প্রকৃত কার্য্য কেবল লোক সংখ্যা হেতু সিদ্ধ হয় না, কিন্তু কতিপয় একাগ্র নিষ্ঠ সরল হৃদয়ের সংমিলন আবশ্যক, সংখ্যা বৃদ্ধিতে কদাপি বল হয় না, একজন আগ্রহান্বিত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যে কত মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে তাহা অনেকেই বোধগম্য করিতে সমর্থ নহে। যদি কেবল সাধারণের সাহায্য ও আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিতে হইত, তাহা হইলে কদাপি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রচার হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কতিপয় ধর্ম্মানুরাগী দেশ হিতৈষী সাধু কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় এবং কতিপয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রযত্ন ও অবিশ্রান্ত উদ্যোগ ও অধ্যবসায় হেতু অদ্যাপি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার ও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে প্রকৃত ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগেরই সমাজ হইয়াছে। ব্রাহ্মদিগের সংখ্যা অধিক নহে, কিন্তু তাঁহাদের একাগ্রতা ও ধর্ম্ম নিষ্ঠাই সমাজের প্রকৃত বল ও উন্নতির কারণ হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মদিগের অল্প সংখ্যা দেখিয়া ভীত হন, তাঁহারা সত্যের যে কি প্রকার অপরাজিত শক্তি তাহা জানেন না, সত্যের জয় সত্যের প্রচার অবশ্যই হইবেক, তাহা লোক বলের অপেক্ষা করে না।

বিগত বর্ষের কার্য্য হইতে আমরা আর একটি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ব্রাহ্মদিগের চরিত্র ও আচরণের উপর বিশেষ রূপে নির্ভর করিতেছে। তর্ক শাস্ত্র বা দর্শনশাস্ত্রের প্রমাণ অত্যল্প লোকেই বুঝিতে পারে, বা বুঝিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সত্যের মহিমা, সচ্চরিত্রের মাধুর্য্য, ধর্ম্মের নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার, সদনুষ্ঠানের গৌরব, এসমস্ত আবাল বৃদ্ধ, জ্ঞানী অজ্ঞানী, সৎ ও অসৎ সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। একটি দৃষ্টান্ত সহস্র তর্ক হইতেও বলবান, তাহা যে কি প্রকার প্রভাবে মনকে আকর্ষণ করে এবং অলক্ষিত ভাবে বিশ্বাসের ভূমি পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, তাহা যাঁহারা এই প্রভাবের অধীন হইয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। কোন ধর্ম্ম কেবল তর্কের প্রভাবে প্রচার হয় নাই, কিন্তু সেই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের চরিত্র ও উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা, উভয়ের সংমিলনেই তাহা সাধারণের আদরণীয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেকে সন্দেহ করিতেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ উন্নত ভাব ও প্রগাঢ় গম্ভীর সত্য কি প্রকারে সাধারণের বোধগম্য হইবেক, ব্রাহ্মধর্ম্ম কি প্রকারে জন সমাজের ধর্ম্ম হইবেক। বাস্তবিক যত দিন

সেই সকল উৎকৃষ্ট ভাব কেবল পুস্তক ও তর্কেতেই থাকিবেক, তত দিন তাহা অনেকের পক্ষে কেবল অর্থ হীন সুশ্রাব্য শব্দ মাত্র থাকিবেক। কিন্তু সেই সত্য ও বিশুদ্ধ ভাব সকল যখন ব্রাহ্মদিগের আচরণ, অনুষ্ঠান ও জীবনের সকল কার্য্যে মূর্ত্তিমান হইয়া প্রকাশিত হইবেক, তখনই তাহা অনায়াসে সকলে বুঝিতে পারিবেক এবং তাহার অনুকরণ করিতে আগ্রহান্বিত হইবেক। সত্যের মাহাত্ম্য বাক্যের দ্বারা সামান্য লোককে বুঝান সহজ নহে, কিন্তু তাহাকে যদি এ প্রকার দৃষ্টান্ত দেখান যায়, যে সত্যের নিমিত্ত এক ব্যক্তি ধন ও প্রভুত্ব ত্যাগ করিতেছেন এবং সত্য প্রচারার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছেন, তখন সে ব্যক্তি সত্যের গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেক। এই রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ সত্য ও উদার ভাব সকল যখন ব্রাহ্মদিগের কার্য্যেতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক, তখন সাধারণের পক্ষে তাহা আর দুর্ব্বোধ ও দুরবগাহ্য এবং তাহার আদেশানুযায়ী অনুষ্ঠান দুঃসাধ্য বোধ হইবেক না। ধর্ম্মের প্রগাঢ় ভাব সামান্য ব্যক্তিরা মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারে না, এ কথা নিতান্ত অমূলক। অনেক স্থলে বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত অপেক্ষা পর্ণকুটীরবাসী বিদ্যা বিহীন বিনীত ব্যক্তির সরল অন্তঃকরণ উচ্চতর ভাবে পূর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা কোন অধ্যাপক কুতূহল যুক্ত হইয়া একটি বৃদ্ধার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার একান্ত ভক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং পরিশেষে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি যাহা এত দৃঢ় রূপে বিশ্বাস করিতেছ, তাহার সত্যতার প্রমাণ কি? সে কহিল মহাশয় আমি যে সত্যে বিশ্বাস করি তাহার প্রমাণ দিতে পারি না, কিন্তু আমি তাহার নিমিত্তে প্রাণ দিতে পারি। ব্রাহ্মগণ এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত অনুষ্ঠানের প্রতি একান্ত যত্নশীল হইয়াছেন, ইহা ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উন্নতির চিহ্ন এবং গৌরবের কারণ। ব্রাহ্মগণ ক্রমে ক্রমে দেশের চির প্রচলিত কুপ্রথা ও অনিষ্টকর পৌত্তলিক ব্যবহারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইতেছেন এবং নানাবিধ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াও মঙ্গল ব্যাপারে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের প্রাণ, অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম নিষ্ঠার এক মাত্র পরীক্ষা। পূর্ব্বে যাঁহারা বিদ্বেষ বশতঃ ব্রাহ্মদিগকে কপট ও ছদ্মব্যবহারী বলিয়া অপবাদ দিতেন, তাঁহারা এক্ষণে তাঁহাদের ধর্ম্ম নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া সেই বিদ্বেষ ও নিন্দাবাদ ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মসমাজের মতের বিরোধী আছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মদিগের সরল সাধু ভাবের ভূয়োভূয় দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে সমাদর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই রূপে এক্ষণে সকল লোকেই ব্রাহ্মদিগের প্রতি উন্নত ও অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। এবং অনেকেরই ইহা স্থির বিশ্বাস হইয়াছে, যে ব্রাহ্মগণই এতদ্দেশের কুপ্রথা সংশোধন ও সামাজিক উন্নতি সাধনের মঙ্গল কার্য্যে অগ্রসর হইবেক। ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে যে উচ্চ পদবী ধারণ করিতেছে, তাহা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে সাতিশয় উৎসাহজনক বলিতে হইবেক। কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্যের ভারও গুরুতর হইয়াছে। গত বর্ষে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য যে পরিমাণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা আগামী বর্ষে তদপেক্ষা গুরুতর পরিশ্রম ও যত্নের আবশ্যক দেখিবেন। ব্রাহ্মসমাজের অ[illegible]ম ক্রম-

শই যত বৃদ্ধি হইতেছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যও সেই পরিমাণে প্রশস্ত হইতেছে। আমরা এই আগামী উৎসবেতে যখন সমাজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত উৎসব যুক্ত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিব, তখন যেন সরল অন্তঃকরণে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকতর উন্নতি ও প্রচারের জন্য ধর্ম্মবল প্রার্থনা করি, বঙ্গদেশে সমুদায় পৃথিবীতে অজ্ঞান ও মিথ্যা ধর্ম্মের আশু বিনাশের জন্য প্রার্থনা করি. ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ও কুশল বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রার্থনা করি। উৎসবের দিবস যেন আমরা এ প্রকার অনুরাগ, উৎসাহ ও প্রীতি ভাব উপার্জ্জন করিতে পারি, যে সেই অনুরাগ, উৎসাহ ও প্রীতি, আর এক বৎসর কাল আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত থাকে ও আমাদিগকে সদনুষ্ঠানে নিয়োগ করে।

—০—

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

ষোড়শ অধ্যায়।

১৩০

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম-ফল-কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান মাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

প্রিয়তম পরমাত্মাকে জানিলাম, কিন্তু তাঁহাতে মনঃ সমাধানের এবং তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম যোগের বিমল আনন্দ কখন আস্বাদ করিলাম না; তাঁহাকে মহৎ ও বিশুদ্ধ জানিয়াও আপনার চরিত্রকে মহৎ ও বিশুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হইলাম না; তাঁহাকে আমরা নিয়ন্তা ও বিধাতা জানিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্য পথে কখন বিচরণ করিলাম না; কেবল স্বার্থপরতাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই আজন্মকাল নিযুক্ত রহিলাম; তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি সম্ভাবনা রহিল।

১৩১

শ্রেয় ও প্রেয় মনুষ্যকে প্রাপ্ত হয়: তিনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া এই দুইকে পৃথক্ করেন। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়, আর যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন, তিনি পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন।

ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করা শ্রেয়, আর সংসারের সুখে নিমগ্ন হওয়া প্রেয়। কখন ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করিতে স্পৃহা হয়, কখন সাংসারিক সুখ মনকে আকর্ষণ করে। ইহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরের পথ অবলম্বন করেন, তাঁহার পরম মঙ্গল হয়; আর যিনি সাংসারিক সুখে নিমগ্ন থাকেন, তিনি কদাপি সেই পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ লাভের উপযুক্ত হন না। যিনি ঈশ্বরকে প্রীতি করেন, তিনি সেই পরম প্রেমাস্পদের অভিপ্রেত কার্য্য বলিয়া সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন; আর যিনি সংসারেতে আসক্ত থাকেন, তিনি সাংসারিক সুখের উদ্দেশে পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সংসারাসক্ত স্বার্থপর ব্যক্তি মনের সহিত কদাপি এ বাক্য বলিতে পারেন না যে "হে পরমাত্মন্ তোমার আজ্ঞানুসারে লোকের হিতের নিমিত্তে এবং তোমার

প্রীতির নিমিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হই।" যখন উৎসাহ পূর্ব্বক এই বাক্য বলিতে পারিবে এবং তোমার সমুদয় কার্য্যের এই এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তখন জানিবে যে তোমার শ্রেয়কে সম্যক্‌ রূপে অবলম্বন করা হইয়াছে।

১৩২

মনুষ্য যেমন কর্ম্ম করেন আর যেমন আচরণ করেন, তাঁহার সেই রূপ গতি হয়; যিনি সাধু কর্ম্ম করেন তিনি সাধু হয়েন আর যিনি পাপ কর্ম্ম করেন তিনি পাপী হয়েন; পুণ্য কর্ম্ম ফলে আত্মা পবিত্র হয় আর পাপ কর্ম্ম ফলে আত্মা পাপময় হয়।

পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা এবং পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিয়া ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিবেক।

১৩৩

যে ব্যক্তি অবিবেকী ও যাহার মন অবশীভূত; তাহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বশে থাকে না।

মন স্বীয় বশে না থাকিলে সেই দুর্ভাগ্য পুরুষকে ধর্ম্মপথ হইতে বিপথগামী করে এবং কণ্টকময় পাপারণ্যে নিপাতিত করিয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণাগ্রস্ত করে অতএব সাবধান, মন ও ইন্দ্রিয় যেন বুদ্ধিবৃত্তির অবশীভূত ও ধর্ম্ম-আদেশের বহির্ভূত না হয়

১৩৪

যিনি জ্ঞানবান্‌ এবং স্ববশচিত্ত তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সারথির বশীভূত অশ্বের ন্যায় বশে থাকে।

যাঁহার কামনা ও ইন্দ্রিয়-সকল বুদ্ধিবৃত্তির অধীন ও যাঁহার চিত্ত স্ববশ তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম পথে লইয়া যায় এবং তাঁহার অতীব কল্যাণ সাধন করে

১৩৫

যিনি অজ্ঞ ও অবশচিত্ত এবং সর্ব্বদা অশুচি, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সংসার গতিকেই প্রাপ্ত হন।

যিনি ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জানেন না, যিনি আপনার মনকে স্বীয় বশে রাখিতে পারেন না, যিনি পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপ অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদা অপবিত্র থাকেন; তিনি সংসারের কুটিল পথেতেই ভ্রমণ করেন, সংসারের পার যে অভয় ব্রহ্মপদ তাহা প্রাপ্ত হন না।

যিনি জ্ঞানবান্‌, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, যাহা হইতে তাঁহার আর প্রচ্যুতি হয় না।

যিনি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়েন, ধর্ম্ম তাঁহার পরম বন্ধু হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম রূপ নিকেতনে লইয়া যান, যেখানে থাকিয়া তাঁহার উন্নতি ও আনন্দের আর শেষ হয় না।

১৩৭

বিজ্ঞান যাঁহার সারথি ও মনোরূপ রজ্জু যাঁহার বশীভূত, তিনি সংসার পার সর্ব্বব্যাপী

পরব্রহ্মের পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুর্জ্জয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন।

১৩৮

দুর্ব্বুদ্ধি অজ্ঞান ব্যক্তিরা সেই সমুদায় লোক প্রাপ্ত হয়, যে সকল লোক আনন্দশূন্য এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত।

যাহারা এই ভূলোকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপার্জ্জনের প্রতি অবহেলা করিয়া পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ না করিলেক, তাহারা মৃত্যুর পরে তাহা লাভ করিবার অধিকারী হইল না। যে অনুসারে এখানে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ হইবেক, সেই অনুসারে তাহারদিগের উৎকৃষ্ট গতি হইবেক। অতএব এখানে থাকিয়াই পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবেক; উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইবার আর অন্য উপায় নাই।

ইতি প্রথমখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যাবহার।

২২৯ সংখ্যক পত্রিকার ৭৮ পৃষ্ঠার পর।

বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-খণ্ড এবং উপনিষদ্ সকলের সংক্ষেপ বিবরণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে (১) বেদ শব্দে কেবল এই কয়েকটিই বুঝায় এতদ্ভিন্ন বৈদিক সময়ের যে সকল গ্রন্থ আছে তাহারা বেদের অন্তর্গত নহে। বৈদিক সংহিতা ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ্ ইহাদিগের আর একটি নাম শ্রুতি, কারণ হিন্দু শাস্ত্র মতে তৎসমুদায় মনুষ্য কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই, তাহারা চির স্থায়ী এবং গুরু শিষ্য পরম্পরায় কেবল "শ্রুত" হইয়া আসিয়াছে। শ্রুতির প্রমাণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আদরণীয় এবং শ্রুতির বিরোধী যে কোন গ্রন্থ যে কোন মত তাহা সহস্র তর্ক প্রমাণেও গ্রাহ্য হইতে পারে না। বেদ ভিন্ন বৈদিক সময়ে আর যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, তাহারা সামান্যত সূত্র নামেই উক্ত হয় (২) এবং এই সমস্ত গ্রন্থকে এই প্রস্তাবে সূত্র কল্পের মধ্যে পরিগণিত করা গিয়াছে। বৈদিক সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে সূত্র কল্প বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তি সময়ের সন্ধি স্থল, ইহাই হিন্দু সমাজের বিশেষ পরিবর্ত্তনের সময়, সূত্র গ্রন্থ সমুহে কেবল বেদ সম্বন্ধীয় এবং বৈদিক সময় প্রচলিত সমস্ত বিদ্যা ও শাস্ত্রের সারাংশ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সকলের দুরুহার্থ এবং তাৎপর্য্য প্রকাশ, বিবিধ যাগ যজ্ঞাদির বিবরণ ও তদনুষ্ঠানের নিয়ম, বৈদিক আচার পদ্ধতি ও তৎসংক্রান্ত বিধি ও নিষেধ, ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক শাখার প্রচলিত কুল ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানাদির প্রভেদ— এই সমুদায়ই সূত্র সকলে বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং বেদের সংহিতা এবং ব্রাহ্মণ ভাগের রচনা ও প্রচার হইলে পর যে সূত্র সকল রচিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের লেখা ও তদন্তর্গত বিবরণ দ্বারাই প্রকাশ পায়। সূত্র সকলের রচনা প্রণালী

(১) পাঠকগণের স্মরণ থাকিবেক যে আমরা সমুদায় বৈদিক গ্রন্থকে তাহাদের তাৎপর্য্য রচনা প্রণালী এবং রচনার সম্ভাবিত সময় অনুসারে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছি। যথা ছন্দঃ কল্প, মন্ত্র কল্প, ব্রাহ্মণ কল্প এবং সূত্র কল্প। তন্মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীর গ্রন্থ সমষ্টিকে বেদ কহে, অবশিষ্ট সূত্র গ্রন্থ সকল বেদ সম্বন্ধীয় বটে কিন্তু তাহারা মনুষ্য রচিত সুতরাং বেদের ন্যায় প্রামাণ্য নহে।

(২) যথা কল্প সূত্র, শ্রৌত সূত্র, কাত্যায়ন সূত্র, গৃহ্য সূত্র ইত্যাদি।

বেদের রচনা হইতে অনেকাংশেই ভিন্ন। বেদের রচনা প্রায় অসংবদ্ধ ও বাহুল্য, সূত্র গ্রন্থ সকল সংক্ষিপ্ত ও সুপ্রণালীবদ্ধ এবং অধিকাংশ আনুপূর্ব্বিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রেতেই প্রণীত। এই প্রকার সংক্ষেপোক্তি এবং বহুবিধ পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগেই সূত্র গ্রন্থ সকল সাতিশয় দুরূহ ও দুর্বোধ্য হইয়াছে। যাঁহারা মুগ্ধবোধ বা অপর কোন সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তদ্দ্বারা এই সকল বেদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের রচনা পদ্ধতির আভাষ বুঝিতে পারিবেন।

সূত্র গ্রন্থ সকলও স্মৃতি (৩) নামে উক্ত হইয়াছে, কারণ তৎসমুদায়েতে কেবল বহুকাল প্রচলিত আচার পদ্ধতি ও সামাজিক নিয়মাবলী এবং বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক কথা সংকলিত হইয়াছে, তাহাতে নূতন কথা কিছুই নাই। এক্ষণে আমরা স্মৃতি শব্দ শুদ্ধ মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্রেই প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু এই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র বৈদিক সূত্র সকল হইতেই রচিত হইয়াছে, এই হেতু পূর্ব্বে বেদ ভিন্ন বেদ মূলক ও বেদ শাস্ত্রানুযায়ী সমুদায় গ্রন্থই স্মৃতি শব্দে উক্ত হইত (৪)। বৈদিক সূত্র সকল ভাবার্থ, তাৎপর্য্য এবং প্রয়োজন ভেদে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। যথা গৃহ্য সূত্র, শ্রৌত সূত্র এবং সাময়াচারিক বা ধর্ম্ম সূত্র। গৃহ্য সূত্রের অন্তর্গত গৃহ ধর্ম্ম এবং জন্মাবধি বিবাহ পর্য্যন্ত বিবিধ সংস্কার বিধি উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রৌত সূত্রে যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে, এবং সাময়াচারিক সূত্রে ধর্ম্মজ্ঞদিগের প্রামাণ্য ও সেবিত প্রচলিত রীতি নীতি এবং সামাজিক আচার ব্যবহার প্রণালী সংক্রান্ত বিধি নিয়ম ও নিষেধ প্রদর্শিত হইয়াছে(৫)। গৃহ্য এবং শ্রৌত সূত্রানুসারে বেদ বিহিত কর্ম্ম কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সকল বৈদিক কর্ম্ম গৃহ্যের অনুমোদিত হইলে পিতা পুত্রের জন্য অনুষ্ঠান করিবেন এবং শ্রৌত সূত্রের অন্তর্গত হইলে পুরোহিতের দ্বারা কৃত হইবেক। সাময়াচারিক সূত্রে সমুদায় আচার ও সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মচারী গৃহস্থাদি বিবিধ আশ্রমের কি প্রকার নিয়ম ও আচার পদ্ধতি, বিবাহিত ব্যক্তির কি কি কর্ত্তব্য, দায়াদি বিভাগ ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা, রাজনীতি বিচার বিধি এই সমুদায় বিস্তারিত রূপে ধর্ম্ম সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই

(৩) পূর্ব্ব বিজ্ঞানবিষয়ং বিজ্ঞানং স্মৃতিরুচ্যতে।
পূর্ব্ব বিজ্ঞানাদ বিনা তস্যাঃ প্রামাণ্যং নাবধার্য্যতে॥
কুমারিল।

পূর্ব্ব জাত বিষয়ের জ্ঞানকেই স্মৃতি কহে। অতএব পূর্ব্ব জ্ঞান বিনা স্মৃতির প্রামাণ্য অবধারণ করা যায় না।

সূত্র সকলও যে পূর্ব্বে স্মৃতি শব্দে উক্ত হইত তাহার প্রমাণ কুমারিলের গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি কহেন যে যদিও সামান্য বেদাঙ্গ স্মৃতি নামে উক্ত হয় না তথাপি তাহাকে ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের ন্যায় ও স্মৃতি শব্দে উল্লেখ করা যায়। তদ্যথা

স্মৃতিত্বং ত্বঙ্গানাং ধর্ম্ম সূত্রানাং চাবিশিষ্টং।
যদ্যপি স্মৃতিশব্দেন নাঙ্গানামভিধেয়তা
তথা গোষাং ন শাস্ত্রত্বপ্রমাণত্বনিরাক্রিয়া॥

অপর মহাদেব হিরণ্যকেশী সূত্রের টীকায় কহিয়াছেন।

সূত্রেষু স্মৃতিত্বং স্মৃত্যধিকরণে স্থিতং। তৎস্থ প্রকারেণৈবোক্তং ন্যায়বিৎসময়ইতি মীমাংসা সিদ্ধান্তস্বীকার দর্শনেন॥

(৪) প্রাচীনতর বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে স্মৃতি শব্দ তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই প্রথম দৃষ্ট হয় যথা।

স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানশ্চতুষ্টয়ং।

স্মৃতি শব্দে প্রত্যক্ষ (অর্থাৎ শ্রুতি গ্রাহ্য বেদ) ঐতিহ্য (অর্থাৎ ইতিহাসাদি) অনুমেয় (অর্থাৎ শ্রুতি মূলক মন্বাদি শাস্ত্র) এবং আনুমান (অর্থাৎ শিষ্টদিগের আচার) এই চারি বিষয়কেই বুঝায়।

শ্রুতি ও স্মৃতির প্রভেদ অতি প্রাচীন কালাবধিই স্থাপিত হইয়া আসিয়াছে

(৫) প্রযোগ বৈজয়ন্তী নামক গ্রন্থে ধর্ম্ম ত্রিবিধ প্রকার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা

ত্রৈতঃ প্রত্যেকং মিতোধর্ম্মস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অনেনৈবাভিপ্রায়েণাহ বৌধায়নঃ। উপদিষ্টোধর্ম্মঃ প্রতিবেদং তস্যানুব্যাখ্যাস্যামঃ। স্মার্ত্তোদ্বিতীয়ঃ। শিষ্টাচারস্তৃতীয়ঃ

বৌধায়ন কহেন যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বেদেতে উক্ত হইয়াছে তাহারই আমরা সকল ব্যাখ্যাতে অনুসরণ করিব। তাহার পর স্মৃতি উল্লিখিত ধর্ম্ম। [illegible] পশ্চাৎ শিষ্টদিগের আচার।

সকল সূত্র হইতেই প্রাচীন হিন্দুসমাজের প্রকৃত অবস্থা বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সাময়াচারিক সূত্রের অধিকাংশই অপ্রচলিত ও লোপাপাস্ত হইয়া গিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক শাখার ভিন্ন ভিন্ন সূত্র সকল প্রচলিত ছিল এবং এই সকল সূত্র হইতেই মন্বাদি স্মৃতি সংকলিত হইয়াছে। এক্ষণে তৈত্তিরীয় যজুর্ব্বেদের আপস্তম্বকৃত এবং সামবেদের গৌতমকৃত ধর্ম্ম সূত্রের কিয়দংশই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর বাসিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কোন ভাগও এই সকল প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রেরই অন্তর্গত।

সূত্র গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ছয় বেদাঙ্গই সর্ব্ব প্রধান এবং প্রামান্য। এই ষড় বেদাঙ্গ শব্দে যে ছয় খানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ বুঝায় এমত নহে কিন্তু বেদ অধ্যয়ন এবং বেদার্থ সম্পূর্ণ রূপে বোধগম্য ও অনুধাবন করিতে হইলে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, যথা শিক্ষা, ছন্দ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, কল্প এবং জ্যোতিষ। কোন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে যেমন তাহার ব্যাকরণ ও শব্দার্থ জানা আবশ্যক, সেই রূপ বেদাধ্যয়ন করিতে গেলে এই কয়েকটী শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হয়, ইহারা বেদার্থ জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ এবং বেদাধ্যয়ন জন্য নিতান্ত প্রয়োজন জানিয়াই প্রাচীন ঋষিগণ ইহাদের বেদাঙ্গ নাম প্রদান করিয়াছেন। মনু বেদাঙ্গ সমূহকে প্রবচন শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন (৬) কিন্তু অপরাপর গ্রন্থে বেদের ব্রাহ্মণ খণ্ডে ও প্রবচন নাম প্রযুক্ত হইয়াছে (৭) বৃহদারণ্যকের মতে বেদাঙ্গ, ইতিহাস ও পুরাণের ন্যায় (৮) আদৌ ব্রাহ্মণ খণ্ডেরই অংশ ছিল। বাস্তবিক ব্রাহ্মণ খণ্ডে বিবিধ উপাখ্যান ও ইতিহাস কথা এবং সৃষ্টির বিবরণ যেমন ইতিহাস ও পুরাণ নামে উক্ত হইয়া থাকে, সেই রূপ তদন্তর্গত ছন্দঃ শ্লোক, সূত্র, ও ব্যাখ্যানের পরিচয় এবং বেদের অপরাপর খণ্ডের অর্থবাদ বিষয়ক অধ্যায় সমূহকেই বেদাঙ্গ কহিত। পরে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার এই সকল অঙ্গ বাহুল্য করিয়া স্বতন্ত্র রূপে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন। ষড় বেদাঙ্গের প্রথম উল্লেখ সামবেদের ব্রাহ্মণ ভাগে দৃষ্ট হয় কিন্তু তথায় ছয় অঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নাম উক্ত হয় নাই।

চত্বারোঽস্য বেদাঃ শরীরং ষড়ঙ্গান্যঙ্গানি।
ওষধিবনস্পতয়োলোমানি।

ষ ব্রা—৪—৭

চতুর্ব্বেদ তাঁহার (অর্থাৎ যাহার) শরীর এবং ষড় বেদাঙ্গ তাঁহার অঙ্গ, ওষধি ও বনস্পতি তাঁহার লোম।

কিন্তু বেদাঙ্গ অতি প্রাচীন কালাবধি যে স্বতন্ত্র, নিতান্ত প্রয়োজনীয় শাস্ত্র, সুতরাং অবশ্য জ্ঞেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই (৯) ছয়

(৬) অগ্র্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সর্ব্বপ্রবচনেষুচ।

মনু—৩—১৮৪

প্রকর্ষেণোচ্যতে বেদার্থএভিরিতি প্রবচনান্যঙ্গানি। ইতি কুল্লূকভট্টঃ॥

যদ্দ্বারা বেদার্থ প্রকৃষ্ট রূপে উক্ত হয় তাহার নাম প্রবচন অর্থাৎ বেদাঙ্গ।

(৭) কালরাত্রিনামপি প্রবচনবিহিতঃ স্বরঃ স্বাধ্যায়ে। টীকা—প্রবচন শব্দেন ব্রাহ্মণমুচ্যতে। প্রোচ্যতইতি প্রবচনং॥

প্রবচন শব্দে ব্রাহ্মণ কারণ যাহা প্রোক্ত তাহাকেই প্রবচন কহে।

(৮) বৈদিক গ্রন্থ সকলে ইতিহাস ও পুরাণের নাম যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা এক্ষণকার প্রচলিত পুরাণ গ্রন্থ সকল বুঝায় না ইহারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং বৈদিক সময়ের অনেক পরে রচিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ খণ্ডের মধ্যে যে সকল উপাখ্যান আছে তাহারাই বৈদিক গ্রন্থে ইতিহাস ও পুরাণ নামে উক্ত হইয়াছে।

(৯) যস্মাৎ কেবলবেদবাক্যৈঃ শক্যতেঽনুষ্ঠাতুং বিক্ষিপ্তত্বাদেদবাক্যানাং গূঢ়ার্থত্বাচ্চ অতঃ ঋষিভিরাচার্য্যৈর্ব্বেদার্থকুশলৈর্ব্বেদার্থবিজ্ঞো বিদ্বান্ কর্ম্মার্থং সুখাববোধার্থানি বিদ্যাস্থানানি প্রবর্ত্তিতানি। শিক্ষা কল্পো

বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষা এবং ছন্দেতে বেদের প্রকৃত রূপে শুদ্ধ উচ্চারণ এবং উদাত্তানুদাত্তাদি আবৃত্তির নিয়ম এবং বৈদিক সূক্ত সমূহের ছন্দের পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। ব্যাকরণ এবং নিরুক্তে দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ প্রকাশিত এবং বৈদিক রচনা ও ভাষার প্রকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট কল্প ও জ্যোতিষে যজ্ঞাদির বিবরণ ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রশস্ত কাল ও নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে।

পশ্চাতে এতাদিক্রমে বেদাঙ্গ সকলের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত প্রদর্শিত হইল।

শিক্ষা।—সায়নাচার্য্যের মতে যাহার দ্বারা উচ্চারণ ও মাত্রাদি জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম শিক্ষা। শিক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাদি আদৌ কেবল বেদের ব্রাহ্মণগ্রন্থেতেই উল্লিখিত ছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শিক্ষাধ্যায় নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে, তাহাতে আনুপূর্ব্বিক বর্ণ, মাত্রা, ও বর্ণ সকলের উচ্চারণ স্থান, সাম অর্থাৎ আবৃত্তির মাধুর্য্য ইত্যাদি এক একটি বিষয় বিশেষ করিয়া বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু পরে শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ বিশেষ সুপ্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ সকল রচিত হওয়াতেই ব্রাহ্মণোক্ত প্রাচীন নিয়ম সকল অপ্রচলিত হইয়াগিয়াছে। এই সকল নূতন শিক্ষা গ্রন্থের নাম প্রাতিশাখ্য(১০)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বৈদিক ঋষিগণ ভিন্ন ভিন্ন চরণ বা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীতে বেদ স্বতন্ত্র রূপে পুরুষানুক্রমে গুরু শিষ্য পরম্পরায় শিক্ষিত ও সংরক্ষিত হইয়া আসিত, কিন্তু বেদ লিপিবদ্ধ না থাকাতে কাল ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে স্থানে স্থানে উচ্চারণ ও আবৃত্তির বিশেষ বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল, এই হেতু বেদের একই খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উচ্চারিত হইত এবং কখন কখন তাহাতে বিভিন্ন অর্থও আরোপিত হইত। এই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক শাখার ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিশাখ্য রচিত হইয়াছিল। এই রূপে এক এক বেদের যত শাখা আছে, আদৌ তত গুলি প্রাতিশাখ্যও প্রচলিত ছিল।

ছন্দঃ।—ছন্দঃ গ্রন্থে বৈদিক ছন্দঃ সকলের লক্ষণ এবং তাহাদের মাত্রাদির পরিচয় এবং বিশেষ বিশেষ নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বেদের সংহিতা ভাগ সমুদায়ই ছন্দে রচিত, কিন্তু বৈদিক ছন্দঃ অপর কোন গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বেদের ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক খণ্ডে বৈদিক ছন্দ বিষয়ে অনেক কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা ছন্দের কোন বিশেষ জ্ঞান লাভ হয় না। ছন্দ বিষয়ে পিঙ্গল-নাগের রচিত গ্রন্থই অতি প্রসিদ্ধ কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক এবং কোন কোন মতে পিঙ্গলনাগ পাণিনি ভাষ্যকার পাতঞ্জলের আর একটি নাম মাত্র, সুতরাং পাণিনি রচনার পর উক্ত ছন্দ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

ব্যাকরণ।—হিন্দুগণ অতি প্রাচীন কালাবধি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ

ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং ন্যায়বিস্তরোমীমাংসাদীনি।

শাকল প্রাতিশাখ্য টীকা।

যেহেতু বেদ বাক্য অতি বিস্তৃত ও দুরূহার্থক সুতরাং তদ্দ্বারা সকলে অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে এই জন্য কবিগণ বেদপারগ পণ্ডিতগণ বেদার্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সংক্ষেপে এই সকল বিদ্যার প্রচার করিয়াছেন যথা শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ ন্যায় এবং মীমাংসা.

(১০) যে সকল শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাদের নাম পশ্চাতে প্রকাশিত হইল।

১। ঋগ্বেদের শাকল শাখা অন্তর্গত শৌনক কৃত শাকল প্রাতিশাখ্য।

২। যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য। ইহা কোন্ শাখার তাহা নিরূপিত হয় নাই।

৩। কাত্যায়ন কৃত মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্য এই খানি বাজসনেয়ী শ্রেণীর একটি শাখার।

৪। অথর্ব্ববেদ সম্বন্ধীয় চাতুরাধ্যায়িক প্রাতিশাখ্য। সামবেদের কোন প্রাতিশাখ্য অদ্যাপি দৃষ্ট হয় না।

যত্ন ও মনোযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার গঠন এবং তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব নিরূপণ করা তাঁহাদের একটি অতি প্রয়োজন কার্য্য ছিল এবং এই রূপ অনেক পরিশ্রমে ও সংগ্রহ দ্বারা অল্পে অল্পে সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণে যে রূপ পারিপাট্য ও রচনা কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, এমত আর অন্য কোন ভাষার ব্যাকরণে দেখা যায় না। সংস্কৃত ভাষায় এমত কোন শব্দ বা ধাতু নাই যাহারা বিভিন্ন রূপ ব্যাকরণের নিয়মে সাধ্য না হইতে পারে। ইহাতে বিস্তীর্ণ সংস্কৃত ভাষার সমগ্র শব্দ সমগ্র ধাতু সমগ্র সমাস এবং তদ্ধিতার্থ বিবৃত হইয়াছে।" এক্ষণকার প্রচলিত সংস্কৃত হইতে বেদের প্রাচীন ভাষার অনেকাংশে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। যে সকল সংস্কৃত ব্যাকরণ এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে পাণিনি ভিন্ন আর কোন গ্রন্থেই বৈদিক সংস্কৃতের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকে পাণিনিকেই সর্ব্ব প্রাচীন ব্যাকরণ বলিয়া জানেন কিন্তু পাণিনিরও পূর্ব্বে বৈদিক ভাষা সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। সেই সকল গ্রন্থ হইতেই পাণিনি নিজ ব্যাকরণের অনেকাংশ সঙ্কলন এবং পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু পাণিনির অগ্রে সমগ্র ব্যাকরণ শাস্ত্র বোধ হয় কেহই সম্পূর্ণ রূপে সংগ্রহ এবং সুপ্রণালীবদ্ধ করে নাই। এই হেতু বেদাঙ্গের অন্তর্গত ব্যাকরণ শাস্ত্রের শেষ এবং প্রধান গ্রন্থই পাণিনি (১১) পাণিনির অগ্রে ব্যাকরণ শাস্ত্র বিষয়ক যে যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে উণাদি সূত্র এবং শান্তনাচার্য্য কৃত ফীটসূত্রই প্রধান। উণাদি সূত্রে ধাতুর উত্তর উণাদি বিবিধ প্রত্যয় হইয়া কি রূপে পদ সকল উৎপন্ন হয় তাহার প্রকরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এবং ফীট সূত্রে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতাদির বিধি উক্ত হইয়াছি।

নিরুক্ত।—নিরুক্ত (১২) শাস্ত্রে বেদের অন্তর্গত শব্দ ও পদ সকল সঙ্কলিত এবং তাহাদের অর্থ ও মূল ধাতু নিরূপিত হইয়াছে। ব্যাকরণে যেমন পাণিনির গ্রন্থ সর্ব্ব প্রধান, সেই রূপ নিরুক্ত শাস্ত্রে যাস্ককৃত নিরুক্তই উৎকৃষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ ইহা কেবল বেদ সম্বন্ধীয়। এই গ্রন্থ তিন প্রকরণে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার প্রথম প্রকরণের নাম নৈঘণ্টুক, দ্বিতীয়ের নাম নৈগম এবং তৃতীয়ের নাম দৈবত (১৩) যে কোন গ্রন্থে সমানার্থ বিবিধ শব্দ ও পদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে সামান্যত নৈঘণ্টু কহে। এই হেতু অমর সিংহ হলায়ুধ বৈজয়ন্তী ইত্যাদি গ্রন্থকার কৃত অভিধানও এই নামে উক্ত হয়। নিরুক্তের নৈঘণ্টুকে এই রূপে বিবিধ শব্দ তিনটি শ্রেণীতে সঙ্কলিত হইয়াছে, যথা প্রথম শ্রেণীতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালস্থ কাল এবং আকাশ সম্বন্ধীয় শব্দ সকল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মনুষ্য এবং তৎকার্য্য সম্বন্ধীয়

(১১) ইহা প্রসিদ্ধ আছে পাণিনির পূর্ব্বে মাহেশ নামক অতি প্রাচীন ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল কিন্তু তাহা লোপাপত্তি হইয়াছে। এ কথার কোন প্রামাণিক মূল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পাণিনির অগ্রে যদি এই নামের কোন ব্যাকরণ থাকিত তাহা হইলে বৈদিক ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে তাহার কোন না কোন উল্লেখ থাকিত কিন্তু তাহা অদ্যাপি পণ্ডিতগণ প্রাপ্ত হন নাই। যদি কেহ কোন পুরাতন গ্রন্থ হইতে এই বিষয়ের উল্লেখ দেখাইতে পারেন তাহা হইলে আমরা বাধিত হইব।

(১২) নিরুক্ত অর্থাৎ যাহার দ্বারা শব্দার্থ উক্ত হয়। শব্দকল্পদ্রুমধৃত কাশিকাবৃত্তির একটি শ্লোকে নিরুক্তের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং॥

নিরুক্তে পঞ্চবিধ বিষয়ের উল্লেখ আছে, বর্ণাগম-বর্ণ বিপর্য্যয় বর্ণ বিকার ও নাশ এবং ধাত্বর্থ।

(১৩) তাভ্যো ভাবি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দৈবতমিতি॥

শব্দ সকল। তৃতীয়ে সমুদায় গুণ বাচক শব্দ ক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে। নিগম শব্দের অর্থ বেদ। যাস্ক দ্বিতীয় প্রকরণে বিশেষ রূপে বেদের অন্তর্গত শব্দ সকল সংগ্রহ করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে "ইতি নিগমঃ" বলিয়া বেদের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, এই হেতু তিনি দ্বিতীয় প্রকরণের নাম নৈগম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। দৈবত প্রকরণে সমুদায় বৈদিক দেবতার নাম পার্থিব, আন্তরীক্ষ এবং আকাশস্থ এই তিন শ্রেণীতে সংগৃহীত হইয়াছে। যাস্ককৃত নিরুক্তে অমর কোষাদি অভিধানের ন্যায় শব্দ সকল শ্লোকে সংবদ্ধ করা নাই কিন্তু তথাপি তাহাও অমর কোষের ন্যায় বেদাধ্যায়ীগণ কণ্ঠস্থ করিতেন।

নিনি এবং প্রাতিশাখ্য গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন অবস্থা এবং ক্রমোন্নতি ও পরিবর্ত্তনের বিষয় অতি সুন্দর রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র কিরূপে ক্রমে ক্রমে সংরচিত হইয়াছে তাহারও বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিজ্ঞান

জন্তু বিজ্ঞান।

প্রথম ভাগ

এই সুবিশাল বিশ্বরাজ্য এক অপূর্ব্ব চিত্রশালিকা স্বরূপ। ইহার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলে, সেই অসীম শক্তি অদ্বিতীয় চিত্রকরের বিচিত্র কৌশল অনন্ত জ্ঞান ও অপার করুণার চিহ্ন আমাদের নয়ন পথে উদিত হইয়া অপার আনন্দ বিতরণ করে। অসীম আকাশে অগণ্য নক্ষত্র রাজী হীরক হারের ন্যায় কেমন দীপ্তি পাইতেছে; পৃথ্বী পৃষ্ঠে নানাবিধ বৃক্ষ লতাদির বিচিত্র মনোহর শোভা নয়নকে তৃপ্ত করিতেছে। জলে স্থলে শূন্য পথে কত অসংখ্য জীব পরম সুখে বিচরণ করিয়া সেই সর্ব্ব সুখদাতার মহিমা ঘোষণা করিতেছে। ধরাতল জীব প্রবাহে পরিপূর্ণ, পৃথিবীর সকল স্থানেই বিবিধ জাতীয় জন্তু বাস করিতেছে, ইহাদের আকার প্রকার ও গঠনের কেমন বৈচিত্র্য। অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত জীবগণ কেমন আশ্চর্য্য শ্রেণীতে ক্রমশঃ উথিত হইয়াছে। কত কত জীব আছে যাহাদিগকে কোন যন্ত্র ব্যতীত সামান্য চক্ষে দৃষ্টি করা যায় না, এবং এমনও অনেক আছে যাহাদিগকে অদ্যাবধি কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই

অতএব এই বিচিত্র জীব মণ্ডলীর পর্য্যালোচনা ও তাহার বিবরণ অবগত হওয়া একটি আমাদের অপার জ্ঞান লাভের উপায়, বাস্তবিক প্রাণি মণ্ডলীর আকৃতি ও প্রকৃতি ও সংস্কার বিষয়ে জগদীশ্বরের যে প্রকার জ্ঞান গর্ভ কৌশল ও সুনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার অনুধাবন করিলে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয়, এবং তাঁহার মহিমার অনন্ত দৃষ্টান্ত একেবারে জাজ্বল্য রূপে প্রত্যক্ষ হয়

যে বিদ্যা দ্বারা জন্তুগণের গঠন স্বভাব এবং জাতিভেদের বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই জন্তু বিজ্ঞান কহে। এবং যিনি উক্ত বিদ্যায় বিশারদ তাঁহাকে জন্তু বিজ্ঞাতা বলা যায়।

নিখিল নাথ ব্রহ্মাণ্ড পতির বিশ্বরাজ্যের শাখা স্বরূপ এই প্রাণি রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপাতত বোধ হইবে যে স্থল জল বিহারী অসংখ্য জন্তুর অশেষ প্রকার আকার ও প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদিগের জাতি ভেদ ও নাম নির্দ্দিষ্ট করা নিতান্ত দুঃসাধ্য. কিন্তু

যেমন এক এক বিন্দু জল প্রস্রবণ হইতে বিনিঃসৃত ও সংমিলিত হইয়া পরিশেষে সুগভীর স্রোতস্বতী রূপ ধারণ করে তদ্রূপ ইহা এক ব্যক্তির যত্নে সংসাধিত হওয়া সম্ভব নহে, অনেকের শ্রম সমষ্টিতে তাহা অনায়াসে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। নানা দেশীয় সুপণ্ডিতগণের অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও প্রযত্ন সহকারে অল্পে অল্পে এই প্রাণি বিদ্যার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং এক্ষণে ইহা একটি অপূর্ব্ব মনোহর জ্ঞান রত্নের ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়াছে।

প্রাণি মণ্ডলীকে প্রথমতঃ প্রধান প্রধান শ্রেণীতে বিভাগ করিবার জন্য তাহাদিগের কোন বিশেষ ও সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক লক্ষণের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অদূরদর্শী লোকের নিকট এই বিভাগ অতি সহজ বোধ হইতে পারে—যেমন সকল পক্ষবিশিষ্ট আকাশ বিহারী জন্তু পক্ষী বলিয়া এবং সমুদায় শল্ক বিশিষ্ট জল বিহারী জন্তু মৎস্য বলিয়া আপাততঃ পরিগণিত হইতে পারে; কিন্তু কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইবে, যথা বাদুড়ি (বাদুড়) এক প্রকার পক্ষ বিশিষ্ট এবং আকাশ বিহারী বলিয়া সাধারণ লোকে তাহাকে পক্ষী বলিয়া থাকে, কিন্তু বিহঙ্গের ন্যায় বাদুড়ি ডিম্ব প্রসব করে না প্রত্যুত বিড়ালাদির ন্যায় সজীব শাবক প্রসব করণানন্তর তাহাদিগকে স্তন্য পান করায়, সুতরাং তাহাকে পক্ষিজাতি মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা নিতান্ত অসঙ্গত সন্দেহ নাই। সেই রূপ সমুদ্রবাসী তিমিকে আপাততঃ মৎস্য বলিয়া বোধ হইবেক, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা মৎস্য নহে। মৎস্যের হৃদয়ের দুইটী মাত্র প্রকোষ্ঠ, কিন্তু তিমির গবাদির ন্যায় চারিটী প্রকোষ্ঠ আছে; মৎস্য জল মধ্যে থাকিয়া ফল্‌কা দ্বারা শ্বসন কার্য্য সম্পন্ন করে, এবং তাহাদের শোণিত শীতল, তিমি মধ্যে মধ্যে জলোপরি ভাসমান হইয়া পশ্বাদির ন্যায় বায়ুকোষ দ্বারা শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে, এবং তাহার শোণিত উষ্ণ; মৎস্য ডিম্ব প্রসব করে, এবং তৎসমুদায় প্রায় মাতার যত্ন ব্যতীত শাবক রূপে পরিণত হয়; তিমি সজীব শাবক প্রসব করিয়া তাহাদিগকে মাতৃ স্নেহের সহিত স্তন্যপান ও লালন পালন করে। সুতরাং বিশেষ বিবেচনা দ্বারা উপলব্ধি হইতেছে যে বাদুড়ি শূন্যে উড়িতে পারে বলিয়া পক্ষী নহে, ও জল নিবাসী হইলেও তিমি মৎস্য নহে। ইহার প্রকৃতি অনেকাংশে স্থলচর পশুদিগের ন্যায় সুতরাং ইহা তাহাদের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে।

অতএব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যে শারীরিক গঠনই জন্তুদিগের জাতি-ভেদ করিবার প্রধান উপায়। কিন্তু কোন একটী বা কতক গুলি লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া অপর গুলিকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে শ্রেণী সকল অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিসম্বাদ যুক্ত হইবে। একারণ বাহিক এবং আন্তরিক উভয় গঠনের প্রতিই লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য যে জন্তুগণের পরস্পর সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া উপযুক্ত মত শ্রেণীবদ্ধ করা, তাহাতে সাধ্যমত কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে।

লামার্ক নামক জনৈক জন্তুবিৎ পণ্ডিত সমুদায় প্রাণি রাজ্যকে দুইটী মাত্র শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। যে সকল জন্তুর অস্থিময় পৃষ্ঠ দণ্ড ও করোটী (Skull) আছে তাহাদিগকে মেরুদণ্ডী নামক শাখান্তর্গত এবং যাহাদের পৃষ্ঠদণ্ড বা মেরুদণ্ড ও করোটী নাই তাহাদিগকে অমেরুদণ্ডী নামক দ্বিতীয় শাখান্তর্গত করিয়াছিলেন। কুবিয়ার নামক প্রসিদ্ধ প্রাণিবেত্তা অমেরুদণ্ডী প্রাণিদিগকে শরীরস্থ ধামনিক পুঞ্জের প্রকার ভেদে পুনর্ব্বার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমস্ত প্রাণি মণ্ডলী চারিটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, তন্মধ্যে একটী শ্রেণী মেরুদণ্ডী অপর ত্রয় অমেরুদণ্ডীর অন্তর্গত যথা;—

মেরুদণ্ডী ১। (অমেরুদণ্ডী জাতীয়) কোমল-শরীর ২। সপর্ব্বা ৩। অংশু-শিরা ৪।

এই সকল শ্রেণী আবার পুনর্ব্বিভক্ত হইয়াছে। নিম্নস্থিত জাতি বিভাগ দৃষ্টি করিলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ স্পষ্ট হৃদগত হইবে।

মেরুদণ্ডী ও তাহার লক্ষণ।

মস্তিক, কসের-মেহ, শিরাল পুঞ্জ, অস্থি

১। স্তন্যপায়ী।

লোহিত ও উষ্ণ শোণিত; হৃদয়ের ৪ প্রকোষ্ঠ; বায়ুকোষ; জরায়ুজ শরীর; রোমশ। ১৫০০ জাতি।

২। বিহঙ্গ। ৬০০০ জাতি।

লোহিত উষ্ণ শোণিত; হৃদয়ের ৪ প্রকোষ্ঠ, বায়ু কোষ, ডিম্বজ; শরীর পালখে আবৃত, চঞ্চু বিশিষ্ট।

৩। সরীসৃপ। ১৫০০ জাতি।

লোহিত শীতল শোণিত; ৩টী হৃদয়ের প্রকোষ্ঠ বায়ু কোষ ও ফল্‌কাযুক্ত, ডিম্বজ, শরীর শল্ক কারক্ত বা উলঙ্গ।

৪। মীন। ৫০০ জাতি।

লোহিত শীতল শোণিত, হৃদয়ে ২টী প্রকোষ্ঠ একটী বামান্ত গৃহ, এক দক্ষিণান্ত গৃহ, ফুল কাশাসী ডিম্বজ, পত্র বা সন্তরণ অঙ্গ বিশিষ্ট, শরীর শল্কাবৃত।

অমেরুদণ্ডী।

মস্তিষ্ক, কসেরু, স্নেহ, অস্থি, লোহিত শোণিত শূন্য

৫। কোমল শরীর।

শরীর কোমল, সচ্ছিদ্র, লালা যুক্ত, একটী বা ২ টী কঠিনাবরণ, শিরাল গুচ্ছ।

৬। পতঙ্গ।

মস্তক ও বক্ষ পরস্পর অসংযুক্ত, শরীর পর্ব্বযুক্ত, তিনযুগ্মপদ দুইটী স্পর্শ শূক; চক্ষু বিমিশ্র, অবস্থা পরিবর্ত্তন।

৭। ঊর্ণনাভ।

বক্ষ ও মস্তক পরস্পর অভিন্ন, অষ্টপদ,

৮। বর্ম্মধারী।

শরীর পর্ব্বযুক্ত, দশ পদ, মুখাগ্রে দুটী স্পর্শ, চক্ষু বিমিশ্র, কলকা। শরীর বর্ম্ম সদৃশ কঠিন আবরণে আচ্ছাদিত।

৯। শুণ্ডপদী।

পর্ব্বযুক্ত, সবৃন্তনেত্র, ও যোড়াপা, মুখাগ্রে শুণ্ডাকার শিরা।

১০। অঙ্কুরীময়।

শরীর দীর্ঘ ও অঙ্কুরীযুক্ত, জলচর ফুল কাশাসী

১১। অংশু শিরাল।

শরীরের এক স্থানকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সূত্রাকার প্রত্যঙ্গ সকল অংশু রেখার ন্যায় বিকীর্ণ: সামুদ্রিক।

১২। পুরুভুজ।

শরীর লালাযুক্ত ও কোমল, কাহার কাহার কঠিন কঙ্কাল থাকে, মুখের চতুষ্পার্শ্বে ভুজস্বরূপ অনেক স্পর্শ শূক আছে, ব্রণ হইতে উৎপত্তি।

১৩। পরান্ত পুষ্ট।

কোমল স্বচ্ছ শরীর, বিভিন্ন আকারের মনুষ্যাদির দেহ মধ্যে বাস; পর্ব্বযুক্ত, শ্লেষ্মাময়।

১৪। ক্বাথপ্রিয়।

শরীর কোমল স্বচ্ছ, অনেক গুলি উদর কোষ্ঠ, শূক বিশিষ্ট।

এই রূপে সমুদায় জন্তু শ্রেণীকে উৎকৃষ্ট মনুষ্য হইতে সামান্য কীটাণু পর্য্যন্ত নানা জাতিতে বিভক্ত করা হইল। আমরা নিকৃষ্ট জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে মনুষ্য জাতির সর্ব্বোৎকৃষ্টতা সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিবার মানসে সর্ব্ব প্রথমে কীটাণুদিগের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অংশু শিরাল বর্গ।

একটী তারকা মৎস্য লইয়া নিরীক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে তাহার শরীরের প্রত্যঙ্গ গুলি যে অংশু রেখার ন্যায় একটী কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়াছে; কোন কোন প্রাণির মুখের চতুষ্পার্শ্বে কতিপয় সূক্ষ্ম সূত্র অংশু রেখার ন্যায় বিস্তারিত দেখা যায়। এই জাতীয় জন্তু মাত্রেরই ধামনিক পুঞ্জ বায়ুাকৃতির ন্যায় অংশু শিরাল প্রকৃতি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি তাহাদিগকে এই জাতি মধ্যে গণ্য করিতে হইবে।

অংশু শিরাল বর্গকে চারিটী শাখায় বিভাগ করা হইয়াছে যথা;

১ আণুবীক্ষণিক, ২ পরান্ত পুষ্ট, ৩ প্রাণিদ্রুম বা পুরুভুজ, ৪ অংশু শিরাল।

১। আণুবীক্ষণিক।

যদি কোন জল পূর্ণ পাত্রে কোন উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংরক্ষিত করিয়া ঐ পাত্রকে আতপে সংস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে নয় দশ দিবস মধ্যেই ঐ পাত্রস্থিত জল কিঞ্চিৎ বিকৃত বোধ হইবে। এরূপ হইবার কারণ কি? একবিন্দু জল লইয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে তাহাতে অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র জীব চপলতার সহিত ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। কি আশ্চর্য্য এ সমস্ত জীব কোথা হইতে উৎপন্ন হইল। আমরা তাহাদিগের আকৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হই। মনুষ্য দেহের শোণিতীয় পরমাণুকে ১৮০,০০ এক লক্ষ অশীতি সহস্র গুণে বর্দ্ধিত করিলে এই আণুসঙ্কিক প্রাণিকৃতির অপেক্ষা বৃহৎ হইবে না, কিন্তু ঐ সকল কীটাণু এমনি ক্ষুদ্র যে তাহাদিগের এক লক্ষ অশীতি সহস্রকে বর্ত্তুলাকারে জড়িত করিয়া এক স্থানে রাখিলে ঐ চিত্র অপেক্ষাও অল্প স্থান আশ্রয় করিবে। অর্থাৎ একটী একটী কীটাণু এক এক শোণিত পরমাণু অপেক্ষাও কনীয়ান। বার্লিন দেশীয় কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে এই রূপ ২০০০ দ্বিসহস্র কীটাণুকে একত্রিত করিলে এক বুরুলের দ্বাদশাংশের একাংশ মাত্র পরিমাণ বিশিষ্ট হইবে, সুতরাং এই গণিতানুসারে এক বিন্দু মাত্র জলে প্রায় ৫০ কোটী কীটাণু বাস করিতে পারে, সমুদায় পৃথিবীর লোক সংখ্যা এই সংখ্যার প্রায় তুল্য। জগদীশ্বরের অসাধ্য কার্য্যই দৃষ্টি গোচর হয় না। এক বিন্দু জলকেও তিনি এক পৃথিবী তুল্য করিয়াছেন, এরূপ ক্ষুদ্রতম প্রাণিদিগকেও তিনি উপযুক্ত মত ইন্দ্রিয়াদি প্রদান ও সুখস্বচ্ছন্দতা বিধান করিতেছেন। তিনি যে চমৎকার রূপে উহাদের জন্ম দিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময় যুক্ত হইতে হয়। আহা

তাঁহাকে নির্ব্বিকার উদার স্বরূপ না বলিয়া আর কি বলা যাইতে পারে? এমন অদৃশ্য ক্ষুদ্রতম কীটাণুদিগকেও তিনি করুণা বিতরণে ক্ষান্ত হয়েন নাই, তাঁহার অক্ষয় প্রেম ভাণ্ডার সকলের জন্য প্রমুক্ত রাখিয়াছেন। এই কীটাণু জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে সেই জগৎ প্রসবিতাকে অগণ্য ধন্য বাদ প্রদান করিতে হয়। আকাশময় উহাদের ডিম্ব কণা সকল বায়ু সহকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সঞ্চালিত হইয়া বেড়ায়। উহা এমনি সূক্ষ্ম যে এক বুরুলের ২৪,০০০,০০০ দুই কোটী চল্লিশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, সুতরাং সামান্য চক্ষে দৃষ্ট হয় না। এই সকল সূক্ষ্ম ডিম্ব কণা স্থানে স্থানে পতিত হইয়া উপযুক্ত রসাদি পাইলেই প্রাণি রূপে পরিবর্ত্তিত হয় এবং ঐ সমস্ত প্রাণি গলিত পদার্থ ভক্ষণ দ্বারা অত্যল্প কাল মধ্যে এত অধিক পরিবর্দ্ধিত হয় যে শুনিলে বিশ্বাস হওয়া সুকঠিন! কিন্তু ঐ গলিত পদার্থ বায়ু সংস্পর্শ হইতে না দিলে আর পূর্ব্বমত একটী কীটাণুও দৃষ্ট হইবে না। উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শে ও এবম্প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই. তন্নিমিত্ত শৈল শৃঙ্গে ইহাদিগকে বড় দেখা যায় না। সেই সকল ভ্রূণ বা ডিম্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে তজ্জাতীয় জন্তুর প্রকৃতাবয়বে পরিণত হয় এবং মাতার অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চক্রধারী উৎপাদন করে। এই উৎপত্তির নিয়মকে তন্নিমিত্ত ভ্রূণজ কহা যায়। তাহাদিগের উৎপত্তির আর এক প্রকার নিয়ম আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। তাহা এই, তাহাদিগের শরীর আপনা হইতে অংশে অংশে বিভক্ত হইয়া প্রত্যেক খণ্ডই একটী একটী চক্রধারী কীটাণু হয়; সেই জন্য এই নিয়মকে খণ্ডজ বলা হইল। এই অপূর্ব্ব উৎপত্তি দ্বারা চক্রধারীগণ মৎস্য প্রভৃতি বহুপত্য জন্তু অপেক্ষা অধিক শাবক উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। কোন কোন চক্রধারী সুস্থ ও পুষ্টাবস্থায় প্রতি দিবস খণ্ডিত হইয়া থাকে, সুতরাং একটী কীটাণু শাবক পরম্পরা ক্রমে প্রতি দিবস দ্বিখণ্ডিত হইলে এক পক্ষ মধ্যে ১৬৩৮৪ এবং মাসাতীত না হইতে হইতেই ২৬৮,৪৩৫,৪৫৬ ছাব্বিশ কোটী, চৌরাশি লক্ষ পঁয়ত্রিশ সহস্র চারি শত ছাপ্পান্ন নব কীটের উৎপত্তি হয়, এবং তৎসমুদায় সলিল নিবাসে বিস্তৃত হইয়া স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে। আহা কত মনোহর দৃশ্য আমাদিগের দর্শন সীমা অতিক্রম করিয়া প্রতিনিমেষে এই সুচারু বিশ্ব চিত্রালয়ের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে তাহা আমরা জানিতেও পারিতেছি না। ঈশ্বরের মহিমার অন্ত নাই, করুণারও পার নাই। তিনি এই সমস্ত অসংখ্য অসংখ্য নয়নাদৃশ্য আণুবীক্ষণিক প্রাণি নিচয়েরও বিহিতাশন বিনিয়োগ করিতেছেন, ইহাদিগকেও কোন শারীরিক সুখে বঞ্চিত করেন নাই। চক্রধারীদিগের উৎপত্তির তৃতীয় নিয়ম অণ্ডোজ অর্থাৎ তাহারা কখন কখন অণ্ড হইতেও উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা যে তড়াগ সমূহে বাস করে গ্রীষ্ম কালে সেই সমস্ত জল শূন্য হওয়ায় কীটাণুগণ বিনষ্ট হয়; কিন্তু তাহাদিগের এই রূপ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে স্ত্রীজাতীর গর্ভে যে সকল পরিপক্ব ডিম্ব থাকে তৎসমুদায় প্রসবিত্রীর গর্ভ মাংস ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। কীটাণু এই রূপে স্বীয় বংশ রক্ষার প্রভূত উপায় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া স্বীয় জীবন লীলা সম্বরণ করে। তদনন্তর ঐ ডিম্ব রাশি বায়ু সহকারে আকাশ ময় বিক্ষিপ্ত হইয়া নানা স্থানে নীত হয় ও সুযোগ পাইলেই জীবাকার ধারণ করে ও স্ব স্ব জীবন চেষ্টায় নিযুক্ত হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

অনুষ্ঠান।

বঙ্গস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমশঃ জয় বিশিষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদিন কেবল জ্ঞানেতেই নিবদ্ধ ছিল, এখন অনুষ্ঠানে পরিণত হইতেছে। এক্ষণে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে যে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি ঘরে প্রবেশ করত সকল পরিবারকে শান্তি ও মঙ্গলনীরে আর্দ্র করিবে। গত ১৩ পৌষ শনিবার মাল্‌পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে প্রশান্ত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াগিয়াছে। ইঁহার নিজ পরিবারের মধ্যে সকলেই ব্রাহ্ম, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম এ স্থলে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়া উজ্জ্বলতর প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছিল। যখন অযোধ্যানাথ অন্যান্য কুটুম্ব ও বন্ধু জনের নিকট হইতে নানা প্রকার ব্যাঘাত জনন বিঘ্ন রাশি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার এমন আশা ছিলনা যে নিজ পরিবার বর্গও তাঁহার মতে অনুমোদন করিবে, সুতরাং তিনি মনে মনে এক প্রকার স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলেন যে যদি কেহও তাঁহার সহযোগী না হয় তথাপি পরিবার বর্গ হইতে বিভিন্ন হইয়া একাকীও তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশপালন করিবেন, কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে তাঁহার পরিবারের কেহই লোকভয় বা লোক নিন্দাতে কিঞ্চিৎ মাত্র ভীত হইলেন না, সকলেই একবাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে কৃত সংকল্প হইলেন। অযোধ্যানাথের বৃদ্ধমাতা

স্বয়ং তাঁহাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিলেন এবং অযোধ্যানাথের ভগিনীও ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে চতুর্থী ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। বৃদ্ধ মাতা ও বিধবা ভগিনী ইঁহারা স্ত্রী জাতি হইয়াও এতদূর স্থির প্রতিজ্ঞ যে স্বীয় বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিতে কাহারো নিবারণে কর্ণপাত করেন নাই, ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয়, সন্দেহ নাই। কবে এমন দিন উপস্থিত হইবে যে পরিবারের সকলেরই মুখ হইতে ব্রহ্ম নামের জয়ধ্বনি ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইবে।

পাকড়াশী মহাশয় পিতার আদ্য শ্রাদ্ধ কালে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"হে পরম পিতা অখিল মাতা! দশ রাত্রি হইল, আমাদের ভক্তিভাজন পিতা তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তিনি যখন রোগ যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইলেন, আমরা কিছুতেই তাঁহার যন্ত্রণা শান্তি করিতে পারিলাম না। তুমি তখন আপনার অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলে। হে মঙ্গলময়! আমাদিগের জীবনদাতা তোমার প্রতিনিধিস্বরূপ। পিতা যেরূপ স্নেহে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা কোন কালে পরিশোধ হইবার নয়। এই সংসার সমুদ্রে তিনি আমাদের দ্বীপস্বরূপ ছিলেন, তিনি স্বয়ং সমুদয় বিপদের ভার বহন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেন, আপনার [illegible] বিভাগ করিয়াও আমাদের ক্ষুধা শান্তি করিয়াছেন, পিতৃস্নেহ কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না, পিতৃ ঋণ কিছুতেই পরিশোধ করা যায় না। অতএব আমরা সপরিবারে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি উন্নত করিয়া দাও। হে মুক্তি দাতা! তুমি যেমন তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া তাঁহার রোগ যন্ত্রণা শান্তি করিলে, সেইরূপ সেখানে তাঁহাকে আপনার অভিমুখে আনিয়া সংসারের পাপ তাপ হইতে নিস্তার কর। তাঁহাকে সত্যজ্যোতিতে ভূষিত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তিনি যে লোকে থাকুন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন এবং আমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, তাহা তিনি ক্ষমা করুন। দীননাথ! আমরা পিতৃহীন হইয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি, আমাদিগকে তোমার অভয় মূর্ত্তি প্রদর্শন কর। পিতা আমাদিগকে যে সংসারের গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়া গেলেন, তাহা বহন করিবার সামর্থ্য প্রদান কর। এ সংসার তোমারই প্রিয় সংসার, এখানে তোমার প্রিয় কার্য্য করিতে গিয়া যে সকল ক্লেশ প্রাপ্ত হইব, তাহা যেন তোমার প্রেমে পুলকিত হইয়া সহ্য করিতে পারি। সুখের লোভে তোমার আজ্ঞার প্রতিকূলে আমাদের যে সকল প্রবৃত্তি উত্থিত হইবে, তাহা যেন তোমার পবিত্র জ্যোতিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যদি ধন, মান, যশ ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয় তথাপি যেন ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হই। ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছ, তাহা যেন কার্য্য কালে অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয়, যখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদের সমুদায় বল নিঃশেষিত হইবে, তখন যেন তোমার নিকট নূতন বল প্রাপ্ত হই।"

নূতন গ্রন্থ প্রাপ্তি।

আমরা পশ্চাল্লিখিত নূতন পুস্তক গুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিক্রমোর্ব্বশী, শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ গুপ্ত প্রণীত।—এই গ্রন্থে সুকবি কালিদাস কৃত বিক্রমোর্ব্বশী নামক বিখ্যাত নাটকের উপাখ্যান ভাগ সংকলিত হইয়াছে। আমরা ইহার সুললিত রচনা পাঠ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। সংস্কৃত নাটক সকলে আমরা যে প্রকার প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই, সেই রূপ তাহাতে প্রাচীন রীতি নীতি ও সামাজিক পদ্ধতির ও অনেক বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। এই হেতু এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য সাধারণের পাঠার্থ এই প্রকার পুস্তক বিশেষ উপকার জনক বলিতে হইবেক।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান, শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জন প্রণীত।—গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে কি প্রকার শারীরিক নিয়মাদি অবধারিত হইয়াছে এবং রোগাদির কি প্রকার লক্ষণ ও ঔষধ নিরূপিত হইয়াছে, তাহার অনেকাংশ এই গ্রন্থে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। আমাদের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রে অনেক ভ্রম আছে বটে কিন্তু তাহাতে অনেক আশ্চর্য্য মহা মহা ঔষধও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সেই শাস্ত্রের আলোচনা ও অনুসন্ধান নিতান্ত নিষ্ফল কখনই হইতে পারে না। আমরা ইচ্ছা করি যে এপ্রকার আরও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞাপন

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

—o—

ব্রাহ্ম মহাশয় দিগের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান আ-গামী ১১ মাঘের মধ্যে সমাজে প্রেরণ করেন।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
সম্পাদক।

আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে মুচি-খোলার অনতি দূরে মুদিয়ালী নামক স্থানে বর্ত্ত-মান শকের ২৩ ভাদ্র রবিবার দিবসে একটী ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকার সম্ভ্রান্ত মিত্র পরিবারস্থ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রথমে তাঁহার দুই চারিটী বন্ধুর সহিত সম্মিলিত হইয়া এই পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে তত্রস্থ কৃত-বিদ্য যুবক দল তাঁহারদিগের সাধু দৃষ্টান্তের অনু-করণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

উপাসনা কার্য্য প্রতি রবিবার রাত্রি ৭ ঘণ্টার পর আরম্ভ হইয়া থাকে। ঈশ্বর তাঁহারদিগের সাধু ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।

—o—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ১৭৮৪ শকের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়	৭১৪৷৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৪১৬৷৷০
	১১৩১৷৶১০
ব্যয়	৫৮৪৷৶৫
সম্পাদকের হস্তে	৫৪৬৷৶৫

তহবিল	
বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে	৫৩৬৷৶৫
কোং কাগজ	৫০০

—o—

ব্রাহ্মদিগের প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দত্ত	৭
" অক্ষয়কুমার মজুমদার	৬৲
" শিবচন্দ্র নন্দী	৫
	১৮

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত রাজা সত্যশরণ ঘোশাল	৫০
" গোপাললাল ঠাকুর	৩০
" চন্দ্রশেখর দেব	১৪
" কালীদাস পালিত	১২
" জি, এন, গজপতি রাও	১২
" কাশীপ্রসাদ ঘোষ	১২
" রমাপ্রসাদ রায়	১০
" ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৬
" নীলকমল মিত্র	৪
" যাদবকৃষ্ণ সিংহ	৩
" রামচন্দ্র ঘোষাল	৩
" নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়	৩
" সাগরলাল দত্ত	৩
" উপেন্দ্রমোহন ঠাকুর	২
	১১৪

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়	১
" কাশীনাথ দে	১
	২

এক কালীন দান।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	৬

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ দান।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
দানাধারে দান	৩৷৶১০

এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, কলিকাতা নগরে যোড়া-সাঁকোস্থিত ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়। ইহার মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।
১ মাঘ মঙ্গলবার সম্বৎ [illegible] কলিকাতা [illegible]

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব

নাম-করণ ক্রিয়াতে উপাসনার অন্তর্গত ব্রহ্মস্তোত্র।

হে করুণা-নিধান বিশ্ব-বিধান বিধাতা পুরুষ! আমরা যখন যে প্রকারে অবস্থান করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারি, তুমি আমারদিগকে তখন সেই রূপেই রক্ষা করিয়া আপনার অপার করুণা বিস্তার করিতেছ। তুমি সমস্ত বিশ্ব ব্যাপারকে আমারদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া জীবের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছ। তুমি শিশু সন্তানকে যে প্রকার যত্নে রক্ষা কর, তাহার উপমা আর কোথাও নাই। যখন সে এক লোক হইতে লোকান্তরে আসিবার ন্যায় বায়ু শূন্য তিমিরাবৃত জরায়ু-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আলোকময় পৃথিবীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়, তখনো তোমার করুণা অগ্রসর হইয়া স্নেহ রূপে তাহাকে আলিঙ্গন করে। তোমার প্রেম তখন পিতা মাতার মনে স্নেহ-রূপে অবতীর্ণ হয় এবং সুহৃদ্গণের আনন্দ-কোলাহল মধ্যে প্রেমার্দ্র হইয়া তাঁহারা পুত্রের মুখ-চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করেন। শিশু সন্তানের প্রতি তোমার এমনি প্রেম যে তাহার প্রতি কাহারো দ্বেষ ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহার মন মোহেতে এক কালে বিকৃত হইয়া না যায়, এবং যাহার অন্তঃকরণ হইতে দয়া এক কালে প্রস্থান না করে, সে আর কোন মতে স্তনপায়ী শিশুর প্রতি শত্রুতা করিতে পারে না; তুমি বালককে সকলের স্নেহের আস্পদ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছ। চুম্বক মণি যেমন লৌহ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে, দুগ্ধপোষ্য বালকের মুখমণ্ডলও সেই রূপ নর নারীর স্নেহকে আকর্ষণ করে। হা জগদীশ! তোমার মহিমা আমরা কতই কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন সঙ্কীর্ণ গর্ভাশয় জরায়ুর মধ্যে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন মনুষ্য সন্তানকে রক্ষা কর, এবং তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য গর্ভ ধারিণীর উদর হইতেই তাহার ভোজন পান বিধান কর, এবং অবশেষে স্বয়ং ধাত্রী হইয়া তাহার প্রসবক্রিয়া সম্পাদন কর, তখন সেই বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণ ও পোষণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি আমারদিগকে কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত

হওনা। শৈশবাবস্থায় যখন আমারদের আত্ম রক্ষার ও আত্মপোষণের কোন শক্তিই ছিল না, যখন আমরা ক্ষুৎপিপাসাতে পীড়িত হইলেও আপনা হইতে অন্ন পান আহরণ করিতে পারিতাম না, যখন আমরা অতি লঘু বিপদকেও অতিক্রম করিতে অক্ষম ছিলাম, এখন তুমি পিতা মাতার মনে কেবল এক স্নেহ দিয়া আমারদের সকল অভাব মোচন করিয়াছ। যখন আমরা তোমাকে জানিতেও পারি নাই, এবং তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেও পারি নাই, তখনও তোমার করুণা মর্ত্ত্য লোকে আবির্ভূত হইয়া আমারদিগকে প্রতিক্ষণে রক্ষা করিয়াছে। অতএব আমরা অদ্য তোমার সেই সকল করুণা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমারদের বিশুদ্ধ প্রীতি গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

ষোড়শ অধ্যায়।

১৩৯

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, নিষ্পাপ, সহিষ্ণু ও একাগ্রচিত্ত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন।

এক দিকে সাংসারিক সুখের কামনা আর দিকে ঈশ্বর লাভের স্পৃহা। যে পরিমাণে সাংসারিক সুখের কামনা খর্ব্ব হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বর লাভের স্পৃহা প্রদীপ্ত হইতে থাকে। ঈশ্বর-স্পৃহা প্রদীপ্ত হইলে বুদ্ধি তখন তাঁহাকে অনুসন্ধান করে এবং অনুসন্ধান করিয়া যখন সেই পূর্ণ-স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহাকে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ দেখে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়া সেই সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, মঙ্গল স্বরূপকে আপনার অন্তরেই দৃষ্টি করেন এবং কৃতার্থ হইয়া পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। তিনি আমারদিগের কাহারও নিকট হইতে দূরে নহেন, যেখানে আমারদিগের জীবাত্মা সেই খানেই তিনি স্থিতি করিতেছেন; সকল ভূত, সকল লোক, সকল জীব তাঁহারই ক্রোড়ে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। যত দিন জ্ঞান-নেত্র না প্রস্ফুটিত হয়, তত দিন লোকে তাঁহাকে অতিদূরস্থ করিয়া জানে; কিন্তু যাঁহার জ্ঞান-নেত্র প্রকাশিত হইয়াছে তিনি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আপনাতেই তাঁহাকে দেখিতে পান।

১৪০

পাপ ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইঁহাকে সন্তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদয় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল-চিত্ত ও পরব্রহ্মের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

পাপারণ্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন না করিলে ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে উপনীত হওয়া যায় না। অতএব যিনি জ্ঞান-নেত্রকে সেই লক্ষ্য স্থানের প্রতি এক ভাবে রাখিয়া ধর্ম্ম-পথে পদচারণা করিতেছেন তাঁহাকে পাপ আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। তিনি পাপ-তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসক হয়েন।

১৪১

তিনি আনন্দনীয় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দিত হয়েন; তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং হৃদয় গ্রন্থি সমুদয় হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়েন।

ধনার্থী তাহার চির প্রার্থিত ধন প্রাপ্ত হইলে যে রূপ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি সুনির্ম্মল শীতল জল প্রাপ্ত হইলে যে রূপ আহ্লাদিত হয়, সেই রূপ সকলের শ্রেষ্ঠ, মনের এক মাত্র তুষ্টি-কর পদার্থ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করেন। যিনি পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহারি ইচ্ছানুসারে সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, ফল কামনা শূন্য হইয়া তাঁহারি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতে থাকেন এবং স্বার্থপরতাকে বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেই যত্নশীল থাকেন। অতএব তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন এবং সংসারের মোহ-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিরন্তন পরব্রহ্মে নিত্য কাল অবস্থিতি করেন।

১৪২

সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি যেমন তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্তে যত্ন করিবেন, তদ্রূপ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠানেতেও তৎপর থাকিবেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পায় না। পুণ্য জ্যোতিতে মন পবিত্র না হইলে তাহা কদাপি পবিত্র স্বরূপের প্রিয় আবাস-স্থল হয় না। অতএব সত্য হইতে, ধর্ম্ম হইতে ও শুভ কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না।

১৪৩

সত্য কথা কহ, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে সে সমূলে শুষ্ক হয়।

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই ধর্ম্মের মূল; অতএব ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি সত্য-ব্রত হইয়া সত্য কথা কহিবেক এবং সত্য ব্যবহার করিবেক।

১৪৪

ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধু স্বরূপ।

কর্ত্তব্য সাধনের নাম ধর্ম্ম। আপনার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রতিবাসী ও বন্ধুদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, দীন দরিদ্র নিরাশ্রয়দিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই সকল কর্ত্তব্য সাধনের নাম ধর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম যিনি অতি যত্ন পূর্ব্বক পালন করেন, তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। আত্মা প্রসন্ন হইলে সকল দুঃখের হানি হয় এবং ঈশ্বরেতে প্রীতি পূর্ব্বক অবস্থিতি করিবার যোগ্যতা হয়।

১৪৫

শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক না।

শোকাবিষ্ট হইয়া দান করিবেক না, কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেক

১৪৬

মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জান।

যে পিতা মাতা এ পৃথিবীতে ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের প্রতিরূপ হইয়া—তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে স্নেহ পূর্ব্বক রক্ষণ ও পালন করিতেছেন এবং যে আচার্য্যের উপদেশে আমরা অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া অজর অমর অভয় নিরতিশয় ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, তাঁহারদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেক।

১৪৭

কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবেক, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের শুভাভিপ্রায়কে লক্ষ্য করিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক; অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক না।

১৪৮

আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎ সমুদারের অনুষ্ঠান কর, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না।

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্য উপদেশ করিতেছেন, আমরা যে সকল সদুপদেশ প্রদান করি এবং যে সকল সদাচার অনুষ্ঠান করি; তাহার অনুবর্ত্তী হও, অসৎ লোকদিগের কুদৃষ্টান্তে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না।

১৪৯

যে ব্রহ্মবিৎ এই সমস্ত উপায় দ্বারা ব্রহ্ম-প্রাপ্তির যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মরূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়।

যে ব্রহ্মবিৎ সত্যকে অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মের অনুগত হইয়া, শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, মাতা পিতা আচার্য্যকে ভক্তি করিয়া, ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্ম-রূপ নিকেতনে প্রবিষ্ট হয়। তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ উপভোগ করেন।

১৫০

হে দিব্য-ধাম-বাসি অমৃতের পুত্র সকল! তোমরা শ্রবণ কর।

কোন ব্রহ্মপরায়ণ মহর্ষি প্রাতঃকালের সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় অদ্ভুত অমৃত ব্রহ্মকে অন্তরে লাভ করিয়া নবোৎসাহে পূর্ণ হইয়া কহিতেছেন যে হে অমৃত পুরুষের পুত্রেরা! দ্যুলোক ও ভূলোক বাসী দেব মনুষ্যেরা! শ্রবণ কর, আমি তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

১৫১

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়া সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি অনন্ত কাল সেই জ্ঞানময় প্রেমময় পুরুষের সহচর অনুচর থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার শরণাপন্ন

হওয়া ব্যতীত মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য উপায় নাই।

১৫২

আপনাতেই নিত্য স্থিতি করিতেছেন যে পরমাত্মা, তিনিই জানিবার যোগ্য, তাঁহার পর জানিবার যোগ্য আর কোন পদার্থ নাই।

সমুদায় সৃষ্ট বস্তু পরাৎপর পরমাত্মাকেই আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে, তিনি কাহাকেও আশ্রয় করিয়া নাই, তিনি চিরকাল আপনাতেই আপনি স্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিবেক এবং তাঁহাকেই জানিবেক; তাঁহাকে জানিলে সকল জানার সমাপ্তি হয়, তাঁহার উপরে জানিবার বস্তু আর কিছুই নাই।

১৫৩

কৃতবুদ্ধি, আসক্তিহীন, প্রশান্তচিত্ত ঋষি সকল ইঁহাকে সম্যক্ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হয়েন; সেই সকল সমাহিতচিত্ত ধীর ব্যক্তি সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন।

যিনি সকলের আদি কারণ অনাদি পুরুষকে বুঝিয়াছেন, তিনি বুদ্ধি দ্বারা যাহা বুঝা যায় তাহা বুঝিয়াছেন; তিনি কৃতবুদ্ধি আসক্তিহীন প্রশান্তচিত্ত হইয়া পরম প্রিয় বস্তুকে লাভ করিয়া জ্ঞান তৃপ্ত হইয়াছেন। তিনি সেই সর্ব্বগত সকল মঙ্গলালয়ের সহবাস লাভ করিয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন এবং সকলের মধ্যে সেই প্রেমময় অমৃতময়কে দেখিতে পান।

১৫৪

হে প্রিয় শিষ্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, ও ভূত সকল যাঁহাতে স্থিতি করে, সেই অবিনাশী পরমাত্মাকে, যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং সকলেতে প্রবেশ করেন।

জীব, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, সমুদায় বস্তু যাঁহার ইচ্ছাতে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং যাঁহার ইচ্ছাতে স্থিতি করিতেছে, সেই অবিনাশি পুরুষকে যিনি জানেন, তাঁহার সকল সংশয় চ্ছেদ হয় এবং তিনি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেতেই মঙ্গলময় অমৃত পুরুষকে দেখেন।

১৫৫

এই আকাশে যে এই জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সমুদায় অনুভব করিতেছেন, সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

এই আকাশ শূন্য নহে, কিন্তু জ্ঞানময় অমৃতময় পুরুষ দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি অন্তর্ব্বাহ্যে সর্ব্বত্র থাকিয়া সকল জানিতেছেন। সেই ভূমা অমৃতময় পুরুষকে জানিয়া তাঁহার প্রেমে পূর্ণ হইয়া যিনি নির্ভয়ে তাঁহার হস্তে আপনার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছেন, অমৃত পুরুষকে লাভ করিয়া অমর হইয়াছেন। জ্ঞান ও প্রেম ভিন্ন অমৃত পুরুষকে লাভ করিবার আর অন্য উপায় নাই

১৫৬

এই আদেশ, এই উপদেশ,

এই শাস্ত্র; এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

তাবৎ উপদেশের সার মর্ম্ম এই যে তাঁহাকে প্রীতি করিবেক এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবেক।

ইতি প্রথমখণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়।

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

প্রথম প্রকরণ—পঞ্চবিংশ আদেশ।

১৭৮৩ শকের ১০ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয়আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্যউ প্রেয়োবৃণীতে।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিকে প্রস্ফুটিত করা, আমাদের আত্মার সহিত সেই পরমাত্মার অভেদ্য নিগূঢ় যোগ স্থাপন করা, এবং তাঁহার পথের অনুগামী হইয়া তাঁহার কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়; আর স্বেচ্ছাচারী হইয়া ইন্দ্রিয়-সুখে ও বিষয়ামোদেই মত্ত থাকা, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের মোহে মুগ্ধ হওয়াই প্রেয়। কল্যাণময় শ্রেয়কে আশ্রয় করিলে তিনি আমারদিগকে ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত করেন; আর ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষে প্রেয়ের অনুবর্ত্তী হইলে আমারদের সংসার-গতিকেই প্রাপ্ত হইতে হয়। "অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।" শ্রেয় ও প্রেয় ইহার প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথে মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। শ্রেয় যিনি তিনি আমারদিগকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় ধর্ম্ম-পথের পথিক করিয়াও অবশেষে অমৃত সন্নিধানে লইয়া যান, আর প্রেয় নানা প্রলোভন দেখাইয়া ঈশ্বরের বিপরীত পথ দ্বারা সংসারের অগ্নি তুল্য তপ্ত-তৈল-কটাহে আনিয়া নিক্ষেপ করে। এক দিকে ইন্দ্রিয়-সেবা, বিষয়-ভোগ, প্রভুত্ব, অভিমান ও স্বেচ্ছাচার; আর দিকে ধর্ম্ম লাভ, আত্ম-প্রসাদ, সাধু ভাব, ঈশ্বর ও স্বাধীনতা; তোমরা ইহার মধ্যে কোন্ পথের পথিক হইতে চাহ? যদি তোমরা অপ্রতিহত ধর্ম্মের বল চাহ, আত্মাকে দৃঢ়িষ্ঠ ও উন্নত করিতে চাহ, আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে ইচ্ছা কর, যদি ঈশ্বরকে আলিঙ্গন করিবার স্পৃহা তোমারদিগের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে; তবে তোমরা শ্রেয়ের পথ অবলম্বন কর; ইনি হৃদয়ের শত শত কুটিল গ্রন্থির বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তোমারদিগকে সেই সুন্দর মঙ্গল পুরুষের প্রসারিত ক্রোড়ে উপনীত করিবেন। শ্রেয়কে অবলম্বন করিলে অমূল্য ধর্ম্ম-রত্ন লাভ করা যায়, ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখ দর্শন করা যায় ও তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া তজ্জনিত বিমল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা যায়। শ্রেয়ের পথই মনুষ্যের পথ, শ্রেয়ের পথই দেবতাদিগের পথ, শ্রেয়ের পথই আমাদের অনন্ত কালের পথ; অতএব আমরা যেন ইহাকে হৃদয়ে স্থান দিই, প্রেয়কে যেন আমরা দূর হইতে পরিত্যাগ করি। হে যুবক ভ্রাতৃগণ! সাবধান হও, যৌবন কালের আরম্ভেই তোমরা সতর্কতার সহিত পদ নিক্ষেপ কর। এখন তোমারদিগের জ্ঞান-চক্ষু সতেজ আছে, তোমাদের শরীর মন উৎসাহ বলে বলিষ্ঠ

আছে; দেখ যেন এই সময়েই তোমরা প্রেয়ের তৃণাচ্ছাদিত তমসাবৃত কূপে পতিত না হও। শ্রবণ কর; শ্রেয় উপদেশ দিতেছেন, যে আমি তোমারদিগকে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম-ধামে উপনীত করিব।

আমাদের হৃদয়ে শ্রেয় ও প্রেয় উভয়েরই ঘোরতর সংগ্রাম। আমরা দুয়েরই সন্ধিস্থলে বাস করিতেছি। এক দিকে প্রেয় আমারদের পদ-দ্বয় বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন করিতে চাহে, আর দিকে মাতৃস্নেহ-পূর্ণ শ্রেয় আমারদিগের হস্ত ধারণ করিয়া অমৃত-নিকেতনে লইয়া যাইতে চাহেন। অন্তর-হলাহল মধুর-ভাষী প্রেয় আসিয়া বলেন "শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব। বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।" তুমি শতায়ু বিশিষ্ট পুত্র পৌত্র গ্রহণ কর, হস্তি হিরণ্য অশ্ব রথ তোমার জন্য সকল প্রস্তুত। তুমি আমার পথবর্ত্তী হও; সুগন্ধ গন্ধবহ তোমার শরীর শীতল করিবে, তোমার প্রাসাদে নৃত্য গীত হাস্য পরিহাস অহরহ উল্লাস বহন করিবে, ইন্দ্রিয়-সুখদ গন্ধামোদ-সকল তোমার চিত্তকে প্রফুল্ল করিবে, মর্ত্ত্য লোকের দুর্ল্লভ অপ্সরগণ তোমাকে পরিচারণা করিবে, যত লোক তোমার পদানত হইবে, তুমি সকলের প্রভু হইবে, তুমি মহদায়তন রাজ্যের রাজা হইবে, তোমার যশঃকীর্ত্তি সর্ব্বত্র ঘোষিত হইবে। যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তবে তুমি সকলের অধীশ্বর হইবে। সুধীর সাধু যুবা প্রেয়ের এই সকল অনর্থকর মোহ-বাক্য শুনিয়া গম্ভীর মহা সাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া উত্তর করিলেন "সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ" তুমি যে প্রকার প্রলোভনে আমাকে ফেলিতে চাহ, ইহাতে অল্প কালের মধ্যে আমার সকল ইন্দ্রিয় জীর্ণ হইয়া যাইবে; অন্তক আমার পার্শ্বে লুক্কায়িত আছে, রন্ধ্র পাইলেই আমার ধন প্রাণ সকলি হরণ করিয়া লইবে; অতএব তোমার অশ্ব রথ, তোমার নৃত্য গীত, তোমারই থাকুক। তুমি যাহা কিছু দিতে পার, তাহাতে আমার তৃপ্তি কখনই হইবে না। "ন বিত্তেন তর্পনীয়োমনুষ্যঃ।" আমি কোন প্রকার সাংসারিক প্রলোভনে ভুলিবার নহি। অস্থায়ী ক্ষণ-ভঙ্গুর পদার্থে আমার চিত্ত নির্ভর করিতে পারে না। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে সংসার আমাকে ভূত কালে কিছুই সুখ প্রদান করে নাই, কেবল শোক চিন্তায় আমাকে আকুল করিয়াছে; এবং আমি ইহা নিশ্চয় জানি যে ভবিষ্যতেও সংসার আমাকে শান্তি-সুখ বিধান করিবে না; অতএব আমি আর তোমার প্রলোভন-বাক্যে প্রবঞ্চিত হইয়া সংসারের কুটিল পথে দন্দ্রম্যমাণ হইতে চাহি না। যদি তোমার নিকটে এমন কোন সুন্দর অমূল্য বস্তু থাকে যে যাহাতে প্রীতি স্থাপন করিলে আর সকলকে প্রীতি করা যায়, এবং আমার হৃদয়ের সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, কস্মিন্ কালেও তাহার ক্ষয় হয় না; যদি এমন কোন অমূল্য ধন তোমার নিকটে থাকে, তবে তাহা আমার হস্তে দিয়া আমার ব্যাকুলতাকে শান্তি কর, আমি চির জীবনের নিমিত্তে তোমার পদানত দাস হইয়া থাকিব। ইহাতে প্রেয় মৌনী হইল ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন একাকী সেই সাধু যুবা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হইলেন, বিষয়-প্রলোভন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, কিন্তু হৃদয়ের অভাব মোচন হইল না। তিনি পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখের অভাবে বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, সংসার তাঁহার নিকটে শ্মশান তুল্য হইল। এ অবস্থা জীবনের কি ভয়ানক অবস্থা! এ

অবস্থাতে সংসারের সুখে আমারদের কোন আস্বাদ থাকে না এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পাই না। ঈশ্বরের জন্য কেবল একটী গভীর অভাব বোধ হয়, কিন্তু সেই আন্তরিক অভাব যে কি প্রকারে মোচন হইবে, তাহার কিছুই সন্ধান পাই না। এই সময়ে তৃষ্ণাতুর মৃগের ন্যায় ব্যাকুল-হৃদয় হই; এই সময়ে সংসারানলে আমারদের সমুদয় শরীর দগ্ধ হয়। এই শোক-দাবানলের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল-অন্তরে সকলকেই জিজ্ঞাসা করি, কাহারো নিকট হইতে শান্তিকর উল্লাসকর উত্তর পাই না। এই প্রকার অবস্থাতে পতিত হইয়া যখন সেই সাধু যুবা বিলাপ ও ক্রন্দন করিতেছিলেন, যখন অসহায় হইয়া জীবন-সহায়কে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন শুদ্ধ-বসন মঙ্গলেচ্ছু শ্রেয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন। তুমি কেন শোকে মগ্ন হইয়াছ, বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়াছ, শান্তিহীন হইয়া অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতেছ; যাঁর প্রীতি-সুধাতে জগৎ সংসার জীবিত রহিয়াছে, তাঁর প্রেম-রূপ মঙ্গল-মূর্ত্তি দর্শন কর এবং দুঃখ-সন্তপ্ত অশ্রু-ধারাকে প্রেমাশ্রু-ধারাতে পরিণত কর। যেখানে প্রীতি স্থাপন করিলে সমুদয় প্রীতির পর্য্যাপ্তি হয়, যার কখনই আর ক্ষয় হয় না; যাঁর সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিলে সে যোগের আর অন্ত হয় না; তাঁহারই প্রেমে মগ্ন হইয়া আপনাকে শীতল কর। উত্থান কর, মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আমাকে অবলম্বন কর, আমি তোমাকে সেই প্রেমময়ের অমৃত ক্রোড়ে লইয়া সমর্পণ করিব। শ্রেয়ের এই স্নেহ-পূর্ণ মৃত-সঞ্জীবন বাক্যে সেই যুবার মন দ্রবীভূত হইল এবং আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তুমি কে? কোথা হইতে আইলে? কি করিলে বা তোমায় পেলে আমার এই দুঃসহ ব্যাকুলতার উপশম হইবে? কাহার প্রেম-নীরে আমার শুষ্ক হৃদয় আর্দ্র হইতে পারে? শ্রেয় তখন তাঁহাকে করুণ-স্বরে বলিতে লাগিলেন যে সেই ভূমা মহানকে প্রত্যক্ষ কর, তিনি তোমার অন্তরেই বিরাজমান আছেন; তোমার পরিমিত আত্মাতেই সেই অপরিমিত অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। ব্যাকুল হৃদয়ে, কাতর মনে, তাঁহার দর্শনের নিমিত্তে প্রার্থনা কর; তিনি তোমার সম্মুখে অবশ্যই তাঁহার মঙ্গল জ্যোতি প্রকাশ করিবেন এবং ধর্ম্মের সরল পথ আবিষ্কৃত করিবেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিরা ধর্ম্ম-পথকে শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন; ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও, সেই দুর্গম পথও সুগম হইবে। ধর্ম্মের অনুগামী হইতে হইলে সুখ দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইতে হয়। ধর্ম্ম সুখেতেও বর্দ্ধিত হয় এবং দুঃখেতেও বর্দ্ধিত হয়; সম্পদেও ধর্ম্মের উন্নতি হয়, বিপদেও ধর্ম্মের উন্নতি হয়; বিপন্ন ব্যক্তিকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন এবং শ্রী-সম্পন্ন সজ্জনকে ধর্ম্মই রক্ষা করেন। এ পৃথিবী আমাদের শেষ গতি নহে, ইহা আমারদের শিক্ষার ও পরীক্ষার স্থান। এখানে ধর্ম্মের জন্যে তো দুঃখ সহ্য করিতেই হইবে, বিপদকে তো আলিঙ্গন করিতেই হইবে, ত্যাগ তো স্বীকার করিতেই হইবে। এমন কি, সঙ্কট বিশেষে, সময় বিশেষে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিশেষে, প্রাণ পর্য্যন্তও অকাতরে বলিদান দিতে হইবে। সুখের আশ্বাসে ধর্ম্মাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কুটিলতা কপটতা। আমি কিছু তোমাকে সুখের আশ্বাস দিতেছি না, আমি প্রেয়ের ন্যায় মিথ্যা প্রলোভনে বদ্ধ করিতেছি না।

সুখেতেও ধর্ম্মের উন্নতি হয় বটে ; কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার কদাপি সুখ নহে। অস্থায়ী সাংসারিক সুখ কি কখন দেব-সেব্য ধর্ম্মের পুরস্কার হইতে পারে ? যে সুখ পার্থিব স্বর্ণ মুদ্রার উপর নির্ভর করে, যে সুখ রক্ত মাংস স্নায়ু শিরার উপর নির্ভর করে. যে সুখ প্রবঞ্চনা করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তাহাই কি ধর্ম্মের পুরস্কার হইল ? ধর্ম্মের পুরস্কার নিজেই ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুরস্কার আত্ম-প্রসাদ, ধর্ম্মের পুরস্কার স্বয়ং ঈশ্বর। অতএব হৃদয়ের প্রীতি উজ্জ্বল করিয়া হৃদয়েশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, আপনার ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভাবের ভাবুক হও। তোমার আপনার জন্য কিছুই রাখিও না : সকল তাঁহাতেই সমর্পণ কর ; এখনি তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। মঙ্গলময় প্রেমের এই সকল নিগূঢ় হিতকর বাক্য শুনিয়া সেই সাধু যুবা পরম করুণা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন এবং আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে সাক্ষাৎ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। সংসার তাঁহার নিকটে আর এক নবতর কল্যাণতর মূর্ত্তি ধারণ করিল ; তাঁহার নিকটে শূন্য পূর্ণ হইল, বিপদ্ সম্পদের তুল্য হইল, এবং স্বয়ং মৃত্যুও অমৃতের সোপান হইল। তিনি প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরেতে আপনার প্রাণ অর্পণ করিলেন, এবং মৃত্যু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অমৃত লাভ করিলেন। আর যে কেহ শ্রেয়ের বশবর্ত্তী হইয়া এই প্রকার ঈশ্বরেতে প্রাণ মন সমর্পণ করিবেন ; তিনিও অমৃত লাভ করিবেন, তিনিও অমৃত লাভ করিবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ ১৭৮৪ শক।

উপাসনার পূর্ব্বের বক্তৃতা।

অদ্য মাঘ মাসের একাদশ দিবস ; অদ্য ব্রাহ্মসমাজের জন্ম দিবস. এইটি স্মরণ হইবা মাত্র শরীর রোমাঞ্চিত হয়, আত্মার উৎসাহ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বিমলানন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়। এই দিনের মহান্ ভাব স্মরণ করিয়া কাহার অন্তঃকরণ না সেই সাধু, সেই ব্রহ্মপরায়ণ, সেই চিরস্মরণীয় রামমোহন রায়কে বারম্বার ধন্যবাদ করে, যাঁহার প্রযত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ এই বঙ্গভূমিতে প্রথম অঙ্কুরিত হয়। কাহার অন্তঃকরণ না সেই বিঘ্ন বিনাশন মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, যাঁহার প্রসাদ-বারিতে সেই বীজ প্রস্ফুটিত হইয়া বৃক্ষ রূপে উন্নত হইয়াছে এবং সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখাতে আবৃত হইয়া শত শত লোককে শীতল ছায়া এবং অমৃত ফল প্রদান করিয়াছে। আমরা কি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব না যে এই ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, যে ইহারই বিশুদ্ধ মঙ্গল ছায়াতে থাকিয়া জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করত জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিয়াছি। পাপ তাপে জর্জ্জরিত হইয়া কি কেহ এই পবিত্র সমাজ-মন্দিরে আসিয়া শান্তি লাভ করেন নাই ? বিষয় কোলাহলে দীপ্তশির হইয়া কি কেহ এখানে আসিয়া ঈশ্বরের প্রীতি সলিলে অবগাহন করত নির্ম্মলতম আনন্দ উপভোগ করেন নাই ? এখানকার বিশুদ্ধ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, এখানকার পবিত্র ব্রহ্মোপাসনাতে মনঃ সমাধান করিয়া কি কেহ সংসারের মোহ দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হন নাই ? অবশ্যই স্বীকার করিতে

ঙ্গত্বে যে এই ব্রাহ্মসমাজই আমাদের উ-
ন্নতি, আমাদের মঙ্গলের এক মাত্র কারণ।
যে ধর্ম্মের আনন্দে পৃথিবীর দুঃসহ যন্ত্রণাও
অনায়াসে বহন করা যায়, যে ধর্ম্মের
এক স্ফুলিঙ্গে রাশি রাশি বিঘ্ন ভস্মীভূত
হইয়া যায়, যে ধর্ম্মের বলে হিমালয়-সমান
প্রতিবন্ধক-সকল চূর্ণ হইয়া যায়, সেই অগ্নি-
ময় ধর্ম্মই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম পৃথিবীকে
স্বর্গীয় করে, মনুষ্যকে দেবভাবে শোভিত
করে, সর্ব্ব কুটীরকে রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষাও
উন্নত করে এবং বিপদের উত্তেজনার
মধ্যেও শান্তি বিস্তার করে; সেই স্বর্গীয়
ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সকল প্রকার কুসং-
স্কার বিনাশ করিয়া উপাসকের প্রত্যেক স-
ন্তানকে স্বাধীনতা রত্নে বিভূষিত করিবে,
এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন করিয়া "সত্য-
মেব জয়তে নানৃতং" এই মহাবাক্য উচ্চা-
রণ করিতে করিতে পৃথিবীর এক সীমা
হইতে অপর সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিবে;
সেই সত্য ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সংসার
অরণ্যে আমাদের এক মাত্র সহায়, সংসার
সাগরে আমাদের এক মাত্র সোপান; যে ধর্ম্ম
অনাথের গতি এবং দুর্ব্বলের বল; সেই
মহৎ ধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম
কোটি কোটি বিঘ্ন পরাজয় করিয়া গম্ভীর
অবিচলিত ভাবে, এই বঙ্গ স্থানে ত্রয়স্ত্রিংশ
বৎসর বিরাজ করিয়াছে এবং ক্রমশঃ উন্নত
হইয়াছে। এক সময়ে এই ব্রাহ্ম-সমাজ-
মন্দিরে সাম্বৎসরিক-উৎসবে দশ জন লোককে
একত্রিত দেখা দুঃসাধ্য ব্যাপার বোধ হইত;
কিন্তু এখন নানা স্থান হইতে শত শত
লোক ইচ্ছা পূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্ম
সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিতে-
ছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল একদেশীয়
পুরুষদিগের মধ্যে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে দেশ
[illegible] কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া বি-
জনে বসিয়া কোমল হৃদয়ে প্রীতি-কুসুমে
সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পূজা করিতেছেন।
পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কেবল জ্ঞানেতেই বদ্ধ
ছিল, এখন কত সাধু ব্রাহ্ম নির্ভয়ে ব্রাহ্ম
ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন।
বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, দিবসে
দিবসে, নিমেষে নিমেষে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের
উন্নতি হইতেছে। এক পল্লিতে ব্রহ্ম নাম
ধ্বনিত হইল, তৎক্ষণাৎ সেই পবিত্র
নাম পার্শ্বস্থ পল্লিতে প্রতিধ্বনিত হইল।
এক গ্রামে কোন সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত
হইল, কিয়ৎকাল পরে বিংশতি গ্রাম সেই
সাধু দৃষ্টান্তের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইল।
হৃদয়ে হৃদয়ে, পরিবারে পরিবারে, গ্রামে
গ্রামে, দেশে দেশে এক বিশুদ্ধ প্রীতি-
যোগ স্থাপিত হইতেছে। সকল পরিবার
এক হইবে, সকল জাতি এক হইবে, তা-
হার অসংখ্য প্রমাণ দেখা যাইতেছে। ব্রাহ্ম
ধর্ম্ম বঙ্গ দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে পশ্চিমাঞ্চলে,
উত্তর প্রদেশে দক্ষিণ প্রদেশে, বেগবতী
স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য
লোকের আত্মাতে অমৃত ফল উৎপা-
দন করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি কেবল
বঙ্গদেশেই বদ্ধ রহিয়াছে, এমত নহে।
ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল বঙ্গ ভূমির ধর্ম্ম নহে, ইহা
সমুদায় পৃথিবীর ধর্ম্ম। কি আশ্চর্য্য
দেশ বিদেশে এক সময়েই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের
অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে; বোধ হয় যেন অ-
বিলম্বে সেই সকল অগ্নি একেবারে দাবা-
নলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় পৃথি-
বীকে আলোকিত করিবে। আমেরিকা
বোম্বাই দেশ ধর্ম্ম তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ব্রাহ্ম
ধর্ম্মকে আহ্বান করিতেছে। ইংলণ্ডেও
ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে, ত-
থাকার কাল্পনিক ধর্ম্ম মন্দিরের মধ্য-
স্থল হইতে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তিত হইতেছে

পরমেশ্বরকে অবলম্বন কর, অনায়াসে সাগর সমান বিঘ্ন-সকল অতিক্রম করিবে; ব্রহ্ম-বলে বলীয়ান্ হইয়া হস্ত প্রসারিত কর লৌহময় কবাট চূর্ণ হইয়া যাইবে। "কিসের লোক ভয়ে"। যখন সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আমারদের দিকে, তখন আইস, সকলে মিলিয়া আগামী বৎসরে কায়-মনো-বাক্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতে দৃঢ়-ব্রত হই, লোক-নিন্দা, লোক-ভয়, সকল নীচ লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণ মন সকলি সেই আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মে সমর্পণ করি। যাঁহাকে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াছি, তাঁহারি প্রীতি-শৃঙ্খলে অনন্ত কাল যেন আমরা আবদ্ধ থাকি।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের সকলের হৃদয় ধামে প্রকাশিত হও। অদ্যকার উৎসবের আনন্দ যেন চির দিন আমারদের হৃদয়ে বিরাজ করে। তুমি অদ্য যে বিশুদ্ধ প্রেম আমারদিগকে প্রেরণ করিবে, চির দিনই যেন তাহা সম্ভোগ করি। তুমি এ প্রকার শুভ বুদ্ধি প্রেরণ কর, বল প্রেরণ কর যে যেন আগামী বৎসরে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমাকে সপ্রমাণ্ করিতে আরো সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। কিসে তোমাকে লাভ করিয়া আমি পবিত্র হই, ইহাই যেন আমার চির লক্ষ্য হয়। হে নাথ! তুমি দিন দিন আমারদের এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কর, এই বঙ্গভূমিকে তোমারি আয়ত্ত করিয়া লও, প্রত্যেক পরিবারে তুমি সর্ব্ব-স্বামী-রূপে বিরাজ কর, সমুদায় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রকাশিত কর, তুমি সকলের হৃদয়কে তোমার দিকে আকর্ষণ কর; সকল পৃথিবী যেন এক পরিবার হয়, আমারদের সকল কার্য্যে যেন তোমার প্রতি লক্ষ্য স্থির থাকে, তোমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই যেন আমরা লালায়িত হই। হে ঈশ্বর! তোমা ভিন্ন আমারদের আর গতি নাই, তুমি আমারদের আশা, তুমিই আমারদের আনন্দ। হে নাথ! তোমার জন্য যদি সমুদায় বিষয়-সুখ বিসর্জ্জন দিতে হয়, যদ্যপি সর্ব্বত্যাগী হইয়াও তোমার কার্য্য সাধন করিতে হয়; তাহাতেও যেন কুণ্ঠিত না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

হিতকথা।

আমাদের যত প্রকার বিপদ্ আছে, পাপই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বিপদ্। কারণ তদ্দ্বারা পৃথিবীর সার বস্তু যে আত্মা, তাহাও জড় বস্তুর প্রতিরূপ ধারণ করে। রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, দারিদ্র্য প্রভৃতি যে সকল ঘটনাকে আমরা সচরাচর ভয়ানক বিপদ মনে করি, তাহারা বাস্তবিক তাদৃশ ভয়ঙ্কর নহে; কারণ তদুৎপন্ন কষ্ট ক্ষণকাল স্থায়ী। কিন্তু আমরা [illegible] রাশি রাশি পাপ-চিন্তা আত্মাতে [illegible] তেছি, তজ্জনিত যাতনা মৃত্যুর পরও [illegible] পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে।

আমরা এখানেই এত প্রলোভনের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও যখন নির্জ্জনে এক এক বার আত্ম-দৃষ্টি দ্বারা আত্মার প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করি, তখন একেবারেই প্রায় হতাশ হইয়া পড়িতে হয়; কিন্তু মৃত্যুর পর যখন আমরা সকলে একাকী এক সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকে যাইয়া উপস্থিত হইব, এবং অন্যের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম শরীর পর্য্যন্ত আমারদিগের সঙ্গে থাকিবেক না; তখন আমারদের আত্ম-দৃষ্টি কত না প্রবল হইবে। সুতরাং তখনকার সেই অচিন্তনীয় যন্ত্রণার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে অপরাপর বিপদকে সম্পদ তুল্য বোধ হয়। অতএব হে মনুষ্যগণ! যদি তোমরা আপনাদিগের প্রকৃত বিপদ কি জানিতে চাহ, তবে [illegible]

বসিয়া আপনাপন অন্তঃকরণের প্রতি পক্ষপাত শূন্য হইয়া দৃষ্টিপাত কর, এবং শৈশব কালাবধি যত পাপ চিন্তা সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা এক বার স্মৃতি পথে আনিবার চেষ্টা কর। তাহা হইলেই জানিতে পারিবে যে তোমার ভীষণতর শত্রু তোমার অন্তরেই অতি গুহ্য ভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

তুমি এখানে বিবিধ বিষয়-সুখ ও মান সম্ভ্রমে পরিবেষ্টিত থাকিয়া আপনাকে পরম জ্ঞানী ও সৌভাগ্যশালী মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল আছ বটে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, এরূপ অবস্থা বহুকাল স্থায়ী হইবে না। মৃত্যু আসিবেই আসিবে, এবং এক সময়ে তোমাকে তোমার আত্মার প্রকৃত অবস্থা দেখাইয়া আত্মগ্লানি রূপ তীব্রতর অগ্নিতে দগ্ধ করিবেই করিবে। অতএব যদি আপনাকে রক্ষা করিতে চাও, তবে নম্র হও, এই দণ্ডেই আত্মানুসন্ধান কর এবং ঈশ্বরের নিকট আপনার ঘোরতর অপরাধ স্বীকার করিয়া আত্মার পুনর্জ্জীবনের জন্য বল প্রার্থনা কর।

হে বিষয় বিলাসী আমোদ প্রিয় মনুষ্যগণ! তোমরা মৃত্যুকে এখন যত সামান্য বোধে তুচ্ছ করিতেছ, সে উপস্থিত হইলে কখনই তাদৃশ সামান্য বোধ করিতে পারিবে না। অতএব এই দণ্ডেই পরকালের জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা কর। নতুবা যখন মায়ার শত শত গ্রন্থি একেবারে ছিন্ন হইতে থাকিবে, তখন সহসা তোমরা ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন অগাধ নৈরাশ্য সাগরে মগ্ন হইয়া উপর্য্যুপরি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিবে। যদি বিষয় বিমুগ্ধ চিত্তের পক্ষে মৃত্যু ভয়ঙ্কর কি না জানিতে চাহ, তবে এক বার শান্ত মনে নির্জ্জনে বসিয়া তাহার আগমন কালের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখ। এখন একটিমাত্র মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তোমার চিত্তে কদাচই শোকানল উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু তখন সেই রূপ শত শত শোকাগ্নি-শিখা একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবেক। অতএব সাবধান! মৃত্যুকে তুচ্ছ করিও না। নিশ্চয় জানিও বিষয় বিমুগ্ধ চিত্তের পক্ষে সে একটী অচিন্তনীয় যন্ত্রণার দ্বার স্বরূপ।

সেই সাধুই ধন্য, সেই প্রকৃত মনুষ্য, যে এখানে থাকিয়াই পাপ পূর্ণ আত্মার পারলৌকিক অচিন্ত্য যন্ত্রণার বিষয় আলোচনা করিয়া জীবিত থাকিতে থাকিতে পাপের জন্যই আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপদগ্রস্ত মনে করে, এবং ঈশ্বরের নিকট নিতান্ত কাতর অন্তরে প্রার্থনা করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভের জন্য এ কান্তিক যত্নশীল হয়।

বিজ্ঞান

জন্তু বিজ্ঞান।

প্রথম ভাগ।

২০৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৭৮ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বোক্ত সুসূক্ষ্ম অদৃশ্য প্রাণিদিগের আকারের বিষয় আলোচনা করিলে এবং তাহাদিগের বংশরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের অসামান্য কৌশলসম্পন্ন বিবিধ উপায় স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে যে আকৃতির দীর্ঘতা বা অল্পতা ভেদে তাঁহার মহিমা ও করুণার তারতম্য হয় নাই। ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে অত্যুচ্চ মাতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি সমপ্রজ্ঞাবান হইয়া বিরচন ও সকরুণ নেত্রে বিলোকন করেন। বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে এই সমস্ত কীটাণু সৃষ্টি করিয়া জগদীশ্বর আমাদিগের ভূরি উপকার সম্পাদন করিতেছেন। উহাদিগকে বিশ্বপরিষ্কর্ত্তা বলিলেও বলা যায়। পরমেশ্বর তাহাদিগকে যে প্রবল বুভুক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাহারা দুর্গন্ধময় গলিত পদার্থ সকল উদরস্থ করিয়া এবং আপনারাই অপরাপর প্রাণির ভক্ষ্য রূপে

অমৃত করুন হে মঙ্গলময়! প্রত্যেক অবস্থার পরিবর্ত্তনে তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকিও। তোমার দক্ষিণ-মুখ—তোমার প্রেম-দৃষ্টি যেন সকল সময় আমাদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করিয়া রাখে। হে সুখ-দাতা, মঙ্গল-দাতা পরম পিতা! তোমার প্রসাদে বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করিতেছে; আবার তোমারই প্রসাদে ওষধি বনস্পতি-সকল মধুমান হউক, গো-সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক। রাত্রি মধু হউক, উষা মধু হউক, দ্যুলোক ও ভূলোক মধুময় হউক; সূর্য্য মধুমান্ হউক; পিতা ও মাতা তোমার মধুময় মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ করুন।

হে নিরবদ্য নিরঞ্জন পবিত্র পরমেশ্বর! আমরা যেমন একণে তোমার উদার প্রসাদ অনুভব করিতেছি; এই প্রকার যখন পৃথিবীর দিন অবসান হইবে, তখন যেন আমরা প্রত্যেকে তোমার চরণের মঙ্গল-ছায়া লাভ করিতে পাই। এই পরিবার মধ্যে আমাদের দেশে সমুদায় পৃথিবীতে তোমার প্রসাদ বিতরণ কর। তোমার জ্যোতি, তোমার সত্য, সকল স্থানে প্রেরণ কর। তোমার রাজ্যের সকল স্থান হইতেই যেন সত্যের প্রস্রবণ প্রমুক্ত হয়, এবং মঙ্গল-ভাবের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে।

ওঁ মধু বাতাঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।
ওঁ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ স্বস্তিঃ হরিঃ।
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং
ব্রহ্মার্পণমস্তু

পিতার আদ্য-শ্রাদ্ধ বাসরে যজমানের প্রার্থনা।

হে পরম পিতা অখিল মাতা! সর্ব্ব রাজ হইতে, আমাদের ভক্তিভাজন পিতা তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তিনি যখন রোগ যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইলেন, আমরা কিছুতেই তাঁহার যন্ত্রণা শান্তি করিতে পারিলাম না, তুমি তখন আপনার অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়া তাঁহাকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলে। হে মঙ্গলময়! আমাদিগের জীবনদাতা তোমার অধিনিবিষ্ট পিতা যেরূপ স্নেহে আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তাহা কোন কালে পরিশোধ হইবার নয়। এই সংসার সমুদ্রে তিনি আমাদের দ্বীপস্বরূপ ছিলেন। তিনি স্বয়ং সমুদয় বিপদের ভার বহন করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেন, আপনার গ্রাস হইতে বিভাগ করিয়াও আমাদের ক্ষুধা শান্তি করিয়াছেন। পিতৃস্নেহ কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না, পিতৃঋণ কিছুতেই পরিশোধ করা যায় না। অতএব আমরা সপরিবারে প্রণয়মান হইয়া তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি উন্নত করিয়া দাও। হে মুক্তি দাতা! তুমি যেমন তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া তাঁহার রোগ যন্ত্রণা শান্ত করিলে, সেইরূপ সেখানে তাঁহাকে আপনার অভিমুখে আনিয়া সংসারের পাপ তাপ হইতে নিস্তার কর। তাঁহাকে সত্যজ্যোতিতে ভূষিত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তিনি যে লোকে থাকুন, আমাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন এবং আমরা তাঁহার নিকট যাহা কিছু অপরাধ করিয়াছি, তাহা তিনি ক্ষমা করুন।

দীননাথ! আমরা পিতৃহীন হইয়া তোমার সম্মুখে প্রণয়মান হইয়াছি আমাদিগকে তোমার অভয় মূর্ত্তি প্রদর্শন কর। পিতা আমাদিগকে যে সংসারের গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়া গেলেন, তাহা বহন করিবার সামর্থ্য প্রদান কর। এ সংসার তোমারই প্রিয় সংসার, এখানে তোমার প্রিয় কার্য্য করিতে গিয়া যে সকল ক্লেশ প্রাপ্ত হইব, তাহা যেন তোমার প্রেমে পুলকিত হইয়া সহ্য করিতে পারি। সুখের লোভে তোমার আজ্ঞার প্রতিকূলে আমাদের যে সকল প্রবৃত্তি উত্থিত হইবে, তাহা যেন তোমার পবিত্র জ্যোতিতে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যদি ধন, মান, যশ ও প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয় তথাপি যেন ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হই। ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত তুমি আমাদিগকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছ, তাহা যেন কার্য্য কালে অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয়, যখন ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমাদের সমুদায় বল নিঃশেষিত হইবে, তখন যেন তোমার নিকট নূতন বল প্রাপ্ত হই। তোমার প্রসাদে আমাদের এই বংশ যেন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সাধু-বৃত্তি-সকল অনুকরণ করে। হে মঙ্গলময়! তুমি এই পরিবারের সকলের মধ্যে মঙ্গল-ভাব বিস্তার কর। এই পরিবার তোমারই প্রিয় পরিবার, তোমার মঙ্গল-দৃষ্টি হইতে আমাদের কেহই বিচ্যুত নহে। হে জীবনদাতা জ্ঞান-দাতা পরম পিতা! তোমার জ্ঞান আমাদিগকে শিক্ষা দেও, তোমার আশ্রয় প্রদান কর, এবং তোমার অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আমাদের সকল অভাব দূর কর। তোমা হইতে আমরা যে কিছু মঙ্গল প্রাপ্ত হই, তাহাতেই যেন সন্তোষে

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বেহালা ব্রহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৫ শ্রাবণ ১৭৮৪ শক।

হৃদয় রাজকে হৃদয় মন্দিরে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত তোমরা এখন সংসারের দুঃখ শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ কর। শোক তাপ হইতে বিমুক্ত হইবার ঈশ্বর ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। প্রজ্বলিত অনল নির্ব্বাণ করিবার জলই যেমন এক মাত্র উপায়, আমারদিগের শোকানল দুঃখানল নিবাইবার তেমনি ঈশ্বরই এক মাত্র সাধন। অতএব এখনই তাঁহাকে লাভ করিয়া আইস আমরা সকলে সংসার যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হই।

আমারদের মনের অন্ধকার, আত্মার বিষাদ, সেই প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই বিদূরিত হইবার নহে। সূর্য্য প্রকাশিত না হইলে যেমন রজনীর গাঢ়তম অন্ধকার কিছুতেই সম্পূর্ণ-রূপে তিরোহিত হয় না, অন্ধকার বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত যেমন আবহমান কাল পর্য্যন্ত তি-মির বিনাশন প্রভাকরই বিরাজমান রহিয়া-ছেন; সেই রূপ আমারদিগের আত্মার অন্ধকার বিনষ্ট করিবার জন্য প্রেম জ্যোতিঃ সত্য জ্যোতিঃ পরমেশ্বর চিরকালই বিরাজ করিতেছেন। যে তাঁহাকে প্রার্থনা করে, তিনি তাহারই মানসাকাশে উদিত হইয়া তাহার হৃদয়ের অন্ধকার বিনষ্ট করেন, তাহার আত্মার বিষাদ বিদূরিত করিয়া দেন।

যদি দিবালোকে আমরা আমারদিগের গৃহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে সূর্য্য প্রকাশিত থাকিলেও তো আমারদি-গের বাস গৃহ অন্ধকারে পূর্ণ থাকিবেই। যে গৃহস্থ প্রভাত সময়ে আপনার গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তাহারই গৃহের অন্ধকার তিরোহিত হইয়া যায়। সেই প্রেম জ্যোতিঃ সত্য জ্যোতিঃ পরমেশ্বরের শুভ্র কিরণে এই সমাজ মন্দির পূর্ণ রহিয়াছে। তিনি এই পবিত্র মন্দিরে এখন প্রকাশিত হইয়া জাজ্বল্যতর রূপে স্বীয় উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন। আমরা যদি এখন হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া না দিই, তবে আমারদিগের মনের অন্ধকার কেমন করিয়া বিনষ্ট হইবে, সেই শুভ্র মঙ্গল কিরণ কেমন করিয়াই বা আমারদিগের হৃদয়ের অভ্য-

ঘরে প্রবেশ করিবো? আইস, আমরা একক্ষণে সকলে মিলে সেই সত্য জ্যোতিঃ পরমেশ্বরের সন্নিধানে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিই. আইস আমরা আমারদিগের হৃদয়াধারকে প্রশস্ত করি, যদি আমারদিগের হৃদয়ের কোন গূঢ়তম প্রদেশে কোন রূপ গাঢ়তম অন্ধকার সঞ্চিত থাকে, তাঁহার মঙ্গল কিরণে তাহা বিনষ্ট হইয়া সমুদায় হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইবে।

রোগী যদি চিকিৎসকের সন্নিধানে স্বীয় শারীরিক ভাব ব্যক্ত না করে, তবে কেমন করিয়া তাহার রোগ শান্তি হইবে। আমরা যদি ঈশ্বর সন্নিধানে আত্ম ভাব গোপন করিয়া রাখি, যাঁহার নিকটে প্রতিক্ষণই হৃদয় ভাব ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য; যদি সপ্তাহ পরে এক ঘণ্টার নিমিত্তেও তাঁহার সন্নিধানে হৃদয় দ্বার সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত করিয়া না দিই, তবে কেমন করিয়া আমারদিগের হৃদয় বেদনার উপশম হইবে; আমরা যে প্রতিনিয়ত অন্তর্জ্বরে জর্জ্জরীভূত হইতেছি, কেমন করিয়াই বা সেই জ্বরের মূল বিনষ্ট হইবে। সেই মঙ্গল দাতা সিদ্ধি দাতা প্রাণ দাতার নিকটে আত্ম ভাব গোপন করিয়া রাখিলে আমারদিগের আত্মার প্রাণ কেমন করিয়াই বা রক্ষা পাইবে।

ভ্রাতৃগণ! হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, সেই প্রিয় সখার উজ্জ্বল মূর্ত্তি অন্তরে বাহিরে সন্দর্শন করিয়া জীবনকে সার্থক কর। চতুর্ব্বিংশতি ঘটিকার মধ্যে এক ঘণ্টাকাল কত অল্প সময়; সপ্তাহের সহিত এক ঘণ্টা কালের তো তুলনাই হয় না। আশ্চর্য্য! সপ্তাহ পরে সব সুহৃদে মিলে একবার যে প্রাণ সখার পবিত্র নাম উচ্চারণ করি, এক ঘণ্টা কালের নিমিত্ত এই [illegible] অভিন্ন হৃদয় ভ্রাতৃগণ যাঁহার [illegible] [illegible] করিয়া সেই [illegible] পিতা [illegible] কে যে প্রীতি করি, ভক্তি [illegible] [illegible] করি, এমন সাবকাশও হয় না। [illegible] সময়ের জন্যও কুটিল বিষয় চিন্তা আমারদিগের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রাখে, এমন স্বল্প কালের জন্যেও [illegible] বিষয়াকর্ষণ আমারদিগের হৃদয় মনকে সংসার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

সংসারই সার, বিষয় সুখই কি আমারদিগের সর্ব্বস্ব? স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্যেই আমরা লালায়িত হইতেছি, বিষয় লাভের নিমিত্তই আমরা ব্যাকুলিত হইতেছি, কিন্তু যিনি আমারদিগের স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রেরয়িতা, যিনি আমারদিগের সকল সুখ ঐশ্বর্য্যের এক মাত্র বিধাতা, তাঁহাকে একবারও স্মরণ করি না। এক দিনের জন্যে পুত্রের নিষ্কলঙ্ক মুখ শ্রী সন্দর্শন করিতে না পারিলে, এক ঘণ্টার নিমিত্তে অভিন্ন হৃদয় সাধু মিত্রের সহবাস লাভ করিতে না পারিলে, হৃদয় কেমন অস্থির হইতে থাকে; কিন্তু যিনি পুত্র হইতে প্রিয়, শিশু হইতে প্রিয়, আর আর যাবতীয় বস্তু হইতে প্রিয়তর হয়েন, যাঁহার প্রসাদে পুত্র লাভ, মিত্র লাভ করিলাম, যাঁহার কৃপায় এই সংসারের সুখশ্রী সন্দর্শন করিলাম, তাঁহার দর্শন না পাইলে—তাঁহার সহবাস লাভ করিতে না পারিলে, আমারদের হৃদয় মন উচ্চাটন হয় না। কি পাষাণ আমারদের হৃদয়, কি কঠিন আমারদের প্রাণ। প্রকৃত বস্তুই আমারদের [illegible], প্রদাতা আমারদিগের নিকটে কিছুই নহেন। ছায়াই আমারদের প্রাণ, জ্যোতিঃ আমারদিগের নিকটে শূন্য বস্তু। [illegible] হৃদয়ের তুলনায় পাষাণ কি [illegible] তুমি কি সরল কোমল নহ?

[illegible]

[illegible]

বলিতে পারি—আমরা মনুষ্যেরই নিকটে কপট বেশ ধারণ করিতে সমর্থ হই। যিনি আমারদের অন্তর বাহ্য সমান রূপে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যাঁর রাজ্যে আমরা আজন্ম কাল বাস করিতেছি, যাঁর স্নেহে জন্মাবধি প্রতিপালিত হইতেছি, যাঁর কৃপায় প্রতি নিশ্বাসে রক্ষিত হইতেছি, আমারদের চির কালের আশ্রয়, চির জীবনের সহায়; তাঁর উপাসনা করিবার অবকাশ নাই, তাঁর পূজা করিবার সময় নাই, একথা বলিয়া যখন সামান্য মনুষ্যকেই ভুলাইতে পারি না, তখন অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে কেমন করিয়া ভুলাইব। আমারদের আত্মার কি একটুকুও স্বাধীনতা নাই যে আপন ইচ্ছাতে ধর্ম্ম পথে এক পদ গমন করি, আমারদের কি এতটুকুও ধর্ম্মবল নাই যে অতি অল্প পরিমাণে পাপ হইতে বিরত হই, আমারদের ঈশ্বর প্রীতির কি এমনও শক্তি নাই যে সংসার বন্ধনের একটী মাত্র গ্রন্থি ছেদ করি, অবশ্যই আছে। কেবল আমারদের যত্ন নাই, উদ্যোগ নাই, স্পৃহা নাই বলিয়াই আমারদের আত্মার উপরে সংসারের এত আধিপত্য—এত প্রতাপ, যে ঈশ্বর হইতে আমারদিগকে বিচ্যুত করিয়া রাখে—সেই সর্ব্বস্বধন হইতে আমারদিগকে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করে।

যদি আমারদের আন্তরিক স্পৃহা থাকিত, ঈশ্বর আমারদের যে রূপ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি তদনুযায়ি কার্য্য করিতে যত্ন করিতাম, তাহা হইলে কি সংসার আমারদিগকে এমন পদানত ভৃত্য—এমন দীন দাস করিয়া রাখিতে পারে।

হে পতিতপাবন! তোমার প্রসাদে এখন তোমার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র স্বরূপ আমারদিগের আত্মাতে প্রকাশ হওয়াতে দীন মলিন [illegible] তোমাকে উপনীত হইতে লজ্জা বোধ হইতেছে, তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে ঘৃণা হইতেছে। কিন্তু নাথ! যখন আবার তোমার অখণ্ড অনন্ত করুণার ভার আমারদিগের হৃদয়কে অধিকার করে, তখন আমার নির্ব্বাণ প্রায় আশা প্রদীপ আবার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তখন মনে হয় যে আমরা তোমার নিকটে সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তুমি আমারদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।

তোমার সেই অপার কারুণ্যের প্রতি নির্ভর করিয়া সকাতর হৃদয়ে এই প্রার্থনা করি যে হে অনাথ-গতি পতিত পাবন! তুমি তোমার করুণা সলিলে আমারদিগের পাপ মল প্রক্ষালিত কর, আমারদের দুর্ব্বল আত্মাকে ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ কর, তোমার জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা দেও। সংসারে যেন নাথ! এমন কোন বস্তু বা কোন বন্ধন না থাকে, যাহা তোমার জন্য পরিত্যাগ করিতে না পারি, যাহা তোমার নিমিত্ত ছেদ করিতে সমর্থ না হই। তোমার মহিমা মহীয়ান্ করিবার জন্য, তোমার যশ ঘোষণা করিবার জন্য তোমার প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্তে যদি এ প্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা যেন সামান্য তৃণের ন্যায় অকাতরে পরিত্যাগ করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দের নবকুমারের শুভ জাত কর্ম্ম।

২৮ পৌষ ১৭৮৪ শক।

পুষ্পমালা-সুসজ্জিত আলোকময় উপাসনা-মণ্ডপে ব্রাহ্মেরা স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য উপা-

সভার প্রারম্ভে সকলের উদ্বোধনার্থে এই বলিলেন যে,

সেই করুণা-নিধান বিশ্ব-বিধাতা জগৎ গুরু হইতেই আমরা সকলি প্রাপ্ত হইয়াছি। অদ্যকার এই উজ্জ্বল সুন্দর উপাসনা-মণ্ডপে তাঁহার শুভ্র বিশুদ্ধ মূর্ত্তি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। এই আলোক-কিরণে তাঁহার আনন্দ-রূপের উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে, এই সকল পুষ্প-মালার সৌরভে তাঁরি করুণা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই শীত কালের শীতল বায়ু, এই সন্ধ্যাকালের মাধুর্য্য, এই নবকুমারের জন্মোৎসবের উৎসাহ, সর্ব্ব-মঙ্গলালয়ের মহিমা কীর্ত্তনের এই বিমল আনন্দ; এ সকলেরি জন্যে তাঁহার প্রতি মনের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। অতএব এস আমরা সকলে মিলিয়া এই পবিত্র সময়ে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করি। তিনি আমাদের পিতা মাতা। তিনি আমারদিগকে ইন্দ্রিয়-জনিত বিজ্ঞান-জনিত ধর্ম্ম-জনিত কত প্রকার সুখে নিয়ত সুখী করিতেছেন। তিনি পিতা মাতার ন্যায় আমারদিগের শরীর মন আত্মাকে নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং অহরহ ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন। তিনি কেবল আমারদিকে এখানকার পার্থিব সুখেই বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, তিনি আমারদিগকে কেবল ধরা-রাজ্যের অধিকারী করেন নাই। আমারদের সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তারিত রহিয়াছে। তিনি আমারদিগকে অনন্ত কালের সুখের অধিকারী করিয়াছেন। ভাবি চির দিনের তরে যে সেই স্নেহময়ী মাতা আমারদিগের জন্য কত সুখবস্তু সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কে জানিতে পারে? তিনি এখনি আমারদিগকে প্রীতি করিতেছেন, স্নেহপূর্ণ [illegible] দৃষ্টিতে আমারদিগকে অবলোকন করিতেছেন, অতএব আমারদের উন্মত্ত করিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর কর। তাঁরি করুণাতে, তাঁরি মাতৃস্নেহের নিকে আমরা নির্ব্বিঘ্নে সুখে সঞ্চরণ করিতেছি, কৃতজ্ঞতা তাঁহাতে অর্পণ কর। আইস, তাঁর প্রেম-দৃষ্টি, তাঁর উজ্জ্বল মঙ্গল-দৃষ্টি, অবলোকন করিয়া আমারদের আত্মার দেবভাব-সকলকে সার্থক করি ও অদ্যকার জাত-কর্ম্মের প্রারম্ভে সেই সিদ্ধি-দাতা বিধাতা পুরুষের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কর্ম্ম সুসম্পন্ন করি।

পরে উপাসনা আরম্ভ হইল এবং অধ্যেতা শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই ব্রহ্ম-স্তোত্র পাঠ করিলেন,

ব্রহ্ম-স্তোত্র।

হে করুণা-নিধান বিশ্ব-বিধান বিধাতা পুরুষ! আমরা যখন যে প্রকারে অবস্থান করিলে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারি, তুমি আমারদিগকে তখন সেই রূপেই রক্ষা করিয়া আপনার অপার করুণা বিস্তার করিতেছ। তুমি সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারকে আমারদিগের অবস্থার উপযোগী করিয়া জীবের কল্যাণ বর্দ্ধন করিতেছ। তুমি জরায়ু-আবৃত গর্ভকে এবং সদ্যোজাত শিশুকে যে প্রকার যত্নে রক্ষা কর, তাহার উপমা আর কোথাও নাই। গর্ভসংস্থান হওয়া, গর্ভরক্ষা পাওয়া, এবং গর্ভপালিত হওয়া, ইহার এক একটি বিষয়েতে তোমার অপার মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে। যে অস্ত্রময় উদর মধ্যে এক বিন্দু মাত্র অপর পদার্থ স্থান পাইতে পারে না, সেখানেও গর্ভস্থ সন্তানকে সংস্থাপন করিয়া [illegible] কর। তুমি সেই গর্ভের মধ্যে [illegible] [illegible]

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-সকল নিপুণ-রূপে রচনা কর এবং তাহার মুগ্ধকর মুখেতে শ্রীসৌন্দর্য্য বিধান কর। আবার যখন সে এক লোক হইতে লোকান্তরে আসিবার ন্যায় বায়ুশূন্য তিমিরাবৃত জরায়ু-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া আলোকময় পৃথিবীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হয়, তখনো তোমার করুণা অগ্রসর হইয়া স্নেহ-রূপে তাহাকে আলিঙ্গন করে। তোমার প্রেম তখন পিতা মাতার মনে স্নেহ-রূপে অবতীর্ণ হয় এবং সুহৃদ্‌গণের আনন্দ-কোলাহল মধ্যে প্রেমার্দ্র হইয়া তাঁহারা পুত্রের মুখ-চন্দ্রমা নিরীক্ষণ করেন। শিশুসন্তানের প্রতি তোমার এমনি প্রেম, যে তাহার প্রতি কাহারো দ্বেষ-ভাব হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহার মন মোহেতে এক কালে বিকৃত হইয়া না যায়, এবং যাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ হইতে দয়া এক কালে প্রস্থান না করে, সে আর কোনমতে স্তন্যপায়ী শিশুর প্রতি শত্রুতা করিতে পারে না। তুমি বালককে স্নেহের আস্পদ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছ। চুম্বক মণি যেমন লৌহ প্রাপ্ত হইলে আপনা হইতে তাহাকে আকর্ষণ করে, দুগ্ধ-পোষ্য বালকের মুখ-মণ্ডলও সেই রূপ নর নারীর স্নেহকে আকর্ষণ করে। হা! জগদীশ! তোমার মহিমা আমরা কতই কীর্ত্তন করিব। তুমি যখন সঙ্কীর্ণ গর্ভাশয় জরায়ুর মধ্যে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্য-সন্তানকে রক্ষা কর, এবং তাহার প্রাণ রক্ষার জন্য গর্ভ-ধারিণীর উদর হইতেই তাহার ভোজন পান বিধান কর, এবং অবশেষে স্বয়ং ধাত্রী হইয়া তাহার প্রসবক্রিয়া সম্পাদন কর; তখন সেই বালক ভূমিষ্ঠ হইলে যে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণ ও পোষণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তুমি আমারদিগকে কোন অবস্থাতেই বিস্মৃত হও না। শিশুকালাবস্থায় যখন আমারদের আত্ম-রক্ষার ও আত্ম-পোষণের কোন শক্তিই ছিল না, যখন আমরা ক্ষুৎ-পিপাসাতে পীড়িত হইলেও আপনা হইতে অন্ন-পান আহরণ করিতে পারিতাম না, যখন আমরা অতিলঘু বিপদকেও অতিক্রম করিতে অক্ষম ছিলাম, তখন তুমি পিতা মাতার মনে কেবল এক স্নেহ দিয়া আমারদের সকল অভাব মোচন করিয়াছ। যখন আমরা তোমাকে জানিতেও পারি নাই, এবং তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেও পারি নাই, তখনও তোমার করুণা মর্ত্ত্য-লোকে আবির্ভূত হইয়া আমারদিগকে প্রতিক্ষণে রক্ষা করিয়াছে। অতএব আমরা অদ্য তোমার সেই সকল করুণা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি আমারদের বিশুদ্ধ প্রীতি গ্রহণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

তৎপরে প্রধান আচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থ হইতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যান করিলেন।

ব্যাখ্যান।

য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষোনির্ম্মাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্‌ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

যখন সকল জগৎ নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখন যে পূর্ণ পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া সকলের কাম্য বস্তু নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত-রূপে উক্ত হয়েন, তাঁহাতেই এই লোক সকল আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

সকলে যখন নিদ্রাতে অভিভূত থাকে, তখনো তিনি জাগ্রত থাকিয়া তাহারদিগকে-

যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করেন। যখন গর্ভ মধ্যে জরায়ু-শয্যায় এই নবকুমার অচেতন প্রায় ছিল, যখন সে গর্ভাশয়ে ঘোর নিদ্রাতে অভিভূত ছিল, সেই অন্ধকার মধ্যে কে তাঁহাকে তখন রক্ষা করিল? সে সেই মঙ্গল পুরুষ, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে। এই শিশু যখন পৃথিবীতে প্রথম অবতীর্ণ হইল, তখন কোথা হইতে স্নেহ আসিয়া তাহার পিতা মাতার মনে আবির্ভূত হইল? সে সেই প্রেমময় মঙ্গল পুরুষ হইতে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীব সকল জীবিত রহিয়াছে। ঈশ্বর যেমন এই শিশু সন্তানকে জরায়ু গর্ভে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিয়াছেন, গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও তিনি যেমন ইহাকে রক্ষা করিতেছেন; তেমনি চিরকালই তিনি ইহাকে আপনার ক্রোড়ে রক্ষা করিবেন। যৌবন-কালে ইহাকে ধর্ম্মেতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া আপনি ইহার আত্মাতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁর প্রীতি সদাই জাগ্রত রহিয়াছে, আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, তিনি ক্রমে তাঁর নিকটে সকলকেই আকর্ষণ করিতেছেন।

পরে যজমান এই প্রার্থনা করিলেন।

যজমানের প্রার্থনা।

অদ্য আমার আনন্দের সীমা নাই, সৌভাগ্যের অন্ত নাই। অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে গৃহ মধ্যে আনিয়া স্বাধীন ভাবে আনন্দ-মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেছি। শতাধিক ব্রাহ্ম ভ্রাতার সহিত প্রীতিরসে মিলিত হইয়া অদ্বিতীয় প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেছি। এই গৃহ এখন কেমন উজ্জ্বল মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে, চতুর্দিকে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিরুপম সুন্দর প্রভা কেমন বিকীর্ণ হইতেছে। এখানে ব্রাহ্মগণ, অন্তঃপুরে ব্রাহ্মিকাগণ পবিত্রতা ও উৎসাহ সহকারে ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মানন্দে এই সমুদয় গৃহকে সমুজ্জ্বলিত করিলেন। এই শুভ উৎসবের শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন মন উল্লসিত হইতেছে। অদ্যকার আনন্দ-স্রোত ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেই প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মেরই প্রসাদে আমার নবকুমারের জাত-কর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হইল। যে রাশি রাশি বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্বীয় স্বর্গীয় প্রভাবে ভস্মীভূত করিলেন, আমার সমুদয় কষ্টের শান্তি করিলেন, আমাকে আশাতীত ফল প্রদান করিয়া আমার জীবন সার্থক করিলেন। আজ যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা সেই রূপ পরমেশ্বরের মঙ্গল-ভাব দেদীপ্যমান দেখিতেছি। ঈশ্বরের রাজ্য মঙ্গলময়। যখন নির্জ্জনে তাঁহাকে মুক্তি-দাতা বলিয়া আত্মার অভ্যন্তরে উপাসনা করি, তখন তাঁহার মঙ্গল-ভাব কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পায়; গৃহস্বামী বলিয়া যখন তাঁহাকে পরিবার মধ্যে পূজা করি, তখন সংসারের প্রতি তাঁর মঙ্গল দৃষ্টির অসংখ্য পরিচয় পাইয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, আবার বিশ্ব-রচয়িতা জগন্নিয়ন্তা বলিয়া যখন জনসমাজে তাঁহার অর্চনা করি, তখন তাঁহার মঙ্গলভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। যিনি মঙ্গলস্বরূপ, তাঁহার মঙ্গলভাব, তাঁহার করুণা স্বীয় আত্মাতে, পরিবারে, পৃথিবীর সকল পদার্থে প্রকাশ পাইতেছে। সেই করুণাময় আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বর স্বয়ং এই মঙ্গলের ব্যাপারে বিরাজমান থাকিয়া বিমলানন্দ বিতরণ করিতেছেন। আমার এত আশা ছিল না যে, এ গৃহে তাঁহার মহিমা এত উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইবে। তাঁহার কৃপায়, ব্রাহ্মধর্ম্মের [illegible]

মন্ত্র লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এ গৃহ পবিত্র হইল, কুল পবিত্র হইল, পরিবারের সকলের মুখ উজ্জ্বল হইল। ধন্য জীবনের জীবন! অনন্ত তোমার করুণা! হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদে আমার নব কুমারের শুভ জাত-কর্ম্ম অদ্য সুসম্পন্ন হইল, তোমার মঙ্গল ক্রোড়ে ইহাকে রক্ষা করিয়া ইহার জীবনকে তুমি সত্য-পথে নিয়োগ কর। এ পরিবার তোমারই পরিবার; আমারদের সকলকে তুমি জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত কর, এবং আমারদের মধ্যে সদ্ভাব ও পবিত্রতা বিস্তার কর। আমারদের সংসারে যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম নিরত বিরাজ করেন, সকল কার্য্য যেন ব্রাহ্মধর্ম্মের নিয়মে সম্পাদিত হয়, তুমি প্রসন্ন হইয়া এই কামনা পূর্ণ কর। হে নাথ! প্রতি পরিবারে তোমার আধিপত্য সংস্থাপিত হউক, জগতের মঙ্গল হউক, তোমার মহিমা সর্ব্বত্র মহীয়ান্ হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সর্ব্ব শেষে প্রধান আচার্য্য এই আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আশীর্ব্বাদ।

যাঁর ইচ্ছা-ক্রমে বিশ্ব-মণ্ডল সৃষ্ট হইয়া বিধৃত রহিয়াছে, যাঁর করুণাকে অবলম্বন করিয়া জীব-সকল জীবিত রহিয়াছে, যাঁর স্নেহ বংশ পরম্পরা প্রবাহিত হইয়া পুত্র পৌত্র-সকলকে রক্ষা করিতেছে, যিনি তাঁহার ভক্তদিগের সাধু কামনা নিয়ত পূর্ণ করেন; তাঁর নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে তিনি যেমন মাতার গর্ভে এই শিশুকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিয়াছিলেন ও তৎপরে যেমন স্বয়ং ধাত্রী হইয়া ইহাকে [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন; সেইরূপ তিনি মাতার ন্যায় ইহাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করুন, ইহাকে ক্রমে শ্রী সৌন্দর্য্যে সাধু-গুণে বিভূষিত করুন। এই বালক যুবা হইয়া আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া তাঁহার প্রীতিতে নিমগ্ন থাকুক, চিরজীবন ইহার পিতার ন্যায় তাঁহার গুণ ঘোষণা করুক ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করুক। এই বালক ধন্য যে এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহার পিতা মাতা ধন্য যে এই কুমারের জন্মোৎসবে এই গৃহে অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিয়াছেন, এই শুভ অনুষ্ঠানে ইহারদের মুখ উজ্জ্বল হইল, এই গৃহ পবিত্র হইল বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইল।

হে পরমাত্মন্! তুমি ইহার পিতা-মাতার মনে আত্মা ধর্ম্ম-বল প্রেরণ কর, তোমার প্রসাদে যেন ইহারা এই প্রকার বিঘ্ন-বিপত্তি-সকল বার বার অতিক্রম করিয়া শুভানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, লোক-ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তোমার প্রীতি-পূজাতে সমর্থ হন। এই পরিবারের মধ্য হইতে দ্বেষ কলহ বিবাদ বিসম্বাদ দূরীভূত হউক, সাধু ভাব-সকল সকলের হৃদয়ে বিস্ফূর্ত্তি পাউক। এই ব্রাহ্ম-কুলে যেন কেহ অব্রহ্মবিৎ না হয়। অদ্যকার ন্যায় অনুষ্ঠান-সকল প্রতি গৃহে অনুষ্ঠিত হউক, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নিত্য উৎসব-ধ্বনিতে বঙ্গভূমির চির নিদ্রা ভঙ্গ হউক। তোমার ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পৃথিবীর সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রচারিত হউক। হে দেব! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

—০—

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান।

প্রথম প্রকরণ—ষড়্‌বিংশ আদেশ।

১৭৮৩ শকের ১৭ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলং।

ঈশ্বর অমৃতের পরম সেতু; কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল অমৃত সেতু বলিলেই তাঁহার সকল ভাব প্রকাশ পায় না। তিনি অমৃত-নিকেতন। তিনি নিজেই অমৃত। এই সমাজ হইতে যে রূপ ঈশ্বরের বিমল স্তুতি-বাদ ঈশ্বরের নিকটে প্রেরিত হয়, সেই প্রকার তিনিও এই সমাজ-মন্দিরে চতুর্দ্দিক হইতে অমৃত-ধারা বর্ষণ করেন। তোমরা সমস্ত দিবস, দ্বাদশ ঘণ্টা কাল বিষয়-গরল যে ভক্ষণ করিয়াছ; তাহার উপশমার্থে এক বিন্দু অমৃত বারিও যেন তোমারদিগের হৃদয়ে এখন স্থান পায়। এখানে তিনি অমৃত-বারি অজস্র ধারে বর্ষণ করিতেছেন; আমরা যেন হৃদয়াধারকে প্রশস্ত করিয়া, যত পারি, ততই তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখি। যদি এখানেও আসিয়া আমরা জড়ের ন্যায় জড়ীভূত রহিলাম; এ প্রকার স্তুতি-বাদের মধ্যে, এ প্রকার সাধু-সঙ্গে, এ প্রকার আজ্ঞলাতর ঈশ্বরের আবির্ভাব মধ্যে, যদি ক্ষণ কালের জন্যেও সেই অমৃত-বারি হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারিলাম; যদি এত প্রেম-বারি বর্ষণের মধ্যেও আমরা তাঁহাকে কণা মাত্র প্রীতি দান করিতে না পারিলাম; তবে অনন্ত কালের উপজীবিকা যে আমারদের সেই সুন্দর নিরবদ্য নিরঞ্জন পবিত্র পরমেশ্বর, তাঁহাকে পাইবার উপায় আমরা কি করিতেছি। তিনি আমারদিগকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবেন, আমরাও তাঁহাকে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিব; ইহা অপেক্ষা আমারদিগের আর কি সৌভাগ্য অধিক হইতে পারে? আমরা তো ইহারই নিমিত্তে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব যেন আমরা প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ে আমারদিগের সমুদয় জীবন যৌবন তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া জন্মের সাফল্য সম্পাদন করি। এক বার ভাবিয়া দেখ যে যে সুন্দর পুরুষের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইবার জন্য আমারদিগের মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল, যাঁহার ক্ষণ মাত্র অদর্শনে আমারদিগের শরীর শুষ্ক হইয়া যায় ও আত্মার বিকার-দশা উপস্থিত হয়, আমারদের কি সৌভাগ্য যে তিনিই আমারদিগকে সর্ব্বদাই প্রেম-পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। কেবল দেখিতেছেন না; কিন্তু আমারদিগকে সর্ব্বক্ষণই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। আমারদিগের প্রীতি যখনি তাঁহার প্রতি উত্থিত হয়, তখনি তাঁহার প্রীতির আলিঙ্গন আমরা বুঝিতে পারি এবং ক্রমে যেমন আমরা মর্ত্ত্য-লোক হইতে দেব-লোকে, দেব-লোক হইতে দেব-লোকে গমন করিব; তাঁরও প্রেম আমারদিগের প্রতি ততই স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে; তিনি আমারদিগকে ততই গাঢ়তর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবেন, আমরাও তাঁহাকে ততই গাঢ়তর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিব। এই জীবন্ত আশা হইতে বঞ্চিত হইলে আমাদের জীবন কি নীরস হইত। আহা! দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ, এই সমাজে তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তি কেমন প্রকাশ পাইতেছে! তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি সর্ব্বত্র বিকীর্ণ রহিয়াছে; বাহিরে তাঁহার জ্যোতি, অন্তরে তাঁহার জ্যোতিঃ; সেই স্বপ্রকাশ শুভ্র জ্যোতির [illegible] নিয়মের [illegible] [illegible],

হৃদয়ের জ্যোতিঃ প্রচ্ছন্ন কর। সেই গভীর জ্যোতির অন্ত নাই, সেই গভীর জ্যোতির সীমা নাই, সে ছায়া-বিহীন জ্যোতি; এবং তাহারই কণা মাত্র ধারণ করিয়া সমুদয় জগৎ উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি "দগ্ধেন্ধনমিবানলং"। তিনি দগ্ধ-দারু-নিঃসৃত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান। যেমন ইন্ধনে অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তর বাহির দগ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে সমুজ্জ্বলিত হয়, সেই প্রকার এই জগতের অন্তর বাহিরে, প্রতি বিন্দুতে, প্রতি কণাতে, জাজ্বল্যমান সেই পরমাত্মা রূপ অগ্নি এই ভুলোক হইতে দ্যুলোককে অতিক্রম করিয়া অনন্ত আকাশে উত্থিত হইয়াছে এবং অখিল বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার এই দেদীপ্যমান স্বরূপ এখানেই প্রত্যক্ষ কর; যদি এখানেই তোমরা তাঁহাকে দেখিতে নিরাশ হইলে, তবে আর তোমাদের ভরসা কোথায়? যদি এমত পবিত্র স্থানে আগত হইয়া, এমত সাধু সঙ্গে উপবেশন করিয়া, এখনও তাঁহার প্রকাশ সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় অন্তরে না পাইলে, তবে জীবনে কি আবশ্যক; ধিক্ এ জীবনকে, এই ধন মান খ্যাতি প্রতিপত্তিকেও ধিক্। হে সাধু যুবা-সকল! তোমরা এক বার ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে পাইতে অভিলাষ কর; তোমারদের হৃদয় যদি পাষাণ সমান থাকে, ঈশ্বর-প্রসাদাৎ তাহা পুষ্পবৎ কোমল হইবে। যেন কোন কুটিল চিন্তা তোমারদিগকে এখানে ব্যতিব্যস্ত না করে। শ্রেয়ের পথে গমন কর। ঈশ্বর যে পথের নিয়ন্তা, সেই পথই অবলম্বন কর, তাঁহার শরণাপন্ন হও।

হে পরমাত্মন্! তুমিই আমারদিগের সহায় সম্পত্তি, তুমিই আমারদিগের প্রিয় সুহৃদ্, তুমিই আমারদিগের পিতা মাতা। তুমি আমারদিগের প্রীতিকে তোমার প্রতি উন্মত্ত কর; আমারদের সমুদয় ভাব তোমার মঙ্গল ভাবের অনুগামী কর। তোমা হইতেই আমরা সকল শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার কার্য্যেই যেন সে সমুদয়কে নিয়োগ করি। যে দিকে আমারদের কার্য্য যায়, সেই দিকেই যেন তোমারই অনিমিষ দৃষ্টি দেখিতে পাই। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগকে তোমার সৎপথে লইয়া যাও, আমারদের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হও। তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

নিবাধই গ্রামের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২১ আশ্বিন সোমবার, ১২৬৯ সাল।

অদ্য নিবাধই গ্রামের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ! অদ্য কি মহোৎসব, কি মহানন্দের দিন! অদ্যকার দিনে আমরা জীবনদাতা পাতা পরম সুহৃদ পরমাশ্রয় জগদীশ্বরের উপাসনা এখানে প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। তাঁহার উপাসনা অপেক্ষা মহা মঙ্গলকর কার্য্য আমাদের আর কি কিছু আছে? তাঁহার উপাসনা কি? না তিনি যে আমারদিগকে অপার করুণা ও আশ্চর্য্য স্নেহ সহকারে অহরহ লালন পালন করিতেছেন, এই সংসারের মোহান্ধকারময় দুর্গম পথে আলোক স্বরূপ হইয়া আমারদিগকে যে তাঁহার অমৃতময় পথে লইয়া যাইতেছেন, আমারদিগের হৃদয়-ধামে তাঁহার প্রেম-মুখ-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া আমারদিগকে অসীম আনন্দে উৎফুল্ল করিতেছেন, তজ্জন্য

তাঁহার নিকট মনের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ভক্তি ও প্রীতি সহকারে তাঁহাকে নমস্কার করা, পাপ ও কপটতার ছদ্ম বেশ পরিহার করত তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা। দেখ, তাঁহার উপাসনা কি আমাদের জীবনের এক মাত্র সাফল্য জনক পরম শুভকর কার্য্য নহে? অতএব যে দিনে তাহা প্রকাশ্য রূপে এই খানে আরব্ধ হইয়াছে, তাহা কি আমারদের পরম আহ্লাদের দিন নহে? বন্ধুগণ! আমারদের এই সমাজ-তরু আমারদের যত্ন-বারি নিক্ষন দ্বারা দিন দিন কেমন উন্নতিশীল হইতেছে; যাঁহারা ইহার শীতল ছায়ার আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহারদিগের মন দিন দিন কেমন উন্নত হইতেছে; তাঁহারা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকে আত্মার্পণ করিতে কেমন উদ্যুক্ত রহিয়াছেন! তাঁহারা ঈশ্বরের একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রতি কেমন নির্ভর করিতেছেন! তাঁহারা সংসারের নানাপ্রকার প্রলোভন অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম-পথে অল্পে অল্পে কেমন অগ্রসর হইতেছেন! সেই শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় ধর্ম্ম-পথে গমন করিতে তাঁহারদিগের কখন কখন পদস্খলিত হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহারা মনের সহিত তজ্জন্য অনুশোচনা করেন, এবং আর না পতিত হয়েন, ধর্ম্ম-বলদাতা ঈশ্বরের নিকট এ রূপ ধর্ম্ম-বল একান্তে যাচ্ঞা করেন। এ রূপ অনুশোচনা ও প্রার্থনা দ্বারা তাঁহারদিগের ধর্ম্ম-বলও দিন দিন অধিকতর হইতেছে; তাঁহারদিগের মোহপাশ ছেদ করিতে সহস্র সহস্র প্রলোভন তুচ্ছ করিতে ও লোক ভয় অগ্রাহ্য করিতে দিন দিন অধিকতর সামর্থ্য হইতেছে। অতএব এ প্রকারে তাঁহারা কি দিন দিন মনুষ্য নামের যোগ্য হইতেছেন না? বন্ধুগণ! এ সমাজ কেবল তাঁহারদিগের জন্যই হইয়াছে এমত নহে—যাহাতে কি ধনী কি দরিদ্র, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ঈশ্বর-পরায়ণ ও ধার্ম্মিক হয়, ইহাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা সকলকেই বলিতেছে, আইস—এখনো ঈশ্বরের পদ-ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ কর; তাঁহার নিকট আসিবার, তাঁহার শরণ লইবার সময়, কোন কালেই অতীত হয় না; তিনি সতত্ই আপন ক্রোড় প্রসারিত করিয়া সকলকেই সুমধুর স্বরে তাঁহার নিকট যাইতে আহ্বান করিতেছেন। যে দীন হীন পাপী, সেও যদি পাপ পরিত্যাগ করে এবং পাপের মলিন বসন পরিহার করত তাঁহার শরণ লয়, তাহা হইলেই তিনি তাহাকে ক্রোড়ে করেন, এবং মাতা যেমন ভূমিতে পতিত শিশু সন্তানের গাত্রের ধূলি-কণা-সকল বিমোচন করেন, সেই রূপ তিনিও সেই পাপীর পাপ-মলা-সকল প্রক্ষালন করেন ও তাহাকে তাঁহার অমৃতময় মুখ-জ্যোতিঃ সন্দর্শন করাইয়া তাহার সকল পাপ তাপ দূর করেন। যদি সেই পাপী পুনরায় পাপাসক্ত হয়, তথাপি তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি অবকাশ অনুসন্ধান করেন ও সুযোগ পাইলেই তিনি তাহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া তাহার পাপ-পাশ ছেদন করেন, তাহার মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করেন। হে বন্ধুগণ! কেহই তাঁহার পরিত্যাজ্য নাই। অতএব এখনো আইস—পাপ চিন্তা, পাপ কার্য্য, পাপ আলোচনা, সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই, এবং আপনার হৃদয়কে সেই বিশুদ্ধ-স্বরূপের উপযুক্ত পবিত্র আসন করি—তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগের পরম সুহৃদ, পরম সুখের প্রস্রবণ, আমারদিগের ইহকালের সম্বল ও চিরকালের

এন। তথাপি আমরা তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি—ইন্দ্রিয়-লালসা, ধন-লালসা, বিষয়-তৃষ্ণা আমাদিগের মন হইতে এখনো দূরীকৃত হয় নাই। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদিগের কার্য্য, চিন্তা, বাক্য পরিশুদ্ধ কর। এবং আমরা দুর্ব্বল, তোমার পথে যাই এমন সাধ্য কি, তুমি আমারদিগকে তোমার পথে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

মুদিয়ালীর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মিত্রের নিকেতনস্থ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৭৮৪ শক রবিবার।

ঈশ্বরের উদার মঙ্গল দৃষ্টিতে নগর গ্রাম বন উপবন সকলই সমান স্নেহের আস্পদ। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম জ্যোতিঃ সকল স্থানে সমান রূপে বিকীর্ণ করিতেছেন, তাঁহার এই চন্দ্রমা যেমন সুধাময় কিরণজাল বিস্তার করিয়া সমুদায় স্থান আলোকময় করিতেছে, সেই রূপ তাঁর ধর্ম্ম জ্যোতিঃ সকল হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান করিতেছে। আমারদের এই গৃহদ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে বলিয়া যেমন চন্দ্রমার বিমল জ্যোতি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই রূপ যদি আমরা সকলে এখনি হৃদয় কবাট উন্মুক্ত করি তাহা হইলে ঈশ্বরের মঙ্গল কিরণ নিশ্চয়ই আমারদের হৃদয়ে প্রবেশ করত সকল অন্ধকার বিনষ্ট করিবে।

সেই সত্য জ্যোতি মঙ্গল জ্যোতি পরমেশ্বর এখানে বিরাজ করিতেছেন, সকলে হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেও, এখনই সেই অমৃতময় মঙ্গল জ্যোতি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে—এখনই তাঁহাকে হৃদয় মন্দিরে দেদীপ্যমান সন্দর্শন করিয়া নয়ন মনের শান্তি লাভ করিবে। তিনি তো আমারদিগকে দর্শন দিবেন—অদ্য তাঁর সহবাস জনিত বিমলানন্দ-নীরে আমারদের আত্মাকে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া এখানে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে কোথায় অবস্থান করিতেছিলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমারদের এমন আশা ছিল না, যে আমরা এখানে আসিয়া নূতন বন্ধু মণ্ডলী মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া এমন পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিব, সেই করুণা-পূর্ণ পুরুষ কেমন বিচিত্র কৌশলে আমারদিগকে সুখী করিলেন। তিনিই আমারদিগের সাধু ইচ্ছার প্রেরয়িতা, সুভকর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তিনিই আদেশ করিলেন, সেই রাজাধিরাজের আজ্ঞায় আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহারই প্রসাদে নব-উৎসাহ নব অনুরাগ পূর্ণ ভ্রাতাগণের সহিত সৌহার্দ্দ সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। এই পবিত্র কার্য্যে তিনিই কেবল আমারদিগের প্রবর্ত্তক, তাঁহার পবিত্রতম ব্রাহ্মধর্ম্মই আমারদিগের বন্ধুতার একমাত্র বন্ধন। এখানে যত ধর্ম্মের উন্নতি, সত্যের প্রতাপ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ততই আমারদের প্রীতি বন্ধন দৃঢ়ীভূত হইতে আরম্ভ হইবে, ততই আমারদের ভ্রাতৃ সৌহার্দ্দ উদার ভাব ধারণ করিবে।

আমরা হয় তো পূর্ব্বে এই স্থানের নাম মাত্রও সকলে শ্রুত ছিলাম না। এক ধর্ম্ম আসিয়া আমারদিগকে এক পরিবারে আবদ্ধ করিলেন। সেই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই আমারদিগের পরস্পরের প্রকৃত সম্পদ বুঝাইয়া দিলেন। আমরা এখানে সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রসাদে সকলে একলক্ষ্য, এক হৃদয় হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি। এই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকস্থ ওষধি

কুমুদপাতি সমূহ যেমন শুক্ল ভাবে সুবিমল চন্দ্র রশ্মি পান করিতেছে, আমারদের আত্মাও সেই প্রকার ঈশ্বরের প্রীতি-নীরে এখন অভিষিক্ত হইতেছে।

ধর্ম্মের কি বিচিত্র শক্তি! ধর্ম্মের অনিবার্য্য প্রতাপ কোন কালেই এক দেশে, এক পরিবারে কিম্বা এক হৃদয়ে আবদ্ধ থাকিবার নহে। যত দূর ঈশ্বরের রাজ্য, তত দূরই তাঁর ধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তৃত হইবেই হইবে। ধর্ম্ম যেমন নগরের সমুন্নত জ্ঞানাপন্ন সাধুদিগের কোমল হৃদয় অধিকার করিতেছেন, সেই রূপ আবার সুদূরস্থ পল্লী-গ্রামের নিরুপদ্রব নিরীহ, মনুষ্যগণের প্রশান্ত হৃদয় অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গ ভূমির কুসংস্কারের এত আধিপত্য, অজ্ঞানতার এমন প্রতাপের মধ্যেও যেমন মহানগরীতে দুই একটী সাধুর গৃহে ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছেন; সেই রূপ ক্রমে ক্রমে পল্লীগ্রামস্থ সুসন্তানগণের শোভনতম অট্টালিকায়, অনাথের পর্ণ কুটীরেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিতেছেন। মৃৎ পাষাণ স্তূপ সমুন্নত পর্ব্বতে কে বীজ বপন করিতে যায়, বন চারি পশু পক্ষীগণের ভরণপোষণার্থে কে সেই নিবিড় অরণ্যে অন্ন পান প্রেরণ করেন?

যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল রাজ্যে পাষাণ ভেদ করিয়া অযত্ন সম্ভূত তৃণলতা সকল উত্থিত হইয়া সেই পর্ব্বত শ্রেণীতে ছায়া দান করিতেছে, সেই বন চারি অসহায় পশু পক্ষীগণের অন্ন পান সম্পাদন করিতেছে। সেই মঙ্গল ময়েরই প্রসাদে লোক সমাজে দুর্ভেদ্য অজ্ঞান অন্ধকার, দুচ্ছেদ্য কুসংস্কার বন্ধন ভেদ করিয়াও যে এক এক সাধুর হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ভাব প্রবল উত্থিত হইতেছে, সত্যের প্রভা বিকীর্ণ হইয়া যে সহস্র সহস্র লোককে ঈশ্বরের চরণ তলে আনয়ন করিবে, [illegible] কি? তিনি এমনি [illegible] তাঁহার সংসারের উন্নতি সাধন করেন, তাঁহার মঙ্গল রাজ্যে এমনই সামান্য রূপে মহৎকার্য্যের সূত্রপাত হয়, তোমরা কে না কত ইতিহাস পুরাবৃত্তে পাঠ করিয়া থাকিবে [illegible] একটী ভিক্ষুকের বদন বিনির্গত অমৃতময় মহাবাক্যে কত শত চির নিদ্রিত মোহান্ধ ব্যক্তির মোহ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে; এক এক জন সামান্য লোকের উদ্যোগে পৃথিবীর এক এক প্রদেশের জ্ঞান ধর্ম্মের সমধিক উন্নতি হইয়াছে। এই বঙ্গ ভূমির প্রতি কেন এক বার চাহিয়া দেখ না। ইহার কি দুর্দশা না সংঘটিত হইয়াছিল। যত প্রকার কুসংস্কার মনুষ্যেরা কল্পনাতে ধারণ করিতে পারে না, এখানে সেই সমুদায়ই মূর্ত্তিমান। অধর্ম্মের যত প্রকার অনুচর থাকিতে পারে, আমারদের এই বঙ্গদেশ সেই সমুদায়েরই জন্ম ভূমি।

এই গাঢ়তম অজ্ঞানাচ্ছন্ন বঙ্গভূমিতে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার কত দূর উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বঙ্গভূমিতে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইহার সমুদায় লোক তাঁহার বিপক্ষ; তিনি একত্রে এমন দশজন লোক প্রাপ্ত হইতেন না, যে তাঁহার নিকটে বিমল হৃদয়ে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ শ্রবণ করেন। তথাচ তিনি কিছুতেই ভগ্নোৎসাহ না হইয়া অটল অনুরাগ, অবিচলিত উদ্যমের [illegible] ধর্ম্ম রূপ স্বর্গীয় [illegible] সকল [illegible] করিতে কোন মতেই ত্রুটি করেন নাই। ঈশ্বরের অভিপ্রায় [illegible] হইবে, [illegible] ধর্ম্ম শীঘ্র বা বিলম্বে [illegible] পরিব্যাপ্ত [illegible] তাঁহার অভি[illegible]

তাহাতে আমরাই কৃতার্থ হইব। কেহ তাঁহার বিরোধী হইয়া সেই চির প্রজ্বলিত ধর্ম্মাগ্নিতে বিন্দু প্রমাণ বারি নিক্ষেপ করিলে তাহা কখনই নির্ব্বাণ হইবে না। কেবল তাহারাই তাঁহার পবিত্র দৃষ্টিতে মলিন হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বল তোমরা কেন স্বচক্ষে সন্দর্শন কর না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রকৃত প্রচারক নাই, উপদেষ্টা নাই, তথাচ দেখ দিন দিন অন্তঃপুরের কুলবালাগণের কোমল হৃদয় পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অধিকার করিতেছেন। বিনা আহ্বানে তিনি আমারদিগের হৃদয়ে স্বয়ং আসিয়াই আতিথ্য স্বীকার করিতেছেন।

ঈশ্বর যখন আমারদিগের প্রতি এত প্রসন্ন, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যখন আমারদের প্রতি এত অনুকূল, তখন যেন আমরা আর জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকি।

এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমারদের এই বঙ্গভূমি ভারত ভূমির চির পূজ্য, চির সেবনীয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এখানকার পূর্ব্বতন ঋষিগণ যে সমস্ত মধুময় মহাবাক্যে ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখন সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রভৃতি মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া সেই পুরাণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেছি। তাঁহারা যে ব্রহ্মোপাসনায় অনুরক্ত থাকিয়া সর্ব্বত্র পূজিত হইয়াছিলেন, আমরা সকলেই সেই ব্রহ্মেরই উপাসক। এই গৃহে অদ্য সেই ব্রহ্ম নামই পরিকীর্ত্তিত হইল। যিনি আমারদের সকলের পিতা, পাতা, সুহৃদ, সখা, তিনিই এই গৃহের গৃহ-দেবতা। যে গৃহে গৃহ-দেবতার নিত্য পূজা না হয়, যে পরিবারে প্রতি দিন তাঁহার নাম কীর্ত্তন না হয়, সে গৃহ শ্মশান সমান।

অতএব তোমরা সকলে একবাক্য হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম স্রোতে সকল হৃদয় প্লাবিত করিতে উদ্যুক্ত হও। সকলে প্রাণপণে সেই অমৃত বারি আপনাপন হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া কৃতার্থ হও।

পূর্ব্বকালাবধি এ দেশের খ্যাতি প্রতিপত্তি কেবল ধর্ম্মেরই জন্য। এ দেশের পূর্ব্বতন কুটীর বাসি ঋষিগণের বিকশিত প্রীতি কলিকার অমৃত সৌরভে যে সমুদয় পৃথিবী আমোদিত হইয়াছিল, এখন কি তাঁহারদিগের আচরিত অনুষ্ঠিত কার্য্য সকল নিন্দিত বলিয়া পরিগণিত হইবে? বরং তাঁহারা যে সমস্ত বিষয়ে অগ্রসর হন নাই, তোমরা সেই অসম্পন্ন ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এ দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। সমুদায় দেশে, সকল পরিবারে ব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন করত বঙ্গভূমির এই ভারত ভূমির যৎপরোনাস্তি উন্নতি সাধন কর। প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবেই এ দেশের এত দুর্গতি।

পবিত্র ধর্ম্ম স্রোত মন্দীভূত হওয়াতেই এ দেশ ধন হীন বল হীন জ্ঞান হীন হইয়া একেবারে উচ্ছেদ দশায় উপস্থিত হইয়াছে। বলিতে কি এ দেশে অর্থ ধর্ম্ম রূপে, অসত্য সত্য রূপে পূজ্য হইতেছে। এমত উচ্ছেদ দশায় যখন কত যত্ন কত কষ্ট করিয়া এতদ্দেশ মধ্যে ধর্ম্ম স্রোত আনয়ন করত মৃতকল্প জন্মভূমিকে পুনর্জ্জীবিত করা উচিত, সেই সময়ে ঈশ্বর প্রসাদে আমারদের সৌভাগ্য ক্রমে, ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়া যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তোমরা মঙ্গল আচরণ করত বিমল হৃদয়ে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাও।

যদি তোমরা দেশের সুখ সৌভাগ্য প্রার্থনা কর, আপনারও মঙ্গল চাও, মুক্তকণ্ঠে পরমেশ্বরের স্তুতিবাদ করিয়া হৃদয়ের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মকে আলিঙ্গন কর। প্রাণান্তেও কখন তাঁহার প্রতি উদাসীন হইও না, পরিত্রাতা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা করিয়া

অনুতাপ আসে ভূরপনের কলঙ্কারোপ করিও না। ব্রাহ্মধর্মের বল তোমরা পরীক্ষাতেই অনুভব কর। এই বঙ্গভূমির যে পরিবার অধর্মের একাধিপত্যে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে, যে হৃদয় অসত্যের অত্যাচারে একেবারে অসাড় অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই গৃহে সেই হৃদয়ে আমারদের এই প্রাণ-স্বরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মকে লইয়া যাও. ইঁহার একবার পদার্পণেই সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইবে, সকল অমঙ্গল তিরোহিত হইবে। শত শত জ্ঞান, শত শত যুক্তি যে বিকৃত হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিতে পরাস্ত হইয়াছে, আমারদের ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ স্পর্শমণির একবার সংস্পর্শে সেই পাষাণ হৃদয় স্বর্ণময় হইবে। সুখ শান্তি আত্মপ্রসাদ, আমারদিগের ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত অনুচর। যে ব্যক্তি আপনার হৃদয়ে, আপনার গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থান দান করিবেন, তাঁহার কল্যাণ নিশ্চয়ই হইবে। তাঁহার সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে, তাহার আর সংশয় নাই।

হে পরমাত্মন্! তোমার অপার করুণার কথা কি বলিব। আমরা তোমাকে না চাহিলেও তুমি স্বয়ং আসিয়া আমারদের হৃদয় অধিকার করিতেছ, আমরা তোমাকে গৃহে স্থান দান না করিলেও তুমি আপনার স্থান আপনি করিয়া লইতেছ। আমরা এখন যেখানে বসিয়া তোমার পূজা করিতেছি, এই সুসজ্জিত গৃহ হাস্য পরিহাস, ক্রীড়া কৌতুক, নৃত্য গীতেরই জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, তুমি কৃপা করিয়া ইহাকে তোমার উপাসনা মন্দির করিয়া লইলে। আজ তোমার পবিত্র নামের মঙ্গল ধ্বনিতে ইহাকে পবিত্র করিলে। হে কৃপানিধান! তুমি কৃপা করিয়া এই পরিবারের সকলের হৃদয়কেও অধিকার কর। তুমি তোমার পবিত্র জ্যোতিতে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান্ কর। তুমি এই পরিবারকে তোমার চরণের মঙ্গল ছায়ায় রক্ষা করিয়া অহর্নিশি অক্ষয় সুখ শান্তি বিধান কর, ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই পরিবারের শিরো ভূষণ করিয়া দেও, বিনীত ভাবে তোমার সন্নিধানে এই মাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

সংবাদ।

এলাহাবাদ হইতে সমাগত পত্র পাঠে অবগতি হইল, যে তথায় শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা অনুসারে আপনাপন নব কুমারের শুভ যাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ অনুসারে স্বীয় লোকান্তর গত জননীর আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর প্রসাদে সমুদয় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়পতাকা শীঘ্র উড্ডীন হউক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের চতুর্থ ভাগের নির্ঘণ্ট পত্র।

বৈশাখ ২২৫ সংখ্যা। পৃষ্ঠ

জ্যৈষ্ঠ ২২৬ সংখ্যা।

আষাঢ় ২২৭ সংখ্যা।

শ্রাবণ ২২৮ সংখ্যা।

ভাদ্র ২২৯ সংখ্যা।

আশ্বিন ২৩০ সংখ্যা। পৃষ্ঠ

কার্ত্তিক ২৩১ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ২৩২ সংখ্যা।

পৌষ ২৩৩ সংখ্যা।

মাঘ ২৩৪ সংখ্যা।

ফাল্গুন ২৩৫ সংখ্যা।

চৈত্র ২৩৬ সংখ্যা।